সটীকং সানুবাদঞ্চ

আহ্নিক-কৃত্যম্।

(বিশুদ্ধ-নিত্যকর্ম্ম)

[প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-খণ্ডানি]

শ্রীশ্যামাচরণ-কবিরত্ন-বিদ্যাবারিধি-সঙ্কলিতম্।

[দ্বাদশ-সংস্করণম্।]

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"—গীতা।

—০O০—

কলিকাতা-নগর্য্যাং,

২০১ সং কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীটস্থ-

গুরুদাস-লাইব্রেরী-নামক-পুস্তকালয়াৎ

শ্রীগুরুদাস-চট্টোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্।

২নং গোয়াবাগান-ষ্ট্রীটস্থ-"ভিক্টোরিয়া-যন্ত্রে"

শ্রীরাধাশ্যামদাসদ্বারা মুদ্রিতম্।

—০—

১১ই কার্ত্তিক, সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ॥৵০ আনা।

স্থচীপত্র এবং কতিপয় মন্তব্য
শেষ ভাগে সংযোজিত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অনেক ব্রাহ্মণেই সন্ধ্যা করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু মন্ত্রার্থ-জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই আছে। এমন কি, অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত-কেও মন্ত্রার্থজ্ঞানে বঞ্চিত দেখা যায়। তাঁহাদের বেদের চর্চ্চায় ঔদাসীন্য ও অনাদরই সে বিষয়ে একমাত্র কারণ বুঝিতে হইবে। অর্থ না জানিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে সম্যক্ ফললাভ হয় না, এবং তাহাতে উচ্চারণও অশুদ্ধ হয়। অতএব সাধারণের অর্থবোধ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে গুণবিষ্ণুকৃত টীকা ও হলায়ুধ-প্রণীত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব পর্য্যালোচনা করিয়া সরল ও সুগম ব্যাখ্যা এবং বিশদ বঙ্গানুবাদ সহ সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ প্রকাশিত হইল। অদ্যাপি-সর্ব্বজাতি-পূজনীয় সুপবিত্র-ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সন্ধ্যো-পাসনায় আস্থা জন্মাইবার জন্য শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্র হইতে সন্ধ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যাপ্রয়োগের পূর্ব্বে উহা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সন্ধ্যার শেষে ব্রাহ্মণগণের নিত্যকর্ত্তব্য সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক বোধে তর্পণ ও শিবপূজা-বিধিও দেওয়া হইয়াছে। এ দেশে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে যজুর্ব্বেদমতে সন্ধ্যাতর্পণাদি করিতে হয়। যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাতর্পণাদি প্রায় সামবেদীয় সন্ধ্যা-তর্পণাদির তুল্য। স্থানে স্থানে যে কিছু কিছু প্রভেদ আছে, সেগুলি তত্তৎস্থানে টীকা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩০৪।—প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অল্পকাল মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় উৎসাহিত হইয়া আহ্নিককৃত্য-সঙ্কলয়িতা দ্বিতীয় সংস্করণে তান্ত্রিক-সন্ধ্যাপ্রয়োগ,

বিষ্ণুপূজাবিধি, কতিপয় দেবতার ধ্যান, এবং দুই-একটি স্তবও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আহ্নিককৃত্য-প্রচার দ্বারা যদি দশটিও ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণতনয় পুনর্ব্বার আচারশীল হন, তাহা হইলেই সমুদায় শ্রম ও ব্যয় সার্থক হইবে। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৪।—প্রকাশক।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে ভোজনকালীন গণ্ডূষ এবং পঞ্চগ্রাসের মন্ত্র ও মুদ্রা দেওয়া হইল। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩০৫।—প্রকাশক।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অনেকের অনুরোধে এবার প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য যাবতীয় নিত্যকর্ম্ম ইহাতে সন্নিবেশিত হইল, এবং আরও অনেকগুলি দেবতার ধ্যান, স্তব ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয়ও সংযোজিত করা গেল। স্বধর্ম্মানুরাগী কোনও মহাত্মা যদি সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থাৎ মুখের কথামাত্র কহিয়া, এই পুস্তকের সাহায্যে একজনমাত্র হিন্দুসন্তানকেও সদাচারী করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয় পুণ্য লাভ করিবেন, এবং যে হিন্দুসন্তান সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া এই পুস্তক গ্রহণপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইবেন, তিনিও ঐহিক পরম সুখ—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ, এবং সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক সহায়—ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া পরম লাভবান্ হইবেন সন্দেহ নাই। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৫। শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা। শিবপুর, হাওড়া।

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বরের কৃপায় এবং স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দুমহোদয়গণের অনুগ্রহে আহ্নিককৃত্য দিনদিন যেমন লব্ধপ্রসার ও সর্ব্বজনসমাদৃত হইতেছে, তেমনই ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তিও উত্থাপিত হইয়াছে। যথা—

(১) বৃদ্ধেরা বলেন—মন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত না হইলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হয় না। যেহেতু চক্ষের জ্যোতিঃ ক্ষীণ হওয়ায় ক্ষুদ্র অক্ষর পড়া আমাদের পক্ষে কষ্টকর।

(২) ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা বলেন—আহ্নিককৃত্যে সামবেদীয় সন্ধ্যা যেরূপ বিশদভাবে দিয়াছেন, যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা সেরূপে না দেওয়ায় এবং ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা আদৌ না থাকায় আমাদের, বিশেষতঃ আমাদের বালকদের, বিশুদ্ধরূপে সন্ধ্যা শেখাই হয় না। অতএব পুনঃসংস্করণে ঐ দুইটি সন্ধ্যাও পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রিত করাইলে আমরা পরম উপকৃত হইব।

শূদ্র মহোদয়েরা বলেন—আপনার আহ্নিককৃত্যে, কেবল দ্বিজাতিগণেরই যাহা পাঠ্য ও কর্ত্তব্য, সেগুলি স্বতন্ত্র করিয়া না রাখিলে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয়।

এক্ষণে সকলের বাক্যই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অবহেলা করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে ইচ্ছাও হইতেছে। আবার "সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে কাহাকেও সন্তুষ্ট করা যায় না" এই প্রবাদ-বাক্য-স্মরণে, পাছে লাভে মূলে হতাশ হইতে হয়, সে আশঙ্কাও জন্মিতেছে। যাহাই হউক, যাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছি, তাঁহাদের ন্যায্য উপদেশ পালন করা সর্ব্বতোভাবে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনায়, তদনুসারে এবার আহ্নিককৃত্যকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিলাম। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১০। শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা। শিবপুর, হাওড়া।

সপ্তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আহ্নিককৃত্য তিন খণ্ডে প্রচার করায়, প্রত্যেক খণ্ডের বিষয়ই অতি প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অনেকেই একসঙ্গে তিন খণ্ড ক্রয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা একসঙ্গে তিন খণ্ড ক্রয় করেন, তাঁহাদের জন্য প্রকাশক মহোদয় ৷৴৹ স্থলে ৷৷৹ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এরূপ করায়, যাঁহারা কেবল প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড ক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় বলিয়া তাঁহারাও ইচ্ছা করিয়া তিন খণ্ডই ক্রয় করিয়া থাকেন। সেইজন্য এবার একসঙ্গেই তিন খণ্ড বাঁধান হইল। ইতি—১লা আষাঢ়, ১৩১২। শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা। শিবপুর, হাওড়া।

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আমাদের সন্ধ্যাহ্নিক, দশবিধ সংস্কার, শ্রাদ্ধ, শান্তি, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে অধিকাংশই বৈদিক মন্ত্র প্রচলিত। কিন্তু এ দেশে বেদের চর্চ্চা বহুদিন হইতেই লোপ পাওয়ায় এবং উহার ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি স্বতন্ত্র হওয়ায় অনেকেই বৈদিক মন্ত্রের অর্থ অবগত নহেন। এই কারণে লিপিকরপ্রমাদে মন্ত্রগুলি ক্রমশঃ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে। একে অর্থবোধ নাই, তাহার উপর অশুদ্ধ উচ্চারণ করা হইতেছে, সেরূপ মন্ত্র পাঠ করায় ও না করায় যে সমানই ফল, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কোনও মূর্খ পুরোহিত "পিণ্ডে সূত্রং দদ্যাৎ" স্থলে "দাদার স্বাক্ষরে—পিণ্ডে মূত্রং দদ্যাৎ" বলিয়া সেইরূপ কার্য্যই করাইয়াছিলেন বলিয়া একটি গল্প আছে, কিন্তু এক্ষণে অনেককে বৈদিক মন্ত্র স্থলে প্রকৃত পক্ষেই সেইরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়। আবার প্রত্যেক

মন্ত্রের আদিতে ঋষি ছন্দঃ প্রভৃতি পাঠ করিয়াও ঐ সকল মন্ত্রকে গদ্যরূপেই সকলে পাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া মূল বেদ হইতে সমস্ত মন্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক ভাষ্য, প্রমাণবচন ও বৈদিক ব্যাকরণাদির সহিত "ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি"র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং এই গ্রন্থেও প্রধানতঃ গুণবিষ্ণুটীকা এবং ক্বচিৎ সায়ণভাষ্য সহ সেই বিশুদ্ধ মন্ত্রসমূহই সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। যে যে স্থলে প্রচলিত পাঠের পরিবর্ত্তন করিয়াছি, সেই সেই স্থলেই টিপ্পনীতে প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করি নাই। তথাপি আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোনও কোনও মহাত্মা মৎসংগৃহীত ঐ ভাষ্য, প্রমাণবচন ও বৈদিক ব্যাকরণাদি দেখিয়াও মৎসংশোধিত পাঠে আস্থা স্থাপন না করিয়া প্রচলিত ভ্রমপূর্ণ পাঠের উপরই দৃঢ়ভক্তি রহিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।—

(১ম) সন্ধ্যায় প্রাতরাদি কালত্রয়ে আচমনের যে তিনটি মন্ত্র আছে, তাহাতে আমার এই পুস্তকে প্রচলিত পাঠের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া, তাঁহারা বলেন যে—"শাখাভেদে মন্ত্রের পাঠভেদ হইয়া থাকে; সুতরাং প্রচলিত পাঠই ঠিক, উহার পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে।" কিন্তু ঐ বাঁধি গৎটি সকল স্থানে খাটে না। শাখাভেদে কোনও কোনও মন্ত্রের পাঠভেদ আছে সত্য; যেমন—ঋক্ যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদে "শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ" এইরূপ পাঠ আছে, এবং সামবেদে "শন্নো-দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু" ইত্যাদিরূপ পাঠ আছে। সুতরাং এ স্থলে স্বশাখা-অনুসারে সামবেদীকে শেষোক্তরূপ পাঠ, এবং অন্য-বেদীদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপ পাঠই করিতে হয়। কিন্তু আচমনের ঐ তিনটি মন্ত্র কেবল কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই আছে,

আর কোথাও নাই; সুতরাং উহার পাঠভেদও নাই। শাখাভেদে পাঠভেদ থাকিলে সর্ব্ববেদীর সন্ধ্যাপদ্ধতিতে একরূপই পাঠ থাকিত না; অবশ্যই বিভিন্ন পাঠ থাকিত। ইহাতেই স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, শাখাভেদে পাঠভেদের কথা এ স্থলে কিছুতেই খাটিতে পারে না। মহর্ষি গোভিল সন্ধ্যাসূত্রে আচমনমাত্রই করিতে বলিয়াছেন; কোনও মন্ত্র পড়িতেও বলেন নাই, এবং পড়িতে নিষেধও করেন নাই। এই হেতু—

যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পারক্যমবিরোধি চ।
বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়-মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ ॥

(যাহা স্বশাখায় নাই, তাহা যদি পরশাখায় থাকে এবং স্বশাখার বিরোধি না হয়, তাহা হইলে করিবে) এই কাত্যায়ন-বচন অনুসারে সর্ব্ববেদীর পদ্ধতিকারেরাই ঐ তিনটি মন্ত্র ধরিয়াছেন।

(২য়) কেহ কেহ আবার প্রচলিত পাঠকে "গুণবিষ্ণুসম্মতঃ পাঠঃ" বলিয়া থাকেন। কিন্তু গুণবিষ্ণু সন্ধ্যাপদ্ধতির টীকাকার। বৌধায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ যখন "সূর্য্যশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন গুণবিষ্ণুর জন্মই হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা বেদোক্ত প্রকৃত মন্ত্রই পাঠ করিতে বলিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব প্রকৃত মন্ত্র ত্যাগ করিয়া কোনও টীকাকারের কল্পিত মন্ত্র পাঠ করা কখনই বিধিবোধিত নহে। পরন্তু অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বেদের একই মন্ত্রের পাঠান্তর থাকা যেমন অসম্ভব, মহাত্মা গুণবিষ্ণু টীকা লিখিতে বসিয়া কোনও বৈদিক মন্ত্রের যে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব। কেহ প্রথমতঃ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকার অংশ মন্ত্রের মধ্যে পুরিয়াছেন, এবং শেষে তাহাই প্রকৃত মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ও লোকে তাহাকেই গুণবিষ্ণুসম্মত পাঠ বলিতেছেন। যথা—(ক)

"সূর্য্যশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রের টীকায় গুণবিষ্ণু লিখিয়াছেন—"ইদম্ আপঃ" (অর্থাৎ ইদং বলিতে এখানে আপঃ), এবং "স্বিষ্টকৃতে সূর্য্যে ? জ্যোতিষি হৃৎপদ্মমধ্যাবস্থিতে প্রকাশরূপো পরমাত্মনি।" সেই "আপঃ" ও "পরমাত্মনি" মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশিত হইয়া "ইদমহমাপঃ" এবং "সূর্য্যো জ্যোতিষি পরমাত্মনি" হইয়াছে। ফলকথা, গুণবিষ্ণুর টীকায় "ইদম্ আপঃ" ইহাও প্রকৃত পাঠ নহে। অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নিত্যবহুবচনান্ত, তাঁহার প্রথমার বহুবচনে "আপঃ" ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে "অপঃ" হয়। গুণবিষ্ণু যে ক্লীবলিঙ্গ দ্বিতীয়ার একবচনান্ত "ইদম্" পদের বিশেষ্যরূপে "আপঃ" লিখিয়াছেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদিও ক্লীবলিঙ্গ একটি "আপস্" শব্দ আছে; কিন্তু এখানে মন্ত্রের দেবতারূপে অপ্ শব্দেরই প্রয়োগ থাকায়, টীকাতেও সেই অপ্ শব্দের প্রয়োগই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। অতএব গুণবিষ্ণুর "ইদং পাপম্" এই লিখনটি প্রথমতঃ লিপিকরপ্রমাদে "ইদং আপঃ" হইয়াছে, তার পর তাহাই আবার মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। (খ) "চিত্রং দেবানাম্" ইত্যাদি মন্ত্রের প্রথমেই আছে "কুৎস ঋষিঃ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।" ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রতিচরণে ১১অক্ষর থাকে। "বরুণস্যাগ্নেঃ" পর্য্যন্ত উহার দ্বিতীয় চরণ। দ্বিতীয় চরণের পরে সর্ব্বত্রই এক দাঁড়ি থাকে, ইহা সকলেই জানেন; অথচ উহার সহিত সন্ধি করিয়া "বরুণস্যাগ্নেরাপ্রা দ্যাবা" পাঠ চলিয়াছে। আবার "দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং" পাঠও চলিতেছে। দিব্ ও পৃথিবী শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে দ্যাবাপৃথিবী শব্দ দ্বিবচন হয়, সুতরাং দ্বিতীয়ার একবচনে "দ্যাবাপৃথিবীং" হইতে পারে না, এবং চকারার্থেই দ্বন্দ্বসমাস হওয়ায় তাহার পর আবার "চ" বসাইলে পুনরুক্তিদোষ ঘটে। গুণবিষ্ণু "দ্যাবাপৃথিবী" পদের যে অর্থ লিখিয়াছেন "দিবং পৃথিবীঞ্চ",

তাহারই "পৃথিবীঞ্চ" পদটি কালক্রমে মূলে প্রবেশ করিয়া "গুণবিষ্ণুসম্মতঃ পাঠঃ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৩য়) সামবেদীর সন্ধ্যাপদ্ধতিতে সূর্য্যোপস্থানের পরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" ইত্যাদি একটি মন্ত্র আছে। তদনুসারে "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া সকলেই জল দিয়া থাকেন, এবং উহার শেষে "উপজায় চ" থাকায় "ওঁ উপজায় নমঃ"ও বলেন। ঐগুলি যদি জল দিবার মন্ত্র হইত, তাহা হইলে "প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তং নমস্কারান্তকীর্ত্তিতম্। স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে" এতদনুসারে সকল পদ্ধতিতেই "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদিরূপ না লিখিয়া "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" ইত্যাদিরূপ লিখিত হইয়াছে কেন? প্রথমে একটি নামের আদিতে ওঁ দিয়া আর কোনও নামের আদিতে উহা দেওয়া হয় নাই কেন? "নমো বায়বে চ, মৃত্যবে চ, বিষ্ণবে চ, নমো বৈশ্রবণায় চ" এই সকল স্থলে 'চ' আছে কেন? এবং মৃত্যবে ও বিষ্ণবের আদিতেই বা নমঃ নাই কেন? আর উপজ নামেই বা কোন্ দেবতা বা উপদেবতা আছে যে, "উপজায় নমঃ" বলিয়া তাঁহাকে জল দেওয়া হইয়া থাকে? (ইহার সবিস্তর বিবরণ সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে ঐ মন্ত্রের টীকায় দেখিতে পাইবেন)।

(৪র্থ) মৎসম্পাদিত "ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি"র আলোচনাকালে যাঁহারা "স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽহরিষ্টনেমিঃ" "কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য মহাবামদেবো ঋষিঃ" ইত্যাদি প্রচলিত পাঠের পরিবর্ত্তে আমি "স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ" "কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য বামদেব ঋষিঃ" ইত্যাদি লেখায় প্রথমতঃ আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং শেষে প্রমাণ প্রয়োগ বৈদিকব্যাকরণ প্রভৃতি প্রদর্শন করায় নিরুত্তর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার দেখিতে পাই, কার্য্যকালে

সেই প্রচলিত অশুদ্ধ পাঠই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বলিতে হয়, রাবণ যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—

জানামি সীতা জনকপ্রসূতা,
জানামি রামো মধুসূদনশ্চ।
অহঞ্চ জানামি নরস্য বধ্য,-
স্তথাপি সীতাং ন পরিত্যজামি॥

সেইরূপ তাঁহাদেরও প্রতিজ্ঞা—

জানামি বেদং ন বয়ং স্পৃশামো,
জানামি মন্ত্রার্থচয়ং ন বিদ্মঃ।
জানামি সর্ব্বং বিকৃতঞ্চ জাতং,
তথাপি তত্ত্বন্ন পরিত্যজামঃ॥

অনেক দুঃখেই এই সকল ধৃষ্টতাসূচক বাক্য বলিতে হইল। প্রার্থনা করি, ইহাতে কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অত্যন্ত আনন্দের সহিত আজ আহ্নিককৃত্যের দশম সংস্করণে প্রবৃত্ত হইলাম। ঈদৃশ আনন্দের কারণ (১ম) ইদানীং আর্য্য-সমাজরূপ সুদৃঢ় অর্ণবপোত স্বেচ্ছাচাররূপ প্রবল বাত্যায় বিশৃঙ্খল হইলেও দিন দিন আহ্নিককৃত্যের আদর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৪ বৎসরের মধ্যে প্রতিবৎসরে (৩০০০ করিয়া ছাপাইয়া) ১০টি সংস্করণ করিতে হইল। (২য়) অধিকাংশ উচ্চ-ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু যুবকও ইহা পাঠ করিয়া, মন্ত্রাদির অনুবাদ ও তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, শ্রদ্ধাবশতঃ, অবশ্য কর্ত্তব্য-বোধে সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি স্বধর্ম্মের নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আস্থাবান্ হইয়াছেন। (৩য়) অনেক কৃতবিদ্য প্রৌঢ় ব্যক্তি আপন

আপন সন্তানদিগকে ইহার সাহায্যে সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখাইতেছেন। (৪র্থ) অনেক অধ্যাপক মহাশয়ও চিরাভ্যস্ত মন্ত্রাদির অশুদ্ধতা বুঝিয়া, ইহা দেখিয়া পুনর্ব্বার সন্ধ্যা-আহ্নিক মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং সেই কথা অসঙ্কোচে আমাকে লিখিয়া জানাইয়া অনুগৃহীত করিতেছেন। (৫ম) একজন মহাত্মা সাধু সন্ন্যাসী এই গ্রন্থের এত পক্ষপাতী যে, কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও, তিনি যখন যেখানে বিশ্রাম করেন, সেখানে আমার নিকট হইতে ভী পী পোষ্টে এই পুস্তক লইয়া স্বহস্তে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ("সমালোচনা ও পত্র" পাঠ করিলেই এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন)। (৬ষ্ঠ) অনেক অভিজ্ঞ লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে এতৎসম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাঠাইয়া আমাকে উৎসাহিত করিতেছেন।— মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা অল্প শ্লাঘার ও অল্প আনন্দের বিষয় নহে।

এই আনন্দের সঙ্গে কয়েকটি কৌতুকের কথাও আছে— (১ম) অস্মদ্দেশে বহুকাল বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হওয়ায় বৈদিক মন্ত্রগুলির ভয়ঙ্কর পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে দেখিয়া এবং এতকাল কেহই উহাদের সংশোধনে প্রয়াস পান নাই বলিয়া আমি ৭ বৎসর ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে মূল বেদ সংগ্রহ ও সেই অকূল সমুদ্রের নানা স্থান হইতে মন্ত্ররূপ রত্নরাজি সঙ্কলন করিয়া বৈদিক ব্যাকরণ ও ভাষ্য সহ "ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতি"র ১ম খণ্ড এবং আহ্নিককৃত্যের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করি। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে স্বধর্ম্মনিরত কতিপয় মহাত্মার সবিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে প্রধান প্রধান অধ্যাপক মহোদয়গণ ৪ মাস ধরিয়া উহার আলোচনা করেন, এবং শেষে সকলেই একবাক্যে হস্তলিখিত ও মুদ্রিত যাবতীয় পদ্ধতি-পুস্তকের অশুদ্ধতা এবং ঐ পুস্তকেরই বিশুদ্ধতা স্বীকার

করেন। সেই সকল কথা "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হওয়ায় অনেকের তখন চক্ষু ফুটিল—প্রচলিত বৈদিক মন্ত্রগুলি যে অশুদ্ধ, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। যাঁহারা পরকৃতিত্ব অপহরণে সিদ্ধহস্ত, তাঁহারা তদবধি আমার আহ্নিককৃত্যের অনুকরণে নিত্যকর্ম্ম বা সন্ধ্যাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং লোকের মন ভুলাইবার জন্য আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপনও প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "আমরা বোম্বাই হইতে বেদ আনাইয়া বৈদিক মন্ত্রগুলি সংশোধন করিয়াছি"; কিন্তু দেখিলাম, মুদ্রাকর-প্রমাদে আহ্নিককৃত্যের ঐ ৬ষ্ঠ সংস্করণে একটি মন্ত্রে যে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের পুস্তকেও সেই মন্ত্রের সেই বর্ণটি সেইরূপ অশুদ্ধই রহিয়াছে। তাঁহাদের "বোম্বাই বেদে"ও কি ঐরূপ পাঠই আছে? যাহা হউক, উহার নিম্নে যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম, তাহা দেখিলেই তাঁহারা ঐ বর্ণটি সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা দেখিবারও অবসর পান নাই, অথবা "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত অধ্যাপক মহাশয়দিগের মন্তব্য পাঠ করিয়া আমার পুস্তকে ক্বচিৎ ছাপার ভুলও থাকিতে পারে না এই ধারণায় ঐ ব্যাখ্যা দেখার আবশ্যকতাই মনে করেন নাই। (২য়) ইতুপূজায় অনেকে দুর্গার পূজা করেন শুনিয়া এবং উহা বেদে পুরাণেও নাই জানিয়া আমি আহ্নিককৃত্যের ৬ষ্ঠ সংস্করণে যুক্তি-সহকারে যেমন লিখিলাম যে, ইতুপূজায় সূর্য্যের পূজা করিতে হয়, তাঁহারাও অমনি তাঁহাদের পুস্তকে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন; আর অধিক কিছুই লিখিলেন না। তার পর অনেকের প্রশ্নানুসারে ৮ম সংস্করণে যখন লিখিলাম যে, সূর্য্যের "মিত্র" নামের অপভ্রংশে ক্রমশঃ "মিতু" ও "ইতু" হইয়াছে, তখন তাঁহারাও ঐ কথাই লিখিলেন। আবার

সূর্য্যের প্রচলিত বহু নাম থাকিতে অপ্রচলিত "মিত্র" নাম গ্রহণ করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের পুনঃপুনঃ উত্তর দিতে হইত বলিয়া ৯ম সংস্করণে যখন আমি প্রমাণ সহ লিখিলাম যে, "আদিত্যহৃদয়ে" দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের যে দ্বাদশ নাম আছে, তাহাতে "মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্রঃ" থাকায় মিত্র নামই গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং ইতুপূজায় "মিত্রায় নমঃ" বলিয়াই পূজা করিতে হয়, তখন আর একজন গ্রন্থকার "আসরে" নামিলেন, এবং তাঁহার অভিনব নিত্যকর্ম্মের পুস্তকে যুক্তি, প্রমাণ, মন্ত্র প্রভৃতির সহিত ইঁতুপূজার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় গভীর গবেষণার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। (৩য়) অন্যান্য অনেক পুস্তকের অভাব সত্ত্বেও সে সকলে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনেকেই এখন (কি বঙ্গদেশে, কি কাশীধামে, কি স্থানান্তরে) নিত্যকর্ম্ম বা সন্ধ্যাপদ্ধতি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তাহাতে নিজের কৃতিত্বই খ্যাপন করিতেছেন; কিন্তু আমার আহ্নিককৃত্যের নূতন নূতন সংস্করণে যে যে বিষয় দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা সেই সমস্তই গ্রহণ করিতেছেন, কিছুই বাদ দেন নাই; এমন কি, ছাপার ভুলটি পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন নাই; কেবল বিষয়বিন্যাসে ইতস্ততঃ করিয়া এবং বঙ্গানুবাদে "যাইয়া" প্রভৃতি স্থলে "গমন করিয়া" ইত্যাদি লিখিয়া, কেহ বা অবিকল বঙ্গানুবাদই তুলিয়া গ্রন্থের নূতনত্ব সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা আমারই প্রদর্শিত পথে চলিয়া, অসঙ্কোচে আমারই কথাগুলি লইয়া, অম্লানবদনে নিজ কৃতিত্ব খ্যাপনপূর্ব্বক রাশিরাশি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া আমাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহাদের সে চেষ্টা তাদৃশ ফলবতী হইতেছে না; যেহেতু পরকৃতিত্ব অপহরণ করিলেও নিজ কৃতিত্বের

অভাবে ঐ সকল গ্রন্থে বহু ভ্রমপ্রমাদ থাকিতেছে, সুতরাং বিশেষজ্ঞ লোকে তাঁহাদের আড়ম্বরপূর্ণ-বিজ্ঞাপনে ভুলিতেছেন না।

এই আনন্দ ও কৌতুকের উপর কতকগুলি দুঃখের কথাও বলিতেছি—(১ম) উপর্যুক্ত গ্রন্থকারগণ সমাজের হিতসাধনচ্ছলে আপনাদের আয়ের পথ প্রসর করিতে গিয়া সমাজের সম্পূর্ণ অনিষ্টই সাধন করিতেছেন; যেহেতু অজ্ঞ লোকে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনে বিমুগ্ধ হইয়া ঐ সকল অশুদ্ধ পুস্তক ক্রয় করিয়া ধর্মকর্ম পণ্ড করিতেছেন, এবং শেষে তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্তও হইতেছেন। (৩য়) কোনও কোনও পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাত্মা অপরিহার্য্য-স্বভাব-বশে মশকবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আমার পুস্তকে ছিদ্রেরই অনুসন্ধান করেন এবং সামান্য ছিদ্র পাইলে "তিলকে তাল করিয়া" সেই একটিমাত্র দোষেই সকল গুণ নিমগ্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নবান্ হন। পরন্তু তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি, যেহেতু মাদৃশ ব্যক্তির পদে পদে ত্রুটি ঘটা অসম্ভব নহে। তবে দুঃখ এই যে, তাঁহারা আমার পুস্তকের সর্ষপপ্রমাণ দোষের অনুসন্ধানে যেরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি, গুণের অনুসন্ধানেও যদি সেইরূপ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু ভাবিয়া, আন্তরিক ভক্তি-সহকারে তাঁহাদিগের পূজা করিতে পারিতাম। (৪র্থ) এতদ্ব্যতীত আর কয়েকটি দুঃখের কথা নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছি বলিয়া এস্থলে পুনরুল্লেখ করিলাম না।

যাহা হউক, আমি যখন ১২।১৩ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের সকল স্বার্থ ও অমূল্য স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া সমাজ-সেবায়—স্বসমাজের চিরন্তন অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী" হইয়া, লাভালাভ ও জয়াজয় সমান জ্ঞান করিয়া, অবশিষ্ট জীবন এই কার্য্যেই

অতিবাহিত করিব; তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় উদ্দেশ্য যতদূর পূর্ণ হয় হইবে।

অনেক মহানুভব আমার আহ্নিককৃত্যকে নিজস্ব ভাবিয়া ইহার উন্নতিকল্পে সাধারণের আবশ্যক বুঝিয়া ইহাতে বিষয়-বিশেষের সন্নিবেশ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাকে নানা উপদেশ দিয়া থাকেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সুধী-গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা—তাঁহাদের চক্ষে কোনও ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইয়া চরিতার্থ করিবেন। ইতি ২৫শে বৈশাখ, ১৩১৮।—শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

দ্বাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডকে তৃতীয় খণ্ড, এবং তৃতীয় খণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড করা হইল—অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের কর্ত্তব্য বৈদিক কর্ম্মগুলি সর্ব্বশেষে সন্নিবিষ্ট হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে যে দুই একটি ভ্রমপ্রমাদ ও অস্পষ্টোক্তি ছিল বলিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছি, তৎসমস্তও সংশোধন করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের "অতিরিক্ত" বিষয়টিকে আর কিছু বাড়াইয়া এবারে "সদাচার" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সকলেই আপন আপন পরিবারস্থ বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীদিগকে উহা শিক্ষা করাইলে ভাল হয়।

এই আহ্নিককৃত্যের যে যে স্থলে প্রচলিত মন্ত্রের পাঠ ও অনু-ষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিয়াছি, সেই সেই স্থলেই তৎসমর্থনার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণপ্রয়োগও উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তথাপি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত বা তদ্বিষয়ে আলোচনা না করিয়াই এখনও মাঝে মাঝে কেহ কেহ

নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিয়া থাকেন শুনিতে পাই যে, "মন্ত্র-টন্ত্র সব বদলাইয়া এককে আর করিয়া ফেলিয়াছে।"

৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত "ত্রিশূল" পত্রে ইতঃপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া লেখা হইয়াছিল যে, আমি আহ্নিককৃত্য প্রচার করিয়া লোকের মস্তক ভক্ষণ করিতেছি। কারণ, আমি মধ্যাহ্নসন্ধ্যার আচমন-মন্ত্রের যে অনুবাদ করিয়াছি, তাহা ঠিক হয় নাই। ঐ অনুবাদ পড়িয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, ভোজনের পরে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিতে হয়। যেহেতু পাপ না করিলে পাপধ্বংসের প্রার্থনা সঙ্গত হয় না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে প্রাতঃসন্ধ্যার পর জলযোগ করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ ভোজনের পূর্ব্বেই মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করা বৃদ্ধব্যবহার আছে।

[উত্তর :—ভোজনের পূর্ব্বে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করা কেবল বৃদ্ধ-ব্যবহার নহে; উহা শাস্ত্রেরই শাসন। শাস্ত্র বলিয়াছেন "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" (ভোজন করিয়া কোনও কার্য্য করিবে না); "জলস্যাপি নরশ্রেষ্ঠ ভোজনাদ্ ভেষজাদৃতে। নিত্যক্রিয়া নিবর্ত্তেত কাম্যনৈমিত্তিকৈঃ সহ" (ঔষধ ভিন্ন জল পর্য্যন্ত খাইলেও নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করা চলে না); "স্নানং সন্ধ্যা তর্পণাদি জপহোমাসরার্চ্চনম্। উপবাসবতা কার্য্যং সায়ংসন্ধ্যাহুতিং বিনা' (সায়ংসন্ধ্যা ও সায়ংসমিদাধান ব্যতিরেকে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণাদি, জপ, হোম ও দেবপূজা উপবাস করিয়াই করিতে হয়) ইত্যাদি। পরন্তু মধ্যাহ্নাচমনের মন্ত্রে আছে "যদুচ্ছিষ্টম্ অভোজ্যং চ যদ্ বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মাম্ আপঃ অসতাং চ প্রতিগ্রহম্।" আমি উহার অনুবাদ করিয়াছি "উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ এবং অসতের প্রতিগ্রহ-জনিত আমার যে কিছু পাপ

আছে, সেই সকল পাপ ঘুচাইয়া জল আমাকে পবিত্র করুন।" এতদ্ভিন্ন উহার আর কি অনুবাদ হইতে পারে ? এবং এই অনুবাদে জলযোগ বা অন্নভোজন করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করাই বা কিরূপে বুঝাইল ? তাঁহারা বলেন, ঐ অনুবাদে যে "যে কিছু পাপ" আছে, তদ্দ্বারাই জলযোগও বুঝাইতেছে। "যে কিছু পাপে"র পূর্ব্বে যে উচ্ছিষ্টভোজন-(জনিত) ইত্যাদি চারিটি উহার বিশেষণ রহিয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। বিশেষতঃ পাপ না করিয়া তাহার ধ্বংসের প্রার্থনা যদি অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে দশহরা-স্নানের মন্ত্রে "পরদারোপসেবা" ইত্যাদি পাপ নাশের প্রার্থনা থাকায় তৎপূর্ব্বে ঐ সকল পাপ করাও আবশ্যক হইয়া থাকে। পরন্তু জলযোগে ও অন্নভোজনেই বা কি ঘটিতে পারে ? মন্ত্রে যখন উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অভক্ষ্য ভক্ষণের উল্লেখ আছে, তখন তাদৃশ অতিবুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে সেইরূপ ভোজনই ত কর্ত্তব্য হয় ; এবং প্রাতরাচমন ও সায়মাচমনের মন্ত্রে "মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না যৎ পাপম্ অকারিষং" থাকায় তত্তৎ সন্ধ্যার পূর্ব্বেও ঐ সকল পাপ করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া থাকে। ফলতঃ, পাছে কেহ ঐরূপ আশঙ্কা করেন ভাবিয়া, প্রাতরাচমন-মন্ত্রের টীকার শেষভাগে লিখিত হইয়াছে "এতচ্চ অজ্ঞানকৃতপাপবিষয়ম্। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—দিবা বা যদি বা রাত্রৌ যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি॥ ইতি কুল্লূকভট্টঃ।" ৫০ পৃঃ ২০ পঙ্‌ক্তিতেও লিখিয়াছি "প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যার গৌণকাল, সায়ংসন্ধ্যার গৌণকাল পর্য্যন্ত ; তৎপূর্ব্বে দিবাভোজনও নিষিদ্ধ।"]

ঐ প্রবন্ধে ঐরূপ ভাবের আরও কয়েকটি কথা লেখা হইয়াছিল, যথা—মন্ত্রের অর্থ জানিবার আবশ্যকতা নাই ; বৈদিক মন্ত্রের শব্দগত কোনও অর্থ নাই—বর্ণশক্তিতেই ফল ফলে ; মধ্যাহ্ন-

আচমন মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ—আপো দেবতা ; উপজ্ঞ নামে কোনও দেবতা বা উপদেবতা থাকুন বা নাই থাকুন এবং তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ থাকুক, "উপজ্ঞায় নমঃ" বলিয়া যখন সকলেই জল দিয়া আসিতেছে, তখন তাহাই করিতে হইবে ; আমার গ্রন্থ দেখিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্মই পণ্ড হইতেছে ; ইত্যাদি।

[উত্তর :—মন্ত্রের অর্থ জানিবার আবশ্যকতা আছে কি না দেখুন। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন "মন্ত্রার্থজ্ঞো জপন্ জুহ্বৎ তথৈবাধ্যাপয়ন্ দ্বিজঃ। স্বর্গলোকমবাপ্নোতি নরকন্তু বিপর্য্যয়ে" (মন্ত্রের অর্থ জানিয়া জপাদি কার্য্য করিলে স্বর্গ, তদ্বৈপরীত্যে নরক হয়)। সাক্ষাৎ শ্রুতিও বলিয়াছেন "স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদ্ অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্" (যে বেদমন্ত্রের অর্থ না জানে, সে শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় নিষ্ফল দেহভারমাত্র বহন করে)। বৈদিক মন্ত্রের যদি শব্দগত কোনও অর্থ না থাকিত, তাহা হইলে মহামুনি পাণিনি বৈদিক পদ সাধনের জন্য ব্যাকরণ লিখিতেন না, মহর্ষি যাস্ক নিরুক্ত নামে বৃহৎ বৈদিক অভিধান প্রণয়নে বৃথা প্রয়াস পাইতেন না, এবং সায়ণাচার্য্য, মহীধর, গুণবিষ্ণু, হলায়ুধ প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়া, অতএব মন্ত্রার্থজ্ঞানে যত্নবান্ হইবে বলিয়া, বেদমন্ত্রের শব্দার্থ লিখিতে সুদীর্ঘ সময় বৃথা নষ্ট করিতেন না। বিশেষতঃ শব্দার্থবোধ না থাকিলে লিপিপরম্পরায় মন্ত্রের পাঠবিকৃতি অবশ্যম্ভাবিনী, এখন হইয়াছেও তাহাই ; সুতরাং প্রকৃত পাঠ নির্ণয়ের জন্যও শব্দার্থজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। বিকৃত মন্ত্র পাঠ করিলে অর্থাৎ "ইদমহং মামমৃত-যোনৌ" স্থলে "ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ," "অতিথির্দুরোণসৎ" স্থলে "অতিথির্দোলসৎ" ইত্যাদি পাঠ করিলে মন্ত্রশক্তি কি ফল ফলাইবে? যাঁহারা বলেন "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" তাঁহাদের প্রতি

জিজ্ঞাস্য এই যে, অতিথিঢ্‌বোলসৎ” ইত্যাদি বলিলে আমাদের মনে কি ভাবের উদয় হইবে যে, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিবেন ?

মন্ত্রের দেবতাই মন্ত্রের অর্থ, এ অদ্ভুত উক্তির কোনও উত্তরই নাই। “উপজায় নমঃ” সম্বন্ধে নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে এবং ঐ মন্ত্রের টীকায় সবিস্তর লেখা হইয়াছে—সুধী পাঠকগণ এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে মীমাংসা করিবেন।]

আমার গ্রন্থানুসারেই কার্য্য করিতে—ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড করিতে আমি কাহাকেও অনুরোধ বা অনুশাসন করি নাই। আমি কেবল দোষগুণ দেখাইয়া দিয়াছি, এখন “যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্।”

তজ্জন্য পুনঃপুনঃ আর কি বলিব ? ভট্টকুমারিল বলিয়াছেন—

“আগমপ্রবণশ্চাহং নাপবাদ্যঃ স্খলন্নপি।
ন হি সদ্বর্ত্মনা গচ্ছন্ স্খলিতেষপ্যপোদ্যতে॥”

বেদের অনুসরণ করিতে গিয়া যদিও আমার স্খলন (বুঝিবার ভ্রম) ঘটিয়া থাকে, তথাপি আমি নিন্দার পাত্র নহি। যেহেতু সুপথে চলিতে গিয়া স্খলন (পতন) ঘটিলেও কেহ নিন্দনীয় হয় না।

সুপ্রসিদ্ধ মহামহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন—

“মান্যান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলিরেষ ভূয়ো-
ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দূষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য,
ভাবাববোধবিহিতো ন হুনোতি দোষঃ॥”

পূজনীয় জনগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে পুনঃপুনঃ এই নিবেদন করিতেছি যে, সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আমার কথায় দোষারোপ করিবেন। বুঝিয়া সুঝিয়া দোষ দিলে, তাহাতে দুঃখ হয় না।

বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের নিকটে আমারও ঐ দুই বাক্যই প্রযোজ্য।
৺কাশীধাম, ১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৩।

শ্রীশ্যামাচরণশর্ম্মা।

অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণের মূলের সমস্ত ফর্ম্মা মুদ্রিত হইবার পর এই বিজ্ঞাপনের প্রুফের সঙ্গে মুরসিদাবাদ-মির্জ্জাপুরনিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভূয়োদর্শী সুশিক্ষিত বিজ্ঞবর পূজনীয় মহাভাগ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—
* * * গত বৈশাখ মাসে বহরমপুর ব্রাহ্মণসম্মিলনীতে সন্ধ্যা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। * * সন্ধ্যার নানাপ্রকার হাতের লেখা পুঁথি, এবং বটতলার অথবা অন্য স্থানের মুদ্রিত নিত্যকর্ম্ম, হিন্দুসৎকর্ম্মমালা, হিন্দুসর্ব্বস্ব, পুরোহিতদর্পণ, আহ্নিককৃত্য প্রভৃতি অনেক পুস্তক আছে। উল্লিখিত পুস্তকসমূহে এত পাঠ-ভেদ বা পাঠবিকৃতি আছে যে, সে সকলের সামঞ্জস্য বিধান সুকঠিন ব্যাপার।

* * কোন্ মন্ত্রের কোন্‌টি বিশুদ্ধ পাঠ, কোন্ প্রক্রিয়া ঠিক, কোন্ অনুষ্ঠানপদ্ধতি শাস্ত্রসম্মত ইত্যাদি নানা বিষয়ে সময়ে সময়ে বিবিধ তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। * * ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সাধারণতঃ আবহমানকাল-প্রচলিত আচারপদ্ধতিরই পক্ষপাতী; বিশেষতঃ বেদমন্ত্র বিষয়ে অনেকেই কোনও খবর রাখেন না; সুতরাং মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তকের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সাধারণ অজ্ঞ লোকের ত কথাই নাই। * * এই বিষয়ে একটি সুব্যবস্থা ও সুমীমাংসা হওয়া আবশ্যক বিবে-চনায় উপস্থিত সময়ে কর্ত্তব্যাবধারণ জন্য আপনাকে বিরক্ত করিতে

বাধ্য হইলাম। আপনি যতদূর অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও সত্য নির্দ্ধারণ-চেষ্টা করিয়া সন্ধ্যামন্ত্রাদির বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমার বোধ হয় অন্য কোনও ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঐ সম্বন্ধে এতদূর মাথা ঘামাইতে বা কষ্টস্বীকার করিতে ইচ্ছুক, সম্মত ও সমর্থ নহেন। এজন্য আপনি আমাদের সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। * * * কয়েক জন প্রবীণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণযুবক আপনার আহ্নিককৃত্য সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল কথা বলিয়াছেন, নিম্নে সংক্ষেপতঃ সে সকলের উল্লেখ করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকলের সদুত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

(১) "গায়ত্রীশিরসঃ" ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে অন্যান্য পুস্তকে গায়ত্রী ছন্দের উল্লেখ আছে। আপনার পুস্তকে নাই।

(২) প্রাতরাচমনের মন্ত্রে অনেক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকে "যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং ·· অহস্তদবলুম্পতু" আছে। * * কয়েকজন প্রবীণ ও বহুদর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিত আপনার ধৃত পাঠ (যদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং···রাত্রিস্তদবলুম্পতু) স্বীকার করেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের নাম ও পরিচয় পরে জানাইব।

(৩) সায়ংসন্ধ্যার আচমনেও "যদহ্না···রাত্রিস্তদবলুম্পতু" পাঠ অনেক পুঁথিতে আছে (আহ্নিককৃত্যে "যদহ্না···অহস্তদবলুম্পতু"।

(৪) পুনর্ম্মার্জ্জনে আপনি সপ্রণব-মহাব্যাহৃতি গায়ত্রী উল্লেখে মস্তকে তিনবার জলপ্রোক্ষণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অনেক পুস্তকে জলে গায়ত্রীজপ করিয়া "আপোহিষ্ঠে"ত্যাদি মন্ত্র বলিয়া তিনবার মস্তকে জল দিবার কথা লিখিত আছে।

(৫) "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" ইত্যাদি মন্ত্রের * * প্রত্যেক নামে জল দিবার প্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে লিখিয়াছেন। কিন্তু এ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ও অনুষ্ঠিত। বহরমপুর-ব্রাহ্মণসভায় সমাহৃত

কয়েক জন প্রবীণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন "শ্যামাচরণ কবিরত্ন কি নিজে জল দেন না—অথবা পূর্ব্বে দিতেন, এখন দেন না? বরাবর কি ভাবে তিনি চলিয়া আসিতেছেন? আমরা ত বরাবর প্রত্যেক নামের পর জলাঞ্জলি দিয়া থাকি এবং এখনও দিতেছি।"

(৬) "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যে আপনার পুস্তকে "ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ" পাঠ নাই। * * ঐ মন্ত্রের টীকায় যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও ভ্রম আছে বলিয়া বোধ হইল। কারণ, আহ্নিকতত্ত্বে পিতৃদয়িতা হইতে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পাঠ—"তদনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাম্বরুণেভ্যঃ প্রত্যেকমঞ্জলিং দদ্যাৎ।"

আমি ঐ পত্রের উত্তরে, তত্তৎ স্থলের টিপ্পনীতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎসমস্ত তুলিয়া দিয়া, শেষে লিখিয়াছি—আমার আহ্নিককৃত্য প্রচারের পূর্ব্বে সন্ধ্যার হস্তলিখিত ও মুদ্রিত নানা পুস্তকে নানা পাঠ থাকিলেও কোনও কথা উঠে নাই; আহ্নিককৃত্য প্রচারের ও উহার প্রচারবাহুল্যের পর হইতেই তদ্বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। অথচ এতাবৎকাল তদ্বিষয়ে কেহই সুমীমাংসায় প্রবৃত্ত হন নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় অধুনা ভবাদৃশ ভূয়োদর্শী সুবিজ্ঞ মহাত্মা যখন ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সুমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন সবিনয়ে প্রার্থনা করি, এ বিষয়ে শৈথিল্য না করিয়া, সমাজের কল্যাণার্থে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষার্থে, অনুগ্রহপূর্ব্বক অপক্ষপাতী বিশিষ্ট অধ্যাপক মহাশয়দিগকে এবং আহ্নিককৃত্যের বিপক্ষবাদী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়গণকে ও যুবক মহোদয়দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক অচিরে একটি সভার অধিবেশন করিয়া আমার এই পত্রখানি উপস্থাপিত করিবেন, এবং সমস্ত আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহাদের সুবিচারে যাহা

মীমাংসিত হইবে, তাহাও আমাকে জানাইবেন। তদনুসারে আবশ্যক হইলে আমি বিনা আপত্তিতে আহ্নিককৃত্যে সন্ধ্যাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছি।

আর এক কথা—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই কাশীধামেই একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি নিজে আহ্নিককৃত্য অনুসারে সন্ধ্যা করেন? না প্রচলিত প্রথা অনুসারে করিয়া থাকেন?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—"যত দিন মন্ত্রাদির আলোচনা করি নাই, তত দিন প্রচলিত প্রথা অনুসারেই করিতাম; এক্ষণে আহ্নিক-কৃত্যে যেমন লিখিয়াছি, তদনুসারেই করিয়া থাকি।" তিনি বলিলেন—"মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় গোভিল-গৃহ্যের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পদে পদে রঘুনন্দনের ব্যবস্থায় দোষ দিয়াছেন। ইহা আপনি ত ভালই জানেন, যেহেতু উপনয়ন স্থলে তাঁহার ভাষ্যের অনেক স্থলে প্রতিবাদ করিয়াছেন, দেখিয়াছি। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আপনি নিজে কোন্ মতে কার্য্য করেন?' তিনি বলিয়াছিলেন—'রঘুনন্দনের গ্রন্থ পড়িয়া যখন স্মার্ত্ত হইয়াছি, তখন তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানি; সুতরাং আমি তাঁহার মতেই কার্য্য করি। সেইরূপ যাহারা আমাকে গুরু বলিয়া মানিবে, তাহারা আমার মতে কার্য্য করিবে।' আপনার মুখেও সেইরূপ উত্তর শুনিব কি না, মনে করিয়া এ কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু আপনি সেরূপ উত্তর দিলেন না।"—৺ কাশীধাম, ১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৩।

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

প্রথম-খণ্ডের

উপক্রমণিকা।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো, ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি কার্য্য পশু ও মনুষ্য উভয়েরই সমান। কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ধর্ম্মবর্জ্জিত মনুষ্য পশুর সমান। সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥"

শ্রুতি ও স্মৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম আচরণ করিলে মনুষ্য ইহলোকে যশ প্রাপ্ত হয়, এবং পরলোকে (মোক্ষরূপ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ লাভ করে।

উক্ত কর্ম্ম সকল ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহা নিত্যকর্ম্ম; যথা—সন্ধ্যা, তর্পণ, শিবপূজা, ইষ্টদেবতাপূজা, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণের পক্ষে অধিকন্তু গৃহস্থিত নারায়ণাদির পূজা *। গ্রহণাদি নিমিত্তে যাহা করা যায়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম; যথা—গ্রহণস্নানাদি, অমাবস্যা-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। এবং যাহা না করিলে পাপ নাই, কিন্তু করিলে বিশেষ ফল হয়, তাহা কাম্য কর্ম্ম; যথা—ব্রতাদি। তন্মধ্যে নিত্যকর্ম্মগুলিই এই পুস্তকে প্রধানতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং প্রায়শঃই যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এরূপ কতকগুলি নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মও দেওয়া গিয়াছে।

---

* ইহা একজন করিলেই সকলের করা হয়।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সর্ব্ববিধ কর্ম্মেরই বহ্বাড়ম্বর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম বর্ণভেদে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যরূপে শাস্ত্রে নিরূপিত আছে। বর্ণ চারিপ্রকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এতদ্ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। উপনয়ন-সংস্কার অর্থাৎ যথাবিধি যজ্ঞোপবীত-ধারণকেও জন্ম কহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মাতৃগর্ভে জন্ম ও উপনয়ন-সংস্কাররূপ জন্ম হয় বলিয়া, উঁহাদিকে দ্বিজাতি বলে; শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই, কেবল মাতৃগর্ভেই জন্ম হয় বলিয়া উঁহাদিগকে একজাতি বলা হয়। চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত আর্য্যশাস্ত্রোক্ত-ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত অপর যে সকল জাতি আছেন, তাঁহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত।

বিরাট্ বিশ্বরূপ পরমেশ্বর ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যেমন সময়ে সময়ে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেইরূপ ধর্ম্মরক্ষার্থেই তিনি সমাজমূর্ত্তিও পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই মূর্ত্তির বর্ণনায় শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার উরু, এবং শূদ্র তাঁহার পদ। কার্য্যসম্পাদনোপযোগি-সংস্থানভেদে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎকর্ষাপকর্ষ থাকিলেও কোনও অঙ্গই যেমন হেয় নহে, সকল অঙ্গের সমষ্টিতেই যেমন দেহের পূর্ণতা, একাঙ্গের বৈকল্যে যেমন সম্পূর্ণ দেহের বিকলতা ঘটে, সুতরাং স্ব স্ব-কর্ত্তব্য-অনুসারে যেমন সকল অঙ্গেরই শ্রেষ্ঠত্ব আছে, সেইরূপ সমাজদেহেরও চতুর্ব্বর্ণরূপ কোনও অঙ্গই হেয় নহে; উঁহাদের সমষ্টিতেই সমাজের পুষ্টি, একের বৈকল্যে সমগ্র সমাজের বৈকল্য, সুতরাং কার্য্যসম্পাদনোপযোগি-জাতিভেদে উৎকর্ষাপকর্ষ থাকিলেও স্ব স্ব-কর্ত্তব্য-অনুসারে সকলেরই শ্রেষ্ঠতা আছে, এবং সকলেই সেই সমাজরূপী একই পরমেশ্বরের অঙ্গ বলিয়া উৎকৃষ্টও বটে।

ব্রাহ্মণ—(ব্রহ্মন্ + ষ্ণ) যিনি বেদ জানেন বা বেদ বলেন (অর্থাৎ স্বয়ং বেদের মর্ম্ম বুঝিয়া সকলের হিতার্থে তাহা উপদেশ দেন)। ক্ষত্রিয়—(ক্ষৎ-ত্রৈ + ড = ক্ষত্র + স্বার্থে ইয়) যিনি অন্যের হিংসা হইতে সকলকে রক্ষা করেন। বৈশ্য—(বিশ্ + ক্বিপ্ = বিশ্ + স্বার্থে ষ্ণ্য) যিনি সকলের প্রাণধারণার্থে গোচারণাদির জন্য প্রান্তরাদিতে প্রবেশ করেন। শূদ্র—(শুচ্ + রক্) যিনি দ্বিজসেবা করিয়া শুচিত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম—যজন (পূজা), যাজন, অধ্যয়ন (সাঙ্গ-বেদপাঠ), অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রজাপালন। বৈশ্যের স্বধর্ম্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন। শূদ্রের স্বধর্ম্ম—দ্বিজসেবা। ব্রাহ্মণ ত্রিবেদীই আছেন; সুতরাং যিনি যে-বেদী, তিনি সেই বেদ অনুসারেই কার্য্য করেন। অন্যান্য বর্ণের যজুর্ব্বেদ অনুসারেই কার্য্য হয়। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কার্য্যে সকলেরই সমান অধিকার।

কৃত্যতত্ত্ব।

আর্য্য ঋষিগণ মানবদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় আজীবন একাগ্রচিত্তে নিরত থাকিয়া যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল পুণ্যসঞ্চয়ই হয়, এরূপ নহে; সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষাও হইয়া থাকে। তাঁহারা পদে পদে বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণা মারোগ্যং মূলমুত্তমম্" (স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের প্রধান কারণ)। সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে আহ্নিক-কৃত্য অর্থাৎ নিত্য কর্ত্তব্য-রূপে যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেগুলি স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানে যে সম্পূর্ণ উপযোগি, তাহা সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসাদিশাস্ত্রের আলোচনাতেও সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারা যায়। যথা—

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ ও মলমূত্র পরিত্যাগের অভ্যাসে দেহের জড়তা নষ্ট হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয় ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মল-ত্যাগের পর উত্তমরূপে জলশৌচ ও মৃত্তিকাশৌচ দ্বারা মল-কণিকা ও দুর্গন্ধ দূর না করিলে স্বাস্থ্যহানি হয়। মূত্রত্যাগকালে কাছা না খুলিলে ও জলশৌচ না করিলে বস্ত্রে মূত্র লাগিবার সম্ভাবনা; তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। যে বস্ত্র পরিয়া শয়ন করা যায়, তাহাতে দেহ-নির্গত মল সংলগ্ন হয়; এবং যে বস্ত্র পরিয়া মলত্যাগ করা যায়, তাহা দুর্গন্ধে দূষিত হয়; সুতরাং সে সকল বস্ত্র পরিত্যাগ না করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। নিদ্রাভঙ্গ ও আহারের অন্তে উত্তমরূপে দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন না কবিলে মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দন্তে মল বা ভক্ষিত বস্তুর কণা সকল সংলগ্ন হইয়া থাকে, তাহাতে দন্ত রুগ্ণ হইয়া শীঘ্রই পড়িয়া যায়; দন্ত দৃঢ় ও স্থায়ী হওয়া দীর্ঘায়ুর কারণ। যে সকল কাষ্ঠে দন্ত-ধাবন করিবার বিধি আছে, সেগুলি দন্তমূল দৃঢ় ও দন্তকে স্থায়ী করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগি। প্রাতঃকালে পুষ্পচয়নে লঘু ব্যায়াম, নির্ম্মল-বায়ুসেবন ও সুরভি গন্ধ আঘ্রাণ করা হয়; তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। স্নান দ্বারা দেহের মল দূরীভূত, রোমকূপ সকল মার্জ্জিত এবং শরীর স্নিগ্ধ হইয়া থাকে; তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। সন্ধ্যোপাসনায় ও দেবপূজায় ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত হয়। সংসারে থাকিতে হইলে নানাপ্রকার দুঃখভোগ অনিবার্য্য; তাহাতে দেহ মন অবসন্ন হইয়া স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ত্রিসন্ধ্যায় কিয়ৎকাল ঈশ্বরে মনকে আসক্ত করিয়া রাখিলে দুঃখের অনেক লাঘব এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিসঞ্চার হওয়ায় দেহ ও মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে। আহার সম্বন্ধেও দেশ কাল ও পাত্রবিশেষে যে সকল

দ্রব্য ভক্ষণে স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা, শাস্ত্রকারগণ সেই সকল দ্রব্যই অভক্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং স্ত্রী-সংসর্গের বিধিও স্বাস্থ্যরক্ষার এবং বিশিষ্ট-দীর্ঘজীবি-পুত্রোৎপাদনের উপযোগী করিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

অতএব ঐ সকল নিত্যকর্ম্মের কেবল একদিক্ মাত্র অর্থাৎ কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগিতামাত্র পর্য্যালোচনা করিলেও যখন ঐগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তাহাদের সঙ্গে আবার ব্রহ্মপদ-লাভের প্রধান সোপান—দেহ মনের পবিত্রতা ও চিত্তোৎকর্ষ-বিধানের সম্বন্ধ থাকায়, উহাদের যথাবিধি অনুষ্ঠানে কাহারও ঔদাসীন্য বা অবহেলা করা উচিত নহে।

সাধারণবিধি।

[ইহা সর্ব্বাগ্রে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবে।]

শূদ্র, এবং সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীলোক ও অনুপনীত দ্বিজকে (অর্থাৎ যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই এরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালককে) প্রণব (ওঁ), স্বাহা, স্বধা ও লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ) উচ্চারণ করিতে নাই *। তত্তৎস্থলে "নমঃ" বলিবে। এইজন্য এ পুস্তকে ঐ সকল শব্দে এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু তাঁহাদিগের বৈদিক মন্ত্র পাঠে, স্নানে ও শ্রাদ্ধে পৌরাণিক মন্ত্র পাঠে, এবং

---

* শূদ্রো বর্ণচতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি। বেদমন্ত্রস্বধাস্বাহাবষট্কারাদিভি-র্বিনা। পুরাণাদ্যুক্তমন্ত্রৈশ্চ নমোঽন্তৈঃ কর্ম্ম কেবলম্॥—শুক্রনীতি।— ন যাব-দুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।—মনু।

হোমে অধিকার নাই *। ব্রাহ্মণে মন্ত্র পাঠ করিবেন, তাঁহারা "নমঃ" বলিয়া উহা শ্রবণ করিবেন †। তজ্জন্য ঐ মন্ত্রগুলিকে [ ] এইরূপ চিহ্নের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা গিয়াছে। দ্বিজাতির উপনয়ন-সংস্কার, শূদ্রের চূড়াকরণ-সংস্কার, এবং স্ত্রীলোকের বিবাহ-সংস্কার না হইলে, পূজা, শ্রাদ্ধ ও তর্পণে অধিকার হয় না; তবে শিবপূজা, এবং অধিকারী হইলে পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ ও প্রপিতামহীর শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিতে পারে।

আচমন।

আচমন না করিয়া কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সকল কর্ম্মের আদিতেই আচমনের ব্যবস্থা আছে ‡। কর্ম্মের অন্তেও আচমন করিতে হয় §।

---

* কিন্তু অনুপনীত দ্বিজ শ্রাদ্ধে বৈদিক ও পৌরাণিক উভয়বিধ মন্ত্রই এবং ওঁ, স্বাহা ও স্বধাও উচ্চারণ্ করিতে পারে। কার্য্যবিশেষে স্ত্রী ও শূদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবে।

† ব্রাহ্মণের অভাবে নিজেই মন্ত্রার্থ স্মরণ করিয়া "নমঃ" বলিবে। যথা—ব্রাহ্মণাভাবে মন্ত্রার্থং ভাবয়ন্ নমস্কারমুচ্চরায়ন্ স্বয়ং কুর্য্যাৎ।—আহ্নিকতত্ত্ব॥ যে যে কার্য্যে শূদ্রাদির অধিকার আছে, সেই সেই কার্য্যে তাঁহাদিগকে বেদমন্ত্র শুনাইবারও বিধি আছে। যথা—মোক্ষধর্ম্মোক্তং বেদস্য শূদ্রশ্রাবণমপি এতদ্বিষয়ম্ (মলমাসতত্ত্ব); এতদ্বিষয়মিতি শ্রাদ্ধাদিস্থলে বেদমন্ত্রশ্রাবণমিত্যর্থঃ (টীকা)। দ্বিজাতিদিগের মন্ত্র পাঠেও যে ফল, স্ত্রী-শূদ্রাদির তৎপরিবর্ত্তে "নমঃ" শব্দ উচ্চারণেও সেই ফল হইয়া থাকে; যথা—"স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। নমস্কারেণ মন্ত্রেণ তদেব ফলমাপ্নুয়ুঃ॥"—শিবপুরাণ।

‡ ক্রিয়াং যঃ কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ। ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥—বায়ুপুরাণ।

§ কর্ম্মাবৃত্তৌ মন্ত্রোঽপ্যাবর্ত্ততে, কর্ম্মণোঽন্তে আচমনঞ্চেতি সামান্যম্।—গৃহ্যপরিশিষ্ট।

সাধারণ আচমন।

হস্ত-পদ প্রক্ষালন করিয়া * পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ বা ঈশানকোণমুখ হইয়া আচমন করিবে †। বাম হস্তে কুশী ধরিয়া, তদ্দ্বারা কোশা প্রভৃতি পাত্র হইতে একটি মাষকলায় মাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণে একটু জল দক্ষিণ-হস্তের ব্রাহ্ম্যতীর্থে ‡ তিনবার রাখিয়া তিনবার পান করিবে। তৎপরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর (লোমশূন্য ভাগ টিপিয়া) মার্জ্জন (ঘর্ষণ) করিবে। (পরে বাম হস্তে, দক্ষিণ ও বাম পদে এবং মস্তকে জল

* অগ্রে পদদ্বয় তৎপরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিতে হয় (পাদপ্রক্ষালনের নিয়ম ৪৭ পৃঃ)। নল রাজা প্রস্রাবত্যাগের পর হস্তপদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করিয়াছিলেন, এইমাত্র ছিদ্র পাইয়া কলি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল।

† যে দিকে সূর্য্যোদয় হয়, সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখ দিক্ পূর্ব্ব, পশ্চাৎ দিক্ পশ্চিম, দক্ষিণদিক্ দক্ষিণ, বামদিক্ উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব কোণ ঈশান, পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ অগ্নি, দাক্ষণ-পশ্চিম কোণ নৈঋত, পশ্চিম-উত্তর কোণ বায়ু, পূর্ব্বদিক্ ও ঈশানকোণের মধ্যে ঊর্দ্ধ, এবং পশ্চিমদিক্ ও নৈঋতকোণের মধ্যে অধঃ।

‡ অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে দক্ষিণ করতলে যে দীর্ঘরেখা, আচমনকার্য্যে তাহাকেই ব্রাহ্ম্যতীর্থ বলে। যথা—অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা যা পাণের্দক্ষিণস্য চ। এতৎ ব্রাহ্ম্যমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

জলাশয় হইতে জল লইয়া আচমন করিতে হইলে—(আয়তং পর্ব্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিমৎ করম্। সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ। মুক্তাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাং শেষেণাচমনং চরেৎ। মাষমজ্জনমাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ ॥—ভরদ্বাজ) চারিটি অঙ্গুলীকে বিস্তৃত ও মিলিত রাখিয়া কনিষ্ঠামূলে অঙ্গুষ্ঠ সংযোগপূর্ব্বক দক্ষিণ করতলকে গোকর্ণাকৃতি করিয়া, তাহা ডুবাইয়া পূর্ণ করিয়া জল তুলিবে, এবং অঙ্গুষ্ঠসংযুক্ত কনিষ্ঠা বাহিয়া অধিকাংশ জল ফেলিয়া দিয়া, একটি মাষকলাই মাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণে কিঞ্চিৎ জল ব্রাহ্ম্য তীর্থে রাখিয়া পান করিবে। তিনবারই এইরূপ করিতে হইবে।

ছিটাইবে)। তৎপরে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা * মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে। তার পর যথাক্রমে জলার্দ্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নেত্র, তদ্দ্বারাই দক্ষিণ ও বাম কর্ণ, এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া (হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক), করতল দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক, এবং সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে।—জলপান হইতে এই পর্য্যন্ত করিলে ১ বার আচমন হয়।

স্ত্রীশূদ্রাদির আচমন।—অনুপনীত দ্বিজবালক এবং স্ত্রী ও শূদ্র দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা জল লইয়া ওষ্ঠে একবার ছিটাইবে, এবং পূর্ব্ববৎ ওষ্ঠাধর মার্জ্জনাদি করিবে। †

বিষ্ণুস্মরণ।

সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিষ্ণুস্মরণ করিবার বিধি থাকায়, আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়। ‡

[মন্ত্রোচ্চারণ—মন্ত্রপাঠকালে হ্রস্ব দীর্ঘ অনুস্বার বিসর্গ প্রভৃতির যথাযথ উচ্চারণ করিবে। "ঽ" ইহা লুপ্ত অকারের চিহ্ন, ইহার কোনও উচ্চারণ নাই; যথা—জলেঽস্মিন্ = জলেস্মিন্। বেদে (ঁ) চন্দ্রবিন্দুটি অনুস্বারেরই রূপান্তর, অতএব উহার ন্যায়ই উচ্চা-

---

* যথাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রভৃতি পাঁচ অঙ্গুলীর নাম—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা।

† স্ত্রিয়া ত্রৈবর্ণিকং তীর্থং শূদ্রজাতেস্তথৈব চ। সকৃদাচমনাচ্ছুদ্ধি-রেতয়োরেব চোভয়োরিতি। এতদনন্তরম্ ইন্দ্রিয়াদিস্পর্শনন্তু ব্রাহ্মণবদেব।—রঘুনন্দন।

‡ অনেকে আচমনের জল পানকালেই বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তান্ত্রিক আচমনেই মন্ত্রপাঠসহকারে জলপান করিতে হয়; সাধারণ আচমনে নহে। যেহেতু ব্রহ্মপুরাণে আছে—দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্।

রণ করিতে হইবে ; যথা—ওঁ = ওং। যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে—র, শ, ষ, স ও হকারের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ গুং হয়। যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ গুরুরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঋ এই বর্ণটি যুক্তাক্ষর নহে (যেহেতু ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে যুক্তাক্ষর হয় না), অতএব উহার পূর্ব্ববর্ণ গুরুরূপে উচ্চারিত হইবে না ; যথা—(প্রজাপতির্ঋষিঃ = প্রজাতিরিষিঃ)। প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতেই প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিতে হয় *। মন্ত্রের মধ্যে পাঠকর্ত্তার বিশেষণরূপে কোনও পদ পুংলিঙ্গে থাকিলে স্ত্রীলোকেও সেইরূপই পাঠ করিবে (যেহেতু শব্দের অর্থই প্রধান, লিঙ্গ ও বচনের অর্থ প্রধান নহে) ; যথা—অনুকম্পয় মাং ভক্তং।]

দ্বিজাতিদিগের বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র।

[ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ১ ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।]

* ওঁ উচ্চারণ না করিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়, এবং করিলে উচ্চারণাদিগত দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।—সূরয়ঃ (জ্ঞানিনঃ) বিষ্ণোঃ (সর্ব্বব্যাপকস্য ঈশ্বরস্য সম্বন্ধি) তৎ (বেদাদিপ্রসিদ্ধং) পরমম্ (উৎকৃষ্টং পূর্ণং বা) পদং (পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি যাবৎ, পদং তত্ত্বং) সদা (সর্ব্বদা) পশ্যন্তি (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা অবলোকয়ন্তি)। কীদৃশং তত্ত্বম্ ? দিবি (আকাশে) আততং (সমন্তাৎ প্রসৃতং) চক্ষুঃ ইব (ঈশ্বরস্য চক্ষুঃস্থানীয়ঃ সূর্য্য ইহ চক্ষুঃশব্দেন উচ্যতে—সূর্য্যমণ্ডলমিব সর্ব্বত্র প্রকাশমানং তত্ত্বম্)। অথবা—সূরয়ঃ (বিদ্বাংসঃ) বিষ্ণোঃ (অভেদে ষষ্ঠী—বিষ্ণ্বভিন্নং, বিষ্ণুরূপং) তৎ (শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধং) পরমম্ (উৎকৃষ্টং) পদঃ (বস্তু) সদা (সর্ব্বদা) পশ্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—দিবি ইব (যথা আকাশে) আততং (সর্ব্বতঃ প্রসৃতং) চক্ষুঃ (লোকস্য নয়নং—নিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি তদ্বৎ) ১০। অনুবাদ।—আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশমান, বেদাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব জ্ঞানীরা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। ১।

সাধারণের বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র।

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ * ॥২

নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ। †

শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসং।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিং ‡ ॥৩
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ § ॥৪

নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ।

---

* কারয়েৎ—(স্বার্থে ণিচ্) কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ।

† দ্বিজাতিরা "নমঃ" স্থলে "ওঁ" বলিবেন।

‡ বিপ্র ইতি উপলক্ষণম্। সর্ব্বঃ কর্ম্মপ্রবৃত্তো জন ইত্যর্থঃ। পুণ্ডরীকং—পুণ্ডরীকাক্ষম্ (ভীমসেনস্থানে ভীমবৎ সংক্ষেপোক্তিঃ)।

§ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা (বাহ্যাভ্যন্তরয়োর্ম্মধ্যে একত্র অপবিত্রঃ, অন্যত্র পবিত্রো বা) সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা (সর্ব্বেষু বাহ্যেষু আভ্যন্তরেষু চ অপবিত্রাবস্থাং প্রাপ্তো বা) যঃ পুণ্ডরীকাক্ষং স্মরেৎ, সঃ (যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ স ইতি

যিনি যাবতীয় মঙ্গলজনক পদার্থের মঙ্গলজনক, অভীষ্টলাভের জন্য যিনি উপাস্য, যিনি অভীষ্টদাতা, এবং যিনি মঙ্গলময়, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্ম করিবে। ২।

বিপ্র প্রভৃতি সকল ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভে শঙ্খচক্রধারী বিশ্বব্যাপী দ্বিভুজ পীতাম্বর ও সর্ব্বপাপহারী পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিবে। ৩।

বাহ্য (অর্থাৎ শরীর) এবং আভ্যন্তর (অর্থাৎ মন) এতদুভয়ের একটিতে অপবিত্র ও অন্যটিতে পবিত্র হইয়া, অথবা উভয়ত্রই অপবিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সে বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত পবিত্র হইয়া থাকে। ৪।

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ * ॥৫

নমঃ শ্রীমাধবঃ।

তান্ত্রিক আচমন।

তান্ত্রিক আচমন তিনপ্রকার; যথা—শাক্তাচমন, কাল্যাচমন ও বৈষ্ণবাচমন। যাঁহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা তান্ত্রিক সন্ধ্যায় ও তান্ত্রিক পূজায় শাক্তাচমন করিবেন; † কিন্তু কালী-পূজায় (কালী-উপাসকের তান্ত্রিক সন্ধ্যায় নহে) কাল্যাচমন করিতে হইবে। অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে তান্ত্রিক সন্ধ্যায় ও ইষ্টদেবতার পূজায় সাধারণ আচমনই করিবেন; কেবল বৈষ্ণবদিগকে ঐ দুই

উক্তম্) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ (বাহ্যেন শরীরাদিনা, আভ্যন্তরেণ মন-আদিনা চ সহিতঃ) শুচিঃ স্যাৎ। বাহ্যে অপবিত্রঃ অশুচিস্পর্শাদিনা, আভ্যন্তরে অপবিত্রঃ ক্রোধা-দিনা।—ইতি শ্রাদ্ধতত্ত্ব-হরিভক্তিবিলাস-টীকা। যদ্বা বাহ্যানি বা আভ্যন্তরাণি বা বাহ্যাভ্যন্তরাণি, বাহ্যানি চ আভ্যন্তরাণি চ বাহ্যাভ্যন্তরাণি, বাহ্যাভ্যন্তরাণি চ বাহ্যাভ্যন্তরাণি চ বাহ্যাভ্যন্তরাণি ("সরূপাণাম্" ইত্যেকশেষঃ), তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ;—বাহ্যেষু আভ্যন্তরেষু বা অপবিত্রঃ বাহ্যৈঃ আভ্যন্তরৈর্বা শুচিঃ স্যাৎ, বাহ্যেষু আভ্যন্তরেষু চ অপবিত্রঃ বাহ্যৈঃ আভ্যন্তরৈশ্চ শুচিঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

* মাধবঃ ইত্যস্য 'ইতি' ইতি শেষঃ।

† কালী, দুর্গা প্রভৃতি যে সকল দেবী মহাদেবের পত্নী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগকেই শক্তি বলে। তন্মধ্যে গঙ্গা শক্তি ও বৈষ্ণবী দ্বিবিধ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। এই জন্য গঙ্গাপূজায় আচমনাদিকার্য্য সাধারণমতে করিতে হয়; আবার শক্তিপূজামতে বলিদানেরও ব্যবস্থা আছে।

সাধু ব্যক্তিদিগের বাক্যে মাধব, হৃদয়ে মাধব, এবং তাঁহারা সকল কার্য্যেই মাধব এই নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। ৫।

স্থলে বৈষ্ণবাচমন করিতে হইবে। তান্ত্রিক আচমন দ্বিজাতি, স্ত্রী ও শূদ্র, সকলের পক্ষেই সমান। (অঙ্গুলীর নিয়ম পূর্ব্ববৎ)।

শাক্তাচমন।—(ওঁ) আত্মতত্ত্বায় (স্বাহা), (ওঁ) বিদ্যাতত্ত্বায় (স্বাহা) (ওঁ) শিবতত্ত্বায় (স্বাহা), এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল পান করিয়া সাধারণ আচমনের ন্যায় ওষ্ঠাধর-মার্জ্জনাদি করিবে।*

কাল্যাচমন।—ক্রীং এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার জলপান করিবে। (ওঁ) কাল্যৈ নমঃ, (ওঁ) কপালিন্যৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্র বলিয়া দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। (ওঁ) কুল্লায়ৈ নমঃ বলিয়া হস্ত প্রক্ষালন। (ওঁ) কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ বলিয়া মুখস্পর্শ। (ওঁ) বিরোধিন্যৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) উগ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) দীপ্তায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) নীলায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম কর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) ঘনায়ৈ নমঃ বলিয়া নাভি স্পর্শ। (ওঁ) বলাকায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ। ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ বলিয়া মস্তক স্পর্শ। (ওঁ) মুদ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ। (ওঁ) মিতায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ।

বৈষ্ণবাচমন।—(ওঁ) কেশবায় নমঃ, (ওঁ) নারায়ণায় নমঃ,(ওঁ) মাধবায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল পান। (ওঁ) গোবিন্দায় নমঃ, (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ,এই দুই মন্ত্রে দুই হস্ত প্রক্ষালন। (ওঁ) মধুসূদনায় নমঃ, (ওঁ) ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠাধর মার্জ্জন। (ওঁ) বামনায় নমঃ, (ওঁ) শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া মুখ মার্জ্জন। (ওঁ) হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন। (ওঁ) পদ্মনাভায়নমঃ বলিয়া পদে

---

* তত্ত্ব=স্বরূপ। আত্মতত্ত্ব=জীবাত্মা। বিদ্যাতত্ত্ব=জ্ঞান। শিবতত্ত্ব=পরমাত্মা। জীবাত্মা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হউন।

জল প্রোক্ষণ। (ওঁ) দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ। (ওঁ) সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া মুখস্পর্শ। (ওঁ) বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া বাম নাসিকা স্পর্শ। (ওঁ) অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) পুরুষোত্তমায় নমঃ বলিয়া বাম নেত্র স্পর্শ। (ওঁ) অধোক্ষজায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া বামকর্ণ স্পর্শ। (ওঁ) অচ্যুতায় নমঃ বলিয়া নাভি স্পর্শ। (ওঁ) জনার্দ্দনায় নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ। (ওঁ) উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া মস্তক স্পর্শ। (ওঁ) হরয়ে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ। (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ।

জ্ঞাতব্য—একাসনে বসিয়া অনেক কার্য্য করিলে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বান্তে আচমন করিলেই হয় (প্রত্যেক কার্য্যে করিতে হয় না; তবে বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে করিলে পৃথক্ আচমন কর্ত্তব্য)। জলে থাকিয়া আচমন করিলে জলেই শুদ্ধিলাভ হয়, এবং স্থলে আচমন করিলে স্থলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। জলে স্থলে বসিয়া কোনও কার্য্য করিতে হইলে এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া আচমন কর্ত্তব্য। হোমারম্ভে, ভোজনারম্ভে এবং বৈদিক-সন্ধ্যারম্ভে দুইবার আচমন করিতে হয়; অন্যান্য কর্ম্মে একবার মাত্র *। আচমনের জল হৃদ্গত হইলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়, কণ্ঠগত হইলে ক্ষত্রিয় পবিত্র হয়, মুখান্তর্গত হইলে বৈশ্য পবিত্র হয়, এবং ওষ্ঠস্পৃষ্ট হইলেই শূদ্র পবিত্র হয় (স্ত্রীলোক ও অনুপনীত দ্বিজবালক আচমনাদি কর্ম্মবিশেষে শূদ্রতুল্য—২৯ পৃঃ * টীঃ)। দাঁড়াইয়া, কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া, চলিতে চলিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, কথা কহিতে

* হোমে ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি। আচান্তঃ পুনরাচামেদ্ অন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ। দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্।—ব্রহ্মপুরাণ।

কহিতে, হাসিতে হাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, ও প্রৌঢ়পাদে বসিয়া * আচমন করিবে না। জলে আচমন করিতে হইলে জানুর ঊর্দ্ধ ও নাভির নিম্ন জলে দাঁড়াইয়া করিতে হয়। উষ্ণ এবং ফেন ও বুদ্বুদযুক্ত জলে আচমন করিবে না, নির্ম্মল জলে আচমন করিবে, † এবং আচমনের জল পানকালে শব্দ করিবে না। কাঁসা, পিতল, টিন ও লোহার পাত্র কাইত করিয়া ডাইন হাতে জল লইয়া সেই জলে আচমন করা নিষিদ্ধ; কিন্তু ঐ সকল পাত্রের জল বাঁ হাত হইতে ডাইন হাতে লইয়া আচমন করিলে দোষ হয় না। রোগাদি বশতঃ আচমনে অশক্ত হইলে, জলের অভাব ঘটিলে, এবং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, নিদ্রাভিভূত হইলে, কসির কাপড় ছুঁইলে, নাভির নিম্ন অঙ্গ স্পর্শ ও অশ্রুমোচন করিলে, অথবা উদ্গার (ঢেঁকুর) তুলিলে পুনর্ব্বার আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, তাহাতেই সর্ব্ববিধ অপবিত্রতা বিদূরিত হইয়া থাকে; যেহেতু প্রভাসাদি তীর্থ এবং গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল বিপ্রের (অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তির) দক্ষিণ কর্ণে বাস করে ‡ (এইজন্যই মলমূত্রত্যাগকালে দ্বিজাতিদিগের

---

* আসনের উপর পায়ের তলা রাখিয়া বসাকে প্রৌঢ়পাদে বসা বলে। প্রৌঢ়পাদে বসিয়া স্নান, আচমন, দান, ভোজন, দেবপূজা, বেদপাঠ ও পিতৃতর্পণ করিতে নাই। অগত্যা বসিতে হইলে পায়ের তলা ভূমিতে রাখিতে হয় (এইজন্য কন্যাসম্প্রদানকালে বরকে এইরূপে বসিতে হয়)। ভূমিতে প্রৌঢ়পাদে বসিয়া ঐ সকল কার্য্য করা যাইতে পারে। অনেকের বহনীয় কাষ্ঠ ও প্রস্তর, এবং সঙ্কীর্ণ ইষ্টক (গাঁথুনি করা ইট) ভূমিতুল্য; সুতরাং উহাদের উপরও প্রৌঢ়পাদে বসিয়া কার্য্য করা চলে।—আহ্নিকতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

† যে দেশের জল স্বভাবতঃ যেরূপ, সে দেশে সেই জলই গ্রাহ্য।

‡ প্রভাসাদীনি চ তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ।—পরাশর।

দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র রাখিবার প্রথা আছে)। পরন্তু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ দর্শন, অধোবায়ু নিঃসরণ, উচ্চ হাস্য, মিথ্যাকথন, মার্জ্জার ও মূষিকের স্পর্শ, তিরস্কার বচন ও ক্রোধোদয় ঘটিলে তৎপরেই আচমন করিবে।

হস্তনিয়ম।—হাঁটুর বাহিরে হাত রাখিয়া আচমন, চন্দন-ঘর্ষণ, পূজা প্রভৃতি কোনও কার্য্য করিতে নাই।

প্রাণায়াম।

হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া, বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ (পূরক) করত বামহস্তে বীজমন্ত্র ৪ বার জপ করিবে। তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া শ্বাস রোধ (কুম্ভক) করত, ১৬ বার জপ করিবে। পরে দক্ষিণ নাসামাত্র ছাড়িয়া দিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ (রেচক) করত, ৮ বার জপ করিবে। সমর্থ হইলে আরও দুইবার প্রাণায়াম করিবে। তাহাতে দ্বিতীয় বারে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত ৪ বার জপ, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া শ্বাস রোধ করত ১৬ বার জপ, এবং বাম নাসা ছাড়িয়া দিয়া শ্বাস ত্যাগ করত ৮ বার জপ করিবে। তৃতীয় বারে প্রথম বারের ন্যায় করিবে। (৪, ১৬ ও ৮ এর চতুর্গুণ অর্থাৎ, ১৬, ৬৪ ও ৩২ বারও জপ করা যায়)।

করন্যাস।

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ—উভয় তর্জ্জনীর দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং (স্বাহা)—উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে। ঊং মধ্যমাভ্যাং (বষট্)—ঐরূপে মধ্যমা-

স্পর্শ। ঐং অনামিকাভ্যাং (হুং) - অনামিকা স্পর্শ। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং (বৌষট্)—কনিষ্ঠা-স্পর্শ। অঃ অস্ত্রায় (বা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং) (ফট্)—উভয় করের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শপূর্ব্বক দক্ষিণ করতলের মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে। *

অঙ্গন্যাস।

আং হৃদয়ায় নমঃ—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্র দ্বারা হৃদয়স্পর্শ। ঈং শিরসে (স্বাহা)—মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তকস্পর্শ। উং শিখায়ৈ (বষট্)—অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্পর্শ। ঐং কবচায় (হুং)—বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আপনাকে জাপটাইয়া ধরিবে ও দশাঙ্গুলী দ্বারাই অঙ্গস্পর্শ করিবে। ঔং নেত্রত্রয়ায় (বৌষট্)—বাম করতল দক্ষিণ করের পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা যথাক্রমে দক্ষিণ নেত্র, ললাটের মধ্যভাগ ও বাম নেত্র স্পর্শ করিবে †। অঃ অস্ত্রায় (বা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং) (ফট্)—করন্যাসের ন্যায় দুই করতলে আঘাত করিবে।

আং ঈং ইত্যাদির পরিবর্ত্তে যে দেবতার যাহা বীজমন্ত্র, তাহার স্বরবর্ণ ত্যাগ করিয়া, তাহাতে যথাক্রমে আং ঈং ইত্যাদির যোগ করিয়াও ন্যাস করা যায়। যথা—বীজমন্ত্র হ্রীং হইলে—হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি। হৌং হইলে—হাং হীং ইত্যাদি। ওঁ, ঐং প্রভৃতি স্বরবর্ণের বীজমন্ত্র হইলে আং ঈং ইত্যাদিই বলিতে হইবে। দেবতাদিগের বীজমন্ত্র ধ্যানমালায় আছে। ‡

---

* স্ত্রী ও শূদ্রে স্বাহা, বষট্ প্রভৃতি স্থলে নমঃ বলিবে (২৯ পৃঃ * টীঃ)।

† পূজনীয় দেবতার দুইটি নেত্র হইলে "নেত্রত্রয়ায়" স্থলে "নেত্রাভ্যাং" বলিবে, এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা আপন নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে।

‡ সমস্ত পুংদেবতার পূজায় আং ইং ইত্যাদি (বিষ্ণুমন্ত্র), এবং সমস্ত স্ত্রী-

জপ।

জপ তিনপ্রকার—বাচনিক, উপাংশু ও মানস। বাচনিক অপেক্ষা উপাংশু, এবং উপাংশু অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ। সুস্পষ্ট বর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক জপকে বাচনিক জপ বলে; কেবল নিজে শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ ভাবে বর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক (অর্থাৎ চুপি চুপি) জপকে উপাংশু জপ বলে; এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠের চালনা না করিয়া মনে মনে মন্ত্রস্থ বর্ণের চিন্তাকে মানস জপ বলে। বাচনিক জপও উচ্চৈঃস্বরে করিতে নাই। প্রাতঃকালে হৃদয়-সন্নিধানে উত্তান (চিৎ) করে, মধ্যাহ্নে তির্য্যক্ (বক্র অর্থাৎ হৃদয়াভিমুখ) করে, এবং সায়ংকালে অধোমুখ (উপুড়) করে বৈদিক গায়ত্রী জপ করিবে *। অন্যান্য জপ সর্ব্বকালেই তির্য্যক্ করে কর্ত্তব্য। জপ-কালে করদ্বয় বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে, এবং দ্বিজাতিরা অঙ্গুষ্ঠে পৈতাও জড়াইবেন।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব্ব দ্বারা অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্রপর্ব্ব; মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব; তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব যথাক্রমে স্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ১০ বার জপ হয়। শক্তি-মন্ত্রজপে (৩৫ পৃঃ * টীঃ) —অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব; মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব; এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব স্পর্শ করিবে। দক্ষিণ হস্তে ঐরূপ এক এক বার জপ করা হইলে, ঐরূপেই বামহস্তের অঙ্গুলী সকলের এক একটি পর্ব্ব ধরিলে ১০০ বার জপ হয়। ১০০০ জপ করিতে হইলে, প্রত্যেক ১০০ বার জপের পর মটর প্রভৃতি দ্বারা সংখ্যা রাখিবে। চাউল,

---

দেবতার পূজায় হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি (দুর্গামন্ত্র) বলিয়াও করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবার বিধি আছে।

* তজ্জন্য বিশেষ বচন আছে।

যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, চন্দন ও হস্তপর্ব্ব (অর্থাৎ অঙ্গুলির গাঁইট, এবং মালাজপে করপর্ব্ব) দ্বারা জপসংখ্যা রাখিতে নাই। মালা দ্বারাও জপ করা চলে; কিন্তু তাহাতে মেরুলঙ্ঘন করিবে না (মালার থোপ্‌কে মেরু বলে; থোপের পর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুলোমক্রমে অর্থাৎ সোজা দিকে এক একটি গুটিকা ধরিয়া জপ সাঙ্গ হইলে, পুনর্ব্বার বিলোমক্রমে অর্থাৎ মালা ঘুরাইয়া শেষ হইতে প্রথম পর্য্যন্ত এক একটি গুটিকা ধরিয়া জপ করিবে)। মালায় তর্জ্জনী স্পর্শ করিতে নাই; অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা গুটিকার মধ্যভাগ ধরিয়া জপ করিতে হয় *। ৪ বার জপে অনামিকার মধ্য ও মূলপর্ব্ব এবং কনিষ্ঠার মূল ও মধ্য পর্ব্ব ধরিবে। ৬ বার জপে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; এবং অনামিকার অগ্র পর্ব্ব ধরিবে। ৮ বার জপে পূর্ব্বোক্তরূপ ১০ পর্ব্বের প্রথম ও শেষ পর্ব্ব ত্যাগ করিবে (অর্থাৎ অনামিকার মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব; মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব; এবং তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব্ব স্পর্শ করিবে। শক্তি-বিষয়ে অনামিকার মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব; এবং মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব স্পর্শ করিবে)।

সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে জপ নিষ্ফল হয়; সহস্রবার জপ উত্তম, শতবার জপ মধ্যম, এবং দশবার জপ অধম। অতএব ১০ বারের ন্যূন জপ নিষ্ফল। প্রত্যেক ১০০ বারের পর ৮ বার অধিক জপ করিবে; সুতরাং ১০০ জপে ১০৮, ও ১০০০ জপে ১০৮০ বার জপ কর্ত্তব্য (১০ বার জপেও ৮ বার অধিক করিবার বিধি আছে)। জপকালে অঙ্গুলী সকল পরস্পর সংযুক্ত

* মালা-জপের অন্যান্য বিবরণ ৪র্থ খণ্ডে আছে।

রাখিবে (ফাঁক ফাঁক না থাকে)। তাড়াতাড়ি না করিয়া ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, এবং এক একটি পর্ব্ব ধরিয়া সংখ্যা রাখিবে। জপকালে অন্য কথা, ক্রোধ, মোহ, হাঁচি, নিদ্রা, থুথু ফেলা, হাই তোলা, গাত্রভঙ্গ, নাভির নিম্ন অঙ্গ স্পর্শ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগ করিবে। দৈবাৎ হইলে আচমন (বা দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ) ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে। বেড়াইতে বেড়াইতে, হাসিতে হাসিতে, পার্শ্বে চাহিতে চাহিতে, কথা কহিতে কহিতে, প্রৌঢ়পাদে বসিয়া (৩৮ পৃঃ * টীঃ) এবং মাথায় কাপড় দিয়া জপ করিতে নাই। জলে অবস্থিত হইয়া গায়ত্রী জপ করিবার নিষেধ আছে; কিন্তু আর্দ্র বস্ত্রে করিতে পারা যায়।

প্রদক্ষিণ।

দেবতাপ্রভৃতিকে আপন দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া পরিভ্রমণ করাকে প্রদক্ষিণ বলে। প্রদক্ষিণকালে (সম্ভব হইলে) দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যযুক্ত শঙ্খ ধারণ, বামহস্তে ঘণ্টাবাদন, এবং মুখে স্তব উচ্চারণ করিবে। শক্তিকে ১ বার, সূর্য্যকে ৭ বার, এবং অন্যান্য দেবতাকে ৩ বার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। শিবকে অর্দ্ধ-প্রদক্ষিণ করিবে (অর্থাৎ শিবমূর্ত্তির অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গিয়া, তথা হইতে পিছু হটিয়া আবার অগ্নিকোণে আসিবে)।

প্রণাম।

প্রণাম তিনপ্রকার—অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও ত্র্যঙ্গ।

চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তি দর্শন ও মন দ্বারা চিন্তা, এবং জানুদ্বয়, পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ ও মস্তক—এই পাঁচ অঙ্গ ভূমি-লগ্ন করিয়া, বাক্য দ্বারা প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করত দণ্ডবৎ প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

উক্তরূপে দৃষ্টি ও বাক্য দ্বারা এবং জানুদ্বয়, করদ্বয় ও মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, এবং মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক যে প্রণাম, তাহাকে ত্র্যঙ্গ প্রণাম বলে। অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম মধ্যম, এবং ত্র্যঙ্গ প্রণাম অধম। শিব ও শক্তিকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া, এবং অন্যান্য দেবতাকে বাম দিকে রাখিয়া প্রণাম করিবে। কিন্তু সম্মুখে রাখিয়া সকল দেবতাকেই প্রণাম করা যাইতে পারে। গুরুজন ও দেবপ্রতিমাকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়। স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত ব্যক্তির পূজিত দেবতাকে ব্রাহ্মণে প্রণাম করিবেন না; কিন্তু অনাদিলিঙ্গ হইলে করিতে পারেন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। গুরুজনদিগকে সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিবে; কিন্তু তাঁহারা বেগে গমন করিতে থাকিলে, অপবিত্র থাকিলে, অন্যমনস্ক থাকিলে, তেল মাখিলে, স্নান বা আহার করিতে থাকিলে, জপ বা হোম করিতে থাকিলে, এবং তাঁহাদের হস্তে পুষ্প, মৃত্তিকা, কুশ, জল, অগ্নি বা অন্ন থাকিলে, সে সময়ে প্রণাম করিবে না। এক হস্তে প্রণাম করিতে নাই; পশ্চাদ্ভাগেও প্রণাম করিবে না। পিতৃব্য, পিতৃষ্বসা, মাতুল ও মাতৃষ্বসা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে প্রণাম করিবে না। কিন্তু গুরুপত্নী, ভ্রাতৃজায়া ও বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও প্রণম্য। মাতা ভিন্ন কোনও স্ত্রীলোকের পদধূলি লইবে না। পিতা ও মাতা একত্র থাকিলে অগ্রে পিতাকে প্রণাম করিয়া, পরে মাতাকে প্রণাম করিবে (গর্ভে ধারণ ও পোষণের জন্য পিতা অপেক্ষা মাতা গুরুতর হইলেও পিতা অগ্রে পূজ্য ও প্রণম্য; শাস্ত্রে আছে—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গিয়া অগ্রে বসুদেবকে প্রণাম করিয়া পরে দেবকীকে প্রণাম

করিয়াছিলেন *)। ব্রাহ্মণে প্রণাম করিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিবে। পুত্রাদি প্রণাম করিলে "স্বস্তি" বলিবে। হীনবর্ণে প্রণাম করিলে "জয়োঽস্তু," "কল্যাণমস্তু," "ধর্ম্মে মতিরস্তু" ইত্যাদি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। আশীর্ব্বাদকালে, দক্ষিণ কর উত্তান (চিৎ)-ভাবে অধঃপ্রসারিত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকার মূলপর্ব্ব স্পর্শরূপ বরমুদ্রা দেখাইবে।

মুদ্রা। †

১। অঙ্কুশমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, উহা হইতে মধ্যমাকে সরলভাবে এবং তর্জ্জনীকে বক্রভাবে বাহির করিবে।

২। মৎস্যমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তকে অধোমুখ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে বাম হস্তকে অধোমুখ করিয়া ধরিবে, এবং উভয় অঙ্গুষ্ঠকে বাহির করিয়া রাখিবে।

৩। কূর্ম্মমুদ্রা—বাম করতল উর্দ্ধমুখ করিয়া, তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তি স্থানে, অধোমুখীকৃত দক্ষিণ করতলের মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগ করিবে। পরে দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রভাগে বাম অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ, এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠার অগ্রভাগে বাম তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া, বাম হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠার মূল স্পর্শ করিবে।

৪। আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা ‡—(১) উত্তান (চিৎ) ভাবে অঞ্জলি

---

* কৃষ্ণোঽপি বসুদেবস্য পাদৌ জগ্রাহ সত্বরঃ। দেবক্যাশ্চ মহাবাহুর্বলদেবসহায়বান্।—বিষ্ণুপুরাণ।

† দেবতার 'মুদ্' প্রীতি 'রা' দান করে বলিয়া মুদ্রা।

‡ (১) আবাহনী, (২) স্থাপনী, (৩) সন্নিধাপনী, (৪) সন্নিরোধনী, (৫) সম্মুখীকরণী। বহু দেবতা হইলে—পূজনীয়-দেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত,

করিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ উভয় অনামিকার মূলে যোগ করিয়া "(ওঁ) অমুকদেবতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" বলিবে। (২) ঐরূপ অঞ্জলিকে অধোমুখ করিয়া "ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ" বলিবে। (৩) অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয় বাহিরে রাখিয়া উভয়মুষ্টি পরস্পর মুখামুখি সংযোগ করিয়া "ইহ সন্নিধেহি" বলিবে। (৪) ঐরূপ মুষ্টিদ্বয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে প্রবেশ করাইয়া "ইহ সন্নিরুধ্যস্ব" বলিবে। ঐরূপ মুষ্টিদ্বয়কে চিৎ করিয়া "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" বলিবে।

৫। তত্ত্বমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা অনামিকাগ্র-সংযোগ।

৬। ধেনুমুদ্রা—হাত জোড় করিয়া, বাম হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি প্রবেশ করাইয়া, দক্ষিণ তর্জ্জনী বাম মধ্যমাতে, বাম তর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে, বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণ অনামিকাতে, এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অনামিকাতে যোগ করিবে।

৭। সংহারমুদ্রা—বাম করতল অধোমুখ করিয়া, তদুপরি দক্ষিণ করতল চিৎ করিয়া রাখিবে। তৎপরে বামহস্তের অঙ্গুলী-গুলির মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি প্রবেশ করাইয়া, উভয়হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মোড়া দিয়া বক্ষের কাছে ঘুরাইয়া আনিয়া, উভয় তর্জ্জনী এককালে নির্গত করিয়া পরস্পরের অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে।

৮। প্রাণাহুতিমুদ্রা (পঞ্চগ্রাসমুদ্রা)—তর্জ্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে প্রাণমুদ্রা; মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে অপানমুদ্রা; সর্ব্বাঙ্গুলী সংযোগে সমানমুদ্রা, তর্জ্জনী ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গুলী

ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত; ইহ সন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্; অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্নীত। অর্থ—শিবপূজায় আছে।

সংযোগে উদানমুদ্রা; অনামিকা কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে ব্যানমুদ্রা। *

দৈবাদি তীর্থ।

১। দৈবতীর্থ—অঙ্গুলীর অগ্রভাগ।

২। কায়তীর্থ (প্রজাপতি-তীর্থ)—কনিষ্ঠার মূল।

৩। পিতৃতীর্থ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশ।

৪। ব্রাহ্ম্যতীর্থ—অঙ্গুষ্ঠেব মূল।

পাদ-প্রক্ষালন।—সর্ব্বত্রই অগ্রে বাম পদ, পরে দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিবে ও করাইবে। কিন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করে, তবে তাহাকে অগ্রে দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতে দিবে। দেবকার্য্যে (অর্থাৎ পূজাদিতে) পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে, পিতৃকার্য্যে (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে) দক্ষিণমুখে, এবং অন্য সময়ে পশ্চিমমুখে পাদপ্রক্ষালন করিবে। কাংস্যপাত্রে পাদ প্রক্ষালন করিতে নাই। জানু অবধি চরণদ্বয়, এবং মণিবন্ধ (কব্জি) অবধি করদ্বয় প্রক্ষালন করিলে অধিক পবিত্রতা লাভ হয়।

বস্ত্র-পরিধান।—ত্রিকচ্ছ বা তেকোঁচ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে (পুরুষেরা কোঁচার খুঁটও নাভির নিকট গুঁজিবে) এবং বামদিকের কসি অধোমুখে গুঁজিবে। সূচিবিদ্ধ (সেলাই করা), ছিন্ন, দগ্ধ, পরকীয়, মূষিকোৎকীর্ণ (ইঁদুরে কাটা), রঞ্জক-

* দ্বিজাতিদিগের ভোজনকালে গণ্ডূষে ও দেবতাকে ভোগ দিতে এই মুদ্রা ব্যবহার করিতে হয়। ইহার মন্ত্র দ্বিতীয় খণ্ডে "গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাস" প্রকরণে আছে। তন্ত্রমতে অন্যপ্রকার যথা—কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠে প্রাণমুদ্রা, মধ্যমা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে অপানমুদ্রা, মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠে ব্যানমুদ্রা, কনিষ্ঠা ভিন্ন সমুদয় অঙ্গুলীতে উদানমুদ্রা, এবং সর্ব্বাঙ্গুলীতে সমানমুদ্রা।

ধৌত, নীল (কৃষ্ণবর্ণ বা কালাপেড়ে), দশাহীন (মুড়ো), মলিন ও অপবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং জামা (সেলাই করা না হইলেও) গায়ে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না। ধৌত (ধোওয়া) ও শুভ্র (সাদা) বস্ত্রই প্রশস্ত *। পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই অপবিত্র হয়। রাত্রিবাস এবং যে বস্ত্র পরিয়া মৈথুন ও মলমূত্রত্যাগ করা যায়, তাহা অপবিত্র †। প্রক্ষালন না করিয়া ঐ সকল বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। কিন্তু ক্ষৌম ও লোমজ বস্ত্র (তসর, গরদ, কম্বল প্রভৃতি) ঝাড়িয়া লইলেও শুদ্ধ হয়, এবং কীটদষ্টাদি হইলেও চলিতে পারে। নাভি ঢাকিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। যে বস্ত্রে নাভি হইতে জানু (হাঁটু) পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত না হয়, তাহা পরা না পরায় সমান। প্রেততর্পণ ভিন্ন এক বস্ত্রে কোনও কার্য্য করিতে নাই; উত্তরীয় বস্ত্র আবশ্যক। পরিধেয় ও উত্তরীয় একজাতীয়-সূত্রনির্ম্মিত হওয়াই উচিত; তবে নামাবলী হইলে ভিন্ন সূত্রেরও চলিতে পারে। স্নান ভিন্ন কোনও কার্য্যে উত্তরীয়রূপে গামছা ব্যবহার করিবে না। উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞসূত্রের (পৈতার) ন্যায় ধারণ করিবে। সকল

---

* বামকটি, পৃষ্ঠ ও নাভিকে কচ্ছ বা কক্ষ বলে। ঐ ত্রিকচ্ছে কাপড় গুঁজিতে হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা নাভির নিকটে খুঁট, ডাইন দিকের পৃষ্ঠে একটি কসি এবং বাঁ দিকে একটি কসি গুঁজিয়া কাপড় পরে। তাহাতেই তাহাদের "তেকোঁচ" করিয়া পরা হয়, এবং "একবেদ্ বাসো ভবতি, তস্য উত্তরার্দ্ধেন প্রচ্ছাদয়তি" (একখানিমাত্র বস্ত্র হইলে তাহার উত্তরার্দ্ধ দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করিবে) এই পারস্কর-বচন অনুসারে উত্তরীয় বস্ত্রাভাবে আঁচল গায়ে দিয়াও তাহারা নিত্যকর্ম্ম করিতে পারে। পুরুষে কোঁচার খুঁট গায়ে দিলে ত্রিকচ্ছ থাকে না।

† কীটস্পৃষ্টস্তু যদস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতম্। মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥—অঙ্গিরা। যাবচ্চ রাত্রিবাসোঽস্তি তাবদপ্রযতো নরঃ। তস্মাদ্ যত্নেন তৎ ত্যাজ্য-মাদৌ শুদ্ধিমভীপ্সতা ॥—দক্ষ।

কার্য্যেই উপবীতী হইবে (অর্থাৎ উত্তরীয়কে বাম স্কন্ধে রাখিবে); কেবল পিতৃ-কার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইবে (অর্থাৎ উত্তরীয়কে দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিবে), এবং মনুষ্যতর্পণেনিবীতী হইবে (অর্থাৎ উত্তরীয়কে মালার ন্যায় কণ্ঠলম্বিত করিবে)। দ্বিজাতিরা উত্তরীয়ের সঙ্গে যজ্ঞ-সূত্রকেও উক্তরূপে রাখিবেন *। জলে আর্দ্র বস্ত্রে, ও স্থলে শুষ্কবস্ত্রে † কার্য্য করিবে। জলে স্থলে কার্য্য করিতে হইলে, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, তীরে বসিয়া, এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিবে।

দিগ্‌ নির্ণয়।—সন্ধ্যা ও দেবপূজা পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে করিবে। কিন্তু রাত্রিকালে সকল দেবকার্য্যই উত্তরমুখে কর্ত্তব্য। কেবল হোমকার্য্য (কি দিনে, কি রাত্রে) পূর্ব্বমুখেই করিবে। শিব-পূজা ও শ্যামাপূজা সকল কালেই উত্তরমুখে কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প উত্তর-মুখে ‡ এবং দান পূর্ব্বমুখে করিতে হয়; কিন্তু স্নানের সঙ্কল্প পূর্ব্বমুখে, এবং কন্যাদান উত্তরমুখে (সাগ্নিকের পক্ষে পশ্চিমমুখে)। পিতৃকার্য্য দক্ষিণমুখে কর্ত্তব্য।

আসন।—কাষ্ঠাসনে, কেবল বস্ত্রাসনে, ও ভূমিতে বসিয়া, এবং দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ভূমিতে প্রৌঢ়পাদে (৩৮ পৃঃ * টীঃ) বসিয়া, এবং জানুর ঊর্দ্ধ জলে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করা যাইতে পারে।

---

* যে উত্তরীয় বা যজ্ঞসূত্রকে উক্তরূপে রাখা হয়, তাহাকে যথাক্রমে উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত বলে। উপবীত যার আছে, সে উপবীতী; স্ত্রীলিঙ্গে উপবীতিনী ইত্যাদি। স্ত্রীলোকেও যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবেন।

† আর্দ্র বস্ত্রে সাত বার বাতাস লাগাইলেও তাহা শুষ্কবৎ গণ্য।

‡ আরাম (উপবন) ও জলাশয় উৎসর্গের সঙ্কল্পও পূর্ব্বমুখে করিতে হয়। মুখ্যকালীন সায়ংসন্ধ্যায় পশ্চিমমুখে বসিয়া গায়ত্রীজপ করিবারও বিধি আছে; যথা—"জপন্নাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগা তারকোদয়াৎ।"—যাজ্ঞবল্ক্য।

উপবেশন।—দেবকার্য্যে ডাইন পায়ের উপর বাঁ পা রাখিয়া, এবং পিতৃকার্য্যে বাঁ পায়ের উপর ডাইন পা রাখিয়া বসিতে হয়।

কাল-নির্ণয়।—দিনমানকে তিন ভাগ করিলে প্রথম ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ, দ্বিতীয় ভাগকে মধ্যাহ্ন, ও তৃতীয় ভাগকে অপরাহ্ণ বলে। প্রাতঃকৃত্য, দেবপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কাল পূর্ব্বাহ্ণ *; মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও ভোজনের কাল মধ্যাহ্ন; এবং পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণের কাল অপরাহ্ণ। প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল (প্রকৃত সময়) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ১ দণ্ড ও পরে ১ দণ্ড, মধ্যাহ্নসন্ধ্যার মুখ্যকাল মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে ১ দণ্ড ও পরে ১ দণ্ড; এবং সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ১ দণ্ড ও পরে ১ দণ্ড। মুখ্যকালে প্রাতঃসন্ধ্যাদি করা না ঘটিলে, গৌণকালে অর্থাৎ (অন্য সময়ে) করা যায়; কিন্তু অনুক্রমে (অর্থাৎ যার পর যে কার্য্য করিবার বিধি আছে তদনুসারে) করিতে হইবে। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা পূর্ব্বাহ্ণেও করিতে পারা যায় †। সন্ধ্যা পতিত হইলে (অর্থাৎ মুখ্যকালে বা তৎপূর্ব্বে করা না হইলে) অগ্রে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয় (বৈদিক সন্ধ্যায় বৈদিক গায়ত্রী, ও তান্ত্রিক সন্ধ্যায় তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ করিবে)। সায়ংসন্ধ্যার গৌণকাল পরদিনের প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল পর্য্যন্ত (তৎপূর্ব্বে রাত্রিভোজন নিষিদ্ধ)। প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যার

---

* আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ দেবকার্য্য; সেইজন্য অন্য শ্রাদ্ধ করিয়া সায়ংসন্ধ্যা, দানাদি যে সকল কার্য্য করিতে নিষেধ আছে, এ শ্রাদ্ধে সে সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ নহে।

† অনধিরাচরেৎ কৃত্যং মধ্যাহ্নাৎ প্রাগ্ বিশেষতঃ ইতি বশিষ্ঠবচনাৎ প্রাতরপি মধ্যাহ্নকর্ম্মানুষ্ঠানম্।—রঘুনন্দন।

গৌণকাল সায়ংসন্ধ্যার গৌণকাল পর্য্যন্ত (তৎপূর্ব্বে দিবাভোজনও নিষিদ্ধ)। একদিনের কোনও সন্ধ্যা পতিত হইলে দিনান্তরে তাহা আর করিতে হয় না * ; কিন্তু তজ্জন্য নিত্যকর্ম্মবাধের প্রায়শ্চিত্ত—একদিন উপবাস বা তদনুকল্প আট পণ কড়ির মূল্য (৵০) দক্ষিণার সহিত উৎসর্গ করিতে হইবে †। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, এবং শ্রাদ্ধদিনে বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ (সুতরাং গৌণকালেও কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু যে দিন সায়ংসন্ধ্যার নিষেধ নাই, সেদিন গৌণকালে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমাদি তিথিতেও উহা করিতে পারা যায়)। তান্ত্রিক সায়ংসন্ধ্যা কোনও দিনই নিষিদ্ধ নহে ‡। রাত্রিকালে দান ও শূদ্র কর্ত্তৃক বিপ্র-প্রণাম নিষিদ্ধ ; কিন্তু

---

* প্রাতঃসন্ধ্যায়াঃ পতিতত্বে তদ্দিবসীয সায়ংসন্ধ্যা-গৌণকালবর্ত্তব্যতা, সন্ধ্যাহীনোঽশুচি র্বিপ্রো হ্যনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ইত্যনেন তদ্দিনকৃত্যানধিকারোক্তেঃ। কিন্তু পূর্ব্বদিবসীয়সন্ধ্যায়াঃ পরদিবসীয়কৃত্যাধিকারিত্বাপ্রয়োজকত্বেন পূর্ব্বদিবসীয়-প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়াঃ পরদিবসীয়-সন্ধ্যাকালে ন কর্ত্তব্যতেতি।—মলমাসতত্ত্বে গোস্বামিটীকা।

† বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে। স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্॥—মনু। তন্ত্রমতে নিত্যকর্ম্মের বাধে ইষ্টমন্ত্র ১০০ (বৈষ্ণবের পক্ষে ১০০০) জপ, ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের বাধে ১০০০ (বৈষ্ণবের পক্ষে ১০,০০০) জপ। এবং সঙ্কর ঘটিলেও (অর্থাৎ বহু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের বাধ হইলেও) ১০,০০০ জপ করিতে হয়। যথা—'নিত্যাতিক্রমদোষাণাং শান্ত্যৈ বিপ্রাঃ শতং জপেৎ। নৈমিত্তিকাতিক্রমণে সহস্রং প্রজপেন্মনুম্॥"—তন্ত্ররাজ। "নিত্যে সহস্রং প্রজপেৎ নৈমিত্তিকে তথাযুতম্॥"—গৌতমীয়তন্ত্র (বিষ্ণু বিষয়ে)"। "সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তন্ত্রোক্ত-মযুতং মন্ত্রজাপতঃ॥"—তন্ত্ররাজ।

‡ সন্ধ্যা সায়ন্তনী কার্য্যা দ্বাদশ্যাদিষ্বপি প্রিয়ে। অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যতো নিত্যাগমক্রিয়া॥—তন্ত্র।

অভয়, বিদ্যা, কন্যা (কন্যাদানকালীন যৌতুকও), দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করা যায়; এবং শূদ্রে "প্রাতঃপ্রণাম" বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে পারে। গ্রহণে রাত্রিকালেও দান করা যায়।

প্রাতঃকৃত্য।—মলমূত্রত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা—এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মকেই প্রাতঃকৃত্য বলে। প্রাতঃকৃত্য না করিয়া দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। বমনান্তে, ক্ষৌরকর্ম্মান্তে ও মৈথুনান্তে স্নান না করিয়া কোনও কার্য্য করিতে নাই *। স্নান না করিলে আর্দ্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে।

বৈদিক ও তান্ত্রিক কৃত্য।—অগ্রে বৈদিক কার্য্য করিয়া পরে তান্ত্রিক কর্ম্ম করিবে। এক-একপ্রকার বৈদিক কর্ম্মের পর তত্তৎপ্রকার তান্ত্রিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে, কেবল ১০ বার গায়ত্রীজপ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে † এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ১০ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। সায়ংসন্ধ্যা, সায়ংসমিদাধান (এবং নিত্যপূজার "শীতল" দেওয়া) ভিন্ন আর কোনও দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য ভোজন করিয়া (এমন কি, জল পর্য্যন্ত খাইয়াও) করিতে নাই; কিন্তু ঔষধ খাইয়া করিতে পারা যায়। পরন্তু ইক্ষু (আক), জল, দুগ্ধ, তাম্বূল, ফল ও ঔষধ খাইয়া স্নানদানাদিরূপ কার্য্য করা যাইতে পারে ‡।

---

* মন্ত্রস্নান (অর্থাৎ "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" হইতে "ক্ষান্তরিক্ষমথো স্বঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রে মার্জ্জন) করিয়া সন্ধ্যা করা যাইতে পারে।

† যেহেতু গায়ত্রীজপই প্রকৃত সন্ধ্যা, এবং সূর্য্যার্ঘ্য না দিলে পূজাদি কার্য্যে অধিকার হয় না।

‡ জলস্থাপি নরশ্রেষ্ঠ ভোজনাদ্ বর্জ্জয়েদ্ ধ্রুবং। নিত্যক্রিয়া নিবর্ত্তেত কাম্য-নৈমিত্তিকৈঃ সহ।—কালিকাপুরাণ। ইক্ষুমাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষধম্। ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।—স্মৃতি।

জল, কুশ, তিল ও মৃত্তিকা।—গঙ্গাজল ভিন্ন পর্য্যুষিত (বাসি) ও নিবেদিত জলে পূজাদি হয় না *। কলসী হইতে জল গড়াইবার সময় বাঁ হাতে কলসী কাইত করিয়া ডাহিন হাতে পাত্র ধরিবে। উবুড় হাতে ঘটী প্রভৃতির কাণা ধরিয়া পূজার জল আনিতে নাই। বৃষ্টিজল ও নদ্যাদির প্রথম বেগের জল অব্যবহার্য্য। হরিশয়নে কুশ, কেশ ও মৃত্তিকা বাসি ব্যবহার্য্য নহে; কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকা, এবং শ্রাবণী অমাবস্যায় (জন্মাষ্টমীর পর) কুশ তুলিয়া রাখিলে তাহা বাসি ব্যবহার করা যায়। সধবা স্ত্রীদিগের কুশ, কেশ, তিল ও কুশাসন ব্যবহার নিষিদ্ধ (কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা, তিলের পরিবর্ত্তে যব, এবং কুশাসনের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদির আসন ব্যবহার্য্য)। যে পুরুষের পিতা জীবিত থাকে, তাহাকে মাতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কৃষ্ণতিলে তর্পণ করিতে নাই †।

অঙ্গুরীয়।—নিত্যকর্ম্মে না করিলেও, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয়, এবং অনামিকার মূলপর্ব্বে স্বর্ণ অঙ্গুরীয় ও মধ্যপর্ব্বে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিবে। রৌপ্য ও স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ের অভাবে কেবল কুশাঙ্গুরীয়ও ধারণীয় ‡।

---

* বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং জলম্। ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবীজলম্।—নারদ।

† শ্বেত তিলে করিবে।

‡ দুই হাতের জন্য সামান্যতঃ তিন গাছি কুশে কুশাঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতে হয়। বিশেষ করিয়া করিতে হইলে, বাম হস্তের জন্য বহুকুশ (অন্ততঃ তিন গাছি), এবং দক্ষিণ হস্তের জন্য দুই গাছি, তিন গাছি বা চারি গাছি করিবে। প্রাদেশপ্রমাণ (অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মাপের) কুশে ও দূর্ব্বায় অঙ্গুরীয়, ত্রিপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়। পিতা জীবিত থাকিলে তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় ধারণ করিতে নাই; কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার সময়ে আছে।

অশৌচ।—শুচি হইয়াই সকল কর্ম্ম করিতে হয়। জননাশৌচে ও মরণাশৌচে সন্ধ্যাদি কোনও কার্য্যই করিতে নাই; কেবল গায়ত্রীজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ, এবং মানসে শিবপূজা ও ইষ্টপূজা করিতে পারা যায়। ক্ষতাশৌচ (রক্তপাত) হইলে, সে দিন সন্ধ্যা ভিন্ন আর কোনও কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। পুরুষের ও অনূঢ়া কন্যার পিতৃমাতৃ-মরণে এবং বিবাহিতা স্ত্রীর কেবল পতিমরণে সাপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহাশুদ্ধ থাকে। দেহাশুদ্ধিতে কেবল নিত্যকর্ম্ম, প্রেততর্পণ (অন্য তর্পণ নহে) এবং পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধ করাই চলে। রজস্বলা স্ত্রী তিন দিন অশুচি, কিন্তু চতুর্থ দিনেও (নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য) কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না; পঞ্চম দিন হইতে ঐ সকল কার্য্যে অধিকারিণী হয়। ১৭ দিনের মধ্যে পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলে অশুচি হয় না, কিন্তু ১৮ দিনে হইলে ১ দিন, ১৯ দিনে হইলে ২ দিন, এবং ২০ দিনে ও তৎপরে হইলে পূর্ব্ববৎ ৩ দিন অশৌচ হয়। গর্ভবতী নারী পাঁচ মাসের পর হইতে নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য করিতে পারে না *। সর্ব্ববিধ অশৌচেই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্রতাদির জন্য কায়িক উপবাসাদি করিতে পারা যায়; কিন্তু ব্রতপ্রতিষ্ঠা (পৃথক্ সঙ্কল্পই কার্য্য বলিয়া) করা যায় না (অন্য দ্বারাও করান যাইতে পারে না)। দুর্গোৎসবাদি নিয়মিত কার্য্য ও পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্রতাদি গুরু বা পুরোহিত স্বয়ংবৃত হইয়া (যজমানের নামেই সঙ্কল্প করিয়া) করিবেন। অশৌচে স্নান (সঙ্কল্পপূর্ব্বক বৈধ স্নান নহে) ও আচমন করিতে দোষ নাই †।

---

* "পঞ্চমাসাধিকে গর্ভে গর্ভিণ্যা পচ্যতে যদি। হব্যং দেবা ন গৃহ্লন্তি কব্যঞ্চ পিতরস্তথা। তদ্গৃহং বর্জ্জয়েদ্ ভিক্ষুর্যত্র শুচিতামিয়াৎ॥—যতিধর্ম্ম।

† অশুচি অবস্থায় অশুচির আনীত জলই আচমনে গ্রাহ্য।

প্রতিনিধি।—রোগাদি বশতঃ স্বয়ং কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে পুত্র, জামাতা, সহোদর ভ্রাতা, ভাগিনেয়, গুরু বা পুরোহিতকে শুচি অবস্থায় সেই কার্য্যের ভার দিলে নিজের করাই হয় (অশুচি অবস্থায় ভার দিতে নাই; তখন গুরু বা পুরোহিতকে স্বয়ংবৃত অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে)। মধুর প্রতিনিধি গুড়; ঘৃতের প্রতিনিধি তিলতৈল। কুশের প্রতিনিধি কেশে; সর্ব্বদ্রব্যের প্রতিনিধি যব; সর্ব্বপুষ্পের প্রতিনিধি দূর্ব্বা বা তণ্ডুল। সর্ব্ব উপচারের প্রতিনিধি জল *। সর্ব্ব-বাদ্যের প্রতিনিধি ঘণ্টা।—প্রতিনিধিদ্রব্য নিবেদন করিতে মূল-দ্রব্যেরই নামোল্লেখ করিবে (অর্থাৎ "ধূপার্থোদকং" ইত্যাদি না বলিয়া "এষ ধূপঃ" ইত্যাদিই বলিবে †)।

উপচার।—পূজার উপচার প্রধানতঃ তিনপ্রকার—ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার। ষোড়শোপচার যথা—আসন (রজতাদি), স্বাগত (কৃতাঞ্জলি হইয়া "অমুকদেবতে স্বাগতং তে" এই বাক্য), পাদ্য (জল), অর্ঘ্য (দূর্ব্বা, আতপ-তণ্ডুল, গন্ধ, পুষ্প, জল), আচমনীয় (জল), মধুপর্ক (দধি, মধু,

---

* অভাবে সর্ব্বদ্রব্যাণামুদকেনাপি পূজিতঃ। যো দদাতি স্বকং স্থানং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ॥—নৃসিংহপুরাণ। সর্ব্বোপচারদ্রব্যাণামভাবে ভাবনৈব হি। নির্ম্মলেনোদকেনাথ পূজয়েত্যাহ নারদঃ॥—মাধবভট্টধৃত।

† শব্দেহবিপ্রতিপত্তিরিতি কাত্যায়নসূত্রম্। প্রতিনিহিতদ্রব্যে শ্রুতশব্দঃ প্রযোজ্যঃ একত্বদ্রব্যবুদ্ধ্যা প্রতিনিধ্যুপাদানাৎ শব্দান্তরপ্রয়োগে দ্রব্যান্তরবুদ্ধি-প্রসঙ্গাৎ। যথা, অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেব জুহুয়াদপি ইতি মৎস্যপুরাণদর্শনাৎ জল-হস্ত-হেমিপক্ষে অগ্নৌ করিষ্যামীত্যনূহ এব প্রয়োগঃ।—রঘুনন্দন। ঘৃতং বা যদি বা তৈলং পয়ো বা দধি যাবকম্। আজ্যস্থানে নিযুক্তানামাজ্যশব্দো বিধীয়তে॥—পূজাসংগ্রহ।

ঘৃত, চিনি, জল—কাংস্যপাত্রস্থ), আচমনীয়, স্নানীয়-জল, বস্ত্র *, আভরণ (রজতাভরণাদি), গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দন (আতপতণ্ডুল লইয়া ৭ বার ঘুরান) † । দেবীপূজায়—মধুপর্কের পর আচমনীয় নহে, দীপের পর নেত্রাঞ্জন, এবং নৈবেদ্যের পর আচমনীয় ‡ । সর্বত্রই স্নানীয় জল ও বস্ত্রের পর পানার্থোদক ও তাম্বূল দিতে হয় (দেবীপূজায় মধুপর্কের পরেও অতিরিক্ত আচমনীয় দিতে হয় ; এবং নৈবেদ্যের পর আচমনীয় দেবীপূজায় আর পৃথক দিতে হয় না) । দশোপচার যথা—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক বা স্নানীয় জল, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য । পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য § । নিবেদনের বা দানের

---

* আর্দ্র বস্ত্র (ভিজা কাপড়) দিতে নাই (৮৯ পৃঃ ; টী)।

† আসনং স্বাগতং পাদ্য-মর্ঘ্য-মাচমনীয়কম্ । মধুপর্কাচম-স্নান-বসনাভরণানি চ । সুগন্ধ সুমনো-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-বন্দনম্ । প্রয়োজয়েদর্চনায়া-মুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ (সুমনস্ = পুষ্প)।

‡ আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ । মধুপর্কঃ স্নানঞ্চ বস্ত্রং ভূষণ-চন্দনে । পুষ্পং ধূপশ্চ দীপশ্চ নেত্রাঞ্জনমতঃ পরম্ । নৈবেদ্যাচমনীয়ে চ উপচারাস্তু ষোড়শ ॥

§ অর্ঘ্য-পাদ্যাচমনক-মধুপর্কাচমনান্যপি । গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥ (মধুপর্কেত্যত্র স্নানীয়মিতি কৃত্বা ব্যবহরন্তি । পাদ্যস্যৈব তৃতীয়া চতুর্থ্যার্ঘ্যং প্রদাপয়েদিতি নরসিংহপুরাণাৎ, অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং তত্রেতি মৎস্যপুরাণাচ্চ পাদ্যার্ঘ্যয়োরানুপূর্ব্যে বিকল্পঃ—রঘুনন্দন) । গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তাঃ পূজাঃ পঞ্চোপচারিকাঃ ।

এতদ্ভিন্ন অষ্টাদশ উপচার, ষট্‌ত্রিংশৎ উপচার ও চতুঃষষ্টি উপচারও আছে। তন্মধ্যে দুর্গাপূজায় চতুঃষষ্টি-উপচার কাহারও কাহারও আবশ্যক হয় বলিয়া লিখিত হইতেছে। চতুঃষষ্টি উপচারের মধ্যে কোনও বস্তুর অভাবে বা অসম্ভবে তন্মন্ত্র-পাঠেই তাহা সিদ্ধ হয় (যথা নবরত্নেশ্বরে—চতুঃষষ্ট্যুপচারাণামভাবে

দ্রব্য এবং যাঁহাকে নিবেদন বা দান করিতে হয় সেই ব্যক্তি, এই উভয়কেই অর্চ্চনা করিতে হয়। ষোড়শোপচার-দ্রব্যের প্রত্যেকটি

তন্মন্ত্রং জপেৎ। তত্তদেব ফলং বিন্দেৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ)। চতুঃষষ্টি উপচারের মন্ত্রে প্রথমে "ঐং হ্রীং শ্রীং", তৎপরে উপচারের নাম, এবং তৎপরে "কল্পয়ামি নমঃ" বলিতে হয়। যথা—ঐং হ্রীং শ্রীং পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ। ১। এইরূপ আসনং। ২। সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গং। ৩। মজ্জনশালাপ্রবেশনং (স্নানগৃহে প্রবেশ)। ৪। মজ্জনমণ্ডপে মণিপীঠোপবেশনং। ৫। দিব্যস্নানীয়ং (জল)। ৬। উদ্বর্ত্তনং (গায়ের ময়লা তুলিবার জন্য হরিদ্রাদি)। ৭। উষ্ণোদকস্নানং। ৮। কনককলস-স্থিত-সর্ব্বতীর্থাভিষেকং। ৯। ধৌতবস্ত্র-পরিমার্জ্জনং (গামছা)। ১০। অরুণ-বস্ত্রপরিধানং (রক্তবস্ত্র)। ১১। অরুণবস্ত্রোত্তরীয়ং। ১২। আলেপমণ্ডপ-প্রবেশনালেপমণিপীঠোপবেশনং। ১৩। চন্দনাগুরু-কুঙ্কুম-মৃগমদ কর্পূর-কস্তূরী-রোচনা-দিব্যগন্ধ-সর্ব্বাঙ্গানুলেপনং। ১৪। কেশভারস্য কালাগুরু-ধূপ-মল্লিকা-মালতী-জাতী-চম্পকাশোক-শতপত্র-পূগ-কুহরী-পুন্নাগ-কহ্লার-যূথী সর্ব্বর্ত্তুকুসুম-মালাভূষণং। ১৫। ভূষণমণ্ডপপ্রবেশনং। ১৬। ভূষণমণিপীঠোপবেশনং। ১৭। নবরত্নমুকুটং। ১৮। চন্দ্রশকলং (অর্দ্ধ চন্দ্রাভরণ)। ১৯। সীমন্তসিন্দূরং। ২০। তিলকরত্নং (টিপ)। ২১। কালাঞ্জনং (কাজল)। ২২। কর্ণপালী-যুগলং (কাণ-বালা)। ২৩। নাসাভরণং। ২৪। অধরযাবকং (আলতা)। ২৫। গ্রথনভূষণং। ২৬। কনকচিত্রপদকং। ২৭। মহাপদকং। ২৮। মুক্তাবলীং। ২৯। একা-বলীং। ৩০। দেবচ্ছন্দকং। ৩১। কেয়ূরযুগলচতুষ্কং। ৩২। বলয়াবলীং। ৩৩। ঊর্ম্মিকাবলীং (রতনচুর)। ৩৪। কাঞ্চীদামকটিসূত্রং। ৩৫। শোভাখ্যাভরণং। ৩৬। পাদকটকং (মল)। ৩৭। রত্ননূপুরং। ৩৮। পাদাঙ্গুরীয়কং। ৩৯। এককরে পাশং। ৪০। অন্যকরে অঙ্কুশং। ৪১। ইতরকরেষু পুণ্ড্রেক্ষুচাপং (পুঁড়ি আখ)। ৪২। অপরকরেষু পুষ্পবাণান্। ৪৩। শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকাং। ৪৪। স্বসমান-বেশাবরণদেবতাভিঃ সহ সিংহাসনারোহণং। ৪৫। কামেশ্বরপর্য্যঙ্কোপবেশনং। ৪৬। অমৃতাশনচষকং (পেয়ালা)। ৪৭। আচমনীয়ং। ৪৮। কর্পূরবাটিকাং। ৪৯। আনন্দোল্লাসবিলাসহাসং। ৫০। মঙ্গলারাত্রিকং। ৫১। শ্বেতচ্ছত্রং। ৫২। চামরযুগলং। ৫৩। দর্পণং। ৫৪। তাল-বৃন্তং। ৫৫। গন্ধং। ৫৬। পুষ্পং। ৫৭। ধূপং। ৫৮। দীপং। ৫৯। নৈবেদ্যং। ৬০। পানার্থজলং। ৬১। পুনরাচমনীয়ং। ৬২। তাম্বূলং। ৬৩। নমস্কারং। ৬৪।

পৃথক্ পৃথক্ অর্চ্চনা করিয়া দিবার ব্যবহার আছে; যথা—বামহস্তে (উপুড় হাতে *) ধরিয়া "বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" (জল-প্রোক্ষণ), এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় (ওঁ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ †, এতৎ রজতাসনং (ওঁ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইত্যাদি। "স্বাগত" কোনও দ্রব্য নহে বলিয়া উহার অর্চ্চনা নাই। তান্ত্রিক পূজায় অগ্রে মূলমন্ত্র, তৎপরে দ্রব্যের নাম, তৎপরে নিবেদনমন্ত্র (পূজামন্ত্র) ‡ বলিতে হয়; যথা—ক্রীং এতৎ পাদ্যং (ওঁ) কালিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত উপচারের অভাবে কেবল গন্ধপুষ্পেও (এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া) পূজা হইতে পারে §।

নিবেদন।—বাঁ হাতে বা এক হাতে কোনও দ্রব্য নিবেদন করিতে নাই। অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্ত দ্বারা ¶ নিবেদন করিবে। নিবেদনীয় দ্রব্য ও পূজার জলাদিতে নখস্পর্শ না হয়। অর্ঘ্য—দেবতার মস্তকে দিতে হয়। গন্ধ—কনিষ্ঠার অগ্রভাগে লইয়া অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে ছিটাইয়া দিবে; পুষ্প দিতে মাখাইয়া দিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা উহা ধরিবে ** (অগ্রে গন্ধাদি দ্রব্য স্বয়ং

---

* নিবেদনীয় দ্রব্য পিতৃকার্য্যে উত্তান (চিৎ) হস্তে, এবং দেবকার্য্যে ও অন্য-কার্য্যে ন্যুব্জ (উপুড়) হাতে ধরিতে হয়।

† সম্প্রদান শব্দ নিত্যক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং তিন লিঙ্গেই "সম্প্রদানায়" হইবে।

‡ মূলমন্ত্র ও পূজামন্ত্র ধ্যানমালায় আছে।

§ অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পে নিবেদয়েৎ।—ব্রহ্মপুরাণ।

¶ বাম হস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিলে, তাহাকে অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্ত বলে।

** কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা গন্ধমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।—আহ্নিকতত্ত্ব। মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরঙ্গুল্যা প্রণ পাতয়েত। দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ॥—তন্ত্রসার। হরিভক্তিবিলাসে পুষ্পাদিতে মাখাইয়া গন্ধ দিবার বিধি আছে।

ব্যবহার করিলে উচ্ছিষ্ট হয়)। পুষ্প—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দিতে হয় *। ধূপ—মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যপর্ব্বে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া দেবতার বামদিকে (জ্বালিয়া ও নিবাইয়া ধূম) দিবে। দীপ—ধূপের ন্যায় ধরিয়া দক্ষিণ দিকে দিবে (ঘৃতদীপ বা ঘৃতপ্রদীপ দক্ষিণে, ও তৈলদীপ বা তৈলপ্রদীপ বামে দিতে হয়)। ধূপ, দীপ ভূমিতে রাখিতে নাই—কোনও আধারে বা ফলাদিতে গাঁথিয়া রাখিবে; দেবস্থানের দীপ চুরি করিলে অন্ধ, ও নিবাইলে কাণা হয়। পক্ক নৈবেদ্য (অন্নাদি) দেবতার বামে, এবং অপক্ক নৈবেদ্য (তণ্ডুলাদি) দক্ষিণে রাখিতে হয়; কিন্তু সকলপ্রকার নৈবেদ্য সম্মুখে রাখিতে পারা যায় †। ঈশানকোণ বা বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর নৈবেদ্য রাখিবে। নৈবেদ্য নিরুপকরণ দিতে নাই (উপকরণ-অভাবে জল দিয়াও "সোপকরণ" বলিবে)। অর্ঘ্যদানে সামবেদীরা 'ইদমর্ঘ্যং' এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীরা (সুতরাং শূদ্রও) 'এষোঽর্ঘ্যঃ' বলিবে ‡। তান্ত্রিক পূজায় নিবেদন-মন্ত্রের শেষে (৫৮ পৃঃ ৯ পং) 'নমঃ' স্থলে অর্ঘ্যে (স্বাহা), আচমনীয়ে ও মধুপর্কে (স্বধা),

---

* অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ।—তন্ত্রসার।

† হাতে করিয়া তণ্ডুল (নৈবেদ্যরূপে) দিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা (তত্ত্বমুদ্রা) দ্বারা লইবে। অর্ঘ্য, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র প্রভৃতিও তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা দিবে; যেহেতু অনাদেশে (অর্থাৎ বিশেষ উপদেশ না থাকিলে) তত্ত্বমুদ্রাই বিহিত।

‡ সামগানাং সর্ব্বত্রাভিলাপে নপুংসকলিঙ্গেনৈব প্রয়োগঃ। তত্রাপি পাদার্ঘাভ্যাং যদিতি পাণিনিসূত্রেণ যৎ যদ্বিধানং তৎ সামগপ্রয়োগ এব। অন্যত্র নির্ঘকার এব অর্ঘশব্দঃ।—শ্রাদ্ধতত্ত্ব। অন্যত্র—ঋগ্বেদ্যাদিপ্রয়োগে।—টীকা। কিন্তু ঋগ্বেদীয় গৃহ্যপরিশিষ্টে শ্রাদ্ধপ্রকরণে "ইদমর্ঘ্যং" আছে।

স্নানীয়জলে নিবেদয়ামি, এবং পুষ্পে বৌষট্ বলিতে হয় (অন্যান্য স্থলে নমঃ)। মধুপর্ক, গন্ধ, ধূপ ও দীপ—বিসর্গান্ত করিয়া, এবং আদিতে 'এষঃ' দিয়া নিবেদন করিবে; যথা—এষ মধুপর্কঃ ইত্যাদি। অন্যান্য দ্রব্যের অন্তে অনুস্বার, ও আদিতে 'ইদম্' বা 'এতৎ' বলিবে; যথা—ইদম্ আসনং, বা এতৎ আসনং ইত্যাদি।

শিব ও সূর্য্যের পূজায় শঙ্খ নিষিদ্ধ। সূর্য্য ও শক্তির পূজায় রক্তচন্দন ও জবা প্রভৃতি রক্তপুষ্প প্রশস্ত। শ্যামাপূজায় যন্ত্রপুষ্প * প্রশস্ত। বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার পূজায় এবং শ্রাদ্ধে শ্বেতচন্দন ও শ্বেতপুষ্পই প্রশস্ত। বিষ্ণুকে শ্বেতাপরাজিতা, শ্বেতজবা, রক্তপদ্ম ও রক্ত-করবীরও দেওয়া যায়। তুলসী না হইলে বিষ্ণুপূজা হয় না, এবং বিষ্ণুর সমস্ত উপচার তুলসীযুক্ত করিয়া দিতে হয়। শিব ও শক্তির পূজায় বিল্বপত্র প্রশস্ত। তুলসী চিৎ করিয়া, বিল্বপত্র উপুড় করিয়া, এবং পুষ্প যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে নিবেদন করিতে হয়। সূর্য্যকে বিল্বপত্র ও ধুতুরাফুল, এবং গণেশকে তুলসী দিতে নাই। শ্রাদ্ধে দূর্ব্বার গর্ভ (কোঁক) ফেলিয়া দিতে হয় না †। ধুতুরাফুল শিবপূজায় প্রশস্ত। মালতী, বকুল, জাতি, যূথী (যুঁই), কুন্দ, শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাঠ-টগর পুষ্পে পার্থিব-শিবপূজা হয় (অন্য শিবের পূজা হয় না)। বাঁ হাতে পুষ্পাদি লইয়া দেবতাকে দিতে নাই। শিবের নিকট করতাল, ব্রহ্মার

* যন্ত্রপুষ্প যথা—পদ্ম (মুখস্বরূপ), রক্তজবা (স্তনস্বরূপ), কৃষ্ণাপরাজিতা (যোনিস্বরূপ), রক্তকরবীর (শিবলিঙ্গস্বরূপ), দ্রোণপুষ্প (পাদুকাস্বরূপ)।

† শিবপূজাতেও কেহ কেহ দূর্ব্বার কোঁক ফেলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা গৃহস্থের পক্ষে বিধেয় নহে (পুষ্পচয়ন দেখ)। বিষ্ণুপূজার আতপতণ্ডুল ও দুর্গাপূজার দূর্ব্বা দিবার যে নিষেধ আছে, তাহা অন্য দ্রব্যের প্রতিনিধিরূপেই জানিবে (৫৫ পৃঃ ৭ পং)।

নিকট ঢাক, দুর্গার নিকট বাঁশী, লক্ষ্মীর নিকট (অন্য বাদ্য সঙ্গে) ঘণ্টা বাজাইতে নাই। মনসাপূজায় ধূনা (যক্ষধূপ) দিবে না। দেবতাকে নির্ম্মাল্য-যুক্ত করিয়া রাখিতে নাই *। পূজাকার্য্য শেষ না হইলে নৈবেদ্য ভাঙ্গিতে নাই। পূজাগৃহে উচ্ছিষ্ট ফেলিতে নাই। শিবোপাসক ভিন্ন ব্যক্তির (বাণলিঙ্গ ভিন্ন) শিবের নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য †; কিন্তু বিষ্ণু-নির্ম্মাল্যের সহিত গ্রাহ্য হয়। নির্ম্মাল্য ডিঙ্গাইতে ও মাড়াইতে নাই; জলে বা বৃক্ষমূলে উহা নিক্ষেপ করিতে হয়। আশীর্ব্বাদী পুষ্প ও নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিতে হয়।

ষড়ঙ্গ ধূপ।—ধূপ নানাপ্রকার আছে; তন্মধ্যে ষড়ঙ্গ ধূপ সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। চিনি, গাওয়া ঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরু-কাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দন-কাষ্ঠ একত্র বাটিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে।

আরতি।—আরাত্রিক বা নীরাজন (পঞ্চাঙ্গ)।—১ম, দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর); ২য়, জলপূর্ণ শঙ্খ (অভাবে কুশী); (ইহার পর দর্পণও দেখান হয়); ৩য়, ধৌত বস্ত্র; ৪র্থ, পল্লব (চূতপল্লব, বিল্বপত্রাদি); (ইহার পর চামরাদি দ্বারা ব্যজনও করা হয়, প্রদক্ষিণও এই সময়ে করিবে); ৫ম, প্রণাম।

কোশার বাম দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার উপর দীপ-

---

* নিবেদিত দ্রব্যকে নির্ম্মাল্য বলে। তন্মধ্যে স্বর্ণাদি অলঙ্কার দ্বাদশ বৎসর পরে, বস্ত্র ছয় মাস পরে, পট্টবস্ত্র তিন মাস পরে, বিল্বপত্র একদিন পরে নির্ম্মাল্য হয়। তুলসীপত্র নির্ম্মাল্য হইলেও দুষ্ট হয় না, প্রক্ষালন করিয়া তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার পূজা করা চলে; যথা—তুলসী পদ্মপুষ্পাণি পলাশ-শ্রীফলানি চ। চত্বারি পুণ্যপুষ্পাণি পুনঃ প্রক্ষাল্য পূজয়েৎ॥—ব্রহ্মপুরাণ।

† শিবলিঙ্গের উপরি যাহা দেওয়া যায়, তাহাই অগ্রাহ্য। যথা—যৎ কিঞ্চিদুপচারং হি লিঙ্গোপরি নিবেদয়েৎ। তন্নির্ম্মাল্যং মহেশানি অগ্রাহ্যং পরমেশ্বরি। বাণলিঙ্গে ন চাশৌচং ন চ নির্ম্মাল্যকল্পনা।—ব্রহ্মপুরাণ।

মালা (পঞ্চপ্রদীপাদি) রাখিয়া, "(ওঁ) এতস্মৈ আরাত্রিক-দীপমালায়ৈ নমঃ" বলিয়া ৩ বার জলের ছিটা দিবে। পরে দেবতার মূলমন্ত্র (ধ্যানমালায় আছে) ১০ বার জপ করিয়া, দক্ষিণ পদ আসনের প্রান্তে এবং বাম পদ ভূমিতে রাখিয়া দাঁড়াইয়া, বামহস্তে ঘণ্টা বাদন করত আরতি করিবে। দেবতার চরণ-সন্নিধানে ৪ বার, নাভিসমীপে ২ বার, মুখসমীপে ৩ বার, এবং সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার ঘুরাইবে *। শঙ্খ দ্বারা আরতি করিবার সময়, প্রত্যেক অঙ্গের আরতির পর শঙ্খের জল এক-একটু ভূমিতে ফেলিবে। সন্ধ্যাকালে আরতির পর শীতল দিবে অর্থাৎ জলপানীয় (ভক্ষ্য) দ্রব্য (ভোগ দেওয়ার নিয়মে—পরে আছে) নিবেদন করিবে।

নামোচ্চারণ।—ব্রাহ্মণের নামের পর 'দেবশর্ম্মা', ক্ষত্রিয়ের 'ত্রাতৃবর্ম্মা,' বৈশ্যের 'দত্তভূতি (বা গুপ্তভূতি),' এবং শূদ্রের উপাধি ও তৎপরে 'দাস' বলিতে হয়। দ্বিজাতি-কন্যার নামের পর 'দেবী', এবং শূদ্রকন্যার নামের পর 'দাসী' বলিবে। সঙ্কল্প প্রভৃতির বাক্যে যেখানে "অমুকঃ" (প্রথমান্ত) আছে, সেখানে যথাসম্ভব দেবশর্ম্মা, ত্রাতৃবর্ম্মা, দত্তভূতিঃ (বা গুপ্তভূতিঃ), দেবী বা দাসী বলিবে; এবং যেখানে "অমুকস্য" (ষষ্ঠ্যন্ত) আছে, সেখানে নামের পর দেবশর্ম্মণঃ, ত্রাতৃবর্ম্মণঃ, দত্তভূতেঃ (বা গুপ্তভূতেঃ), দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ বলিবে। "অমুক-গোত্র" ইত্যাদি স্থলে অমুক শব্দের পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব গোত্রাদি বলিতে হইবে; এবং প্রথমান্ত স্থলে পুংলিঙ্গে অমুকগোত্রঃ ও স্ত্রীলিঙ্গে অমুকগোত্রা, এবং ষষ্ঠ্যন্ত স্থলে পুংলিঙ্গে অমুকগোত্রস্য ও স্ত্রীলিঙ্গে অমুকগোত্রায়াঃ বলিতে হয়।

---

* আদৌ চতুঃ পাদতলপ্রদেশে, দ্বির্নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রিঃ। সর্ব্বেষু চাঙ্গেষু চ সপ্ত বারান্, আরাত্রিকং ভক্তজনঃ প্রকুর্য্যাৎ।

সঙ্কল্প ।—কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। সঙ্কল্প না করিয়া কার্য্য করিলে, তাহার ফল অল্পমাত্র হইয়া থাকে। সঙ্কল্পবাক্যে—মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করিতে হয়; যথা—(বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ *) অদ্য † অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ। গ্রহণাদি নিমিত্ত ঘটিলে তিথির পর তাহারও উল্লেখ করিবে; যথা—অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ইত্যাদি। সঙ্কল্পে তিনপ্রকার মাসের ব্যবহার আছে—সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। সূর্য্যের এক এক রাশিতে অবস্থিতিকালকে (বাঙ্গালা দেশের চলিত মাসকে) সৌর মাস বলে (সংক্রান্তির দিন যে সময়ে সূর্য্যের রাশ্যন্তরে সংক্রমণ হয়, তাহা পঞ্জিকায় লেখা থাকে; সেই সময় হইতে আগামিনী সংক্রান্তির ঐরূপ সময় পর্য্যন্ত সৌরমাস)। শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্য-চান্দ্রমাস; এবং কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণ-চান্দ্রমাস (সুতরাং শুক্ল-পক্ষে গৌণ ও মুখ্য চান্দ্রমাস একই)। মকর-স্নানাদি রাশিবিহিত

---

* সঙ্কল্পের আরম্ভে বিষ্ণুস্মরণ ও পরমব্রহ্মের নামোচ্চারণ করিবার বিধি আছে। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি পরমব্রহ্মের নাম। স্ত্রী ও শূদ্রে "শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ" বলিবে।

† রাত্রিতে কোনও কার্য্য করিলে কেবল "অদ্য"ই বলিবে, "রাত্রৌ" বলিবে না। মাসি—মাস শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'মাসে' ও 'মাসি' এই দুই পদ হয়। অমুকে মাসি—বৈশাখে মাসি, জ্যৈষ্ঠে মাসি ইত্যাদি। অগ্রহায়ণ মাসে "মার্গশীর্ষে মাসি" বলিতে হয়; প্রাচীন কালে কার্ত্তিক মাসে বৎসরের শেষ ও মার্গশীর্ষ মাসে বৎসরের আরম্ভ হইত বলিয়া উহাকে অগ্রহায়ণ বলে (অগ্র=প্রথম, হায়ন=বৎসর)। অমুকে পক্ষে—শুক্লে পক্ষে বা কৃষ্ণে পক্ষে। অমুকতিথৌ—প্রতিপদি তিথৌ; এইরূপ দ্বিতীয়ায়াং, তৃতীয়ায়াং, চতুর্থ্যাং, পঞ্চম্যাং, ষষ্ঠ্যাং, সপ্তম্যাং, অষ্টম্যাং, নবম্যাং, দশম্যাং, একাদশ্যাং, দ্বাদশ্যাং, ত্রয়োদশ্যাং, চতুর্দ্দশ্যাং, পৌর্ণমাস্যাং, অমাবস্যায়াং (বা অমাবাস্যায়াং)।

কার্য্যে, বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারে, ও শ্যামাপূজা প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার তান্ত্রিক কর্ম্মে সৌরমাস (ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে যে লক্ষ্মীপূজা হয়, তাহাও রাশিবিহিত কার্য্য *)। তিথিকৃত্যে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট-তিথি-বিহিত কর্ম্মে গৌণ-চান্দ্র-মাস, এবং তদ্ভিন্ন সমুদায় কার্য্যে মুখ্য-চান্দ্রমাস। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ ও জন্মতিথিপূজা নির্দ্দিষ্ট-তিথি-বিহিত নহে বলিয়া, উহাতে মুখ্য চান্দ্রমাসের উল্লেখ করিতে হইবে †। সৌরমাসোল্লেখে মাসের পর সূর্য্যের রাশিস্থিতির উল্লেখ করিবে, যথা—বৈশাখে

* পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েয়ুঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ম্। সিংহে ধনুষি মীনে চ স্থিতে সপ্ততুরঙ্গমে॥—স্কন্দপুরাণ।

† কেহ কেহ কেবল তিথিতত্ত্বে "পৌর্ণমাস্যন্তমাসাদরঃ" এই লিখন দেখিয়াই রঘুনন্দনের মতে জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্র বলেন; কিন্তু রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বে স্পষ্টলিখন এবং কাশিরাম বাচস্পতি ও রাধামোহন গোস্বামী এই উভয় টীকা-কারের মীমাংসা পর্য্যালোচনা করিলে মুখ্যচান্দ্রই গ্রাহ্য হয়, এবং রঘুনন্দনের মতও তাহাই বুঝা যায়। যথা, রঘুনন্দন (মলমাসতত্ত্বে)—অতঃ সাংবৎসরং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতম্।...মাসচিহ্নিতং শুক্লাদিমাসচিহ্নিতং কর্ত্তব্যম্।...সাংবৎসরং শ্রাদ্ধমিতি প্রদর্শনমাত্রং, তেন মাসিকশ্রাদ্ধ-জন্মতিথিকৃত্য তত্তন্মাসীয়-তত্তত্তিথিবিশেষবিহিতকর্ম্মাণ্যপি অন্বেষণীয়ানি॥ কাশীটীকা (তিথিতত্ত্বে)—অস্ত তু জন্মতিথিকৃত্যস্য তিথিবিভাজকধর্ম্মপুরস্কারেণ অবিহিতত্বাৎ তিথিকৃত্যত্বা-ভাবেন মুখ্যচান্দ্রেণৈব বাক্যরচনা ইতি শ্রীদত্তবাচস্পতিমিশ্রচূড়ামণিপ্রভৃতয়ঃ। তেষামযমভিপ্রায়ঃ—উপাকর্ম্মেতি বচনে মানবৃদ্ধৌ পরাঃ কার্য্যা ইত্যস্য পর্য্যা-লোচনে জন্মতিথিকৃত্যস্য মুখ্যচান্দ্রীয়ত্বমেব আয়াতি, গৌণচান্দ্রীয়ত্বে কৃষ্ণপক্ষস্য পরত্বাভাবাৎ। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তস্যাপি তত্রৈব স্বরসঃ।...জীমূতবাহনস্তু জন্ম-তিথিকৃত্যে সৌরমাসাদরঃ ইত্যাহ। তন্মতং দূষয়িতুমুপক্রমতে অষ্টকাসাহ-চর্য্যাদিত্যাদিনা॥ গোস্বামিটীকা (মলমাসতত্ত্বে)—বস্তুতস্তু জন্মতিথৌ মুখ্যচান্দ্রেণ বাক্যরচনা, জন্মাষ্টম্যাস্তিথিবিশেষকৃত্যত্বেন বৈষম্যাৎ, অষ্টকাসাহচর্য্য-স্যায়স্যাপি 'শেষং চান্দ্রাশ্রিতং (মুখ্যচান্দ্রাশ্রিতং) কর্ম্ম' ইত্যাদিবচনাৎ দুর্ব্বলত্বাচ্চ।

মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে। এইরূপ জ্যৈষ্ঠে—বৃষরাশিস্থে, আষাঢ়ে—মিথুনরাশিস্থে, শ্রাবণে—কর্কটরাশিস্থে, আশ্বিনে—কন্যারাশিস্থে, কার্ত্তিকে—তুলারাশিস্থে, মার্গশীর্ষে—বৃশ্চিকরাশিস্থে, পৌষে—ধনূরাশিস্থে, মাঘে—মকররাশিস্থে, ফাল্গুনে—কুম্ভরাশিস্থে, চৈত্রে—মীনরাশিস্থে। জলসংক্রান্তি-ব্রত প্রভৃতি সংক্রান্তিবিহিত কার্য্যে মুখ্য-চান্দ্রমাসের উল্লেখ করিয়া, তিথির পর "মহাবিষুব-সংক্রান্ত্যাং" ইত্যাদি বলিয়া সংক্রান্তির নাম উল্লেখ করিবে *। বৈশাখ মাসের সংক্রান্ত (চৈত্রমাসের শেষ দিন) হইতে সমুদায় সংক্রান্তির ক্রমান্বয়ে নাম—মহাবিষুব, বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি; দক্ষিণায়ন, বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি; জলবিষুব, বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি; উত্তরায়ণ, বিষ্ণুপদী, ষড়শীতি। কার্ত্তিকস্নান ও মাঘস্নান সৌরমাসোল্লেখে ও চান্দ্রমাসোল্লেখেও করা যায়। যেরূপ মাস ধরিয়া স্নান করিবে, সেইরূপ মাসের উল্লেখেই সঙ্কল্প করিবে। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় (অক্ষয়-তৃতীয়ায়) সত্যযুগের আরম্ভ, কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে (জগদ্ধাত্রী-পূজার দিন) ত্রেতাযুগের আরম্ভ, শ্রাবণী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ গৌণভাদ্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে (জন্মাষ্টমীর পর) দ্বাপরযুগের আরম্ভ, এবং মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ঐ সকল তিথিকে যুগাদ্যা বলে। ঐ সকল তিথি নিমিত্তক কার্য্যের সঙ্কল্প-বাক্যে তিথির পরে "যুগাদ্যায়াং" বলিতে হয় †। যে তিথিতে যে

---

* সংক্রান্তি বহিতে কার্য্যে সংক্রান্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা। মাসোল্লেখশ্চেতরস্মিন্ রবিরাশিস্থিতিস্তথা॥ টীকা—মাসোল্লেখশ্চ মুখ্যচান্দ্রেণ। ইতরস্মিন্ সৌরবিহিতে কর্ম্মণি রবিরাশিস্থিতিরপি উল্লেখ্যা ইত্যর্থঃ।

† কোনও তিথি বা সংক্রান্তি কোনও কার্য্যের নিমিত্ত না হইলে তাহাদের উল্লেখ করিতে হইবে না। অর্থাৎ যুগাদ্যায় যে স্নানাদি ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাতেই "যুগাদ্যায়াং" বলিতে হইবে, কিন্তু ঐদিন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিলে তাহাতে বলিতে হইবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র।

কর্ম্মের সঙ্কল্প করা যায়, সেই তিথিতে সেই কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে "অমুকতিথাবারভ্য" বলিবে। উপর্য্যুপরি অনেক তিথিতে একই কর্ম্ম করিতে লইলে এবং কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবার দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে "অমুকতিথাবারভ্য অমুকতিথিং যাবৎ" বলিতে হয়; যথা দুর্গোৎসবের সঙ্কল্পে—সপ্তম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ। প্রধান কর্ম্মে যে মাসের উল্লেখ হয়, তাহার অঙ্গকর্ম্মেও সেই মাসের উল্লেখ হইবে; যথা—বিবাহাদি-সংস্কারাঙ্গ আভ্যুদয়িকে সৌরমাস, এবং ব্রতপ্রতিষ্ঠাদির অঙ্গভূত আভ্যুদয়িকে * গৌণ-চান্দ্র মাস। যে কর্ম্মের জন্য সঙ্কল্প করিতে হয়, সঙ্কল্পকর্ত্তা স্বয়ং তাহার ফলভাগী হইলে "করিষ্যে" (আত্মনেপদের ক্রিয়া) বলিবে। এবং অন্যে ফলভাগী হইলে "করিষ্যামি" (পরস্মৈপদের ক্রিয়া) বলিবে; কিন্তু স্বার্থ ও পরার্থ যে কোনও কর্ম্মেরই বৈগুণ্য-সমাধানার্থ সঙ্কল্পে † (কর্ত্তা নিজেই ফলভাগী বলিয়া) "করিষ্যে" বলিতে হয় ‡। স্বার্থ-পরার্থ-মিশ্রিত কর্ম্মে (যেমন বারোয়ারি পূজায় পূজকও চাঁদা দিলে) "করিষ্যে" বলিতে হইবে §। পরার্থে সঙ্কল্পে প্রথমান্ত করিয়া নিজের গোত্র ও নাম বলিয়া তৎপরে ষষ্ঠ্যন্ত করিয়া পরের গোত্র ও নাম

---

* পুরুষে ব্রতাদি প্রতিষ্ঠা করিলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

† বৈগুণ্যসমাধানও অঙ্গকর্ম্ম বলিয়া, উহার সঙ্কল্পে প্রধান কর্ম্মের অনুসারেই মাসোল্লেখ হইবে।

‡ শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা-বাক্যে (শ্রাদ্ধ না করার জন্য পাপভাগী ও শ্রাদ্ধ করার জন্য পুণ্যভাগী কর্ত্তা স্বয়ং বলিয়া) "করিষ্যে" বলিতে হয়। অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তে (পঞ্চ-সূনাজনিত-পাপক্ষয়রূপ-ফলভাগী কর্ত্তা স্বয়ং বলিয়া) এবং বৃষোৎসর্গাঙ্গ ভারত-নামোচ্চারণে ও বিরাটপাঠনায় (হোমীয়হবিরক্ষয়ত্বজন্য-ফলভাগী পরম্পরাসম্বন্ধে প্রেত হইলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তা স্বয়ং বলিয়া) "করিষ্যে" বলিবে।

§ "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্ (সন্দেহস্থলে পরবর্ত্তি কার্য্য হয়)" এই

বলিবে। (প্রেতকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে কর্ত্তার নাম বলিতে হয় না)।
প্রাতঃকাল হইতেই উপবাসের আরম্ভ বলিয়া, উপবাসের সঙ্কল্প
প্রাতঃকালে প্রাতঃসন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। বসিয়া সঙ্কল্প করিতে
হইলে, দক্ষিণ জানু (হাঁটু) পাতিয়া বসিবে। তাম্রপাত্রে *
(রৌপ্যাদিপাত্র ও শঙ্খ নিষিদ্ধ) কুশ (ত্রিপত্র), তিল, হরীতকী
(সুপারি ব্যবহার করিতে নাই †) ও জল লইয়া উহা বামহস্তে
রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া (পাত্রাভাবে অঞ্জলি দ্বারা
জল লইয়া—এক হস্তে নহে) সঙ্কল্প করিবে। পরে ঐ জল
ঈশানকোণে ফেলিয়া, কোশাটি উপুড় করিয়া, তাহার উপর
পুষ্প বা তণ্ডুল দিবে।

এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্মীপূজার সঙ্কল্প লিখিত হইতেছে—
(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য ভাদ্রে মাসি সিংহরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে
পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীলক্ষ্মীপ্রীতিকামঃ
শ্রীলক্ষ্মীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে। কেহ কেহ করণীয় ব্রতে (অর্থাৎ
সঙ্কল্প করিয়া যে মাসিক বা বার্ষিক ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহাতে
প্রতিমাসে বা প্রতিবৎসরে ব্রতের দিন) আর সঙ্কল্প করিতে হয়
না বলিয়া, পূজার সঙ্কল্পও করেন না; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে।
প্রধানসঙ্কল্পই বারংবার করিতে হয় না বটে; কিন্তু পূজার সঙ্কল্প
প্রথমদিনেও করিতে হয়, এবং অন্যান্য দিনেও করিতে হয়। তাহার
বাক্য—(বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ) অদ্য শ্রীঅমুকঃ শ্রীঅমুকদেবতা-

পাণিনিসূত্রানুসারে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদের সন্দেহে আত্মনেপদই হইবে।
(ব্যাকরণে অগ্রে পরস্মৈপদ, তৎপরে আত্মনেপদের নির্দ্দেশ আছে)।

* অষ্টাঙ্গুলের ন্যূন পাত্র কোনও কার্য্যেই ব্যবহার্য্য নহে।

† হরীতকীফলং শস্তং নারিকেলং তথৈব চ। তদভাবে চ রম্ভা বা ন
গুবাকং কদাচন॥

প্রীতিকামঃ মৎসঙ্কল্পিত-অমুকব্রতাঙ্গভূত-অমুকদেবতাপূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে। পুরোহিতে করিলে—...শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পুরোহিতের নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য (ব্রতীর নাম) শ্রীঅমুকদেবতাপ্রীতি-কামঃ সঙ্কল্পিত-অমুক-ব্রতাঙ্গভূত...করিষ্যামি।

দক্ষিণা।—সঙ্কল্প করিয়া যে সকল কার্য্য করা হয়, তাহাদের শেষে দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণা না দিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কর্ম্মবিশেষে বিশেষ বিশেষ দক্ষিণা বিহিত আছে; কিন্তু কাঞ্চনই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা বলিয়া প্রায় সকল কার্য্যেই "কাঞ্চন", * তদভাবে "কাঞ্চনমূল্য", তাহাতেও অসমর্থ হইলে "যৎকিঞ্চিৎ" (অর্থাৎ হরীতকী প্রভৃতি ফলমূল অথবা ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যে যা হয় কিছু †) দক্ষিণা দিতে হয়।

দক্ষিণাবাক্য যথা—(দক্ষিণাদ্রব্য বামহস্তে ধরিয়া অর্চ্চনা করিয়া, অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে (৫৮পৃঃ ৭ টী) কোশার জলে ত্রিপত্র ও হরীতকী ধরিয়া) (বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য...শ্রীলক্ষ্মীপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-লক্ষ্মীপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং (দক্ষিণাদ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে—দক্ষিণাং তৎ) কাঞ্চনং (বা কাঞ্চনমূল্যং, বা যৎকিঞ্চিৎ)

---

* সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা। সর্ব্বেষামেব দানানাং সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে। ইতি বচনাৎ কাঞ্চনং দক্ষিণা দেয়া।—রঘুনন্দন। সুবর্ণশব্দ পুংলিঙ্গ হইলে ১ ভরি সোণা বুঝায়, এবং ক্লীবলিঙ্গ হইলে সোণা-মাত্র বুঝায়। উক্ত বচনে সুবর্ণ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ থাকায় কাঞ্চন অর্থাৎ যে পরিমাণেই হউক সোণা দিতে হয়।

† গৃহ্যপরিশিষ্টম্—অলাভে ফলমূলানাং ভক্ষ্যাণাং দক্ষিণাং দদাতি। বৃহস্পতিঃ—হুতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ। তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলপুষ্পমথাপি বা। প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাং যজ্ঞে তয়া স সফলো ভবেৎ॥ নারদঃ—কাকিনী চ চতুর্ভাগো মাষকস্য পণস্য চ। (কাকিনী=৫ গণ্ডা কড়ি)।

শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নৈ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যৈ তুভ্যং সম্প্রদদে। ("দদে" নহে)। পরার্থে—"সম্প্রদদে" স্থলে "দদানি" ("সম্প্রদদানি" নহে) *। পুং-দেবতা হইলে—যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে শ্রীবিষ্ণবে ইত্যাদি, ব্রাহ্মণ হইলে—অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যং..., ব্রাহ্মণ অনিশ্চিত বা অসন্নিহিত হইলে—যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় ("তুভ্যং" নহে) ইত্যাদি বলিয়া জল-সহিত দক্ষিণাদ্রব্য ভূমিতে রাখিবে। যাঁহাকে পূজা করা যায়, অথবা যাঁহাকে কোনও কার্য্য করিবার জন্য বরণ করা যায়, দক্ষিণা (মূলদক্ষিণা) তাঁহাকেই দিতে হয়। দেবতাকে যে দ্রব্য দেওয়া যায়, তাহা শেষে ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়। দক্ষিণা সেই মুহূর্ত্তেই দেওয়া আবশ্যক। মুহূর্ত্ত (২ দণ্ড) অতীত হইলে অভিলষিত দক্ষিণার দ্বিগুণ, ১ দিন গত হইলে দশগুণ, ১ পক্ষ গত হইলে শতগুণ, ১ মাস গত হইলে পঞ্চশতগুণ, এবং ৬ মাস গত হইলে দ্বিসহস্রগুণ দিতে হয়। ১ বৎসর গত হইলে সে কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—যে কর্ম্ম করা হইল, তাহা যে অচ্ছিদ্র (অর্থাৎ নির্দ্দোষ) হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অবধারণকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্মতি লইয়া, নিশ্চয় করাকে) অচ্ছিদ্রাবধারণ বলে। দক্ষিণান্তে

---

* নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদস্থাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সম্প্রদদে ইতি॥—ব্যাস। অহমস্মৈ দদানীতি এবমাভাষ্য দীয়তে।—কাত্যায়ন। এই উভয়বচনে উভয়বিধ পাঠ থাকায় পূর্ব্ববচনটি আত্মার্থে, ও পরবচনটি পরার্থে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের দক্ষিণাবাক্যে "দদানি" (পরস্মৈপদে) বলিতে হয়। "দদানি" এই লোট্ বিভক্তির অর্থও লটের ন্যায়। "বাক্যন্তু রচনা কার্য্যা বাক্যানুসারতঃ" সুতরাং সম্প্রদদানি বা দদে বলা উচিত নহে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয় *। বাক্য—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) (ওঁ) কৃতৈতৎ লক্ষ্মীপূজনকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ব্রাহ্মণ—ওঁ অস্তু বলিবেন। অচ্ছিদ্রাবধারণের পর কোনও কোনও কার্য্যে "বৈগুণ্য-সমাধান"ও করিতে হয়, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতিমাপূজার শেষে আছে।

---

* যে কার্য্যে ব্রাহ্মণের নামে দক্ষিণাদ্রব্য উৎসর্গ করা না হয়, সে কার্য্যে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ কিছু দিয়া, তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য। যেহেতু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদাদি বিনা দক্ষিণায় গ্রহণ করিতে নাই। যথা—বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্লাতি মনুজঃ শুভে। অদত্ত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবম্।—নারদীয় পুরাণ। এইজন্য "ব্রতকথা" প্রভৃতি শুনিবার সময় স্ত্রীলোকেরা ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য পয়সা প্রভৃতি হাতে করিয়া বসেন; এবং এইজন্য কন্যা সম্প্রদানের দক্ষিণা বরকে দিয়া, পুরোহিতদিগকেও স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিতে হয়।

আহ্নিক-কৃত্যম্।

(প্রথমখণ্ডম্)

ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে) নিদ্রাভঙ্গ করিয়া উঠিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে (৩২ পৃঃ ১৬ পং)

প্রভাতে পাঠ্য মন্ত্র।

ব্রহ্মা মুরারি-স্ত্রিপুরান্তকারী,
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতু *
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং ॥ ১

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ২

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

---

* রাহুশ্চ কেতুশ্চ রাহুকেতু, শনিসহিতৌ রাহুকেতু, শনিরাহুকেতু।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—ইঁহারা সকলে আমার সুপ্রভাত করুন। ১।

হে ত্রিলোকপতে, হে চৈতন্যময়, হে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃদেব (সর্ব্বান্তর্যামিন্), হে লক্ষ্মীকান্ত, হে বিষ্ণো, আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমার প্রীত্যর্থে তোমার আজ্ঞাতেই সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলাম। ২।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন *
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ ৩
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥ ৪
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী ॥
যস্তস্য কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যা-ন্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥ ৫
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৬

* স্ত্রীদেবতার উদ্দেশে—ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়াঽহং।

† কল্যং—প্রাতঃ (ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া)।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি; কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানি; কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ (সর্ব্বেন্দ্রিয়-পরিচালক), তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যেরূপে পরিচালিত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি (সুতরাং আমাকে যেন পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে না হয়)। ৩।

কর্কোটক সর্প, দময়ন্তী, নল এবং রাজর্ষি ঋতুপর্ণের নাম উচ্চারণ করিলে কলিদোষ নষ্ট হয়। ৪।

সহস্র-বাহুবিশিষ্ট কার্ত্তবীর্য্য (কৃতবীর্য্যের পুত্র) অর্জ্জুন নামে রাজা ছিলেন। তিনি ধনু দ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিয়াছিলেন। যে মনুষ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার ধননাশ হয় না, এবং সে নষ্ট ধন পুনর্ব্বার লাভ করে। [এইটি মৎস্যপুরাণের বচন; মৎস্যপুরাণে যেরূপ পাঠ আছে, সেই-রূপই লিখিত হইল। প্রাচীনা গৃহিণীরা কার্ত্তিকের নামে অঁচলে গিরা বাঁধিয়া হারান জিনিস খুঁজিয়া থাকেন; কিন্তু উহা কার্ত্তিক নহে, কার্ত্তবীর্য্য] ।৫।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুর্গা দুর্গা এই দ্ব্যক্ষর নাম স্মরণ করে, সূর্য্যো-দয়ে যেরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়, সেইরূপ তাহার সকল আপদ্ নষ্ট হইয়া থাকে। ৬।

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥ ৭
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনং * ॥ ৮

তার পর "(ওঁ) প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ"। ৯।—এই বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে অগ্রে দক্ষিণ পদ ভূমিতে প্রদান করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী রমণী, অগ্নি ও গাভী দর্শন করিলে সে দিন কোনও অমঙ্গল ঘটে না; এবং পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা রমণী, মদ্য, উলঙ্গ ও ছিন্ননাসিক ব্যক্তিকে দর্শন করিলে অমঙ্গল ঘটে।

* না (মনুষ্যঃ) মহাপাতকনাশনং পঞ্চকং স্মরেৎ।

নল রাজা পুণ্যশ্লোক, যুধিষ্ঠির পুণ্যশ্লোক, সীতা পুণ্যশ্লোকা, এবং নারায়ণ পুণ্যশ্লোক (অর্থাৎ ইঁহাদের নামকীর্ত্তনে দেহ পবিত্র হয়)। ৭।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা (বৃহস্পতি-পত্নী বা বালি-পত্নী) ও মন্দোদরী,—এই পাঁচজন মহাপাতক নাশ করেন; অতএব মনুষ্য নিত্য ইঁহাদিগকে স্মরণ করিবে। [ঘটনাচক্রে অহল্যা প্রভৃতির একবার চরিত্রদোষ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা বারান্তরে সাবধান হইয়া চরিত্রবল দৃঢ় করিতে পারায় ভগবানের পরম-কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। আমরাও ঘটনাচক্রে কুপথগামী হইলে, শেষে যদি চরিত্রবল দৃঢ় করিতে পারি, তাহা হইলে ভগবানের কৃপায় বঞ্চিত হইব না—এই ভাব হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য নিত্যই তাঁহাদের স্মরণ করিবার বিধি]। ৮।

(প্রলয়কালে পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয় বিষ্ণু বরাহ-রূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া, বাস করিবার জন্য সকলকে দিয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর নাম প্রিয়দত্তা) প্রিয়দত্তা পৃথিবীকে প্রণাম করি। ৯।

মলমূত্র-ত্যাগ ও শৌচ।

মলমূত্রের বেগ ধারণ করিবে না। মলত্যাগের পর উত্তমরূপে জলশৌচ করিয়া মৃত্তিকাশৌচ করিবে—লিঙ্গে একবার, মলদ্বারে তিন বার, বাম হস্তে দশ বার, উভয় হস্তে সাত বার, এবং দুই পদতলে সাত সাত বার মৃত্তিকা লেপন করিবে। অনুপনীত বালক, এবং স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে, যত বারে মল-গন্ধ দূর হয়, তত-বার-মাত্র মৃত্তিকা দিলেই হইবে; অধিক বার দিতে হইবে না। নখে মাটি প্রবেশ করিলে তৃণাদি দ্বারা বাহির করিবে। জুতা পায়ে দিয়া মলত্যাগ করিবে না। মলত্যাগের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবে। মলমূত্র-ত্যাগের সময় যজ্ঞসূত্র (পৈতা) দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে (৩৮ পৃঃ ১৪ পং)। মূত্রত্যাগ-কালেও কাছা খুলিবে এবং জলশৌচ করিবে। জলপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। মলমূত্রত্যাগের পর হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিবে। পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, হলকৃষ্ট ক্ষেত্রে, জলে, চিতায়, পর্ব্বতে, ভগ্ন দেবালয়ে, বল্মীকে (উইটিপিতে), গর্ত্তে, দাঁড়াইয়া, ও চলিতে চলিতে প্রস্রাব করিবে না, এবং নদীতীরে বসিয়াও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। মলমূত্রত্যাগ-কালে কথা কহিতে নাই।

দন্ত-ধাবন।

দন্তকাষ্ঠ, অথবা ঘুঁটের ছাই, কয়লার গুঁড়া বা এঁটেল মাটি দিয়া দন্তমার্জ্জন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবে। শুরকি, টিল্ ও পাথরের গুঁড়া নিষিদ্ধ। দন্তমার্জ্জনে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাই ব্যবহার্য্য, অন্য অঙ্গুলী নিষিদ্ধ *। খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তেঁতুল, বাঁশ, আম্র,

* ইষ্টকালোষ্টপাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা। ত্যক্ত্বা চানামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্।—বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে—এঁটেল মাটি উপকারক।

নিম্ব, অপামার্গ (আপাঙ্), বিল্ব, আকন্দ, ও যজ্ঞোডুম্বর—এই সকল কাষ্ঠ দন্তধাবনে প্রশস্ত। প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিন, বিবাহদিন, জন্মদিন, ব্রতদিন ও উপবাসদিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। দন্তকাষ্ঠের অভাবে বা নিষিদ্ধ দিনে ১২টা কুলি করিলেও মুখশুদ্ধি হয়। দন্তসংলগ্ন কোনও বস্তু বাহির করিতে সাতিশয় যত্ন করিবে না; রক্তপাত হইলে ক্ষতাশৌচ হয়। যাহা সহজে বাহির না হয়, তাহা দন্তবৎ গ্রাহ্য। স্নানকালে দন্ত-ধাবন ও স্নানের পর পুষ্পচয়ন করিতে যে নিষেধ আছে, তাহা মধ্যাহ্নস্নানের পক্ষে জানিবে। দন্তধাবনের পর জিহ্বানির্লেখন (জিব-ছোলা) কর্ত্তব্য।

পুষ্প-চয়ন।

দেব-পূজার্থে বাম হস্তে পুষ্পাদি চয়ন করিবে না। পুষ্প, তুলসী ও বিল্বপত্র বৃন্ত (বোঁটা) সহ তুলিবে *। বিল্বপত্র ও দূর্ব্বা ত্রিপত্রান্বিত রাখিবে (তদতিরিক্ত দূর্ব্বার গর্ভও রাখিবে; কিন্তু শ্রাদ্ধের

---

* বকুল, শেফালিকা প্রভৃতি স্বয়ংপতিত পুষ্প বৃন্তহীন গ্রাহ্য। বিল্বপত্রের বৃন্তত্যাগ বিষ্ণুক্রান্তায় (বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব সীমা হইতে দক্ষিণে সমুদ্র ও উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত) নিষিদ্ধ; অশ্বক্রান্তায় (ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ—দাক্ষিণাত্য প্রদেশে) বিহিত, এবং রথক্রান্তায় (ঐ পর্ব্বতের উত্তর প্রদেশে) বিহিতও নহে ও নিষিদ্ধও নহে, সুতরাং ইচ্ছানুযায়ী। যথা—বিল্বপত্রং মহাযন্ত্রং ত্রিপত্রং পরমেশ্বরি। অতএব মহেশানি বজ্রহীনং ন দাপয়েৎ॥—শিবতন্ত্রে অশ্বক্রান্তাপ্রকরণ। "প্রাণান্তেঽপি ন দাতব্যং সবজ্রং মচ্ছিরোপরি।"—লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে অশ্বক্রান্তা-প্রকরণ। ফলশূন্য বিল্ববৃক্ষের পত্র প্রশস্ত নহে, যথা—"ফলশূন্যবৃক্ষজাতৈর্বিল্বপত্রৈর্ন চার্চ্চয়েৎ।"—বরদাতন্ত্র। বিল্বপত্রের বৃন্ত প্রক্ষালন করিতে নাই; যথা—"বিল্বপত্রস্য স্নবনে বৃন্তং ছিত্বা তু স্নাবয়েৎ। বৃন্তসংস্রবনাদেব ফলং হরতি রাক্ষসঃ॥"—ভবিষ্যপুরাণ। শিবপূজায় দূর্ব্বার গর্ভত্যাগ গৃহস্থের পক্ষে নিষিদ্ধ; যথা—"অন্তঃশূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যান্মচ্ছিরোপরি। জন্মান্তরে দরিদ্রঃ স্যাদন্তে চ নরকং ব্রজেৎ॥"—শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, গৃহস্থবিষয়ে।

দূর্ব্বায় গর্ভ রাখিবে না)। উগ্রগন্ধ বা নির্গন্ধ পুষ্প দেবপূজায় অব্যবহার্য্য। মস্তকে, বামহস্তে ও পরিধেয় বস্ত্রে ধৃত, জলে ফেলিয়া প্রক্ষালিত, শ্মশানে উৎপন্ন, এবং বকুল ও শেফালিকা ভিন্ন স্বয়ংপতিত পুষ্প পূজায় অব্যবহার্য্য। আঘ্রাত, গাত্রসংলগ্ন, কীটযুক্ত, ক্রয়ানন্তর যাজ্ঞালব্ধ (ফাউ চাওয়া), শুষ্ক ও পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্পে পূজা হয় না, কিন্তু পদ্ম প্রভৃতি জলজ পুষ্প, কুন্দ, বকুল, বক, চাঁপা, যাহাদের কলি তুলিলে প্রস্ফুটিত হয়, যাহা মালাকারের গৃহে থাকে, সেই সকল পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র পর্য্যুষিত হইলেও ব্যবহার্য্য। বিল্বপত্র, তুলসী, দূর্ব্বা ও পদ্ম ছিন্নভিন্ন হইলেও পূজায় চলে। অশুচি অবস্থায় পুষ্পচয়ন নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রানীত পুষ্পও নিষিদ্ধ; কিন্তু ক্রয় করিলে দোষ হয় না।

তুলসী-চয়নের মন্ত্র।

তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥ ১

স্নান করিয়া, উক্ত মন্ত্র-পাঠান্তে প্রণাম করিয়া, দক্ষিণ হস্তে বোঁটা-সহিত পত্র ও মঞ্জরী ছিঁড়িয়া কোনও পাত্রে রাখিবে। দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, সায়ংকাল ও রাত্রিকালে তুলসী তুলিবে না। তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিতে নাই।

হে তুলসি, তোমার নাম অমৃত, তুমি সর্ব্বদা বিষ্ণুর প্রীতিদায়িনী। বিষ্ণুপূজার জন্য তোমাকে চয়ন করিতেছি; হে কল্যাণি, তুমি বরদাত্রী হও। হে কলিকলুষনাশিনি, হে পবিত্রাঙ্গি, তোমার অঙ্গে উৎপন্ন পত্র দ্বারা যাহাতে হরির পূজা করিতে পারি, তাহা কর। ১।

বিল্বপত্র-চয়নের মন্ত্র।

পূণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহং ॥ ২

তৈল-মর্দ্দন।

প্রাতঃস্নানে, পিতৃশ্রাদ্ধে, রবিবারে, এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে তৈল-মর্দ্দন করিবার নিষেধ আছে, কিন্তু তাহা তিল-তৈল। সর্ষপতৈল ও নারিকেলতৈল, এবং তিলতৈল হইলেও পক্কতৈল (পাকতেল) ও পুষ্পবাসিত (ফুলেল) তৈল নিষিদ্ধ নহে। কুশাসনে বা কম্বলাসনে বসিয়া তেল মাখিতে নাই। অগ্রে মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা একটু তৈল লইয়া "(ওঁ) অশ্বত্থায়ৈ নমঃ" বলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ বাম পদে, ক্ষত্রিয় দক্ষিণ কর্ণে, বৈশ্য দক্ষিণ পদে, এবং শূদ্র মস্তকে সর্ব্বাগ্রে তৈলমর্দ্দন করিবেন। দ্বিজাতির পক্ষে মস্তকে মাথার অবশিষ্ট তৈল অন্য অঙ্গে দেওয়া নিষিদ্ধ। মস্তকে, কর্ণে ও পদতলে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন কর্ত্তব্য।

স্নানবিধি।

শরীর সুস্থ থাকিলে ও সহ্য হইলে প্রত্যহই স্নান করিবে। এক বস্ত্রে স্নান করিতে নাই; গামছা থাকা আবশ্যক। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গা মুছিবে না। স্নানের পর মাথা কাঁপাইবে না। স্নানবস্ত্র

---

২ হে প্রভো ভাগ্যবন্ পবিত্রবৃক্ষ, তোমার নাম মালূর ও শ্রীফল। আমি মহাদেবের পূজার জন্য তোমার পত্র চয়ন করিতেছি। ২।

জলে নিঙ্‌ড়াইবে না। স্নান করিতে অশক্ত হইলে আর্দ্র বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে। সূর্য্যপ্রকাশের পূর্ব্ব চারি দণ্ডের (প্রায় দেড় ঘণ্টার) মধ্যে প্রাতঃস্নান করিতে হয়। তাহার পূর্ব্বে স্নান করিলে, তাহা সেদিনকার স্নান বলিয়া গণ্য হয় না। সূর্য্যোদয়ের পর ১ দণ্ডের (২৪ মিনিটের) মধ্যেও প্রাতঃস্নান করা চলে, তাহার পর আর প্রাতঃস্নান হয় না। জননাশৌচ, মরণাশৌচ, সংক্রান্তি, জন্মদিন ও অশুচিস্পর্শে উষ্ণোদকে স্নান নিষিদ্ধ। অশুচি অবস্থায় অগ্রে একবার অমন্ত্রক স্নান করিয়া, পরে সমন্ত্রক স্নান করিতে হয়। হাঁটুর নিম্ন জলে কোনও কার্য্য করিতে নাই। অবগাহন-স্নানে (সমর্থপক্ষে) নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া, আচমন করিয়া, "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে চারি দিকে একহস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, তাহাতে গঙ্গার আবাহন করিবে,—

[বিষ্ণোঃ পাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মা-দাজন্ম-মরণান্তিকাৎ * ॥১
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি † ॥২

* নঃ (আমাদিগকে) তু (০), এনসঃ (পাপ হইতে)।

† তে ইতি ব্যত্যয়েন সপ্তম্যাঃ ষষ্ঠী ছান্দসী।

(হে গঙ্গে) তুমি বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না; তুমি বিষ্ণুশক্তি, এবং বিষ্ণুর পূজনীয়া; সেই হেতু তুমি জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত সমুদায় পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ১।

বায়ু বলিয়াছেন—স্বর্গে, মর্ত্তে ও আকাশে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ আছে। হে জাহ্নবি, সে সমুদায় তীর্থ, তোমাতেই রহিয়াছে। ২।

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।

বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা।

বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।

ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী॥ ৩

এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।

ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥৪]

অথবা—

[গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধু * কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥৫

কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।

পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥৬]

বলিয়া সর্ব্বতীর্থের আবাহন করিবে।

গাত্রে মৃত্তিকা-লেপনের মন্ত্র।

[অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।

মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং॥ ৭

---

* সিন্ধু—স্যন্দধাতোঃ কৃষাদিত্বাৎ ঔণাদিক উপ্রত্যয়ান্তস্য সিন্ধ্‌শব্দস্য সম্বোধনে।

তোমার নাম নন্দিনী, এবং দেবলোকে তোমার নলিনী নামও আছে। বৃন্দা, পৃথ্বী, সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা এবং শান্তিপ্রদায়িনী—এগুলিও তোমার নাম। ৩।

স্নানের সময় এই সকল পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিবে। তাহা হইলে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সেথানে উপস্থিত হন। ৪।

হে গঙ্গে, হে যমুনে, হে গোদাবরি, হে সরস্বতি, হে নর্ম্মদে, হে সিন্ধুনদি, হে কাবেরি, তোমরা প্রত্যেকে এই জলে আগমন কর। ৫।

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা প্রভাস ও পুষ্কর—এই সকল পবিত্র তীর্থ আমার স্নানকালে এথানে উপস্থিত হউন। ৬।

হে মৃত্তিকে, তুমি অশ্বক্রান্তা (অর্থাৎ পূর্ব্বে যজ্ঞার্থে তোমার পবিত্রতা সাধ-

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা ।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয় ।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারণি * সুব্রতে ॥ ৮]

গঙ্গায় অবতরণের মন্ত্র ।

স্বর্গারোহণ-সোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে ।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥৯
এই বলিয়া প্রণাম করিয়া, মস্তকে জল দিয়া, জলে নামিবে ।

গঙ্গাস্নানে বিশেষ মন্ত্র ।

[বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি ।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥ ১০

* প্রভবারিণি—প্রভবম্ (জন্ম) ঋণোতি হিনস্তীতি ণিন্ ।

নের জন্য তোমাকে যথাবিধি অশ্বখুর-ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল), তুমি রথক্রান্তা (অর্থাৎ উক্ত কারণে তোমাকে রথচক্রে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল), তুমি বিষ্ণুক্রান্তা (অর্থাৎ বামনাবতারে বিষ্ণু তোমাকে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন), তুমি বসুন্ধরা (অর্থাৎ বিবিধ বস্তু ধারণ করিতেছ); আমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য আমার পাপ তুমি হরণ কর । ৭ ।

শতবাহু শ্রীকৃষ্ণ বরাহরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; তুমি আমার গাত্রে আরোহণ করিয়া সকল পাপ দূর কর । হে সর্ব্বজীবের পুনর্জ্জন্ম-বিনাশিনি, সদাচাররতে মৃত্তিকে, তোমাকে প্রণাম করি । ৮ ।

হে শুভপ্রদে, তোমার জল স্বর্গে আরোহণ করিবার সোপান (সিঁড়ি) । (সিঁড়িতে পা না দিলে উঠা যায় না) সেইজন্য ইহা পা দিয়া স্পর্শ করিতেছি । হে গঙ্গে দেবি, তোমাকে প্রণাম করি । ৯ ।

হে গঙ্গে, তুমি বিষ্ণুর চরণামৃত হইতে উৎপন্না ; তুমি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল—এই ত্রিপথে গমন করিয়াছ ; ধর্ম্মই দ্রবীভুত হইয়া তোমার জলময়ী মূর্ত্তিতে পরি-

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে * শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥ ১১]

পরে অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদন করিয়া পূর্ব্বমুখে (নদীতে স্রোতের অভিমুখে) ৩ বার ডুব দিবে। তোলা জলে—সূর্য্যাভিমুখে বসিয়া মস্তকে জল দিতে হয়।

স্নানান্তে পাঠ্য।

গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি। †
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥১২
পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি ‡ মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥ ১৩

স্নানান্তে গঙ্গার স্তবপাঠ ও প্রণাম করিবে (সূচীপত্র দেখ)।

---

* ময়ি শ্রদ্ধয়া (শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়প্রতীত্যা) ভক্তিসম্পন্নে (ত্বাং প্রতি ভক্তিযুক্তে সতি)। অথবা শ্রদ্ধয়া ভক্তেঃ সম্পন্নং (লাভঃ—ভাবে ক্তঃ) যস্যাঃ সকাশাৎ তথাভূতে হে জাহ্নবি (শ্রদ্ধা করিলে যাঁহার নিকট হইতে ভক্তি লাভ করা যায় সেই তুমি)।

† যোজনানাং শতৈঃ—(প্রকৃত্যাদিত্বাত্তৃতীয়া) বহুশতযোজনব্যবধানে সত্যপি ইত্যর্থঃ।

‡ "কৈশ্চিদদাদৌ ত্রা পঠ্যতে।"—ইতি সংক্ষিপ্তসারম্।

গত হইয়াছেন বলিয়া তুমি ধর্ম্মদ্রবীনামে বিখ্যাত হইয়াছ। হে জাহ্নবি, তুমি আমার পাপ হরণ কর। ১০।

হে দেবি জাহ্নবি, হে মাতঃ, আমি শ্রদ্ধা (শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস) বশতঃ তোমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ায়, হে দেবি ভাগীরথি, তুমি স্বীয় অমৃতময় জল দ্বারা আমাকে পবিত্র কর। ১১।

যে ব্যক্তি শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও গঙ্গা গঙ্গা বলে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১২।

আমি পাপযুক্ত (পূর্ব্বে পাপ করিয়াছি), আমি এখনও পাপকর্ম্ম করিতেছি, পাপেই আমার মতি. পাপ হেতুই আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমাকে (সকল পাপ হইতে) রক্ষা কর। সর্ব্বপাপ হরণ কর বলিয়াই তোমার নাম হরি। ১৩।

তিলক-ধারণ।

স্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বারা, হোমান্তে ভস্ম দ্বারা, এবং পূজান্তে চন্দন দ্বারা তিলক করা বিহিত। মৃত্তিকা বা গোপীচন্দন দ্বারা, তদভাবে জল দিয়াও তিলক করিবে *। মৃত্তিকা বা জল দ্বারা ("মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে ললাটে চ একৈকং বাহুমূলয়োঃ। হৃদি নাভৌ তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্") যথাক্রমে মস্তকে, কণ্ঠে, ললাটে, বাহুদ্বয়-মূলে, হৃদয়ে, নাভিদেশে ও পৃষ্ঠে এক-একটি, এবং দুই পার্শ্বে দুই-দুইটি ফোঁটা দিবে। সধবারা মৃত্তিকার তিলক করিবেন না; কপালে সিন্দূরের টিপ দিবেন। ললাটের তিলক ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (একটি দীপশিখাকৃতি), ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্র (তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি), বৈশ্যের একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, এবং স্ত্রী ও শূদ্রের গোলাকৃতি হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণে ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র, ও চন্দন দ্বারা গোলাকার-প্রভৃতি যে কোনও আকারের তিলক করিতে পারেন। বৈষ্ণবেরা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্র (হরিমন্দির) করিবেন।

তিলক-ধারণের মন্ত্র।

কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্য-মায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু ॥১

---

* তিলকে অঙ্গুলীর নিয়ম—অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদ, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অনামিকা অর্থপ্রদা, তর্জ্জনী মুক্তিদায়িনী।

হে কেশব, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ, হে বরাহ, হে পুরুষোত্তম, এই পবিত্র যশস্কর আনন্দবর্দ্ধক তিলক আমার প্রতি প্রসন্ন হউক। ১।

(চন্দন দ্বারা)

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্য-মতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহং ॥ ২

(শূদ্রের পক্ষে)

(ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমং। নাভৌ নারায়ণং চৈব হৃদয়ে মাধবং তথা। গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে তথা বামে ত্রিবিক্রমং। ঊর্দ্ধে চ চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং কর্ণয়োর্মধুসূদনং। ভ্রুবোর্মধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠকে। বাহুমূলে বাসুদেবং সব্যে দামোদরং ন্যসেৎ) কেশব নামে * কপালে, পুরুষোত্তম নামে কণ্ঠে, নারায়ণ নামে নাভিতে, মাধব নামে হৃদয়ে, গোবিন্দ নামে দক্ষিণ পার্শ্বে, ত্রিবিক্রম নামে বাম পার্শ্বে, বিষ্ণু নামে মস্তকে, মধুসূদন নামে কর্ণদ্বয়ে, হৃষীকেশ নামে ভ্রূমধ্যে, পদ্মনাভ নামে পৃষ্ঠে, বাসুদেব নামে দক্ষিণ বাহুমূলে, এবং দামোদর নামে বাম বাহুমূলে তিলক দিবে।

(বৈষ্ণবের পক্ষে)

(ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে বাহৌ চ মধুসূদনং। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ। তৎপ্রক্ষালন-তোয়েন বাসুদেবঞ্চ মূর্দ্ধনি) কেশব নামে † কপালে, নারায়ণ নামে উদরে, মাধব নামে বক্ষঃস্থলে, গোবিন্দ নামে কণ্ঠে, বিষ্ণু

* নমঃ কেশবায় নমঃ,...নমো বিষ্ণবে নমঃ, নমঃ মধুসূদনায় নমঃ ইত্যাদি।
† (ওঁ) কেশবায় নমঃ ইত্যাদি।

আমি এই চন্দন সর্ব্বদা ধারণ করিতেছি; ইহা আমাকে কান্তি, লক্ষ্মী, সন্তোষ, সুখ ও অতুল সৌভাগ্য নিত্য প্রদান করুক। ২।

নামে দক্ষিণ পার্শ্বে, মধুসূদন নামে দক্ষিণ বাহুতে, ত্রিবিক্রম নামে দক্ষিণ স্কন্ধে, বামন নামে বাম পার্শ্বে, শ্রীধর নামে বাম বাহুতে, হৃষীকেশ নামে বাম স্কন্ধে, পদ্মনাভ নামে পৃষ্ঠে, দামোদর নামে কটিদেশে (কোমরে) তিলক দিবে, এবং হস্তপ্রক্ষালন-জল বাসুদেব নামে মস্তকে স্থাপন করিবে।

শিখাবন্ধন।

তিলক-ধারণের পর দ্বিজাতিরা গায়ত্রী পাঠ করত শিখাবন্ধন করিবেন।

(স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধনের মন্ত্র)

ব্রহ্মবাণী-সহস্রাণি শিববাণী-শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম-সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং ॥ ১

শিখাবন্ধনপূর্ব্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। তৈলাদি-মর্দ্দন-কালে ও অশুচি-স্পর্শে শিখা মোচন করিয়া, স্নানাদির পর পুনর্ব্বার বন্ধন করিবে।

(শিখামোচনের মন্ত্র)

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং * করোম্যহং ॥ ২

---

* তিষ্ঠতু অত্র অচলা ইতি ছেদঃ। শিখামুক্তং—শিখামোচনম্ (ভাবে ক্তঃ)।

বহুসহস্র ব্রহ্মনাম, বহুশত শিবনাম এবং সহস্র বিষ্ণুনামে আমি শিখাবন্ধন করিতেছি। ১।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এবং সমস্ত দেবতারা (যাঁহারা আমার শিখাতে আছেন এক্ষণে) অন্যত্র গমন করুন। কেবল লক্ষ্মী ইহাতে অচলা হইয়া থাকুন। আমি শিখামোচন করিতেছি। ২।

তর্পণবিধি।

তর্পণ—জল দান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন *। তর্পণ দুইপ্রকার—প্রধান ও অঙ্গ। সন্ধ্যার ন্যায় প্রত্যহ পিতৃযজ্ঞস্বরূপ যে তর্পণ করিবার বিধি আছে, তাহা প্রধান তর্পণ; এবং স্নানাদি কর্ম্মে যে তর্পণ করিবার বিধি আছে, তাহা অঙ্গ-তর্পণ। নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে, অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় স্নানও তিনপ্রকার; সুতরাং স্নানাঙ্গ তর্পণও তিনপ্রকার। স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলে আর প্রধান-তর্পণ পৃথক্ করিতে হয় না, এবং নৈমিত্তিক বা কাম্য তর্পণ করিলেও আর নিত্যতর্পণ করিতে হয় না। কিন্তু একদিনে বহু তীর্থে অথবা গ্রহণাদি নিমিত্তে অনেকবার স্নান করিলে, প্রতি-স্নানেই তর্পণ করিবে। কেবল অশুচিস্পর্শনিমিত্তক ও স্বেচ্ছাকৃত স্নানে তর্পণ করিতে হয় না। জীবৎপিতৃক (যাহার পিতা জীবিত আছে) এবং স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার নাই (কেবল প্রেতর্পণ করিতে পারে); কিন্তু বিধবারা পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের অভাবে স্বামী, শ্বশুর, ও শ্বশুরের পিতা (আর্য্যশ্বশুর) এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন। স্নানাঙ্গ তর্পণ স্নানান্তেই (সামবেদীর সন্ধ্যাঙ্গ সূর্য্যোপস্থানের পর অর্থাৎ "উদুত্যং জাতবেদসং" হইতে

---

* দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ নাই। সুতরাং আমাদের মৃত পিতৃগণের দেহে যে আত্মা অবস্থিত ছিলেন, তিনি এক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুন, সেই শরীরেই শাস্ত্রোক্ত জলক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ দ্বারা তিনি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু তর্পণজলের ও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের পরমাণু (সূক্ষ্মতম অংশ) মন্ত্রবলে তাঁহার বর্ত্তমান দেহের ভক্ষ্য বস্তুর পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে।

"উপজায়ত" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠের পর) কর্ত্তব্য ; কিন্তু স্নানান্তে, সন্ধ্যার মুখ্যকাল অতীত হইবার আশঙ্কা ঘটিলে, অগ্রে সন্ধ্যা করিয়া, তার পর তর্পণ করিবে। স্নান না করিলে প্রধান তর্পণ কর্ত্তব্য ; তাহা মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় করিতে হয়। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় তর্পণ করিতে হইলে, সামবেদীরা সূর্য্যোপস্থানের পর এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীরা সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে করিবেন। বৃষ্টিজল-সম্পর্কে তর্পণ করিতে নাই। জলে তর্পণ করিলে বাম হস্তের লোমশূন্য স্থানে বস্ত্রোপরি তিল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অথবা কেবল অঙ্গুষ্ঠ বা কেবল তর্জ্জনী দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে। পরিধেয় বস্ত্রে তিল রাখিতে নাই। রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে, এবং অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অপর শ্রাদ্ধদিনে ও জন্ম-দিনে তিল-তর্পণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সংক্রান্তিতে, গ্রহণকালে, গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তীর্থে, বৃষোৎসর্গে, যুগাদ্যায়, মৃতাহে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিল-তর্পণ করিবে। তর্পণের জল প্রাদেশপ্রমাণ (৫৩পৃঃ ২২পং) ঊর্দ্ধ হইতে জলেই ফেলিবে। স্থলে তর্পণ করিলে, তাম্রপাত্রে তিল রাখিবে এবং তর্পণের জল তাম্রাদি পাত্রে বা কুশের উপর ফেলিবে। অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে (৫৮ পৃঃ ¶ টী) দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণ করিবে। তাম্রাদি পাত্র ব্যবহার করিলে উহা ঐরূপ হস্তের মধ্যেই রাখিবে। তর্পণে তাম্র, রৌপ্য বা সুবর্ণপাত্র (অষ্টাঙ্গুলের ন্যূন না হয়) ব্যবহার করা যায়। দেবতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ ও ঋষিতর্পণে তিলের ব্যবহার করিবে না ; যবের ব্যবহার করিতে পারা যায় (চন্দনযুক্ত জলে তর্পণ করিলে ফলবিশেষ আছে)। বেদ-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক তর্পণও আছে, তাহা এখন কেহই করেন না ; সকলে

পৌরাণিক তর্পণই করিয়া থাকেন। পৌরাণিক কার্য্য সকলের পক্ষেই একরূপ; সুতরাং এ তর্পণে যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে আবাহনে বৈদিক মন্ত্র পড়িতে হয় না (বৈদিক তর্পণেই উহা পাঠ্য)।

পদ্মপুরাণোক্ত তর্পণ।

(দেবতর্পণ)

স্নানান্তে পূর্ব্বমুখে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া * উপবীতী হইয়া (৪৯ পৃঃ ১ পং) তিলক ধারণ, শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া, অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে (৫৮ পৃঃ ৭ টী) † দৈবতীর্থ দ্বারা (৪৭ পৃঃ ৪ পং) নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক এক বার শুদ্ধ জল দিবে।—

(ওঁ) ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। (ওঁ) বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) রুদ্রস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং। ১। ‡

ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা—"তৃপ্যতাং" স্থানে "তৃপ্যতু" বলিবেন।

ঐরূপ অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে একবার শুদ্ধ জল দিবে—

(ওঁ) দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারা-স্তথৈবাকাশগামিনঃ।

---

* অথবা শুষ্কবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া বসিয়া।

† ব্রহ্মাদিচতুষ্কতর্পণে গোভিল-যাজ্ঞবল্ক্যোক্তপ্রয়োগবিধির্গ্রাহ্যঃ। স চ "অন্বারব্ধেন সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন চ"। পদ্মপুরাণীয়তর্পণপক্ষে তু পিতৃপক্ষ এব হস্তাভ্যামিতি শ্রুতেঃ তত্রৈবাঞ্জলিঃ, অন্যত্র নাঞ্জলিরিত্যবগম্যতে। —আহ্নিকতত্ত্ব।

‡ ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিম্।—পদ্মপুরাণ।

ব্রহ্মা তৃপ্ত হউন। বিষ্ণু তৃপ্ত হউন। মহাদেব তৃপ্ত হউন। প্রজাপতি (দক্ষ) তৃপ্ত হউন। ১।

নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষা-মাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া॥ ২

(মনুষ্যতর্পণ *)

পরে দক্ষিণাবর্ত্তে † উত্তরমুখ (সামবেদী ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমমুখ) ও নিবীতী (৪৯ পৃঃ ১৩পং) হইয়া—

(ওঁ) সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥ ৩

এই মন্ত্র দুইবার পাঠ করিয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের কায়তীর্থ দ্বারা (৪৭ পৃঃ ৫ পং) দুই বার শুদ্ধ জল দিবে।

(ঋষিতর্পণ)

পুনর্ব্বার দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বমুখ ও উপবীতী হইয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা এক এক বার শুদ্ধ জল দিবে—

(ওঁ) মরীচিস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) অত্রিস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) পুলহস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) ক্রতুস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) প্রচেতাস্তৃপ্যতাং।

---

* সনকশ্চ সনন্দশ্চ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। এতে ব্রহ্মসুতাঃ সপ্ত মনুষ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।—কাত্যায়িনি। † ডাইন দিক্ দিয়া ঘুরিয়া।

দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূরস্বভাব জন্তু, সর্প, সুপর্ণ-(গরুড়)-জাতীয় পক্ষী, বৃক্ষ, সরীসৃপ, সাধারণ পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর, নিরাহার, এবং পাপে ও ধর্ম্মে রত যত জীব আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি এই জল দিতেছি। ২।

সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ—ইঁহারা দত্ত জলে সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করুন। ৩।

(ওঁ) বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) ভৃগুস্তৃপ্যতাং। (ওঁ) নারদস্তৃপ্যতাং। *

ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা "তৃপ্যতাং" স্থানে "তৃপ্যতু" বলিবেন।

(দিব্যপিতৃ-তর্পণ)

পরে বামাবর্ত্তে দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী (৪৯ পৃঃ ২ পং) হইয়া দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃতীর্থ (৪৭ পৃঃ ৬ পং) দ্বারা প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।—

(ওঁ) অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ সতিলোদকং † তেভ্যঃ (স্বধা)। ‡

---

* মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্। প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ। (তর্পয়েদিতি শেষঃ)।

† গঙ্গাজল হইলে "সতিল-গঙ্গোদকং" বলিবে। অন্য তীর্থের জল হইলে সেই তীর্থের নামের সহিত 'উদকং' যোগ করিয়া বলিবে (যথা—ব্রহ্মপুত্রোদকং, যমুনোদকং ইত্যাদি)। তিলের অভাবে কেবল "উদকং" বলিবে। গঙ্গাদি তীর্থে বিনা তিলে যে তর্পণ হয় না, এমন কথা নহে; সুতরাং তত্তৎ স্থলে তিলের অভাবেও "সতিলগঙ্গোদকং" ইত্যাদি বলিতে হইবে না (কেবল "গঙ্গোদকং" ইত্যাদিরূপই বলিতে হইবে)। যথা—স্নানং সকলং পুণ্যং যজ্ঞদানাদিকং ফলম্। গঙ্গাতোয়ৈশ্চ সতিলৈর্দুর্ল্লভং পিতৃতর্পণম্। ইতি ভবিষ্যে সতিলগঙ্গাতোয়স্য দুর্ল্লভত্বাভিধানেন তীর্থে তিলাভাবেঽপি প্রতিনিধিনা তর্পণং সূচিতম্। তীর্থমাত্রে তু কর্ত্তব্যং সতিলেনৈব তর্পণমিতি স্কন্দপুরাণে যা তীর্থে তিলরহিততর্পণনিন্দা, সাপি সপ্তম্যাদিনিষিদ্ধতিলতর্পণস্য—তীর্থে তিথিবিশেষে চেত্যাদিনা প্রাপ্তপ্রতিপ্রসবপরা, সুবর্ণাদিপ্রতিনিধিরহিতপরা বা, অন্যথা তিলাভাবেঽপি প্রধানস্য বাধঃ।—রঘুনন্দন। তিলের প্রতিনিধি—সুবর্ণ, রজত বা কুশ। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

‡ অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা হবিষ্মন্তস্তথোষ্মপাঃ। সুকালিনো বর্হিষদ আজ্যপাঃ পিতরঃ ক্রমাৎ।

(ওঁ) সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।
(ওঁ) হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।
(ওঁ) উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।
(ওঁ) সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।
(ওঁ) বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।
(ওঁ) আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-মেতৎ ... ... ।৫

ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা "তৃপ্যন্তা-মেতৎ" স্থানে "তৃপ্যন্ত্বেতৎ" বলিবেন।

(যমতর্পণ *)

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া দাঁড়াইয়া "এতৎ সতিলোদকং (ওঁ) যমায় নমঃ" ইত্যাদিরূপ মন্ত্র তিনবার বলিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রত্যেক নামে তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে। অনেকে নিম্নলিখিত সমস্ত মন্ত্রটি তিন বার বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন।

(ওঁ) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ †।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥ ৬

* ইহা আশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতেই কর্ত্তব্য; যেহেতু তদুপলক্ষেই ভবিষ্যপুরাণে আছে—যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্। যমুনায়াং বিশেষেণ নিয়তং তর্পয়েদ্ যমান্॥...একৈকস্য তিলৈর্মিশ্রান্ ত্রীংস্ত্রীন্ দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্।

† পৃথক্ তর্পণে "ওঁ অন্তকায় নমঃ" বলিবে ("চান্তকায়" নহে)।

মরীচি তৃপ্ত হউন ইত্যাদি। ৪।

অগ্নিষ্বাত্ত-নামক পিতৃগণ তৃপ্ত হউন, এই সতিল জল তাঁহাদিগকে দিতেছি। এইরূপ সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষদ্ ও আজ্যপা। ৫।

যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর, দধ্ন নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত—এই চতুর্দ্দশ যমকে জল দিতেছি। ৬।

(ভীষ্মতর্পণ *)

বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়া ব্রাহ্মণেরা ইহা পিতৃতর্পণের পরে করিবেন, এবং অন্যে তৎপূর্ব্বে (অর্থাৎ এইখানেই) করিবেন।

(ওঁ) বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥ ৭

এই মন্ত্র ১ বার পড়িয়া উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে—

(ওঁ) ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভি-রবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥ ৮

(পিতৃলোকের আবাহন)

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিং †। ৯

---

* ভীষ্মতর্পণ কেবল ভীষ্মাষ্টমীতেই (মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই) কর্ত্তব্য, যথা—মিত্রায়াপি অসবর্ণায় জলং ন দেয়ম্, সবর্ণেভ্যো জলং দেয়ং নাসবর্ণেভ্য এব চ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ। ভীষ্মায় তু অসবর্ণায়াপি ভীষ্মাষ্টম্যাং তর্পণং কুর্য্যাৎ, ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু যে বর্ণা দদ্যুর্ভীষ্মায় নো জলম্। সংবৎসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ। ইতি স্মৃতেঃ।—আহ্নিকতত্ত্ব।

† অপোঽঞ্জলিং—অপঃ (জলানি) জলময়মিত্যর্থঃ।

বৈয়াঘ্রপদ্য যাঁহার গোত্র, সাঙ্কৃতি যাঁহার প্রবর, সেই অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল দিতেছি। ৭।

শান্তনুপুত্র বীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম এই জল দ্বারা পুত্রপৌত্রোচিত-তর্পণাদি-ক্রিয়াজন্য তৃপ্তি লাভ করুন। ৮।

আমার পিতৃগণ (পূর্ব্বপুরুষগণ) আসুন, এই জলময় অঞ্জলি গ্রহণ করুন। ৯।

(পিতৃতর্পণ—যজুর্ব্বেদী দ্বিজাতি ও শূদ্রের পক্ষে)

গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী—এই নয় জনের প্রত্যেককে যথাক্রমে তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে এবং মন্ত্রও তিনবার পাঠ করিবে। তৎপরে মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী—এই তিন জনকে, এক এক বার মন্ত্র পাঠ করিয়া, এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে *।

(বিষ্ণুরোঁ) অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব, এতত্তে সতিলোদকং (স্বধা)।—বলিয়া ৩ বার জল দিবে।

(বিষ্ণুরোঁ) অমুকগোত্র পিতামহ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্র প্রপিতামহ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্র মাতামহ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্র প্রমাতামহ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকদেবি ... (৩ বার)।

---

* পিতামহ অবধি বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্য্যন্ত একাদশ পুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত, পতিত বা প্রেতাবস্থ থাকিলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরিতন পুরুষকে ধরিয়া একাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রপিতামহের পর—বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ; এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহের পর—অতিবৃদ্ধপ্রমাতামহ, অত্যতিবৃদ্ধপ্রমাতামহ। কাহারও নাম জানা না থাকিলে ('যথানাম' না বলিয়া) নিজ নামের পর তাঁহার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া তৎপরে দেবশর্ম্মন্ প্রভৃতি বলিতে হয়। যথা—(তর্পণকর্ত্তা রামচন্দ্র হইলে এবং প্রপিতামহের নাম না জানিলে) বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র শ্রীরামচন্দ্র-দেবশর্ম্মপ্রপিতামহদেবশর্ম্মন্ ইত্যাদি। যথা—"নামাজ্ঞবিধাংসস্তৎপিতৃপিতামহ-প্রপিতামহা ইতি"—আশ্বলায়ন।

,, অমুকগোত্রে পিতামহি ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রে প্রপিতামহি ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রে মাতামহি ... ... (১ বার)।
,, অমুকগোত্রে প্রমাতামহি ... ... (১ বার)।
,, অমুকগোত্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহি... (১ বার)। ১০

ক্ষত্রিয়েরা "ত্রাতৃবর্ম্মন্" এবং বৈশ্যেরা "দত্তভূতে" (বা "গুপ্তভূতে") বলিবেন। শূদ্রেরা "বিষ্ণুরোঁ" স্থানে "বিষ্ণুর্নমঃ" ও "দেবশর্ম্মন্" স্থানে পদবীসহিত দাস (যথা—"ঘোষদাস" ইত্যাদি), 'দেবি' স্থানে 'দাসি' এবং 'স্বধা' স্থানে 'নমঃ' বলিবেন।

(পিতৃতর্পণ—সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে)

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুক-দেবশর্ম্মা তৃপ্যতা-মেতৎ
সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ ... .. (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রঃ মাতামহঃ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রা মাতা অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ
সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রা পিতামহী ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রা প্রপিতামহী ... ... (৩ বার)।
,, অমুকগোত্রা মাতামহী ... ... (১ বার)।

হে "অমুকগোত্র পিতঃ অমুক, তুমি তৃপ্ত হও; তোমাকে এই সতিল জল দিতেছি ইত্যাদি। ১০।

,, অমুকগোত্রা প্রমাতামহী ... ... (১ বার)।

,, অমুকগোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী ... (১ বার)। ১১

(পিতৃতর্পণ—ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে)

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি,
এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রং পিতামহং ... ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রং প্রপিতামহং ... ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রং মাতামহং ... ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রং প্রমাতামহং ... ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রং বৃদ্ধপ্রমাতামহং ... ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকদেবীং তর্পয়ামি, এতৎ
সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রাং পিতামহীং ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রাং প্রপিতামহীং ... (৩ বার)।

,, অমুকগোত্রাং মাতামহীং ... (১ বার)।

,, অমুকগোত্রাং প্রমাতামহীং ... (১ বার)।

,, অমুকগোত্রাং বৃদ্ধপ্রমাতামহীং ...(১বার)।১২

সমর্থ হইলে ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, বিমাতা (সপত্নীমাতৃ), সবর্ণ মিত্র প্রভৃতিকে এই সময় উক্তরূপ মন্ত্রে তর্পণ করিবে।

অমুকগোত্র পিতা অমুকদেবশর্ম্মা [illegible] হউন; এই সতিল জল তাঁহাকে দিতেছি ইত্যাদি। ১১।

অমুকগোত্র পিতা অমুকদেবশর্ম্মাকে তর্পণ করিতেছি, এই সতিল জল তাঁহাকে দিতেছি ইত্যাদি। ১২।

ইঁহাদিগকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিতে হয়। (ব্রাহ্মণেরা ভীষ্মাষ্টমীতে এইখানে ভীষ্মতর্পণ করিবেন)। ইহার পরেই *—

(ওঁ) যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা, যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি-মখিলাং যান্তু, যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৩

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

(রামতর্পণ †)

(ওঁ) আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥ ১৪

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

---

* পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি। সন্তর্প্য ভক্ত্যা বিধিবদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ। যেঽবান্ধবা ইত্যাদি।—ছন্দোগপরিশিষ্ট।

† সম্পূর্ণ তর্পণে অশক্ত হইলে এই তর্পণ করিতে হয়। বনবাসকালে রামচন্দ্র এই মন্ত্রে তর্পণ করিতেন।

আমাদের যাহারা বন্ধু নয় বা যাহারা বন্ধু, অথবা যাহারা জন্মান্তরে বন্ধু ছিল, এবং যাহারা আমাদের নিকট জলের প্রত্যাশা করে, তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করুক। ১৩।

ব্রহ্মলোক অবধি যাবতীয় লোকে অবস্থিত জীবগণ (যক্ষনাগাদি), দেবগণ (ব্রহ্মাদি), ঋষিগণ (মরীচ্যাদি), পিতৃগণ (অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি), মনুষ্যগণ (সনকাদি), পিতৃপিতামহাদি এবং মাতা ও মাতামহ প্রভৃতি সকলে তৃপ্ত হউন। (আমার কেবল এক জন্মের নহে এবং কেবল আমারও নহে) আমার যে বহুকোটি কুল জন্মান্তরে গত হইয়াছে, সেই সেই কুলের পিতৃপিতামহাদি, ও সপ্তদ্বীপবাসী সমুদায় মানবগণের পিতৃপিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হউক। ১৪।

(লক্ষ্মণতর্পণ *)

(ওঁ) আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু ॥ ১৫

এই মন্ত্র তিন বার পড়িয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

(বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক †)

(ওঁ) যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা-গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥ ১৬

এই মন্ত্রে, স্থলে উঠিয়া, সতিল বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। পুনর্ব্বার জলে নামিয়া—

(পিতৃস্তুতি)

(ওঁ) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতি-মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ ॥ ১৭

(পিতৃপ্রণাম)

(ওঁ) পিতৃন্নমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ,
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।

---

* রামতর্পণেও অশক্ত হইলে এই তর্পণ করিবে। বনবাসকালে লক্ষ্মণ (রাম ও সীতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকার জন্য সময়াভাবে) এই তর্পণ করিতেন।

† জলে বস্ত্র নিংড়াইতে নাই, এবং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দিবার পূর্ব্বেও বস্ত্র নিংড়াইতে নাই। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্রনিষ্পীড়ন নিষিদ্ধ বলিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দিতে নাই। স্নান না করিয়া তর্পণ করিলে বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দিতে হয় না।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হউক। ১৫।

যাঁহারা আমাদের বংশে জন্মিয়া পুত্রহীন ও বংশহীন হইয়া মরিয়াছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হউন। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জল দিলাম। ১৬।

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীতিলাভ করিলে, সকল দেবতাই প্রীত হন। ১৭।

প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং,
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥ ১৮

কালাশৌচে কেবল প্রেতেরই তর্পণ করিতে হয়; আর কাহারও নহে। সামবেদীর বাক্য—ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং সতিলোদকেন তর্পয়ামি (১ বার)। ঋগ্বেদীর—ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি সতিলোদকং তবোপতিষ্ঠতাং (১ বার)। যজুর্ব্বেদীর—(ওঁ) অমুকগোত্র প্রেত অমুক-(দেবশর্ম্মন্) সতিলোদকং তৃপ্যস্ব (১ বার)। ফলাতিশয়ার্থে সকলেই ৩ বারও জল দিতে পারেন।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

যাঁহাদের দীক্ষা অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহণ হইয়াছে, তাঁহাদের ত্রি-সন্ধ্যায় এই সন্ধ্যা কর্ত্তব্য। দ্বিজাতিরা অগ্রে স্বস্ব বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন।

(অঘমর্ষণ *)

তান্ত্রিক আচমন (৭৫পৃঃ) করিয়া—

(ওঁ) গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ১

যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, অভীষ্টফলের কামনা করিলে যাঁহারা সকল বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ, এবং কোনও ফলের কামনা না করিলে যাঁহারা মুক্তি প্রদান করেন, সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি। ১৮।

* অঘ=পাপ, মর্ষণ=নিরাকরণ। অঘমর্ষণ=পাপ ক্ষয় করা।

এই মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিয়া মূলমন্ত্রে বা বীজমন্ত্রে * সেই জল ভূমিতে তিনবার ও মস্তকে সাতবার প্রক্ষেপ করিবে। তৎপরে অঙ্গন্যাস (৪০ পৃঃ) করিয়া, বাম করতলে জল লইয়া, দক্ষিণ করতল দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র † তিনবার পাঠ করিয়া, বামকরতলের অঙ্গুলীমধ্য দ্বারা গলিত সেই জল তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা (৪৬ পৃঃ ৮পং) মস্তকে সাতবার প্রক্ষেপ করিবে; এবং অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া, তাহা তেজোময় ভাবিয়া, নাসারন্ধ্রের নিকটে ধরিয়া, সেই জল বামভাগস্থ ইড়া নাড়ী দ্বারা প্রশ্বাসযোগে দেহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেহমধ্যস্থ পাপরাশি ধুইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, দক্ষিণভাগস্থ পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা নিশ্বাসযোগে নির্গত হইয়া আসিল—এইরূপ ভাবিয়া সম্মুখে কল্পিত বজ্রশিলায় "ফট্" মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালন ও সাধারণ আচমন (৩১।৩২ পৃঃ) করিবে।

(তর্পণ ‡)

(ওঁ) দেবাংস্তর্পয়ামি (শক্তিবিষয়ে—ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি স্বাহা § ; এইরূপ সর্ব্বত্র), (ওঁ) ঋষীংস্তর্পয়ামি, (ওঁ)

---

* মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র ও বীজমন্ত্রের অর্থ ধ্যানমালায় আছে।

† হং—শিববীজ, যং—বায়ুবীজ, বং—বরুণবীজ, লং—পৃথ্বীবীজ, রং—বহ্নিবীজ। পাপপূর্ণ লিঙ্গ-দেহের সংহারের জন্য শিববীজ, শোষণের জন্য বায়ুবীজ, দহনের জন্য বহ্নিবীজ, অমৃতজলে সেচনের জন্য বরুণবীজ, এবং নূতন পবিত্রদেহ সৃষ্টির জন্য পৃথ্বীবীজ উচ্চারণ করিতে হয়। অনুবাদ—৭৯ পৃঃ। ১

‡ এই তর্পণ স্নানেরই অঙ্গ, অতএব প্রাতঃস্নান করিলে প্রাতঃসন্ধ্যায়, এবং মধ্যাহ্নস্নান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় তর্পণ করিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় করিতে হইবে না। স্ত্রীলোকে ও জীবৎপিতৃকেও এ তর্পণ করিতে পারেন। এখানে পিতৃশব্দে অগ্নিষ্বাত্তাদি দিব্যপিতৃগণ। § স্ত্রী ও শূদ্রে ওঁ ও স্বাহা স্থলে নমঃ বলিবেন।

পিতৃংস্তর্পয়ামি, (ওঁ) গুরুং তর্পয়ামি, (ওঁ) পরমগুরুং তর্পয়ামি, (ওঁ) পরাপরগুরুং তর্পয়ামি, (ওঁ) পরমেষ্ঠি-গুরুং তর্পয়ামি—বলিয়া প্রত্যেককে এক এক বার জল দিবে *। পরে (মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি (শক্তিবিষয়ে শেষে 'স্বাহা') তিন বার বলিয়া ইষ্টদেবতাকে তিন বার জল দিবে। †

(সূর্য্যার্ঘ্য)

[ওঁ হ্রীং হংসঃ, অথবা—ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ ‡] এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী—ইদমর্ঘ্যং) (ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় (স্বাহা)। ১

এইমন্ত্র বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। তৎপরে "(ওঁ) সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীঅমুক-দেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র, অথবা সেই দেবতার গায়ত্রী §

---

* গুরু—মন্ত্রদাতা, পরম গুরু—মন্ত্র, পরাপর গুরু—ইষ্টদেবতা, ও পরমেষ্ঠী গুরু—শিব (পরমব্রহ্ম)।

† বৈষ্ণবের পক্ষে—(ওঁ) নারদং তর্পয়ামি, পর্ব্বতং তর্পয়ামি, জিষ্ণুং তর্পয়ামি, নিশঠং তর্পয়ামি, উদ্ধবং তর্পয়ামি, দারুকং তর্পয়ামি, বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি, শৈনেয়ং তর্পয়ামি, গুরুং তর্পয়ামি (পরমগুরুং ইত্যাদি নহে); মূলমন্ত্রান্তে শ্রীঅমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ—প্রত্যেক মন্ত্রে তিনবার জল দিতে হয়।

‡ তারাদি বিষয়ে—[ওঁ হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায়] এষোঽর্ঘঃ বা ইদমর্ঘ্যং (ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় (স্বাহা)। পরে, "(ওঁ) উদ্যদাদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ নমঃ" বলিয়া ইষ্টদেবতাকেও অর্ঘ্য দিবে।

§ গায়ত্রী ১০১ ও ১০২ পৃষ্ঠার টীকায় আছে।

(হ শব্দে শিব, র শব্দে বহ্নি, ঈ শব্দে শক্তি, অনুস্বারে অভীষ্ট পূরণ) শিবশক্তি অর্থাৎ মঙ্গলজনক-শক্তিময়, এবং বহ্নিশক্তি অর্থাৎ তেজোময়, অভীষ্টপূরক হংস অর্থাৎ সূর্য্য। (ঘৃণি শব্দে দীপ্তিমান্) দীপ্তিমান্ সূর্য্য অদিতির পুত্র। ১।

তিন বার পাঠ করিয়া, তিন অঞ্জলি জল দিয়া, গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালীন ধ্যান।

(ওঁ) উদদ্যাদিত্য-সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তার-
কিতেঽম্বরে॥ ২

মধ্যাহ্নকালীন ধ্যান।

(ওঁ) শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং-শঙ্খচক্র-লসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥ ৩

সায়ংকালীন ধ্যান।

(ওঁ) সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। †
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ ৪

* প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রাতঃকালীন ধ্যানের পর (মধ্যাহ্নকালীন ও সায়ংকালীন ধ্যান না বলিয়া), মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় মধ্যাহ্নকালীন ধ্যানের পর (প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন ধ্যান না বলিয়া) এবং সায়ংসন্ধ্যায় সায়ংকালীন ধ্যানের পর (প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নকালীন ধ্যান না বলিয়া) গায়ত্রীজপ করিবে।

† ধারয়ন্তীমিতি শেষঃ। বরদামিত্যস্ত বরমুদ্রাধারিণীমিত্যর্থঃ, তেন ন পৌনরুক্ত্যম্।

উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্টা, হস্তে বেদপুস্তক ও জপমালা-ধারিণী, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম-পরিধানা, এবং তারকাযুক্ত আকাশে অর্থাৎ প্রভাতকালীন সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা, ব্রহ্মমূর্ত্তিধারিণী গায়ত্রীকে ধ্যান ও স্মরণ করিবে। ২।

শঙ্খ-চক্র-শোভিত-হস্তা, সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা, গদাপদ্মধারিণী, শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা দেবীকে ধ্যান করিবে। ৩।

সাধক সায়ংকালে বরদাত্রী, শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্র-পরিধানা এবং বৃষাসনে উপবিষ্টা গায়ত্রী দেবীকে ধ্যান করিবে। এবং ত্রিনেত্রা, বরদা, পাশ শূল ও নর-কপাল-ধারিণী, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা দেবীকে ধ্যান করত জপ করিবে। ৪।

তৎপরে ১০ বার গায়ত্রী * জপ করিয়া, একগণ্ডূষ জল লইয়া—

---

* দক্ষিণাকালিকা-গায়ত্রী—কালিকায়ৈ বিদ্মহে, শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি; তন্নোঽঘোরে প্রচোদয়াৎ। অর্থ—কালিকাকে গুরু-শাস্ত্রমুখে জানি, সেই শ্মশান-বাসিনীকে (অর্থাৎ ব্রহ্মসমাশ্রিতা মহাশক্তিকে) চিন্তা করি। সেই জ্ঞান ও ধ্যান আমাদিগকে অঘোরে অর্থাৎ মুক্তিপথে প্রেরণ করুক।—মহাপ্রলয়ে জগতের উপাদানভূত পঞ্চমহাভূত শবরূপে পরমব্রহ্মে শয়ন করে (লীন হয়) বলিয়া তিনি শ্মশান; তাঁহাতে শক্তিরূপে বাস করেন বলিয়া শ্মশানবাসিনী। যথা—শ্মশব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে। নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ। মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে। শেরতেঽত্র শবা ভূত্বা শ্মশানন্তু ততো ভবেৎ।—স্কন্দপুরাণ।

দুর্গা-গায়ত্রী—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি; তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ (নারায়ণ-শক্তিকে জানি, দুর্গাকে চিন্তা করি, গৌরী আমাদিগকে সেই জ্ঞান ও ধ্যানে প্রেরণ করুন)।

জগদ্ধাত্রী গায়ত্রী—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি; তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণা-গায়ত্রী—ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি; তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ। (হে অন্নপূর্ণে, সেই জ্ঞান ও ধ্যান আমাদিগকে সর্ব্বকার্য্যে প্রেরণ করুক)।

তারা-গায়ত্রী—তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি; তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

শিব-গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি; তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশ-গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি; তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

বিষ্ণু-গায়ত্রী—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি; তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

গোপাল-গায়ত্রী—কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি; তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

(ওঁ) গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং, গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি, ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥ ৫

বলিয়া (স্ত্রী-দেবতার বাম হস্ত এবং পুং-দেবতার দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে) ভূমিতে ঐ জল ত্যাগ করিয়া, জপ সমর্পণ করিবে। বহুভুজা দেবতা হইলে নিম্ন হস্ত উদ্দেশ করিতে হয়। পুং-দেবতা হইলে উক্ত মন্ত্রে 'গোপ্‌ত্রী' স্থানে 'গোপ্তা', 'দেবি' স্থানে 'দেব' এবং 'সুরেশ্বরি' স্থানে 'সুরেশ্বর' বলিবে।

গায়ত্রীজপ পর্য্যন্তই সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়। ইষ্টদেবতার পূজা করিতে সমর্থ হইলে প্রাতঃসন্ধ্যার পর তান্ত্রিক পূজা করিয়া (পরে আছে) তার পর ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ইষ্টমন্ত্র জপের নিয়ম যথা—বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম (২৯ পৃঃ), করন্যাস (৩৯) ও অঙ্গন্যাস (৪০ পৃঃ) করিয়া, গুরু দেবতা ও মন্ত্র —এই তিনের ঐক্য ভাবিয়া, ইষ্টমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া, "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপসমর্পণ-পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করিয়া, ইষ্টদেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিবে *। তার পর পূর্ব্বোক্তরূপেই মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিয়া, যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

রাম-গায়ত্রী—দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি; তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।
সূর্য্য-গায়ত্রী—আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি, তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।
(দ্বিজাতিরা গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব (ওঁ), এবং স্ত্রী ও শূদ্রে ঔং দিয়া জপ করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে "ঔং"ই প্রণব।)

* প্রণামমন্ত্র-সকল পরে (ধ্যানমালায়) আছে।

গোপনীয় অপেক্ষাও যাহা অতিশয় গোপনীয়, সেই মন্ত্রের রক্ষাকর্ত্রী তুমি আমার কৃত জপ গ্রহণ কর। হে দেবি সুরেশ্বরি, তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধিলাভ হউক। ৫।

পূজাবিধি।

যথাবিধি স্থাপিত প্রতিমা, ঘট, পট, অগ্নি, মণ্ডল ও শালগ্রাম, অথবা পুস্তক, শিবলিঙ্গ ও জল—এই সকল বস্তু পূজার আধার। জলে, শালগ্রামে ও বাণলিঙ্গে সকল দেবতারই পূজা হইতে পারে, এবং তাহাতে কোনও দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জনও করিতে হয় না। কিন্তু শালগ্রামে শবাসনা মূর্ত্তির পূজা করিতে নাই। কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতিমা-পূজা ও শালগ্রাম-পূজা করিবার প্রথা নাই, এবং স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীতের ঐ দুই কার্য্যে ও হোমে অধিকারই নাই; কিন্তু জলাদি আধারে বিষ্ণুর ও অন্যান্য দেবতার পূজা করা কাহারও পক্ষেই নিষিদ্ধ নহে (স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা ও স্পর্শ করাই নিষিদ্ধ *)। দেবপূজার কাল পূর্ব্বাহ্ন; অতএব প্রাতঃসন্ধ্যার পর দেবপূজা করিয়া, তৎপরে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে। কোনও দেবতার পূজা করিতে হইলে অগ্রে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য বা জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, গন্ধাদির অর্চ্চনা, নারায়ণাদির অর্চ্চনা, এবং গণেশাদি-পঞ্চদেবতা (গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা †), নবগ্রহ, দিক্‌পাল,

---

* প্রণবোচ্চারণাৎ হোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥—তন্ত্রসার। স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর। স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি বিষ্ণৌ বা শঙ্করেঽপি বা।—বৃহন্নারদীয়। বচনান্তরে স্ত্রী-শূদ্রাদির শিবপূজা বিহিত থাকায় এ বচনে শঙ্কর বলিতে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত শিব, এবং পূর্ব্ববচনের সহিত একবাক্যে বিষ্ণু বলিতে শালগ্রামই বুঝিতে হইবে।

† সূর্য্যার্ঘ্য না দিলে পূজাকার্য্যে অধিকার হয় না বলিয়া কেহ কেহ অগ্রে সূর্য্যের পূজা করিতে বলেন; কিন্তু সন্ধ্যায় যখন সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়া হয়, এবং

সর্ব্বদেব ও সর্ব্বদেবীর পঞ্চোপচারে বা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্ব্বক প্রধান দেবতার ধ্যান, * (ষোড়শোপচারে, দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে) পূজা, জপ ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, পরে (সমর্থ হইলে প্রদক্ষিণ ও) প্রণাম করিতে হয়। একাসনে বসিয়া অনেক দেবতার পূজা করিলে আচমন অবধি সর্ব্বদেবীর পূজা পর্য্যন্ত কার্য্য একবার করিলেই হইবে। পঞ্চদেবতার মধ্যে কোনও দেবতার প্রধান পূজা কর্ত্তব্য হইলে, অগ্রে পঞ্চ-দেবতার মধ্যেও ঐ দেবতার পূজা করিতে হইবে (যেমন শিবপূজা করিতে হইলে পঞ্চদেবতার মধ্যেও একবার শিবপূজা করিতে হয়)।

সামান্যার্ঘ্য বা জলশুদ্ধি।

ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া,তাহার বাহিরে গোলাকার,এবং তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া, তাহার উপর "(ওঁ) আধার-শক্তয়ে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া, "ফট্" মন্ত্রে কোশা ধুইয়া, ঐ মণ্ডলের উপর রাখিয়া, "নমঃ" বলিয়া উহা জলপূর্ণ করিবে, এবং উহার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইবে। পরে অঙ্কুশমুদ্রা (৪৫ পৃঃ ৮ পং) দ্বারা (নখস্পর্শ না হয়) কোশার জল স্পর্শ করিয়া, এই মন্ত্র বলিবে—

"যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে। তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্" এই ব্রহ্মপুরাণবচনে যখন বিষ্ণু শিব ও দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই সূর্য্যার্ঘ্য বিহিত হইতেছে, তখন অগ্রে গণেশের পূজা করায় দোষ হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—"গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। সম্পূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে॥ গণেশং বিঘ্ননাশায় নিষ্পাপায় দিবাকরম্। বহ্নিং শুদ্ধায় বিষ্ণুঞ্চ মুক্তয়ে পূজয়েন্নরঃ। শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবাঞ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে। সম্পূজ্য তান্ লভেৎ প্রাজ্ঞো বিপরীতমতোঽন্যথা॥"

---

* এই খণ্ডের পরিশিষ্টে অনেক দেবতার ধ্যান আছে। কোনও দেবতার ধ্যান জানা না থাকিলে তাঁহার রূপ চিন্তা করিবে।

(ওঁ) গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ১

তৎপরে "(ওঁ)" বলিয়া ঐ জলে গন্ধ-পুষ্প-তুলসী দিয়া ধেনু-মুদ্রা (৪৬ পৃঃ ১০ পং) দেখাইবে, এবং মৎস্যমুদ্রা (৪৫, পৃঃ ১০পং) দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া ৮ বার "(ওঁ)" জপ করিবে (তান্ত্রিক শক্তিপূজায় ১০ বার জপ করিতে হয়)।

আসনশুদ্ধি।

"এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসনে গন্ধপুষ্প দিয়া, আসন ধরিয়া বলিবে —

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ, সুতলং ছন্দঃ, কূর্ম্মো দেবতা, আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

(ওঁ) পৃথ্বি, ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং ॥ ২

তার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রে অঙ্গ প্রণাম (৪৪ পৃঃ ২ পং) করিবে—

(বামে)—(ওঁ) গুরুভ্যো নমঃ, (ওঁ) পরমগুরুভ্যো নমঃ, (ওঁ) পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, * (দক্ষিণে)—(ওঁ) গণেশায় নমঃ।

অনুবাদ—১৯ পৃঃ। ১।

হে পৃথিবি, তুমি সকল লোককে ধারণ করিতেছ। হে দেবি, বিষ্ণু (কূর্ম্মরূপে) তোমাকে ধারণ করিয়া আছেন। তুমি সর্ব্বদা আমাকে ধারণ কর, এবং আসনকেও পবিত্র কর। ২।

---

* "পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ" বলিতে হয় না; যথা—কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে

(মস্তকে)—(ওঁ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ * অথবা—(ওঁ) পূজনীয়-দেবতাভ্যো নমঃ।

আসনশুদ্ধি করিয়া পূজাদি করিতে করিতে কোনও কারণে আসন ত্যাগ করিলে, পুনর্ব্বার আচমন ও বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক আসন-শুদ্ধি করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম করিবে।

গন্ধাদির অর্চ্চনা।

বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ (সমস্ত পূজার দ্রব্যে ৩ বার জলপ্রোক্ষণ করিবে)। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ। এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ (ওঁ) নারায়ণাদিভ্যো নমঃ।

নারায়ণাদির অর্চ্চনা। †

এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) শ্রীগুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

গণেশাদি-পঞ্চদেবতার পূজা।

এষ গন্ধঃ (ওঁ) গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং (ওঁ) গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ (ওঁ) গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ (ওঁ) গণেশায় নমঃ,

---

গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা। দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ॥—তন্ত্রনার অর্থ ৯৯ পৃঃ; গৌরবে বহুবচন।

* প্রধান দেবতার নাম উল্লেখ করিবে।

† মাল্যানুলেপনাদগ্রে ন প্রদদ্যাত্তু কস্যচিৎ। অন্যত্র দেবতা-বিপ্র-গুরূণাং ভৃগুনন্দন।—এই কারণে সর্ব্বাগ্রে নারায়ণাদির অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে।

* এতৎ নৈবেদ্যং (ওঁ) গণেশায় নমঃ। প্রণাম—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক † অথবা (ওঁ) গণেশায় নমঃ।

"এষ গন্ধঃ (ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ববৎ পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, অর্ঘ্য লইয়া—

এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী—ইদমর্ঘ্যং)*

(ওঁ) এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ১

(ওঁ) শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ। ‡

তৎপরে—(ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ, (ওঁ) শিবায় নমঃ, (ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া পূর্ব্ববৎ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। পরে, (ওঁ) আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, (ওঁ) ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, (ওঁ) সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, (ওঁ) সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ—বলিয়াও পূর্ব্ববৎ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে "এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) গণেশায় নমঃ" ইত্যাদি (৫৮ পৃঃ ১০ পং)।

---

* এতে গন্ধপুষ্পে, এতৌ ধূপদীপৌ—এরূপ (একসঙ্গে) নহে। ধ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বন্তু দৈবতন্তু সমাহিতঃ। নমস্কারেণ পুষ্পাদি বিন্যসেত্তু পৃথক্ পৃথক্। —যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

† ধ্যানমালায় সকল দেবতার প্রণাম-মন্ত্র আছে।

‡ ভট্টারক—প্রভু, ঈশ্বর।

হে সহস্রকিরণশালি তেজোরাশি জগৎপতি সূর্য্য, আইস। আমি তোমার ভক্ত, আমার প্রতি কৃপা কর। হে দিবাকর, এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ১। মন্ত্রের মধ্যে স্ত্রীলোকেও "ভক্তং" (পুংলিঙ্গে) বলিবে (যেহেতু বিভক্তির অর্থ অপেক্ষা শব্দের অর্থই প্রধান।)।

শিবপূজা-বিধি।

(পার্থিব অর্থাৎ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গে)

মৃদাহরণ "(ওঁ) হরায় নমঃ" বলিয়া (১ তোলা বা ২ তোলা *) মৃত্তিকা লইবে, গঠন "(ওঁ) মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ (অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির গাঁইটের মাপ অপেক্ষা ছোট না হয়) শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া, † তাহার মস্তকটি একটু টিপিয়া সেইখানে একটি বজ্র (ক্ষুদ্র গোলাকৃতি মৃত্তিকা) দিয়া, পিনেটটি যাহাতে উত্তর দিকে থাকে এইরূপে, কাংস্যপাত্রে বিল্বপত্রের সোজা

---

* মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহ্যম্ অথবা তোলকদ্বয়ম্। এতদন্যন্ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি পার্ব্বতি॥—মাতৃকাভেদতন্ত্র।

† দুইটি শিবলিঙ্গ একত্রে রাখিয়া পূজা করিবে না। একটির পূজা হইলে পরে অপর একটি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। শিবলিঙ্গ দুইপ্রকার—চর (চল—যাহা নাড়াচাড়া করা যায়) ও স্থাবর (যাহা স্থাপিত করা হইয়াছে)। চর লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণের কম, ও স্থাবর লিঙ্গ হস্তপ্রমাণের কম করা নিষিদ্ধ। "আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে"—স্কন্দপুরাণ; অর্থাৎ সকল দেবতা যাহাতে লীন (প্রবিষ্ট) হন, তাহাকে লিঙ্গ বলে। উপরের ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে (বেড়কে) বেদি, এবং নিম্নভাগকে পীঠ বলে। বেদির যে অংশ বাড়াইয়া লম্বা করা হয়, তাহাকে যোনি-পীঠ বা পিনেট কহে। পিনেটের অগ্রভাগকে নাল বা সোমসূত্র বলে। সোমসূত্র দিয়া যে জল পড়ে, তাহা লঙ্ঘন করিতে নাই; তজ্জন্য শিবকে অর্দ্ধ-প্রদক্ষিণ করিবার ব্যবস্থা। লিঙ্গের যে পরিমাণ, বেদির পরিমাণও (দক্ষিণে ও বামে) সেইরূপ হইবে, এবং যোনির যে পরিমাণ, সেই পরিমাণে পীঠ হইবে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আছে; তন্মধ্যে পঞ্চবক্ত্র (পঞ্চমুখ) শিবের পূজাই প্রচলিত। পঞ্চবক্ত্র শিবের চারিটি মুখ চারিদিকে এবং উর্দ্ধমুখ পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। পঞ্চবক্ত্রের উর্দ্ধমুখই প্রধান, এবং একবক্ত্রের সেই একটি মুখই প্রধান। শিবের প্রধান মুখ সর্ব্বদা পূর্ব্বদিকেই থাকে। তিনি সংহারকর্ত্তা। সংহারকর্ত্তার সম্মুখে বসিতে নাই, বাম-

পৃষ্ঠের উপরে বসাইয়া, নিজেও উত্তরমুখ হইয়া বসিবে। শিবপূজা-কালে ভস্ম বা মৃত্তিকা দ্বারা কপালে ত্রিপুণ্ড্র (৮২ পৃঃ ১০ পং) ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ প্রশস্ত *। তৎপরে আচমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য হইতে (জলাদি আধারে) গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পর্য্যন্ত (১০৪—১০৭ পৃঃ) করিবে। তার পর প্রতিষ্ঠা—

"(ওঁ) শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিয়া উহার উপর আতপতণ্ডুল দিবে।

ধ্যান †—কূর্ম্মমুদ্রা (৪৫ পৃঃ ১৩ পং) দ্বারা পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া—

(ওঁ) ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতি-হস্তং প্রসন্নং।

দিকে তাঁহার শক্তি-স্থান বলিয়া সেদিকেও বসিতে নাই, এবং পশ্চিমদিক্ পৃষ্ঠদেশ বলিয়া সেদিকে বসিয়াও পূজা করিতে নাই। অতএব তাঁহার দক্ষিণদিকে (উত্তরমুখে) বসিয়াই পূজা করিতে হয়। ঊর্দ্ধমুখের নাম ঈশান, দক্ষিণমুখের নাম অঘোর, উত্তরমুখের নাম বামদেব, পশ্চিম মুখের নাম সদ্যোজাত, এবং পূর্ব্বমুখের নাম তৎপুরুষ। শিবরাত্রিব্রতে চারি প্রহরে প্রথমোক্ত চারি মুখেরই স্নান করাইতে হয়। পূর্ব্বদিকের দুইটি মুখের মধ্যে ঈশান-মুখই প্রধান বলিয়া তাহার স্নানেই তৎপুরুষ-মুখের স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে ("প্রধানাপ্রধানয়োর্ম্মধ্যে প্রধানে কর্ম্মসম্প্রত্যয়ঃ"); তজ্জন্য পৃথক্ স্নানের ব্যবস্থা নাই।

* সংশোধন না করিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে নাই। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষই প্রশস্ত। প্রত্যেকটিতে "(ওঁ) হুং নমঃ" এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিলে উহার শোধন করা হয়।

† ধ্যান শব্দের অর্থ—চিন্তা, অতএব ধ্যানের মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে হৃৎপদ্মমধ্যে সেইরূপ মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। একবক্ত্র শিবের রূপ—সৌম্যং মৌলীন্দুহং ত্র্যক্ষম্ একবক্ত্রং চতুর্ভুজং। শূলপঙ্কজহস্তঞ্চ বরদাভয়পাণিকং। আয়তাক্ষং সুরাবাধ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতং॥—আদিত্যপুরাণ।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং * ॥২

এই ধ্যান করিয়া, নিজ মস্তকে ঐ পুষ্প বা বিল্বপত্র রাখিয়া, বক্ষঃস্থলে উত্তান (চিৎ) ভাবে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া, মানসপূজা করিবে †।

তৎপরে পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করিয়া, হৃদয়স্থ দেবতা ঐ পুষ্পমধ্যে আবির্ভূত হইয়া মৃন্ময় লিঙ্গে অবস্থিত হইলেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া, শিবের মস্তকে ঐ পুষ্প বা বিল্বপত্র দিয়া আবাহন করিবে।

---

* ত্রীণি চ ত্রীণি চ ত্রীণি চ ত্রীণি চ ত্রীণি চ (একশেষ) = ত্রীণি নেত্রাণি যস্য তম্।

† মানসপূজা—হৃৎপদ্ম আসন দিয়া তাহাতে দেবতাকে বসাইবে, এবং শিরঃস্থ সহস্রদল-কমল হইতে ক্ষরিত অমৃত পাদ্য, মন অর্ঘ্য, উক্ত অমৃত আচমনীয়, উক্ত অমৃত স্নানজল, আকাশতত্ত্ব বস্ত্র, ক্ষিতিতত্ত্ব গন্ধ, চিত্ত অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ, হৃদয়ে কল্পিত সুধা-সমুদ্রের সুধা নৈবেদ্য, অনাহতধ্বনি (অর্থাৎ হৃদয়স্থ অনাহত-নামক চক্রের শব্দ) বাদ্য, বায়ুতত্ত্ব চামর, উক্ত শিরঃস্থ সহস্রদলকমল ছত্র, শব্দতত্ত্ব গীত, এবং ইন্দ্রিয়কর্ম্ম নৃত্য—মনে মনে এই সমস্ত নিবেদন করিবে।

মহেশ্বরকে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিবে—রজতগিরির ন্যায় তাঁহার বর্ণ; সুন্দর চন্দ্রখণ্ড তাঁহার শিরোভূষণ; রত্নময় বেশে তাঁহার দেহ উজ্জ্বল; তাঁহার বাম হস্তদ্বয়ে পরশু (টাঙ্গি অস্ত্র) ও মৃগমুদ্রা (অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাকে উচ্চ করিয়া রাখার নাম মৃগমুদ্রা; মৃগমুদ্রায় ভক্তকে অন্বেষণ করা বুঝায়), এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা; তিনি প্রসন্নমূর্ত্তি ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন; তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; তিনি জগতের আদি, জগতের কারণ, এবং সকলভয়হারী; তাঁহার পাঁচটি মুখ (এবং প্রত্যেক মুখে তিনটি করিয়া) পনরটি নেত্র। ২।

আবাহন—

(ওঁ) পিনাকধৃক্ * ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ; ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ; ইহ সন্নিধেহি; ইহ সন্নিরুধ্যস্ব; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। ৩। এই পাঁচ মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা (৪৫ পৃঃ ১৯ পং) প্রদর্শন করিবে।

স্নান—ইদং স্নানীয়জলং (ওঁ) পশুপতয়ে নমঃ † বলিয়া স্নান করাইয়া, বজ্রটি নামাইয়া পিনেটের উপর রাখিবে ‡।

পূজা—[এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ] স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে—এতৎ পাদ্যং নমঃ শিবায় নমঃ §—এইরূপ সর্ব্বত্র। এইরূপ এষোঽর্ঘ্যঃ (সামবেদীর পক্ষে—ইদমর্ঘ্যং)…¶। ইদমাচমনীয়ং…। এতৎ স্নানীয়জলং…। ইদমাচমনীয়ং…। এষ গন্ধঃ…। এতৎ পুষ্পং…। এতৎ সচন্দন-বিল্বপত্রং…‖। এষ ধূপঃ…। এষ দীপঃ…।

---

* পিনাক—ধৃঞ্ (প্রাপ্তি) + ক্বিপ্।

† কোনও বস্তুর নিবেদনকালে নমঃ শব্দের অর্থ—দান (দিতেছি)।

‡ লিঙ্গচ্ছিদ্রে মহেশানি মহাবহ্নিঃ প্রজায়তে। অতএব বরারোহে বজ্রং দদ্যাচ্ছিরোপরি॥ সবজ্রং পঠয়েদ্দেবি সবজ্রং স্থাপনং চরেৎ। সবজ্রং স্নাপয়িত্বা চ ততো বজ্রং পরিত্যজেৎ॥—বৃহল্লিঙ্গেশ্বরতন্ত্র।

§ নমোঽন্তেন শিবেনৈব স্ত্রীণাং পূজা বিধীয়তে। এবকারেণ প্রণবনিবৃত্তিঃ এবং শূদ্রস্যাপি।—আহ্নিকতত্ত্ব।

¶ শিবের অর্ঘ্যে বিল্বপত্র ও বোঁটা-সহিত কাঁটালী রম্ভাও দেওয়া হয়।

‖ "এতৎ সচন্দন-বিল্বপত্রং" ইহার পর দ্বিজাতিরা ত্র্যম্বক-মন্ত্র (ধ্যান-মালায় আছে) পাঠ করিয়া, তৎপরে "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়াও বিল্বপত্র দিতে পারেন।

হে পিনাকধৃক্, এখানে আইস, এখানে দাঁড়াও, ইহাতে বইস, ইহাতে স্থির হইয়া থাক, ইহাতে সম্মুখ হইয়া অবস্থিত হও, আমার পূজা গ্রহণ কর। ৩।

এতৎ সোপকরণামান্ন-নৈবেদ্যং...। ইদমাচমনীয়ং...।—এতৎ পানার্থজলং...।

পরে গৌরীপীঠে (অর্থাৎ পিনেটের মূলে) "এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) গৌর্য্যৈ নমঃ" বলিয়া গৌরীর পূজা করিবে।

(অষ্টমূর্ত্তি-পূজা—বেদিতে)

এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ (পূর্ব্বদিকে)। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ (ঈশানকোণে)। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ (উত্তরে)। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ (বায়ুকোণে) *। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ (পশ্চিমে)। এতে গন্ধ-পুষ্পে (ওঁ) পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ (নৈঋর্তে)। এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ (দক্ষিণে)। এতে গন্ধ-পুষ্পে (ওঁ) ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ (অগ্নিকোণে)। ৪

তৎপরে মূলমন্ত্র (অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের পক্ষে—ওঁ নমঃ শিবায়; এবং স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে—নমঃ শিবায়) ১০ বার জপ করিয়া—

(ওঁ) গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং, গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব, ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥

এই মন্ত্রে কোশাস্থিত সামান্যার্ঘ্য বা জলগণ্ডূষ শিবের অধঃস্থিত দক্ষিণহস্তের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা "বম বম্" † শব্দে দক্ষিণ গাল বাদ্য,

---

* শিবলিঙ্গের উপর দিয়া হাত ঘুরাইতে নাই; এইজন্য সম্মুখ দিয়া হাত ঘুরাইয়া বায়ুকোণে গন্ধপুষ্প দিবে।

† অ উ ম্ এই তিন অক্ষরে ওঁ হয়, এবং (উ অ ম্) ঐ তিন অক্ষরেই বম্ হয়; সুতরাং ওঁ ও বম্ একার্থক শব্দ।

পৃথিবীমূর্ত্তিধারী সর্ব্বকে এই গন্ধপুষ্প দিতেছি ইত্যাদি। ৪

ও কক্ষ (বগল) বাদাও করিবে (সমর্থ হইলে শিবাষ্টক ও মহিম্নস্তব পাঠ করিবে *)। তৎপরে "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ (ওঁ) নমঃ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। সমর্থ হইলে প্রদক্ষিণ (৪৩ পৃঃ) করিয়া, তার পর প্রণাম করিবে।

(প্রণাম-মন্ত্র)

(ওঁ) নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ-ত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ ৫
(ওঁ) নমস্তে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরং।
পুংসা-মপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপং ॥ ৬

বিসর্জ্জন—"(ওঁ) মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া শিবলিঙ্গে জল দিয়া, উহা কাইত করিয়া, সংহারমুদ্রা (৪৬) পৃঃ ১৫ পং দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক (উহা হইতে তেজোময় দেবতা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন এইরূপ ভাবিয়া) ঐ পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া, হস্ত-প্রক্ষালনপূর্ব্বক, ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল (V) করিয়া, "(ওঁ) চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া তদুপরি কিছু নির্ম্মাল্য দিবে।—

পাষাণাদি-নির্ম্মিত † শিবের পূজা করিতে হইলে, আসনশুদ্ধির পর, "ইদং স্নানীয়জলং (ওঁ) শিবায় নমঃ" বলিয়া স্নান করাইবে।

* শিবাষ্টক ২য় খণ্ডে, এবং মহিম্নস্তব ৪র্থ খণ্ডে আছে।

† পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, মুক্তা বা স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত।

হে পরমেশ্বর, তুমি মঙ্গলস্বরূপ; তুমি শান্তমূর্ত্তি; জগতের কারণ যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনের কারণ তুমি; আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমিই আমার গতি। ৫।

হে মহাদেব, তুমি সকল লোকের গুরু ও ঈশ্বর; এবং যে সকল লোকের কামনা পূর্ণ হয় না, তাহাদের কামনা পূরণ করিতে তুমি কল্পতরু-স্বরূপ; আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৬।

পরে গঙ্গাদির অর্চ্চনা ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা করিয়া, গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা, শিবের ধ্যান, মানসপূজা, পুনর্ধ্যান ও দশোপচারে পূজা, গৌরীপীঠে গৌরীপূজা, বেদিতে অষ্টমমূর্ত্তির পূজা (বেদি না থাকিলে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হয় না, এবং লিঙ্গেই গৌরীর পূজা করিবে); লিঙ্গে (ওঁ) ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টমাতৃভ্যো নমঃ (ওঁ) বৃষভায় নমঃ, (ওঁ) গণেভ্যো নমঃ, (ওঁ) ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে জপ হইতে প্রণাম পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে (বিসর্জ্জন নহে)। ঐ সকল শিবের কোনও প্রসিদ্ধ নাম থাকিলে তাহাও বলিতে হইবে। যথা—(ওঁ) নকুলেশ্বরায় (বা নকুলীশভৈরবায়) শিবায় নমঃ ইত্যাদি। পাষাণাদি-নির্ম্মিত চর-শিবলিঙ্গ বিল্বপত্রে বসাইবে না।

শিবরাত্রিব্রতে বিশেষ।

প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া, প্রাতঃকালেই সঙ্কল্প করিবে; যথা—প্রথমতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমি,-রাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায়, কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং॥ ৭

(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ (অথবা—ত্রয়োদশ্যাং তিথাবারভ্য) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল (অখণ্ড কাল), উভয় সন্ধ্যাকাল (প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল), পঞ্চভূত (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ), দিন, রাত্রি, দিক্‌পাল পবন (বায়ুকোণের অধিপতি অথণ্ড বায়ু), ভূমি, আকাশ (অখণ্ড আকাশ) এবং শূন্যমার্গচারী দেবতারা ব্রহ্মার আদেশ পালন করিয়া এই কার্য্যে (সাক্ষী রূপে) উপস্থিত হউন। ৭।

শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলং।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শম্ভো পরেঽহনি।
ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর॥ ৮

রাত্রে, পাষাণাদি-নির্ম্মিত অথবা পার্থিব শিবলিঙ্গে ৪ প্রহরে ৪ বার পূজা করিবে। অসমর্থ হইলে উপর্য্যুপরি ৪ বার পূজা করিবে। পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রতিবারে গড়িয়া লইবে। প্রতিপ্রহরে অগ্রে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইয়া পরে পূর্ব্ববৎ জল দিয়া স্নান করাইবে; এবং স্নানান্তে অর্ঘ্য দিয়া, তৎপরে দশোপচারে পূজা করিয়া, বিসর্জ্জনান্ত কার্য্য করিবে (পাষাণাদি-নির্ম্মিত লিঙ্গে বিসর্জ্জন করিতে হয় না)।

প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা—ইদং স্নানীয়দুগ্ধং (ওঁ) হৌং ঈশানায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র *—

(ওঁ) শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপ-পরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥ ৯

* অগ্রে "ইদমর্ঘ্যং বা "এষোঽর্ঘঃ" বলিয়া, তার পর অর্ঘ্যমন্ত্রটি পাঠ করিয়া, পরে "(ওঁ) নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া শিবের মস্তকে দিবে।

আমি এই মহাফলপ্রদ শিবরাত্রিব্রত করিব। হে জগদীশ্বর, তোমার প্রসাদে এ কার্য্যে আমার বিঘ্ননাশ হউক। হে শম্ভো, আমি চতুর্দ্দশীতে নিরাহার থাকিয়া পরদিন ভোজন করিব। হে ঈশ্বর, ভোগ ও মোক্ষের জন্য তুমি আমার আশ্রয় হও। ৮।

হে দেব, আমি পূজা ও জপে তৎপর হইয়া যথাবিধি শিবরাত্রিব্রত করিতেছি। হে মহেশ্বর, আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ৯।

দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা—ইদং স্নানীয়দধি (ওঁ) হৌং অঘোরায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

(ওঁ) নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ ॥ ১০

তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা—ইদং স্নানীয়ঘৃতং (ওঁ) হৌং বামদেবায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

(ওঁ) দুঃখ-দারিদ্র্য-শোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্য-মুমাকান্ত গৃহাণ মে ॥ ১১

চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা—ইদং স্নানীয়মধু (ওঁ) হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ—বলিয়া স্নান করাইবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

(ওঁ) ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্য-মুমাকান্ত গৃহাণ মে ॥ ১২

পরে প্রভাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

(ওঁ) অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর ॥ ১৩

তুমি মঙ্গলরূপ, তুমি শান্তমূর্ত্তি, এবং তুমি সর্ব্বপাপহারী। তোমাকে প্রণাম করি; তুমি প্রসন্ন হও। শিবরাত্রিতে এই অর্ঘ্য দিতেছি; উমার সহিত তুমি ইহা গ্রহণ কর। ১০।

হে পার্ব্বতীপতে, আমি দুঃখ দারিদ্র্য ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া শিবরাত্রিতে অর্ঘ্য দিতেছি; হে উমাকান্ত, তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর। ১১।

হে শঙ্কর, আমি অনেক পাপ করিয়াছি; তুমি সে সকল হরণ কর। আমি শিবরাত্রিতে অর্ঘ্য দিতেছি; হে উমাকান্ত, তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।১২।

হে দেব, তোমার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে আমি তোমাকে ব্রত অর্পণ করিলাম। হে জগতের নাথ, হে ত্রৈলোক্যের অধিপতি হর, ক্ষমা কর। ১৩।

যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতং।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমাপিতং ॥ ১৪
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মদ্ভুক্তিঃ প্রতিপদ্যতাং।
ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

বিসর্জ্জনান্তে কথা (পরেই আছে) শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা দিবে— (ওঁ) "এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" তিনবার বলিয়া দক্ষিণা-দ্রব্যে তিন-বার জলের ছিটা দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া বামহস্তে (উপুড় হাতে) ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ (ত্রিপত্র) ধরিয়া (বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য··· শ্রীশিবপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে শ্রীশিবায় তুভ্যং সম্প্রদদে। "(ওঁ) কৃতৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে। ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরদিনে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, চতুর্দ্দশী থাকিলে তাহাব মধ্যে, না থাকিলে অমাবস্যায় পারণ (চরণামৃত বা জলগণ্ডূষ পান অথবা অন্নাদি ভোজন) * করিবে। পারণের মন্ত্র—

(ওঁ) সংসার-ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ১৬

---

* উপবাস ভঙ্গ করাকে পারণ বলে।

আমি আজ যে পুণ্যকর্ম্ম করিলাম, তাহা রুদ্রকে নিবেদন করিলাম। হে দেব, তোমার প্রসাদে আজ আমি ব্রত সমাপন করিলাম। ১৪।

হে শ্রীমন্, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার পূজার সিদ্ধি হউক। তোমার দর্শনমাত্রেই আমি নিশ্চয় পবিত্র হইয়াছি। ১৫।

হে শঙ্কর, আমি সংসার-যাতনায় দগ্ধ। এই ব্রতের ফলে তুমি আমার উপর প্রসন্নবদন হইয়া সন্তুষ্ট হও। হে নাথ, আমাকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান কর। ১৬।

উপবাস-দিনে তৈলমর্দ্দন, বিলাস-দ্রব্য উপভোগ, দিবানিদ্রা, পাশা-খেলা ও স্ত্রীপুরুষ-সহবাস নিষিদ্ধ। পারণ-দিনে দ্বিতীয়বার ভোজন, পরান্ন-ভোজন, দূর-পথে গমন, ক্লেশকর কর্ম্ম, স্ত্রীপুরুষ-সহবাস ও দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ *। দিবানিদ্রা বা পুনঃপুনঃ জল পান করিলে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে বা করাইবে। সধবা স্ত্রীকে উপবাসব্রত (শিবরাত্রি, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি) করিতে নাই; করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হয়; তবে নিতান্ত ইচ্ছা হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া করিতে পারে। সঙ্কল্পিত ব্রত ভঙ্গ করিলে মস্তক মুণ্ডন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রত গ্রহণ করিতে হয় (অসমর্থ-পক্ষে ত্রিরাত্র উপবাসের অনুকল্প ২৪পণ কড়ির মূল্য ।√০ উৎসর্গ এবং কেশধারণেচ্ছায় উহার দ্বিগুণ উৎসর্গ কর্ত্তব্য। প্রমাদাদি বশতঃ একবার ব্রতভঙ্গ হইলে, অথবা কোনও অঙ্গহানি ঘটিলে তাহাতে ব্রত নষ্ট হয় না; সুতরাং পুনর্ব্বার ব্রতগ্রহণের আবশ্যকতা নাই †। উপবাসে প্রাণসংশয় ঘটিলে বা অশক্ত হইলে জল, ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ, ঔষধ, অথবা গুরু ও ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া পুজান্তে

---

* শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্।—স্মৃতিসন্তোষ। (গুরু, মাতুল, পিতা ও পুত্রের অন্ন পরান্ন নহে)। পুনর্ভোজনমধ্বানং যানমায়াসমৈথুনে। উপবাসফলং হন্যুর্দিবানিদ্রা চ পঞ্চমী॥ (অধ্বানং প্রতি যানম্ ইত্যেকম্)।—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

† লোভাদ্ মোহাদ্ ভয়াদ্ বাপি ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ। উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্। প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ॥ (বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে)।—পদ্মপুরাণ। সর্ব্বভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদো গুরুশাসনম্। অব্রতঘ্নানি কথ্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ॥—দেবল। কাম্যে নিত্যে চ বৈদিক-মাত্রে যথাকথঞ্চিৎ প্রধাননিষ্পত্তৌ নাঙ্গানুষ্ঠানার্থং প্রধানাবৃত্তিঃ।—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

বা রাত্রে হবিষ্যান্ন খাইলে ব্রতভঙ্গজন্য দোষ হয় না *। এক কার্য্যের উপবাসের দিন অন্য কার্য্যের জন্য ভোজন বিহিত হইলে (যেমন শ্রাদ্ধে শেষভোজন ইত্যাদি), তৎপরিবর্ত্তে আঘ্রাণ করিবে; এক এক কার্য্যের পারণের দিন অন্য কার্য্যের জন্য উপবাস করা আবশ্যক হইলে, কেবল জল দ্বারা পারণ করিবে।

শিবরাত্রি-ব্রতকথা। †

(ওঁ) নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ‡॥ (ওঁ) পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্ন-বিভূষিতে। দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণ-সেবিতে। অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভি-রিতস্ততঃ। সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তু-ফল-শোভিতে। স্থিরচ্ছায়-দ্রুমাকীর্ণে সন্তানক-বনাবৃতে। পারিজাত-প্রসূনোত্থ-গন্ধামোদিত-দিঙ্মুখে। আকাশগঙ্গা-সলিল-তরঙ্গগণ-নাদিতে। ত্রৈগুণ্য-ললিতৈশ্চারু-মরুদ্ভি-রূপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষি-বদনোদ্ভূত-বেদধ্বনি-নিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ॥ ১॥ সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ

---

* অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ। হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরো-র্ব্বচনমৌষধম্।—বৌধায়ন। নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা ইত্যাদি।—পদ্মপুরাণ।

† পুরাণপাঠে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার থাকায় তাঁহারা নিজেই কথা পড়িতে পারেন। অশক্ত হইলে সকল বর্ণেই কেবল ব্রাহ্মণের মুখে শুনিবেন (জ্ঞানবান্ হইলেও অন্য বর্ণের মুখে নহে)। যথা—ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যাৎ নান্যবর্ণজ-মাদরাৎ। শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্ রাজন্ বাচকাৎ নরকং ব্রজেৎ।—ভবিষ্যপুরাণ।

‡ এইটি সকল পুরাণের গায়ত্রীস্বরূপ। সেইজন্য সকল পুরাণের আদিতেই ইহা পাঠ করিতে হয়। ইহার ব্যাখ্যাদি মদীয় চণ্ডীটীকায় সবিস্তর আছে।

নারায়ণকে, নরোত্তম নরকে (পরমাত্মাকে), এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম

শঙ্করং ॥ শ্রীদেব্যুবাচ ॥ কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি ॥২॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ শ্রীশঙ্কর উবাচ॥ ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিব-রাত্রিকা॥ তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবং ॥৩॥ ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ ॥ ৪ ॥ ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।

করিয়া জয় (অর্থাৎ পুরাণাদি গ্রন্থ) পাঠ করিবে। কৈলাস পর্ব্বতের একটি শিখর সর্ব্বপ্রকার রত্নে ভূষিত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ যেখানে বাস করেন। অপ্সরারা নৃত্য করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। উহা সকল ঋতুর অর্থাৎ বার মাসের পুষ্পে পরিপূর্ণ, ও সকল ঋতুর অর্থাৎ বার-মাসের ফলে শোভিত। উহার সকল স্থানেই এরূপ বৃক্ষ সকল আছে যে, তাহা-দের ছায়া সর্ব্বদা সমভাবেই থাকে; এবং সন্তানক পুষ্পবৃক্ষের বনে উহা বেষ্টিত রহিয়াছে। পারিজাত-পুষ্প হইতে গন্ধ উঠিয়া সকল দিক্ আমোদিত করিতেছে। স্বর্গগঙ্গার জলের শত শত তরঙ্গ উঠিয়া সেখানে শব্দ করিতেছে। ত্রিগুণে সুন্দর (অর্থাৎ শীতল সুগন্ধ ও মৃদু) বায়ু বহিয়া উত্তমরূপে সে স্থানটিকে শীতল করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে ব্রহ্মর্ষিদিগের মুখ হইতে বেদপাঠের শব্দ উঠিতেছে। এমন সেই কৈলাস-পর্ব্বতের শিখরে পূর্ব্বে এক সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। ১। সুখে বাস করিয়া একদিন পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের কারণ (অর্থাৎ তুমি তুষ্ট হইলে লোককে চতুর্ব্বর্গ দিয়া থাক); অতএব কি কার্য্য, কি ব্রত অথবা কিরূপ তপস্যা করিলে তুমি তুষ্ট হও। ২॥ ভগবান্ মহাদেব দেবীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন—ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে যে চতুর্দ্দশী তিথি, তাহাতে যে অন্ধকারময়ী রাত্রি হয়, তাহাকে শিবরাত্রি বলে। সেই দিন যে উপবাস করে, সে আমাকে নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট করিয়া থাকে। ৩। সেই দিন উপবাসে আমি যেমন তুষ্ট হই, তেমন তুষ্ট স্নানেও হই না, বস্ত্রেও হই না, ধূপেও হই না, পূজায়ও হই না, এবং পুষ্পেও হই না। ৪।

নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ভুঞ্জীত নান্যথা ॥ ৫ ॥ মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়ীত স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ ॥ সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবদ্ বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাং। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে। বিল্বপত্রৈর্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাদ্ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ॥ মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা। ন তথা জায়তে প্রীতি-র্বিল্বপত্রৈর্যথা মম ॥ ৭ ॥ প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ। কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদিভিস্তথা ॥ ৮ ॥ দুগ্ধেন প্রথমে স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা ॥ ৯ ॥ পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং যথাশক্তি নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ ॥ ১০ ॥

(পূর্ব্বদিনে) ত্রয়োদশীতে স্নান করিয়া ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া নিরামিষ বা হবিষ্য একবারমাত্র খাইবে; তাহার অন্যথা করিবে না। ৫। রাত্রে আমার নাম স্মরণ করত পরিষ্কৃত স্থানে কুশের শয্যায় শয়ন করিবে। তার পর রাত্রিশেষে উঠিয়া আবশ্যক কার্য্য (অর্থাৎ মলমূত্রত্যাগ, দন্ত-ধাবন ও প্রাতঃস্নান) করিবে। পরে নিত্যক্রিয়া (অর্থাৎ দেবপূজা ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা) করিয়া এবং (সায়ংকালে) সায়ংসন্ধ্যাও করিয়া, নদী প্রভৃতির তীরে অথবা পরিষ্কৃত স্থানে স্থাবর লিঙ্গে (অর্থাৎ অচল শিবলিঙ্গে) কিংবা চর-লিঙ্গে (অর্থাৎ যাহা নাড়াচাড়া যায় এরূপ শিবলিঙ্গে) বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গপীঠ (অর্থাৎ বেদির নিম্নভাগ) মার্জ্জনা করিয়া (আমাকে) পূজা করিবে।৬। সমস্ত পুষ্প এক দিকে, আর বিল্বপত্র এক দিকে (অর্থাৎ আমার পূজায় সর্ব্বপ্রকার পুষ্প অপেক্ষা বিল্বপত্রই শ্রেষ্ঠ)। বিল্বপত্রে আমার যেমন সন্তোষ হয়, মণি মুক্তা ও প্রবালে এবং স্বর্ণপুষ্পাদিতেও সেরূপ হয় না। ৭। প্রহরে প্রহরে আমার স্নান এবং গন্ধ পুষ্প ধূপ প্রভৃতি দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিবে। ৮। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা, দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা, এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা স্নান করাইবে। ৯। নারদকৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বিধানে ও মূলমন্ত্রে, যথা-

অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তাঞ্ছুভব্রতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ ॥ ১১ ॥ এবমেতদ্ ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরং। যজ্ঞদানতপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ১২ ॥ এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্য-মবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারতঃ ॥ ১৩ ॥ তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু॥ অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা। ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ। খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশকঃ। বাগুরা-পাশ-শল্যাদি-প্রপুরিত-গৃহান্তরঃ ॥ ১৪ ॥ স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ॥ সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুস্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ ॥ ১৫ ॥ অথাস্ত-

---

শক্তি নৃত্য-গীতাদি দ্বারা আমাকে পূজা করিবে। ১০। তার পর পরদিনে আমার ভক্ত ও সদাচার-রত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া ও (ভোজন-দক্ষিণাদি দ্বারা) তুষ্ট করিয়া নিজে পারণ করিবে। ১১। হে দেবি, এইরূপে এই ব্রত করিলে তাহা আমার পরম প্রীতিকর হয়। যজ্ঞ দান ও তপস্যা ইহার ষোল ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। ১২। এই ব্রতের প্রভাবে গাণপত্য লাভ করে (অর্থাৎ আমার যে প্রমথগণ আছে, তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে), এবং ইচ্ছা করিলে পৃথিবীস্থ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইতে পারে। ১৩। এই তিথির মাহাত্ম্যও আমি বলিতেছি শুন—বারাণসী নামে সর্ব্বগুণযুক্ত যে পুরী আছে, সেখানে এক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ব্যাধ বাস করিত। সে সর্ব্বদা জীবহিংসায় রত থাকিত। সে খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও নিষ্ঠুরস্বভাব, এবং তাহার চক্ষু ও কেশ কটারর্ণ। ফাঁদ দড়ি বাণ প্রভৃতিতে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। ১৪। সে একদিন বনে গিয়া নানাবিধ পশু মারিয়া মাংসের ভার লইয়া নিজ গৃহে যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সেই ভার বহন করিতে অশক্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়ায় বিশ্রামের জন্য বনের মধ্যে একটা বৃক্ষের মূলে নিদ্রা গেল। ১৫। এদিকে সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং ভয়ঙ্কর রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন সে উঠিয়া কিছুই

মগমৎ সূর্য্যো নিশা ভূতা ভয়প্রদা। তত উত্থায় সোঽপশ্য-ম কিঞ্চিৎ তিমিরাবৃতং ॥ ১৬ ॥ হস্তামর্শবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। লতা-পাশৈর্বহুবিধৈ-র্মাংসভারং ববন্ধ সঃ ॥ ১৭ ॥ তমেব বৃক্ষকোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদ-ভীতিতঃ। শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিত-কলেবরঃ। জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহার-বারিণা ॥ ১৮ ॥ দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং। শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নিরাহারশ্চ লুব্ধকঃ ॥ ১৯ ॥ অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি। জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ ॥ ২০ ॥ তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ। তিথের্মাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি ॥ ২১ ॥ ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদি-সম্ভবঃ। তথাপি তিথি-মাহাত্ম্যাৎ তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা ॥ ২২ ॥ অথ প্রভাতে বিমলে

দেখিতে পাইল না; সমস্তই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ১৬। সে সেইখানে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বহুপ্রকার লতা দিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা একটি বিল্ববৃক্ষে সেই মাংসের ভার বন্ধন করিল। ১৭। গাছের গোড়ায় থাকিলে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে ভাবিয়া সেই বৃক্ষে উঠিল। এবং শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ও কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া রাত্রিতে সে জাগিয়া রহিল। তাহার সর্ব্বশরীর তখন শিশিরের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। ১৮। দৈবযোগে সেই বৃক্ষের মূলে আমার একটি লিঙ্গ ছিল; এবং সেদিন শিবরাত্রি তিথি, আর ব্যাধও উপবাসী ছিল। ১৯। তার পর তাহার দেহ-সংলগ্ন হিমের জল আমার উপর পড়িল; এবং হে সুন্দরি, তখনই সেই সঙ্গে বিল্বপত্রও ভাঙ্গিয়া পড়িল। ২০। হে ঈশ্বরি, তিথির মাহাত্ম্যে ও বিল্বপত্রের মাহাত্ম্যে তাহার সেই ভাবেই আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছিল। ২১। স্নান নাই হউক, পূজা না হউক, এবং নৈবেদ্যাদির আয়োজন না থাকুক, তথাপি তিথির মাহাত্ম্যে সেদিনে আমার (যেমন-তেমন) পূজাও মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। ২২। তার পর প্রাতঃকালে চারিদিক্ পরিষ্কৃত হইলে সেই ব্যাধ নিজ গৃহে গেল। কোনও সময়ে তাহার আয়ুঃশেষ হইলে তাহার নিকটে যমদূত

গতোঽসৌ নিজমন্দিরং। কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ ॥ ২৩ ॥ বন্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ ॥ ২৪ ॥ অথোভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ। অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ। যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বার-মুজ্জ্বলং ॥ ২৫ ॥ দৃষ্ট্বা স নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাং। ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং দুরাত্মতাং ॥ ২৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমং ॥ ২৭ ॥ নন্দী উবাচ ॥ এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্। পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রি-প্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধিং ॥ ২৮ ॥ ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ। দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ ॥২৯। এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি। অবোচং

আসিল।২৩। সেই দূত নানাপ্রকার দড়ি দিয়া তাহাকে বাঁধিতে উদ্যোগ করিলে, আমার আদেশে আমার দূত গিয়া তাহাকে বারণ করিল।২৪। পরে ব্যাধের জন্য উভয়ের মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। তার পর আমার দূত যমদূতকে প্রহার করায়, সে যমকে আমার উজ্জ্বল পুরীর দ্বারে লইয়া আসিল।২৫। যম সেখানে নন্দীকে দেখিয়া সকল কথা কহিলেন। ব্যাধ যে যাবজ্জীবন কুকর্ম্ম ও দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহাও তাহাকে বলিলেন।২৬। সর্ব্বজ্ঞ নন্দী তাঁহার সেই কথা শুনিয়া ব্যাধের সেই দিনের কার্য্য সেই যমকে শুনাইল।২৭। নন্দী বলিল—হে ধর্ম্মরাজ, ব্যাধ যাবজ্জীবন দৌরাত্ম্য ও পাপই করিয়াছে বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি হে ধর্ম্মরাজ, শিবরাত্রির প্রভাবে তাহাকে মহেশ্বরের নিকট আনা হইয়াছে।১৮। তার পর সেই যম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, নন্দীকে নমস্কার করিয়া, শিবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া, দূতের সহিত নিজ গৃহে গমন করিলেন।২৯। হে সুন্দরি, তোমার ভক্তিভাব বুঝিয়া, এই ব্রতের এইরূপ প্রভাব তোমাকে বলিলাম; আর তোমাকে কি বলিব বল?।৩০। পার্ব্বতী ভগবানের সেই কথা শুনিয়া

তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৩০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস সদৈবৈত-চ্ছিবরাত্রিব্রতং মুদা ॥৩১॥ বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়দ্ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩২ ॥ এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশ-মুপপাদিতং ॥ ৩৩। ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নান্যদ্ব্রতঞ্চ শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥৩৪॥ ইতি শিবরহস্যে শ্রীশিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা।

ইষ্ট-দেবতার পূজা।

তান্ত্রিক আচমন (৩৫ পৃঃ) করিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) দ্বার-দেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া দ্বারদেশে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ-পূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য বা জলশুদ্ধি (১০৪ পৃঃ), আসনশুদ্ধি (১০৫ পৃঃ), প্রাণায়াম ও করন্যাস (৩৯ পৃঃ), অঙ্গন্যাস (৪০পৃঃ), গন্ধাদির অর্চ্চনা ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা (৮৮পৃঃ), এবং গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা (১০৬পৃঃ) করিয়া, ইষ্টদেবতার ধ্যান (ধ্যানমালায় আছে) ও মানসপূজা (১১০পৃঃ ণ টীঃ) করিবে। তৎপরে গুরুর ধ্যান, ও "ঐং এতৎ পাদ্যং (ওঁ) গুরবে নমঃ" ইত্যাদিক্রমে দশোপচারে পূজা করিয়া, "এষ গন্ধঃ (ওঁ) গুরুভ্যো নমঃ, এইরূপ (ওঁ) পরমগুরুভ্যো নমঃ, (ওঁ) পরাপর-

---

আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া, আনন্দে সর্ব্বদাই এই শিবরাত্রিব্রতের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩১। পতিব্রতা পার্ব্বতী বান্ধবদিগকেও এই ব্রত বলিয়াছিলেন। এবং তাঁহারাও ভক্তিভাবে পৃথিবীতে রাজাদিগের নিকট কহিয়াছিলেন।৩২। এই-রূপে এই ব্রত পৃথিবীতে প্রচার লাভ করিয়াছে। ৩৩। এই সংসারে মহাদেব অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, জগতে অশ্বমেধের তুল্য আর যজ্ঞ নাই, ত্রিভুবনে গঙ্গার তুল্য আর তীর্থ নাই, সেইরূপ শিবরাত্রির তুল্য আর ব্রতও নাই। ৩৪।

গুরুভ্যো নমঃ, (ওঁ) পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, এবং (ওঁ) পীঠদেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। পুনর্ব্বার ইষ্টদেবতার ধ্যানপূর্ব্বক দশোপচারে পূজা, এবং পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া, “এষ গন্ধঃ (ওঁ) আবরণদেবতাভ্যো নমঃ” ইত্যাদি বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে প্রাণায়াম, যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ ও “গুহ্যাতি” ইত্যাদি মন্ত্রে (১০২পৃঃ) জপ-সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণায়াম এবং ইষ্টদেবতাকে ও গুরুকে প্রণাম করিবে (ধ্যানমালায় আছে)। পরে একগণ্ডূষ জল লইয়া “(ওঁ) ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না, যৎ স্মৃতং, যদুক্তং, যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ (ইষ্টদেবতার নাম) সমর্পয়ামি (ওঁতৎসৎ)। ১।” বলিয়া জলগণ্ডূষ ত্যাগ করিবে।

তুলসী-গাছে জল দিবার মন্ত্র।

(তুলসী-স্নান)

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীং ॥ ২

ইতঃপূর্ব্বে প্রাণ বুদ্ধি দেহ ও স্বভাবের বশে, জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায়, মন বাক্য হস্ত পদ উদর ও লিঙ্গ দ্বারা, যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বলিয়াছি ও যাহা করিয়াছি, তৎসমুদায় ব্রহ্মে সমর্পিত হউক। আমাকে এবং আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে অমুক দেবতাকে সমর্পণ করি। ১।

বিষ্ণুপ্রিয়া, ভক্তজনের জ্ঞানদাত্রী, জগদ্ধাত্রী, বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী তুলসী দেবীকে স্নান করাই। ২।

(প্রণাম)

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥ ৩

অশ্বত্থ-বন্দনা (জল দিবার মন্ত্র)।

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থান-মশ্বত্থ শময়াশু মে॥
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ৪

(প্রণাম)

অশ্বত্থ বৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ।
বিষ্ণুরূপ-ধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥ ৫

বিপ্রপাদোদক-পানের মন্ত্র।

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তু পিতরোদকং॥ ৬

হে বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনি তুলসীদেবি, তুমি বৃন্দা, তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি সত্যবতী; তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ৩।

হে অশ্বত্থ, তুমি আমার চক্ষুঃস্পন্দ (চোক-নাচা), ভুজস্পন্দ ও দুঃস্বপ্নদর্শন এবং শত্রুগণের অভ্যুদয় শীঘ্র উপশম কর। অশ্বত্থরূপধারী ভগবান্ জনার্দ্দন আমার উপর প্রীত হউন। ৪।

হে অশ্বত্থ, তুমি বৃক্ষরূপী, তুমি মহাদেব বলিয়া বিখ্যাত, তুমি বিষ্ণুরূপধারী; হে পুণ্যবৃক্ষ, তোমাকে প্রণাম করি। ৫।

আমি বিপ্রপাদোদক পান করায়, যত দিন পৃথিবী থাকিবে তত দিন আমার পূর্ব্বপুরুষগণ পদ্মপাত্রে (সুগন্ধ শীতল) জল পান করুন। (পীত্বা স্থিতস্য মম। পিতরঃ + উদকং = পিতরোদকং—আর্ষঃ সন্ধিঃ)। ৬।

বিষ্ণুচরণামৃত-পানের মন্ত্র।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥ ৭

বিষ্ণুচরণামৃত (অর্থাৎ শালগ্রামের স্নানজল) অগ্রে পান করিয়া; পরে মস্তকে দিবে। উহা শঙ্খপাত্রস্থ তুলসীপত্রযুক্ত করিয়া পান করিলে সমধিক ফল হয়। স্বতঃ পবিত্র বলিয়া উহা পান করিয়া আচমনাদি করিতে হয় না। বিপ্রপাদোদক পানের পর (পূর্ব্বে নহে) বিষ্ণুচরণামৃত পান করিতে হয়, এবং বিষ্ণুচরণামৃত পান না করিয়া মস্তকে ধারণ করিতে নাই। *

ভোজনবিধি।

হস্ত-পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া, পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া, প্রসন্নচিত্তে, সকল অঙ্গুলী দ্বারা, নিঃশব্দে ভোজন করিবে। জল-প্রোক্ষিত স্থানে (ব্রাহ্মণে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়ে ত্রিকোণ, বৈশ্যে গোলাকৃতি মণ্ডল করিয়া তদুপরি) ভোজনপাত্র স্থাপন করিবে। উপনীত দ্বিজাতিদিগকে ভোজনের পূর্ব্বে গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাস, এবং ভোজনের পরেও গণ্ডূষ করিতে হয় (তৃতীয় খণ্ডে গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাসের মন্ত্রাদি আছে)। উত্তরমুখে ও কোণাভিমুখে ভোজন করিবে না। পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখেও ভোজন নিষিদ্ধ। পূর্ব্ব-

---

* বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা। য আচামতি সংমোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে। শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে। বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ। বিরুদ্ধমাচরন্ মোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।—হরিভক্তিবিলাস।

অকালমৃত্যুহরণকারি ও সর্ব্বব্যাধিবিনাশক বিষ্ণুচরণামৃত পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করি। ৭।

ভুক্ত বস্তুর সম্যক্ পরিপাক না হইলে এবং অতিক্ষুধাতে ভোজন অকর্ত্তব্য (অতি ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বেই আহার করা উচিত)। অন্ন দ্বারা উদরের অর্দ্ধভাগ, এবং জল দ্বারা একভাগ পূর্ণ করিবে; চতুর্থ ভাগ বায়ুসঞ্চারের জন্য খালি রাখিবে। দিবসে একবারমাত্র, ও রাত্রিতে একবারমাত্র ভোজন কর্ত্তব্য। দিবসে গুরুতর আহার হইলে রাত্রিভোজন নিষিদ্ধ। যানে, শ্মশানে, দেবালয়ে, শয়নাবস্থায়, দাঁড়াইয়া, চলিতে চলিতে, আর্দ্র বস্ত্রে, আর্দ্র মস্তকে, অতিপ্রত্যুষে, সায়ংকালে, পা ছড়াইয়া, মস্তকে বস্ত্র জড়াইয়া, হস্তে বা ক্রোড়ে ভোজনপাত্র রাখিয়া, চর্ম্মাসনে বসিয়া এবং পাদুকা পরিধান করিয়া ভোজন করিবে না। এক পঙ্ক্তিতে অনেকে ভোজন করিতে থাকিলে, কাহাকেও ছুঁইবে না এবং অগ্রে উঠিবে না। শেষ না রাখিয়া ভোজন সমাপন করিবে না; কিন্তু জল, ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, ছাতু ও শাক নিঃশেষেই ভোজন করিবে (ইহাদের শেষ থাকিলে আর কাহাকেও তাহা খাইতে দিবে না)। উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃতগ্রহণ এবং রাত্রিকালে দধিভোজন নিষিদ্ধ। বামহস্তে বা একহস্তে জলপান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ (বামহস্তে জলপান করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত তাহার সহিত যোগ করিবে)। ভোজনের পর বসিয়া থাকিলে ভুঁড়ি হয়, শুইলে শরীর পুষ্ট হয়, বেড়াইলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়, এবং দৌড়িলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

অভক্ষ্য।

গৃঞ্জন (গাঁজর), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (ভুঁইছাতু) ও বৃথামাংস খাইতে নাই। বৈষ্ণবের পক্ষে সাদা বেগুণও অখাদ্য।

তিথিবিশেষে অভক্ষ্য।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে বৃহতী (কণ্টকারী), তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে

তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুণ, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মৎস্য ও মাংস খাইবে না। রবিবারে আমিষ-ভোজন নিষিদ্ধ।

আমিষ-দ্রব্য।

মৎস্য ও মাংসই প্রধান আমিষ। পাণ, লেবু, রাঙ্গানটে ও দগ্ধ বস্তুও আমিষ বলিয়া গণ্য।

হবিষ্যান্ন।

আতপতণ্ডুল, খই, কাঁচা মুগ, তিল, যব, মটর, বাস্তুক (বেতো-শাক), হিঞ্চা, লতাদির মূল, সৈন্ধব ও করকচ লবণ, গব্য-দুগ্ধ (সর-তোলা না হয়), গব্য-দধি, গব্য-ঘৃত, কাঁটাল, আম্র, কদলী, লবলী (নোড়), আমলকী, হরীতকী, জীরা, তেঁতুল, ইক্ষু (আক), ইক্ষুর চিনি (গুড় নহে)—এই সকল হবিষ্যদ্রব্য।

তাম্বূল।

পাণের বৃন্ত (বোঁটা) খাইলে ব্যাধি, অগ্রভাগ খাইলে পাপ, ও শিরা খাইলে বুদ্ধিনাশ হয়; এবং শুষ্কপর্ণভক্ষণে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে।

শয়নবিধি।

রাত্রিকালে ভোজনান্তে মুখ ও হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, উত্তম রূপে মুছিয়া, শয়ন করিবে। এবং নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তদীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। পশ্চিম ও উত্তর দিকে মাথা করিয়া শয়ন করিবে না; কিন্তু প্রবাসে পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইতে হয় *। প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, উত্তানভাবে

* প্রত্যক্‌শিরাঃ প্রবাসে তু ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ।—গর্গ।

(চিৎ হইয়া), নগ্ন (উলঙ্গ) অবস্থায় এবং তৈলাক্ত মস্তকে শয়ন করা নিষিদ্ধ। ভোজনান্তে বাম পার্শ্বে শয়ন কর্ত্তব্য।

স্ত্রীসংসর্গ।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পর্ব্ব বলে। পর্ব্বদিনে, দিবাভাগে, প্রভাতে, সায়ংকালে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, ও পীড়িত অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ। রজস্বলা (প্রথম ৩ দিনের মধ্যে) ও পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। সংসর্গকালে স্ত্রী-পুরুষের দেহ পবিত্র, এবং মন প্রসন্ন ও ভগবচ্চিন্তানিরত থাকা আবশ্যক।

ক্ষৌরবিধি।

বৃহস্পতিবারে ও শুক্রবারে ক্ষৌরকার্য্য নিতান্ত দোষাবহ ; কিন্তু অশৌচান্তাদি-কারণ বশতঃ করিতে পারা যায়। নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌরকার্য্য করাইতে নাই। অগ্রে কেশ, তৎপরে শ্মশ্রু (গোঁপ-দাড়ি), সর্ব্বশেষে নখ—এইরূপ ক্রমে ক্ষৌরকার্য্য কর্ত্তব্য। অশৌচান্তদিনে নখ-লোমাদির মধ্যে যাহা সর্ব্বদা ত্যাগ করা যায়, তাহাই ত্যাগ করিবে। অনর্থক কেশমুণ্ডন করিতে নাই ; কিন্তু পিতৃমাতৃমরণে (শিখারহিত) কেশমুণ্ডন কর্ত্তব্য। আরোগ্যাদি-কামনায় কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি ধারণ করিলে, কেবল পিতৃমাতৃমরণের অশৌচান্তেই, তাহা মুণ্ডন করিয়া, পুনর্ব্বার ধারণ করিবে। প্রয়াগে ও প্রায়শ্চিত্তের (অসম্পূর্ণ গো-প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন) পূর্ব্বাহ্নকৃত্যে, এবং চূড়াকরণে ও উপনয়নে শিখা-সহিত কেশ-মুণ্ডন করিবে ; অন্যত্র শিখামুণ্ডন করিবে না। কন্যা ও সধবার পক্ষে সর্ব্বত্রই কেশমুণ্ডনের পরিবর্ত্তে সমস্ত কেশের অগ্রভাগ অঙ্গুলিদ্বয় পরিমাণে ছেদন করিবে।

পরিশিষ্ট।

ধ্যানমালা

এবং প্রণাম-মন্ত্র, বীজ-মন্ত্র প্রভৃতি। *

গণেশের ধ্যান।

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং ॥ ১

পূজামন্ত্র—(ওঁ) গণেশায় নমঃ। বীজমন্ত্র—গং। এতৎ

* কোনও কোনও দেবতার অনেক মূলমন্ত্র আছে। এ পুস্তকে বাহুল্যপরিহারার্থে প্রধানটিই প্রদর্শিত হইল। যে সকল মূলমন্ত্রে ওঁ বা স্বাহা শব্দ আছে, স্ত্রী ও শূদ্রকে সে সকল মন্ত্র বলিতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে পূজামন্ত্রই বলিবেন। সকল মন্ত্রের আদিতেই ওঁ বলিতে হয়; কিন্তু যে মূলমন্ত্রের আদিতে ওঁ আছে, তাহার আদিতে আর ওঁ বলিতে হয় না। এইরূপ যে মন্ত্রের অন্তে নমঃ বা স্বাহা থাকে, তাহার অন্তে পুনর্ব্বার নমঃ বা স্বাহা বলিতে হয় না।

যিনি খর্ব্ব ও স্থূলকায়; একটি গজরাজের মুখই যাঁহার মুখ, যিনি লম্বোদর ও সুন্দর; ক্ষরিত মদের গন্ধে লুব্ধ হইয়া ভ্রমর সকল (বসিতে গিয়া) যাঁহার গণ্ডস্থলকে ব্যাকুল করিতেছে; যিনি দন্তের আঘাতে (ভক্তগণের) শত্রুদিগকে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের রক্তে সিন্দূরের শোভা ধারণ করেন; সেই পার্ব্বতীসুত, সিদ্ধিদাতা অভীষ্টপ্রদ গণপতিকে বন্দনা করি। ১।

পাদ্যং (ও) 'গং গণেশায় নমঃ' এইরূপে বীজ বা মূলমন্ত্র-সহিত *
মন্ত্রেও পূজা করা যায় (৫৮পৃঃ ৭পং)। বীজমন্ত্র, মূলমন্ত্র অথবা
নামই জপের মন্ত্র †। প্রণামমন্ত্র না জানিলে পূজার মন্ত্রেই
প্রণাম করিবে। মূলমন্ত্র পৃথক্ না থাকিলে বীজমন্ত্রই মূলমন্ত্র
জানিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইলে দেবতাবিশেষে বিশেষ মন্ত্র

---

* আবির্ভাবের কারণকে বীজ, এবং প্রতিষ্ঠার কারণকে মূল বলে। যে মন্ত্র জপ করিলে বর্ণশক্তিপ্রভাবে হৃৎপদ্মে দেবতার আবির্ভাব হয়, তাহাকে বীজমন্ত্র বলে; এবং যে মন্ত্রের প্রভাবে ঐ স্থানে দেবতা স্থিতিলাভ করেন, তাহার নাম মূলমন্ত্র।

† নাম জপের সময় প্রথমান্ত করিয়া বলিতে হয়; যথা—গণেশঃ, বিষ্ণুঃ, দুর্গা ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন যে, নামে বিভক্তি দিতে হয় না। তদ্বিষয়ে তাঁহারা "কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নাম" এই বচনকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন, এবং বৃষোৎসর্গে ভারত-নামোচ্চারণে "ভারত" এইরূপ বিভক্তিহীন শব্দ জপ করিতে বলেন। কিন্তু সে কথা আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু "নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত" এই বচনে বিভক্তিহীন শব্দ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নাম" এ স্থলে কৃষ্ণ শব্দ বিভক্তিহীন নহে 'কৃষ্ণঃ ইতি' স্থানে আর্ষপ্রয়োগ হেতু বিসর্গলোপের পরও সন্ধি হইয়াছে। নামে বিভক্তিযোগ অনাবশ্যক হইলে "হরিরিত্যবশেনাহ" ইত্যাদি স্থলেও বিভক্তি থাকিত না; "হরি হরি সকৃদুচ্চরিতং" এই বৃহন্নারদীয় বচনের টীকাকার "হরতং হরতমিত্যস্য মধ্যদেশে লৌকিকী ভাষা হরি হরীতি" লিখিয়া উপপত্তি করিতে যাইতেন না; "গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট" এই লঘু-ভাগবতীয় বচনের টীকাকার "হে গোবিন্দেতি গোবিন্দ ইতি চ" লিখিয়া উভয়ত্রই বিভক্তিনির্দ্দেশের প্রয়াস পাইতেন না, "হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ" এই ভাগবতীয় শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী "হরিবিরিঞ্চিহরা ইতি বক্তব্যে সন্ধিরার্ষঃ" লিখিতেন না; এবং পদ্ধতিকারেরাও নামকরণে "অমুকদেবশর্ম্মাসীতি নাম কথয়তি" ও বৃষোৎসর্গে "ভারতমিতি বদেৎ" এরূপ বিভক্তিযুক্ত করিয়া লিখিতেন না।

পড়িয়া, তদভাবে প্রার্থনামন্ত্র বা স্তবের শ্লোক পড়িয়া তৎপরে পূজার মন্ত্র বলিবে, অথবা কেবল পূজার মন্ত্রেই পুষ্পাঞ্জলি দিবে। সকল দেবতার পক্ষেই এইরূপ। গণেশের স্ত্রী—পুষ্টি (পুষ্ট্যৈ নমঃ)। বাহন—মূষিক (মূষিকায় নমঃ) *।

প্রণামমন্ত্র।

দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ॥ ২

সূর্য্যের ধ্যান।

রক্তাম্বুজাসন-মশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতা-মধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং॥ ৩

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। [মূল-মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হংসঃ, অথবা—ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ।]

প্রণামমন্ত্র।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ৪

* দেবতার প্রীত্যর্থেই তাঁহার বাহনাদির পূজা করা হইয়া থাকে।

দেবরাজ ইন্দ্রের শিরঃস্থিত মন্দারপুষ্পের মধুকণায় যাহা রক্তবর্ণ হইয়াছে, সেই গণেশের পাদপদ্মের রেণু (আমাদের) বিঘ্ন হরণ করুক। ২।

রক্তপদ্ম যাঁহার আসন; যিনি সকল গুণের সাগর; যিনি সকল জগতের অধিপতি; যিনি পদ্মসদৃশ চারি হস্তে দুইটি পদ্ম, অভয় ও বর ধারণ করিতেছেন; যাঁহার মুকুটে পদ্মরাগমণি রহিয়াছে, যাঁহার দেহ রক্তবর্ণ; এবং যাঁহার তিনটি নেত্র, সেই সূর্য্যকে আমি ভজনা করি। ৩।

জবাপুষ্পবর্ণ, কশ্যপনন্দন, মহাদীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশক, সর্ব্বপাপহারী সূর্য্যকে আমি প্রণাম করি। ৪।

বিষ্ণুর ধ্যান।

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ *॥ ৫

পূজামন্ত্র—(ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ। [বীজমন্ত্র—ওঁ। মূলমন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়। তুলসী দিবার মূলমন্ত্র—ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। হোমের মন্ত্র—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি (৩৩ পৃঃ)]। বাহন—গরুড় (গরুড়ায় নমঃ)। বিষ্ণুপূজার পর লক্ষ্মী ও সরস্বতীরও পূজা করিতে হয়।

প্রার্থনামন্ত্র।

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥ ৬

---

* সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ—সরসিজং=পদ্মম্। অসনম্=অস্যন্তে (ক্ষিপ্যন্তে ভূমৌ পাত্যন্তে রিপবঃ অনেন ইতি অসনং—করণে অনট্) গদাস্ত্রম্। সরসিজঞ্চ অসনঞ্চ সরসিজাসনে, তয়োঃ সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ আসক্তঃ), গদাপদ্মধারী ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু শঙ্খ ইতি জলজত্বাৎ পদ্মস্য, চক্রমিতি আয়ুধত্বাৎ গদায়াশ্চ উপলক্ষকম্। কনক-কুণ্ডলবানিতি পাঠান্তরম্।

নারায়ণকে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিবে—তিনি (হৃদয়স্থ) সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে (জ্যোতিঃ রূপে) অবস্থিত; সরসিজ (পদ্ম) ও অসন (গদাস্ত্র) ধারণ করিতেছেন; তাঁহার হস্তে কেয়ূর (বাজু), কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট, ও বক্ষে হার আছে। তিনি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-মূর্ত্তি, এবং শঙ্খ-চক্রধারী (অতএব চতুর্ভুজ)। ৫।

অনুবাদ।—৮১ পৃঃ। ৬।

নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অশেষক্লেশনাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে ॥ ৭

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ ৮

প্রণামমন্ত্র।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৯

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন মভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ১০

কমললোচন ও অশেষক্লেশনাশন পরমাত্মা হরিকে প্রণাম করি। হে লক্ষ্মী-কান্ত, তোমাকে প্রণাম করি। ৭।

হে হরি, হে মুরারি, হে মধুকৈটভরিপু, হে গোপাল, হে গোবিন্দ, হে মুকুন্দ, হে শৌরি (বসুদেবের পিতার নাম শূর, তাঁহার বংশধর), হে যজ্ঞেশ্বর, হে নারায়ণ, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণু, হে জগদীশ্বর, আমি নিরাশ্রয়; আমাকে রক্ষা কর।৮।

যিনি বেদপ্রতিপাদ্য দেবতা, যিনি গো ও ব্রাহ্মণদিগের বিশেষরূপে হিতকারী, জগতেরও হিতকারী, সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।৯।

যাহা সকলের সর্ব্বদা চিন্তনীয়, যাহা সংসারযাতনা হরণ করে, যাহা সকল অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে, যাহা গঙ্গাদি সকল তীর্থের আধার, শিব ও ব্রহ্মা যাহার স্তব করেন, যাহা সকলের আশ্রয়প্রদ, কেবল মুখে 'আমি তোমার ভৃত্য' বলিলেই যাহা সকল কষ্ট দূর করিয়া থাকে, এবং যাহা ভবসাগরের তরিস্বরূপ, হে প্রণতপালক মহাপুরুষ, তোমার সেই পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি। ১০।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং * ॥ ১১

শিবের ধ্যান।

শিবের ধ্যান, পূজামন্ত্র ও প্রণামমন্ত্র শিবপূজাবিধিতে (১০৯পৃঃ) আছে। বীজমন্ত্র—হৌং। মূলমন্ত্র—নমঃ শিবায় [বা—ওঁ নমঃ শিবায়। বিল্বপত্র দিবার মূলমন্ত্র—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে, সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং, উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা ॥ †]

জয়দুর্গার ধ্যান।

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-ররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ-রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন-মখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ ১২

* কলিযুগে শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে প্রণাম করিবার বিশেষ বিধি ভাগবতে আছে।

† যিনি পুণ্যশ্লোক, এবং যিনি উপাসকদিগের শারীরিক-স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, সেই মহাদেবকে পূজা করি। কাঁকুড়-ফল যেমন বৃন্ত হইতে স্বয়ং বিচ্যুত হয়, সেইরূপ আমরা তাঁহার প্রসাদে সংসার হইতে যেন বিচ্যুত হই; কিন্তু মুক্তিমার্গ হইতে যেন বিচ্যুত না হই।

হে ধার্ম্মিকবর, (রামরূপে) তোমার যে পাদপদ্ম, পিতার বাক্যে, একান্ত দুস্ত্যজ দেববাঞ্ছিত রাজ্যলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া, বনে গিয়াছিল, এবং প্রিয়তমা সীতার অভিলষিত মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়াছিল, হে মহাপুরুষ, তোমার সেই পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি। ১১।

জয়দুর্গাকে এইরূপ ধ্যান করিবে—কাল মেঘের ন্যায় তাঁহার বর্ণ। তিনি কটাক্ষে শত্রুগণের ভয় উৎপাদন করেন; তাঁহার মুকুটে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ আছে;

পূজামন্ত্র—(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। [মূলমন্ত্র—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা)। বাহন—সিংহ (বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ)।

প্রণামমন্ত্র।

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৩

লক্ষ্মীর ধ্যান।

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং।
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং
রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥ ১৪

পূজামন্ত্র—(ওঁ) লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। [বীজমন্ত্র—শ্রীং]। লক্ষ্মীপূজার পর নারায়ণ, কুবের (কুবেরায় নমঃ) ও অষ্টনিধির (অষ্টনিধিভ্যো নমঃ) পূজা করিতে হয়।

---

* পাশেতি—দক্ষিণে পাশাক্ষমালাভ্যাং, বামে পদ্মাঙ্কুশাভ্যাং ভূষিতাম্। বামকরে হেমপদ্মং, দক্ষিণকরে বরং দধতী-মতো দ্বিভুজামিত্যর্থঃ।—রঘুনন্দন।

তিনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র খড়্গ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন; তাঁহার তিনটি চক্ষু। তিনি সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া, তিনি স্বীয় তেজে সমগ্র ত্রিভুবনকে পূর্ণ করিতেছেন; তিনি দেবগণে পরিবেষ্টিত ও সিদ্ধিকামীদিগের সেবিত। ১২।

হে সকল মঙ্গলজনক পদার্থেরও মঙ্গলকারিণি, হে মঙ্গলময়ি, হে সর্ব্বকার্য্যের ফলদায়িনি, হে শরণাগতবৎসলে, হে ত্রিনয়নে, হে গৌরবর্ণে, হে বিষ্ণুশক্তিস্বরূপে, তোমাকে প্রণাম করি। ১৩।

লক্ষ্মীকে এইরূপ ধ্যান করিবে—তাঁহার দক্ষিণ ভাগে পাশ-অস্ত্র ও জপমালা, এবং বাম ভাগে পদ্ম ও অঙ্কুশ, তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা, ত্রিভুবনের মাতা, গৌরবর্ণা, স্বরূপা ও সকল অলঙ্কারে ভূষিতা, তাঁহার বামহস্তে স্বর্ণপদ্ম আছে, এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে বরদান করিতেছেন (সুতরাং দ্বিভুজা)। ১৪।

প্রার্থনামন্ত্র।

নমামি সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ ॥ ১৫

প্রণামমন্ত্র।

বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬

সরস্বতীর ধ্যান।

তরুণশকল-মিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥ ১৭

পূজামন্ত্র—(ওঁ) সরস্বত্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ঐং। [মূলমন্ত্র—বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা]। আবাহনে—(ওঁ) সরস্বতি দেবি…। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর পূজা করিয়া লক্ষ্মী, নারায়ণ, মস্যাধার (দোয়াত), লেখনী, পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রেরও পূজা করিতে হয় *।

* মন্ত্র—মস্যাধারায় নমঃ (বহু হইলে মস্যাধারেভ্যো নমঃ); লেখন্যৈ নমঃ বা লেখনীভ্যো নমঃ; পুস্তকায় নমঃ, বা পুস্তকেভ্যো নমঃ; বাদ্যযন্ত্রায় নমঃ বা বাদ্যযন্ত্রেভ্যো নমঃ।

হে হরিপ্রিয়ে, তুমি সকল প্রাণীকে বর প্রদান করিয়া থাক, তোমাকে আমি প্রণাম করি। যাহারা তোমার শরণাগত হয়, তাহাদের যে গতি, তোমার পূজার ফলে আমারও যেন সেই গতি হয়। ১৫।

হে পদ্মধারিণি, হে পদ্মবাসিনি, হে শুভপ্রদে, হে মহালক্ষ্মি, তুমি বিশ্বরূপের (বিষ্ণুর) ভার্য্যা। তুমি আমাকে সকল দুঃখ হইতে রক্ষা কর। তোমাকে প্রণাম করি। ১৬।

যিনি নূতন চন্দ্রকলা ধারণ করিতেছেন, যিনি শ্বেতবর্ণা, স্তনভারে যাঁহার অঙ্গ

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র।

যা কুন্দেন্দু-তুষারহার-ধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদাবন্দিতা
সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা॥ ১৮
সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারিবল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥ ১৯
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে॥ ২০

প্রার্থনামন্ত্র।

যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥ ২১

নত হইয়া পড়িয়াছে, যিনি শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, যাঁহার নিজ করকমলে লেখনী ও পুস্তকের শোভা প্রকাশ পাইতেছে; সেই বাগ্দেবী (সরস্বতী) সমস্ত বিদ্যাধন-লাভে অধিকারী করিবার জন্য আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৭।

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, ও তুষারমালা অর্থাৎ বরফরাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণা, যিনি শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা; যাঁহার হস্ত উত্তম বীণাদণ্ডে শোভিত; যিনি শ্বেত বস্ত্রে আবৃতা; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে বন্দনা করেন; যিনি অশেষ মূর্খতা অপহরণ করেন; সেই ভগবতী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন। ১৮।

যিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, সেই বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী দেবী আমার জিহ্বায় অধিষ্ঠান করুন। ১৯।

হে অতুলৈশ্বর্য্যশালিনি, বিদ্যাস্বরূপে, কমললোচনে, বিশ্বরূপে, বিশালনয়নে সরস্বতি, আমাকে বিদ্যা দাও, তোমাকে প্রণাম করি। ২০।

সর্ব্বলোকের পিতামহ (মরীচি প্রভৃতি পিতৃগণের পিতা) দেব ভগবান্ ব্রহ্মা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন থাকিতে পারেন না (অর্থাৎ তুমি যেমন কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাক না), আমার প্রতি সেইরূপ বরদাত্রী হও। ২১।

প্রণামমন্ত্র।

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ * ॥ ২২

(নীলসরস্বতী—তারার নামান্তর।)

মনসার ধ্যান।

দেবীমম্বা-মহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়া-মুদারাং সুললিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ-রনেকৈ-
র্বন্দেঽহং সাষ্টনাগা-মুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং ॥ ২৩

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মনসাদেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—মং। স্নুহিবৃক্ষে (শিজ্ গাছে) মনসার পূজা হয় বলিয়াই উহাকে "মনসা-গাছ" বলে।

প্রণামমন্ত্র।

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরুৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২৪

---

* বেদাঙ্গ—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চয়ঃ। জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব হি॥ বিদ্যাস্থান—পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ এতাবতা বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানের অন্তর্গত হইলেও প্রাধান্য হেতু পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে।

সরস্বতীকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। তিনি ভদ্রকালী অর্থাৎ মঙ্গলবিধায়িনী, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানকেও প্রণাম করি। ২২।

সর্পগণের মাতা, চন্দ্রবদনা, সুন্দরপ্রভা, বরদায়িনী, হংসবাহনে অবস্থিতা, মহাকায়া, সুন্দরবসনা, সিদ্ধিকামীদিগের সেবিতা, সহাস্যবদনা, সুবর্ণ ও মণিগণে এবং বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ ফণী দ্বারা ভূষিতশরীরা, অষ্টনাগসহিতা, ইচ্ছারূপিণী, সর্পময়ী দেবীকে বন্দনা করি। ২৩।

হে মনসাদেবি, তুমি আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকির ভগিনী, এবং জরৎকারু মুনির পত্নী, তোমাকে প্রণাম করি। ২৪।

মনসাপূজার পর, অষ্টনাগেরও পূজা করিতে হয় *। যথা—(ওঁ) অনন্তায় নমঃ। এইরূপ—বাসুকয়ে। পদ্মায়। মহাপদ্মায়। তক্ষকায়। কুলীরায়। কর্কটায়। শঙ্খায়।

শীতলার ধ্যান।

শীতলাং গর্দ্দভারূঢ়াং শ্যামবর্ণাং সুলোচনাং।
দক্ষিণে মার্জ্জনীমুষ্টাং † বামে কলসধারিণীং।
দিগম্বরীং দ্বিভুজাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং সর্ব্বরোগবিনাশিনীং॥ ২৫

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শীতলায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—শীং। আবাহনে—(ওঁ) শীতলে দেবি…। বাহন—রাসভ (রাসভায় নমঃ)।

প্রণামমন্ত্র।

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং॥ ২৬

---

* অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

† মুষ্টিশব্দাৎ অর্শ-আদিত্বাৎ অস্ত্যর্থে অৎ। দিগম্বরীত্যত্র ঙীপ্, আর্ষঃ।

শীতলা দেবীকে এইরূপ ধ্যান করিবে—তিনি গর্দ্দভে আরূঢ়া, শ্যামবর্ণা ও সুলোচনা; তিনি দক্ষিণ করে সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়াছেন, এবং বাম করে কলস ধারণ করিতেছেন; তিনি দিগম্বরা, দ্বিভুজা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা এবং সর্ব্বরোগবিনাশিনী। ২৫।

গর্দ্দভারূঢ়া, দিগম্বরা, সম্মার্জ্জনী ও কলস-ধারিণী, শূর্প (কুলা) দ্বারা শোভিত-মস্তকা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি। ২৬।

দক্ষিণা কালীর ধ্যান *।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং †।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব-দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাং।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাং।
কর্ণাবতংসতানীত-শববুগ্ম-ভয়ানকাং ‡।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাং।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাং।

---

* ইঁহার দক্ষিণ পদ শবরূপী শিবের বক্ষে থাকে। পুরুষকে দক্ষিণ ও শক্তিকে বামা বলে; সেই বামা দক্ষিণকে জয় করিয়া (অর্থাৎ তাঁহার উপাসনায় যত আয়াসে মুক্তিলাভ হয়, তদপেক্ষা স্বল্প আয়াসে) মুক্তি দেন বলিয়া দক্ষিণা কালী। যথা—দক্ষিণঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগদ্যতে। বামা যা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী। অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে।— মহানির্ব্বাণতন্ত্র। সমাসেও "দক্ষিণাকালিকা" হইবে (এখানে দক্ষিণা শব্দ উক্তপুংস্ক নহে)।

† করালাস্যামিত্যত্র পুনরুক্তিপরিহারায় কেচিৎ "অরেরিদম্ আরং (র-স্থানে লঃ) করে আলং বদনং যস্যাঃ তা"মিতি ব্যাচক্ষতে, কিন্তু তত্রাপি সদ্য-শ্ছিন্নশির ইত্যত্র পুনরুক্তিঃ স্যাৎ। বামাধোর্দ্ধেত্যাদৌ "প্রায়ঃ সান্তা অদন্তাঃ স্যু"রিতি বচনাৎ "পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়াশিরে" ইত্যাদিবৎ অধশব্দঃ অকারান্তঃ। অভয়ং বরদঞ্চৈবেত্যত্র এবশব্দঃ ইতিসমানার্থঃ, তদ্যোগে অভয়মিত্যত্র প্রথমা; ততঃ এবশব্দেন সহ দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিশব্দস্য বহুব্রীহিসমাসঃ।

‡ "শবযুগ্মভয়ানকাং" ইতি, "দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্" ইতি চ পাঠান্তরম্।

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাং।
শিবাভির্ঘোর-রাবাভি-শ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাং।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকাম-সমৃদ্ধিদাং॥ ২৭

পূজামন্ত্র—(ওঁ) দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্রীং।
মূলমন্ত্র—ক্রীং [অথবা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে

যিনি (অভক্তের পক্ষে) ভয়ঙ্করবদনা (বহির্মুখে ভয়ঙ্করা), (আকৃতিতে) ভয়ঙ্করা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা কালিকা নামে বিখ্যাতা, সর্ব্বোত্তমা ও মুণ্ডমালায় ভূষিতা, যাঁহার বামদিকের নিম্ন ও উর্দ্ধ হস্তে ক্রমান্বয়ে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও খড়্গ আছে, এবং দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধ ও নিম্ন হস্তে ক্রমান্বয়ে অভয় ও বর-মুদ্রা রহিয়াছে; যিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা (কৃষ্ণবর্ণা) এবং দিগ্বসনা, যাঁহার কণ্ঠ-সংলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে গলিত রক্তে সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত হইয়াছে, দুইটি শবকে (বা বাণকে) কর্ণাভরণ করিয়া যিনি ভয়ঙ্করা হইয়াছেন; যাঁহার দন্ত ভয়ঙ্কর ও মুখবিবর ভয়ঙ্কর, যাঁহার পয়োধর স্থূল ও উন্নত; যিনি শবদিগের করসমূহ দ্বারা স্বীয় কটিভূষণ রচনা করিয়াছেন, যাঁহার মুখ অট্টহাস্যযুক্ত; উভয় ওষ্ঠপ্রান্ত (চোয়াল) হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায়, যাঁহার মুখ আরক্ত হইয়াছে; যাঁহার রব ভয়ঙ্কর; যিনি অত্যন্ত উগ্রমূর্ত্তি, ও শ্মশানরূপ গৃহে (অর্থাৎ পরব্রহ্মে—১০১ পৃঃ *টী) বাস করিয়া থাকেন; প্রাতঃকালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় যাঁহার তিনটি চক্ষুঃ; যাঁহার দন্ত উন্নত; যাঁহার কেশরাশি দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাপিয়া লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে; যিনি শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিত ও ভয়ঙ্করশব্দকারী শৃগালগণে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত; মহাকালের সহিত যিনি বিপরীত বিহার (অর্থাৎ মহাকাল জগৎকে সংহারার্থ আপন করাল গ্রাসে আকর্ষণ করিতেছেন এবং তিনি তন্মধ্য হইতে স্বীয় ভক্তগণকে রক্ষা করিবার জন্য আপন ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন—এইরূপ ক্রীড়া) করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন; সুখে (অর্থাৎ ভক্তগণের রক্ষাবিধানজন্য আনন্দে) যাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে; এবং (ভক্তের পক্ষে) যাঁহার বদনকমল সদাই ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, সেই ধর্ম্ম, কাম ও ঐশ্বর্য্য-দায়িনী কালীকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ২৭।

কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা)। আবাহনে—দক্ষিণে কালিকে···। কালীপূজার পূর্ব্বে মহাকালের পূজা করিতে হয়। (শবরূপী শিব মহাকাল নহেন, উহা "মহাপ্রেত-পদ্মাসন"।

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র।

আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে * ॥২৮
দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ-নিবারিণি।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব॥ ২৯
কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৩০

সমস্ত শক্তিমূর্ত্তিকেই এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যায় (অন্যান্য মন্ত্রও আছে)। এবং সকলেরই প্রণামমন্ত্র—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি (১৩৮ পৃঃ)। যাঁহারা নিষ্কাম পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র বলিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের জন্য আমার চণ্ডীর শেষে দেবীস্তোত্র আছে †।

---

* বিধবাদিগের এ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবার কোনও আপত্তি নাই; যেহেতু দেবতাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা তাঁহারা সময় বুঝিয়া ও অধিকারী বুঝিয়াই দিয়া থাকেন। ভগবতি—বর্ণাধিক্য আর্ষ।

† এ স্থলে একটি কথা বক্তব্য—কেবল নিষ্কাম মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই নিষ্কাম হওয়া হয় না; সকল বিষয়েই কামনাশূন্য হইতে পারিলে (এমন কি, ক্ষুধায় খাদ্যের ইচ্ছা, এবং পিপাসায় জলের ইচ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিলে) তবে নিষ্কাম হওয়া যায়।

হে ভগবতি, আমাকে আয়ুঃ দাও, যশ দাও, সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন দাও, এবং সকল অভীষ্ট বস্তু প্রদান কর। ২৮।

হে বিপদুদ্ধারিণি, সর্ব্বানিষ্টনাশিনি, ধর্ম্মার্থমোক্ষদায়িনি দুর্গে দেবি, তুমি, সর্ব্বদা আমার প্রতি বরদাত্রী হও। ২৯।

হে কালি, হে কালি, হে মহাকালি, হে কালিকে, হে পাপনাশিনি, হে ধর্ম্ম-কামপ্রদায়িনি, হে দেবি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি। (সাতিশয় ভক্তি-প্রকাশের জন্য এক নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে)। ৩০।

মহাকালের ধ্যান।

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতং।
জটাভার-লসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জলন্নিভং ॥৩১

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মহাকালভৈরবায় নমঃ। [মূলমন্ত্র—হুং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা।] প্রধান-পূজান্তে "(ওঁ) হ্সৌ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

দশভুজা দুর্গার ধ্যান। *

জটাজূট-সমাযুক্তা-মর্দ্ধেন্দু-কৃতশেখরাং।
লোচন-ত্রয়-সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাং ॥
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাং ॥
সুচারু-দশনাং তীক্ষ্ণাং পীনোন্নত-পয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থান-সংস্থানাং মহিষাসুর-মর্দ্দিনীং।
মৃণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাহু-সমন্বিতাং ॥

---

* কালিকাপুরাণে যেরূপ পাঠ আছে, সেইরূপই লিখিত হইল।

দেবীর দক্ষিণ ভাগে মহাকালকে (নন্দীকে) পূজা করিবে। তিনি ধূম্রবর্ণ, দণ্ড ও খট্বাঙ্গধারী, দীর্ঘ দন্ত দ্বারা তাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর, তিনি শিশু, তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, তিনি স্থূলোদর (ভুঁড়ো), রক্তবস্ত্রপরিধান, ত্রিনেত্র, ঊর্দ্ধকেশ, মুণ্ডমালায় ভূষিত, তাঁহার জটাজূটে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, তিনি উগ্রস্বভাব, এবং তাঁহার দেহকান্তি উজ্জ্বল। ৩১।

ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং বাহুসংঘেষু সন্ততং ॥
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশ-মঙ্কুশ-মূর্দ্ধতঃ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামেঽধঃ প্রতিযোজয়েৎ ॥
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ *।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্ দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্র-বিভূষিতং † ॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্ত-বিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটী-কুটিলাননং।

---

* কেহ কেহ বলেন—"বিশিরস্কং" স্থানে "দ্বিশিরস্কং" পাঠ (যাহার দুইটি মস্তক—একটি স্কন্ধে ও অপরটি ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত); কিন্তু তাহা হইলে পরপঙ্‌ক্তিটি সংলগ্ন হয় না। "বিশিরস্কং" পাঠেই তাঁহাদের অভিপ্রেত অর্থও সিদ্ধ হয়; যেহেতু বিচ্ছিন্ন শির বলিলে, একটি শির ছিন্ন এবং সে শিরটি ভূমিতে পতিতই বুঝায়।

† কেহ কেহ "নির্যদ্দন্তবিভূষিতং" পাঠ করেন—নির্যৎ (নির্গত হইয়া পড়িতেছে এমন) দন্ত দ্বারা ভূষিত।

যিনি জটাসমূহ-সংযুক্তা, অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার মস্তকের আভরণ, যাঁহার তিন চক্ষুঃ, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর যাঁহার মুখ, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যাঁহার গঠন অতি সুন্দর, যিনি সুনয়না, নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা, সুন্দর-দন্তা, ক্ষিপ্রকারিণী, স্থূল ও উন্নত পয়োধরশালিনী, ত্রিভঙ্গাকারে দণ্ডায়মানা, মহিষা-সুরনাশিনী এবং মৃণালের ন্যায় দীর্ঘ ও কোমলস্পর্শ দশ-বাহু-বিশিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল চিন্তা করিবে, এবং ক্রমশঃ নিম্নে খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তির ধ্যান করিবে। বামদিকের পাঁচ হাতে (ঊর্দ্ধ হইতে ক্রমশঃ নিম্নে) খেটক, বৃহৎ ধনু, নাগপাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা কিংবা পরশু ধ্যান করিবে। এবং অধোভাগে ছিন্নমস্তক মহিষকে ধ্যান করিবে। (সেই মহিষের) শিরশ্ছেদ হইতে তদ্রূপ ভীষণ খড়্গহস্ত এক দানবকে ধ্যান করিবে। তাহার হৃদয় ত্রিশূলে বিদ্ধ, এবং

সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধির-বক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বাম-মঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ-মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
আভিঃ শক্তিভি-রষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥ ৩২

পূজামন্ত্র—(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র ও বাহন—জয়দুর্গার ন্যায় (১৩৮পৃঃ)। আবাহনে—(ওঁ) ভূর্ভুবঃস্বঃ দুর্গে দেবি…। প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (১২৫ পৃঃ)।

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান।

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং।

সে নির্গত নাড়ীনিচয় দ্বারা শোভিত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ত দ্বারা রক্তবর্ণ, এবং চক্ষু হইতে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে নাগপাশে বেষ্টিত, এবং তাহার মুখ জ্রূভঙ্গী দ্বারা ভয়ঙ্কর। দুর্গা নাগপাশযুক্ত বাম হস্ত দ্বারা তাহার কেশ ধরিয়া আছেন। দেবীর সিংহকেও ধ্যান করিবে, (প্রচুর পরিমাণে দৈত্যরক্ত পান করায়) তাহার মুখ দিয়া রক্তবমন হইতেছে। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহের উপর সমভাবে অবস্থিত, এবং বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধভাবে মহিষাসুরের উপর আছে। সেই রূপ দেবগণ স্তব করিতেছেন, এইরূপ ধ্যান করিবে। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তি তাঁহাকে সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-দায়িনী দেবীকে সতত এইরূপ ধ্যান করিবে। ৩২।

শঙ্খশার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাং।
চক্রঞ্চ পঞ্চ বাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুং *।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং।
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনাল-মৃণালিনীং।
রত্নদ্বীপ-মহাদ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে।
প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং॥ ৩৩

পূজামন্ত্র—(ওঁ) জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ †। বীজমন্ত্র—দূং। (মূলমন্ত্র—হ্রূং দূং স্বাহা)। আবাহনে—জগদ্ধাত্রি দুর্গে দেবি। প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (১৪৫পৃঃ)। বাহন—সিংহ (জয়দুর্গার ন্যায়—১৩৮ পৃঃ)।

---

* সদৃশীতনুং—পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ। রত্নদ্বীপমহাদ্বীপে—হৃৎপদ্মমধ্যে কল্পিত সুধাসমুদ্রে রত্নময়দ্বীপরূপে মহাদ্বীপে।

† 'জগদ্ধাতা' নামে কোনও পুংদেবতা না থাকায় সংজ্ঞাবাচক জগদ্ধাত্রী শব্দ উক্তপুংস্ক নহে; সুতরাং পুংবদ্ভাব হইবে না।

যিনি সিংহের স্কন্ধে অধিষ্ঠিতা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, চতুর্ভুজা, মহতী দেবশক্তি, সর্পময়-যজ্ঞোপবীত-ধারিণী; যাঁহার বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনু, এবং যিনি দক্ষিণ হস্তে চক্র ও পঞ্চ বাণ ধারণ করিতেছেন; যিনি রক্তবস্ত্রপরিধানা; প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার দেহের বর্ণ; যিনি নারদাদি মুনিগণের সেবিতা, এবং সংসারমধ্যে অতি সুন্দরী; যাঁহার উদরে নাভিপদ্মের মৃণালস্বরূপ রোমাবলী, বলয়াকৃতি ত্রিবলির (কুঞ্চিত মাংসের তিনটি রেখার) সহিত যুক্ত আছে; যিনি (হৃৎপদ্মমধ্যে কল্পিত সুধাসমুদ্রে) রত্নদ্বীপরূপ মহাদ্বীপের উপর প্রফুল্ল কমলে উপবিষ্ট আছেন, সেই হরকামিনীকে এইরূপে ধ্যান করিবে। ৩৩।

অন্নপূর্ণার ধ্যান।

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদান-নিরতাং স্তনভার-নম্রাং।
নৃত্যন্ত-মিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং ॥ ৩৪

পূজামন্ত্র—(ওঁ) অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং *। [মূল-মন্ত্র—হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা]। আবাহনে—অন্ন-পূর্ণে দেবি…। প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (১৪৫পৃঃ)।

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।

যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা।
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবন-সম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা ॥ ৩৫

* ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি সর্ব্বত্র মায়াবীজেন কুর্য্যাৎ। তথাচ নিবন্ধে, অঙ্গানি মায়য়া কুর্য্যাৎ ততো দেবীং বিচিন্তয়েৎ। কল্পে চ, যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা।—তন্ত্রসার, অন্নপূর্ণাকল্প।

যিনি রক্তবর্ণা ও বিচিত্র বস্ত্র-পরিধানা; নবোদিত চন্দ্রকলা যাঁহার চূড়ায় আছে; যিনি অন্নদানে রত ও স্তনভারে নত; অর্দ্ধেন্দুশেখর মহাদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া যিনি আনন্দিত, সেই ভবদুঃখহারিণী ভগবতীকে ভজনা করি। ৩৪।

যাঁহার নাম মধুর ও মনোহর, যাঁহার হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা, যিনি দ্বিভুজা ও গৌরবর্ণা, যিনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা ও মুকুট দ্বারা উজ্জ্বলরূপে ভূষিতা, যিনি রক্তবর্ণ কৌষেয় (চেলির) বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, যিনি সহাস্যবদনা, সুন্দরাননা ও নবযৌবনা, যিনি সুন্দরাঙ্গী ও মধুর-লাবণ্যযুক্তা, তিনিই দেবী মঙ্গলচণ্ডী। ৩৫।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—জয়দুর্গার ন্যায় (১১৮ পৃঃ। আবাহনে—মঙ্গলচণ্ডিকে দেবি…। প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র— কালীর ন্যায় (১৪৫ পৃঃ)।

ষষ্ঠীর ধ্যান।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্র-নিভাননাং।
পট্টবস্ত্র-পরীধানাং পীনোন্নত-পয়োধরাং।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠী-মম্বুজস্থাং বিচিন্তয়ে॥ ৩৬

পূজামন্ত্র—(ওঁ) ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ষং। (ষষ্ঠীর নামান্তর দেবসেনা; ইনি কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রী)। আবাহনে—ষষ্ঠী-দেবি…। বাহন—মার্জ্জার (মার্জ্জারায় নমঃ)। বটবৃক্ষ ষষ্ঠীর প্রিয়।

প্রণামমন্ত্র।

জয় দেবি জগন্মাত-র্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠি দেবিকে॥ ৩৭

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান।

দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনং।
দণ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিন্তয়েৎ॥ ৩৮

দ্বিভুজা, স্বর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী, রত্নময় অলঙ্কারে ভূষিতা, হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরমুখী, পট্টবস্ত্র-পরিধানা, স্থূল ও উন্নত-স্তনশালিনী, পদ্মাসনা এবং যিনি ক্রোড়দেশে পুত্রগণকে বসাইয়াছেন, সেই ষষ্ঠীকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ৩৬।

হে জগজ্জননি জগদানন্দকারিণি দেবি, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হও। হে মঙ্গলময়ি, আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি ষষ্ঠি, তোমাকে প্রণাম করি। ৩৭।

দ্বিভুজ, জটাধারী, সুন্দর, অতিবৃদ্ধ, চিরজীবী, দণ্ড ও জপমালা-ধারী মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান করিবে। ৩৮।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ। বীজমন্ত্র—মাং। আবাহনে—মার্কণ্ডেয়···।

প্রার্থনামন্ত্র।

চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থ-মস্মাকং বরদো ভব॥ ৩৯

প্রণামমন্ত্র।

আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।
মহাতপো মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোঽস্তু তে॥ ৪০

গঙ্গার ধ্যান।

সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রায়ুত-সমপ্রভাং।
চামরৈর্বীজ্যমানাস্ত শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাং।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র-নিজান্তরাং।
সুধাপ্লাবিত-ভূপৃষ্ঠা-মার্দ্রগন্ধানুলেপনাং।
ত্রৈলোক্য-নমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাং *॥ ৪১

হে মুনে, তুমি যেমন চিরজীবী, আমি যেন সেইরূপ চিরজীবী হই। আর (তোমার প্রসাদে) রূপবান্, ধনবান্ ও শ্রীমান্ হই। হে সপ্তকল্পজীবিন্ মহাভাগ মার্কণ্ডেয়, তুমি আয়ুঃ ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আমাদিগকে বর প্রদান কর। ৩৯।

হে আয়ুঃপ্রদ, হে মহাভাগ, হে চন্দ্রবংশসম্ভূত, হে মহাতপস্বিন্, হে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়, তোমাকে প্রণাম করি। ৪০।

যিনি সুরূপা, সুনয়না ও অযুতচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, যাঁহাকে চামর দিয়া (সখীরা) ব্যজন করিতেছে, যিনি শ্বেত ছত্রে শোভিতা, যিনি সুপ্রসন্না ও সুবদনা, যাঁহার অন্তঃকরণ করুণায় পরিপূর্ণ, যাঁহার অমৃতময় জলে ভূতল প্লাবিত হইয়াছে, যিনি আর্দ্র (সরস) চন্দনে অনুলিপ্তা, ত্রিভুবনবাসী যাঁহাকে প্রণাম করে, এবং দেবতাপ্রভৃতি সকলে যাঁহার স্তব করেন, সেই গঙ্গাকে ধ্যান করিবে। ৪১।

* ধ্যায়েদিতি শেষঃ।

প্রণামমন্ত্র।

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥ ৪২

পূজামন্ত্র—(ওঁ) গঙ্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—গাং। মূলমন্ত্র—গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায় (১৪৫ পৃঃ)। দশহরা গঙ্গার মূলমন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমো নমঃ। দশহরা গঙ্গার পূজাবিধি—স্নান করিয়া, দশ প্রস্থ (১০ চিরে) কৃষ্ণ-তিল ও গব্য-ঘৃত জলে দিয়া, যথাশক্তি উপচারে মূলমন্ত্রে গঙ্গার পূজা করিবে; যথা—এতৎ পাদ্যং (ওঁ) নমো নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমো নমঃ (ওঁ) গঙ্গায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। তৎপরে দশবিধ ফল নিবেদন করিয়া (অর্চ্চনায়—এতেভ্যো দশবিধফলেভ্যো নমঃ, নিবেদনে—এতানি দশবিধফলানি) ব্রহ্মা (ব্রহ্মণে নমঃ), বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, ভগীরথ (ভগীরথায় নমঃ), ও হিমালয়ের (হিমবতে নমঃ) পূজা করিবে। তৎপরে নৈবেদ্যের দশ প্রস্থ লইয়া দশটি ব্রাহ্মণকে দিবে; তৎপরে আচার-বশতঃ মনসার পূজাও করিবে।

বাণলিঙ্গের ধ্যান।

প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসার-দহনক্ষমং।
শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরং॥ ৪৩

ক্ষণমাত্রে যিনি সকল পাপ নাশ করেন, ক্ষণমাত্রে যিনি সকল দুঃখ দূর করেন, যিনি সুখদায়িনী ও মোক্ষদায়িনী, সেই গঙ্গাই পরম গতি। ৪২।

আনন্দে মত্ত, শক্তিযুক্ত, মহাদীপ্তিশালী, কামবাণযুক্ত, সংসারকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, শৃঙ্গারাদি রসে উল্লাসিত, পরমেশ্বর বাণনামক দেবকে ধ্যান করিবে।৪৩।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। বীজমন্ত্র প্রভৃতি শিবের ন্যায় (১১২ পৃঃ)। ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তবর্ণ, স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে এবং ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই কৃষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গ প্রশস্ত।

প্রণামমন্ত্র।

বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণামৃত-সাগরায়।
কর্পূর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়॥ ৪৪

রামের ধ্যান।

কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীল-সমপ্রভং।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেষ্টন-তৎপরং।
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভং।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত-করাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনূমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণং *॥ ৪৫

* ধ্যায়েদিতি শেষঃ।

যিনি নরকরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, যিনি জ্ঞানপ্রদ, যিনি দয়ারূপ অমৃতের সাগর, যিনি কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ চন্দ্রকলা ও জটাজুট ধারণ করিতেছেন, সেই দারিদ্র্য-দুঃখ-নাশকারী বাণেশ্বর শিবকে প্রণাম করি। ৪৪।

যাঁহার অঙ্গ কোমল, নয়ন বিশাল, ও বর্ণ ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়, সেই রামচন্দ্রকে ধ্যান করিবে; এবং তাঁহার দক্ষিণে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত দশরথ, পৃষ্ঠদেশে ছত্রধারী স্বর্ণকান্তি লক্ষ্মণ দেব, পার্শ্বদ্বয়ে হস্তে তালবৃন্ত (পাখা)-ধারী ভরত ও শত্রুঘ্ন দুইজন, ও সম্মুখে রামের কৃপা-ভিখারী ব্যগ্রচিত্ত হনূমান্‌কেও ধ্যান করিবে। ৪৫।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং। বাহন—হনূমান্ (হনূমতে নমঃ)।

প্রণামমন্ত্র।

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ * ॥ ৪৬

সীতার ধ্যান।

নীলাম্ভোজ-দলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দু-সুন্দরমুখীং বিস্মের-বিম্বাধরাং।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং।
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং ॥ ৪৭

পূজামন্ত্র—(ওঁ) সীতায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—সীং।

প্রণামমন্ত্র।

দ্বিভুজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন-তৎপরাং।
শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৮

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত-মনাবৃতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।

* "ক্বচিদ্বিশেষেণ সামান্যো ন বাধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ 'পতয়ে' ইতি।

রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, বেধা (সৃষ্টিকারী), রঘুনাথ, (জগতের) নাথ, সীতাপতিকে প্রণাম করি। ৪৬।

যাঁহার নয়ন নীলপদ্মের দলের (পাবড়ির) ন্যায় সুন্দর, যিনি নীল বস্ত্রে শোভিতা, যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার মুখ শরতের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, যাঁহার অধর বিম্ব (তেলাকুচা)-ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও হাস্যযুক্ত, যিনি করুণামৃত বর্ষণ করিতেছেন, যিনি হরিহরব্রহ্মপ্রভৃতির বন্দিতা, যিনি সকল লোকের বাঞ্ছিতফল-প্রদায়িনী, সেই রামপ্রিয়া জানকীকে ধ্যান করি। ৪৭।

দ্বিভুজা, স্বর্ণবর্ণা, রামমূর্ত্তিদর্শনেই ব্যগ্রা, রামপত্নী সীতাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ৪৮।

আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহার-লসৎপীন-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ।
স্রস্ত-ধম্মিল্ল-বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ।
দন্তপঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈ-র্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ॥ *
ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।

---

* সহস্রশঃ গোপকন্যাঃ মোহয়ন্তং গোবিন্দং স্মরেৎ ইত্যন্বয়ঃ। অনাবৃতং পুণ্ডরীকাক্ষমিতি পদদ্বয়ং গোবিন্দমিত্যস্য বিশেষণম্। আত্মনো বদনাম্ভোজ ইত্যাদি ভাবগর্ভিতৈরিত্যন্তং গোপকন্যাঃ ইত্যস্য বিশেষণম্। ভাবগর্ভিতৈঃ—ভাবৈঃ (স্বাভিপ্রায়ব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষৈঃ) গর্ভিতৈঃ (সঞ্জাতগর্ভৈঃ, ভাবপূর্ণৈরিত্যর্থঃ) বিভ্রমৈঃ (কটাক্ষপাতাদি-বিলাসবিশেষৈঃ)।

পুণ্ডরীকাক্ষ (পদ্মলোচন) অনাবৃত (অনাচ্ছন্ন অর্থাৎ মায়াতীত) শ্রীগোবিন্দকে এইরূপে ধ্যান করিবে। রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে বহুসহস্র গোপকন্যা তাঁহাদের নয়নরূপ ভ্রমরকুলকে নিজ মুখরূপ কমলে প্রেরণ করিতেছেন (অর্থাৎ গোপকন্যারা লোলুপ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন); তাঁহারা কামবাণে পীড়িত হইয়া অনেক ক্ষণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইয়াছেন; তাঁহারা মুক্তাহারে শোভিত এবং স্থূল ও উন্নত স্তনভারে নত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহাদের খোঁপা ও বসন খসিয়া পড়িয়াছে; মধুপান করায় তাঁহাদের বাক্যস্খলন হইতেছে; দন্তপঙ্‌ক্তির আভায় উদ্ভাসমান ও কম্পমান অধর দ্বারা তাঁহারা শোভিত হইতেছেন; হৃদয়ভাব-প্রকাশক বিবিধ বিলাসে সেই গোবিন্দের মন ভুলাইতে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন; এবম্ভূত গোপকন্যাদিগকে যিনি মোহিত করিতেছেন। প্রফুল্ল নীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার মুখ, যিনি ময়ূরপুচ্ছকে মস্তকের ভূষণ করিতে ভালবাসেন, যাঁহার (বক্ষে) শ্রীবৎস (একপ্রকার জড়ুর চিহ্ন), যিনি বৃহৎ কৌস্তুভমণি গলদেশে ধারণ করিতেছেন, যিনি

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ৪৯

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। [মূলমন্ত্র—ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা]। প্রণামমন্ত্র—বিষ্ণুবৎ (১৩৬পৃঃ)।

রাধিকার ধ্যান।

অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধর-সম-বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তনযুগ-গত-মুক্তা-দামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতি-সুতকান্তাং রাধিকা-মাশ্রয়েঽহং ॥ ৫০

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং।

প্রণামমন্ত্র।

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
বৃষভানুসুতাং * দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূং ॥ ৫১

* হিন্দীতে ষ'র উচ্চারণ খ; এইজন্য কেহ কেহ বৃখভানু বা বৃকভানু বলেন।

পীতাম্বর ও সুন্দর, গোপীগণ নীলপদ্মসদৃশ আপন আপন নয়ন দ্বারা যাঁহার মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করেন (অর্থাৎ সর্ব্বদা দর্শন করেন), যিনি গো ও গোপ-সমূহে পরিবেষ্টিত, যিনি মধুর-ধ্বনিবিশিষ্ট বেণুর বাদনে তৎপর, ও সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট ভূষণধারী, সেই গোবিন্দকে ভজনা করি। ৪৯।

নির্ম্মল পদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধ যাঁহার বর্ণ, যিনি নীলবসন-পরিধানা ও সুকেশী, চন্দ্রসদৃশ যাঁহার মুখ, খঞ্জনপক্ষীর ন্যায় যাঁহার চক্ষু, যিনি সুন্দরী, স্তনদ্বয়ের উপরিস্থিত মুক্তামালায় যিনি উদ্ভাসিতা, যিনি কিশোরবয়স্কা (অর্থাৎ নবযুবতী), সেই নন্দসুতের প্রেয়সী রাধিকাকে আমি ভজনা করি। ৫০।

নবযুবতী, সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী, পূর্ণানন্দযুক্তা, পতিব্রতা, বৃষভানুর কন্যা, বিশ্বজননী রাধাদেবীকে প্রণাম করি। ৫১।

গোপালের ধ্যান।

পঞ্চবর্ষ-মতিদৃপ্তমঙ্গনে, ধাবমান-মতিচঞ্চলেক্ষণং।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈ-রঞ্জিতং নমত গোপবালকং॥ ৫২

পূজামন্ত্র—(ওঁ) গোপালায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। [মূলমন্ত্র—গোপালায় স্বাহা]।

প্রণামমন্ত্র।

নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনং।
গোপিকা-নয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহং॥ ৫৩

তুলসীর ধ্যান।

ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগ-ভরানম্র-কল্পাঙ্গযষ্টিং।
ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং
শ্বেতাঙ্গীং তা-মভয়-বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাং॥ ৫৪

পূজামন্ত্র—ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ। স্নানের ও প্রণামের মন্ত্র (১২৬।১২৭পৃঃ)। তুলসীগাছে হরির পূজাও হয় (মন্ত্র—ওঁ হরয়ে নমঃ)।

পঞ্চবর্ষবয়স্ক, অতিদুর্দ্দান্ত, প্রাঙ্গণে ধাবমান, অতিচঞ্চলনয়ন, এবং ঘুঙুর, বালা, হার ও নূপুরে ভূষিত গোপবালককে প্রণাম কর। ৫২।

নীলপদ্মের দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যশোদা ও নন্দের পুত্র, গোপীগণের নয়নানন্দদায়ক গোপালকে আমি প্রণাম করি। ৫৩।

নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর যাঁহার মুখ, পক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ যাঁহার অধর, যিনি প্রভাবশালিনী, স্তনদ্বয়ের ভারে যাঁহার যষ্টিবৎ ক্ষীণ দেহ ঈষৎ নত হইয়াছে, যিনি ঈষৎ হাস্যযুক্তা ও সুন্দরবদনা, এবং চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি যাঁহার চক্ষুঃ, যিনি শ্বেতাঙ্গী, অভয় ও বরদাত্রী, এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, সেই তুলসীদেবীকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ৫৪।

তারার ধ্যান।

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবন সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং।
খড়্গকর্ত্তৃ-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজদ্বয়াং।
কপোলোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাং।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েৎ-মৌলা-বক্ষোভ্য-ভূষিতাং।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয়ভূষিতাং।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং *।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং॥ ৫৫।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) তারায়ৈ নমঃ। আবাহনে—তারে দেবি ‥। বীজমন্ত্র—হূং। মূলমন্ত্র—হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র কালীর

---

* করাণাং (রশ্মীনাম্) আলিঃ (শ্রেণী) বিদ্যতে অস্যা ইতি করালিনী (ব্রীহ্যাদিত্বাদিন্)।

যিনি বামপদ অগ্রে ও দক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মানা, দারুণস্বভাবা, মুণ্ডমালায় ভূষিতা, খর্ব্বাকৃতি, লম্বোদরা, ভয়ঙ্করা, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃতা, নবযৌবনসম্পন্না, ললাটে পাঁচটি নরকপালে ভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহা-ভয়ঙ্করা, বরপ্রদা; যাঁহার দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খড়্গ ও কাটারি, এবং বাম হস্তদ্বয়ে নরকপাল ও পদ্ম, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ একটি উগ্র জটা ও সর্পত্রয়াকৃতিভূষণ শোভা পাইতেছে, যিনি নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ নয়নত্রয়ে ভূষিতা, জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থিতা, বিকট দন্তপঙ্‌ক্তি-বিশিষ্টা, জ্যোতির্ম্ময়ী, আপনার ভাবেই আপনি সহাস্যবদনা, স্ত্রীজনোচিত ভূষণে ভূষিতা, এবং (প্রলয়কালীন) জগদ্ব্যাপি জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মে অবস্থিতা; সেই দেবীকে এইরূপ ধ্যান করিবে। ৫৫।

ন্যায় (১৪৫ পৃঃ)। প্রণামমন্ত্র—জয়দুর্গার ন্যায় (১৩৮ পৃঃ)। তারার নামান্তর—নীলসরস্বতী।

গুরুর ধ্যান।

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বর-পরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত-বিগ্রহং।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কং॥ ৫৬

পূজামন্ত্র—(ওঁ) শ্রীগুরবে নমঃ। বীজমন্ত্র—ঐং।

প্রণামমন্ত্র।

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৫৭

ব্রহ্মার ধ্যান।

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধর-শ্চতুর্বক্ত্র শ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্ত-কমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তন্বাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥

শিরঃস্থিত শ্বেতবর্ণ সহস্রদলপদ্মে গুরুকে এইরূপ ধ্যান করিবে—তিনি দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, শ্বেতবস্ত্র-পরিধান, শ্বেত মাল্য ও চন্দনে ভূষিত, করদ্বয়ে বর ও অভয়-ধারী, শান্ত ও করুণাময়-মূর্ত্তিধারী, বামভাগে পদ্মধারিণী শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, সহাস্যবদন, সুপ্রসন্ন এবং সাধকের অভীষ্টপ্রদ। ৫৬।

সম্পূর্ণ-মণ্ডলাকার এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে যিনি ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমব্রহ্মের তত্ত্ব যিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি। ৫৭।

দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচা।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনং॥ ৫৮

পূজামন্ত্র –(ওঁ) ব্রহ্মণে নমঃ। বীজমন্ত্র—ব্রোঁ। আবাহনে—(ওঁ) ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। গায়ত্রী—পদ্মাসনায় বিদ্মহে, হংসারূঢ়ায় ধীমহি ; তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ। "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া পদ্মে পূজা করিয়া, পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে অষ্ট দিক্‌পালের (ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ‍র্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান *) পূজা করিবে। তৎপরে ব্রহ্মার পূজা করিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে শিব, বামপার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ হস্তে স্রুব (স্রুবায় নমঃ) ও মালা (মালায়ৈ নমঃ), বাম হস্তে কমণ্ডলু (কমণ্ডলবে নমঃ) ও স্রুক্ (স্রুচে), দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী, বাম পার্শ্বে সাবিত্রী (সাবিত্র্যৈ নমঃ), সম্মুখে পদ্ম (পদ্মায় নমঃ), হংস (হংসায় নমঃ), বেদ (বেদেভ্যো নমঃ) ও ঋষিগণকে (ঋষিভ্যো নমঃ) পূজা করিবে। ব্রহ্মার পূজায় পূর্ণিমা ও অমাবস্যাই প্রশস্ত।

---

* ইন্দ্রায় নমঃ, এইরূপ অগ্নয়ে, যমায়,…বায়বে,…।

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ; কখনও রক্তপদ্মে, কখনও বা হংসে আরূঢ় ; রক্তবর্ণ, ও অত্যন্ত উন্নতদেহ। ঊর্দ্ধ বাম হস্তে কমণ্ডলু, ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে স্রুব (আহুতি দিবার পাত্র), অধঃ দক্ষিণ হস্তে জপমালা, এবং অধঃ বাম হস্তে স্রুক্ (হাতা)। বাম পার্শ্বে আজ্যস্থালী, সম্মুখে সমস্ত বেদ, বামপার্শ্বে সাবিত্রী, দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী, ও সম্মুখে ঋষিগণ ; ইঁহাদের সহিত ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। ৫৮।

প্রণামমন্ত্র।

চতুর্ব্বদন-সদ্মস্থ-চতুর্ব্বেদ-কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয়-সৎকর্ম্ম-সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৫৯

নূতন খাতা।

নববর্ষারম্ভে খাতা বদ্‌লাইবার দিনে বিষ্ণুর ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া খাতার প্রথম পত্রে সিন্দূর দ্বারা একটী পুত্তলী আঁকিয়া তাহাতে চন্দনের তিলক দিয়া তাহার দুই পার্শ্বে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার ছাপ দিতে হয়।

পুণ্যাহ।

জমীদারদিগের কাছারিতে নববর্ষের প্রথম খাজনা আদায়ের দিনকে পুণ্যাহ ("পুণ্যে") বলে। ইহাতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা কর্ত্তব্য।

গন্ধেশ্বরীপূজা।

বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধবণিকেরা এই পূজা করিয়া থাকেন। ইহা দুর্গার পূজা। জয়দুর্গার ধ্যান প্রভৃতি (১৩৭ পৃঃ)। আবাহন ১৪৮ পৃঃ ১১ পং।

চাক-পূজা।

কুম্ভকারেরা চড়কের পূর্ব্বদিনে তাহাদের চাকের উপর শিবলিঙ্গ গড়িয়া সমস্ত বৈশাখ মাস কার্য্য বন্ধ রাখে। মৃত্তিকা দ্বারা পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হয়, সুতরাং তাহারা মৃত্তিকা দ্বারা কার্য্য করে বলিয়া শিবের প্রীত্যর্থে নববর্ষারম্ভে চড়ক-পর্ব্ব (ইহা শিবেরই পর্ব্ব) উপলক্ষে ঐরূপ করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা ভিন্ন প্রথম শনিবারে ঐ শিবকে চাক হইতে তুলিয়া

যিনি চতুর্ম্মুখরূপ গৃহে চতুর্ব্বেদকে পালন করিতেছেন, এবং যিনি দ্বিজাতিদিগের কর্ত্তব্য সৎকর্ম্মসমূহের সাক্ষী, সেই ব্রহ্মাকে প্রণাম করি। ৫৯।

তাঁহার পূজা, দণ্ড সহ চক্রের পূজা (মন্ত্র—ওঁ সদণ্ড-কুলালচক্রায় নমঃ) এবং অন্যান্য যন্ত্রের পূজা (মন্ত্র—ওঁ কুলালযন্ত্রেভ্যো নমঃ) করিবে। কুম্ভাদিতে হিঙ্গুলের রঙ্ দেওয়া হয় বলিয়া হিঙ্গুলা দেবীরও (ঘটস্থাপনা-পূর্ব্বক) পূজা করিবে (মন্ত্র ওঁ হিঙ্গুলায়ৈ নমঃ)। তার পর পোয়ানের মুখের উপরিভাগে সিন্দূরের পুত্তলী আঁকিয়া তাহাতে ব্রহ্মার আবাহন ও পূজা (১৬০ পৃঃ) করিয়া পোয়ানের মুখে এক মুষ্টি খড় জ্বালিয়া দিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবে।

বিশ্বকর্ম্মপূজা।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে (ভাদ্রমাসের শেষ দিনে) কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পীরা এই পূজা করেন।

(ধ্যান)

দংশপাল মহাবীর সুচিত্র-কর্ম্মকারক।
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ চ ত্বং রসনা-মানদণ্ডধৃক্॥ ৬০

পূজামন্ত্র—(ওঁ) বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ। বীজমন্ত্র—বিং। আবাহনে—(ওঁ) বিশ্বকর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র।

শিল্পাচার্য্য মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক।
বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক॥ ৬১

হে বিশ্বকর্ম্মন্, তুমি দংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা সকলকে রক্ষা করিতেছ, তুমি মহাবীর, তুমি অতি সুন্দর শিল্পকার্য্য করিয়া থাক; তুমি জগতের নির্ম্মাণ ও পোষণ করিতেছ, এবং তুমি রসনা (মাপ-দড়ি) ও মানদণ্ড (মাপ-কাঠি) ধারণ করিতেছ। ৬০।

হে শিল্পগুরো, হে মহাত্মন, হে দেবকার্য্যসাধক, হে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বিশ্বকর্ম্মন্, তোমাকে প্রণাম করি। ৬১।

ইঁতুপূজা।

অগ্রহায়ণমাসে প্রতি-রবিবারে শস্যসম্পত্তিকামনায় (রবি-শস্যের বৃদ্ধি কামনায়) এই পূজা করিতে হয়। ইহা সূর্য্যের পূজা ; এইজন্য রবিবারে করিতে হয় ও রবিশস্য ছড়াইয়া তন্মধ্যে ঘট পাতিতে হয়। মিত্র শব্দে সূর্য্য ; মিত্র হইতেই ক্রমশঃ মিতু ও ইঁতু হইয়াছে। ধ্যান ও প্রণাম (১৩৪ পৃঃ)। আবাহনে—(ওঁ) মিত্র ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। পূজামন্ত্র—(ওঁ) মিত্রায় নমঃ। *

আ'ল দুর্গার পূজা †।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ। ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র (১৩৭ পৃঃ)।

ঘেঁটুপূজা।

চৈত্র সংক্রান্তিতে (ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে) কর্ত্তব্য। পূজা-মন্ত্র—(ওঁ) ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ঘং। আবাহনে (ওঁ) ঘণ্টাকর্ণ ইত্যাদি। পূজার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন।
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥ ৬২

---

* সূর্য্যের প্রচলিত বহু নাম থাকিতে অপ্রচলিত মিত্র নামটিই গ্রহণ করা হইল কেন ?—এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য—আদিত্যহৃদয়ে দ্বাদশমাসে সূর্য্যের যে দ্বাদশ নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আছে "মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।" (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যের নাম মিত্র, পৌষ মাসে বিষ্ণু)।

† আলি-দুর্গা হইতে আল-দুর্গা হইয়াছে। ক্ষেত্রের আলিতে এই পূজা হয়।

হে ঘণ্টাকর্ণ, তুমি মহাবীর এবং সর্ব্বরোগ-বিনাশক। হে মহাবলশালিন্, বিস্ফোটকভয় উপস্থিত হইলে তুমি রক্ষা করিও, রক্ষা করিও। ৬২।

পঞ্চানন্দপূজা।

মহাদেবের নামও পঞ্চানন, এবং তাঁহার অনুচর প্রমথগণের মধ্যেও একজনের নাম পঞ্চানন। তাঁহাকে লোকে "পঞ্চানন্দ" বলে। পূজামন্ত্র—(ওঁ) পঞ্চাননায় নমঃ। বীজমন্ত্র—পং।

☞ ধ্যানমালায় কতকগুলি মূর্ত্তিকে ভয়ঙ্কর ও কতকগুলিকে অশ্লীল বলিয়া আপাততঃ বোধ হয় বটে; কিন্তু ভয়, ঘৃণা, শ্লীলতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি বস্তুবিশেষের সাধারণ ধর্ম্ম নহে; ব্যক্তিবিশেষেরই মানসিক ধর্ম্ম। যেহেতু অনেকে দিবাভাগেও মৃতদেহ দেখিলে অত্যন্ত ভীত হয়, আবার অনেকে রাত্রিকালে মৃতদেহের পার্শ্বে শয়ন করিয়া নির্ভীক চিত্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। অনেকে বিষ্ঠার গন্ধে ঘৃণায় বমন করে, আবার অনেকে বিষ্ঠাভাণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া নির্ব্বিকার মনে ভোজন করিয়া থাকে। পর্ব্বতীয় অসভ্য জাতিরা উলঙ্গ থাকিয়াও স্বজাতির নিকট শ্লীলতা রক্ষা করে, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে অশ্লীল বলি; আবার আমরা উত্তম ধুতি উড়ানি পরিয়া স্বসমাজে সম্পূর্ণ শ্লীলতা প্রকাশ করিলেও ইয়ুরোপীয় সভ্য জাতিরা আমাদিগকে নিতান্ত অশ্লীল মনে করিয়া থাকেন। সিংহদম্পতীকে দেখিয়া সকল প্রাণীই ভয়ে পলায়ন করিলেও তাহাদের শাবক যেমন স্নেহময় মাতাপিতা ভাবিয়া নির্ভয় চিত্তে তাহাদের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ অভক্তেরা কোনও কোনও মূর্ত্তিকে ভয়ঙ্কর দেখিলেও ভক্তেরা তাহাকে শান্তিময়ই দেখিয়া থাকে; এবং যুবতীর অনাবৃত স্তনমণ্ডল দেখিয়া অন্যের মনে বিকার জন্মিলেও সন্তানের মনে যেমন ভক্তিরই সঞ্চার হয়, সেইরূপ অভক্তেরা যে মূর্ত্তিকে অশ্লীল দেখে, ভক্তের মনে তাহা অতি পবিত্র ও মধুর ভাবেই ভাসমান হইয়া থাকে। আর

এক কথা—নির্গুণ ও নিরাকার পরমেশ্বর উপাসকদিগের উপাসনার সৌকর্য্যার্থে সগুণ ও সাকার হইয়া তাহাদের রুচিভেদে কার্য্যবিশেষের ব্যপদেশে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার পিতৃশক্তিতে পুংমূর্ত্তি, ও মাতৃশক্তিতে স্ত্রীমূর্ত্তি হইয়াছে। অতএব সকল মূর্ত্তিই সেই একমাত্র পরমেশ্বরের মূর্ত্তি ভাবিয়া এক মূর্ত্তির উপাসক অন্য মূর্ত্তির প্রতি দ্বেষবর্জ্জিত হইবেন। মূর্ত্ত্যন্তরের প্রতি দ্বেষ করিলে স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতিই দ্বেষ করা হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন, অন্য মূর্ত্তির প্রতি দ্বেষবুদ্ধি করিয়া একান্ত ভক্তিসহকারেও আমার পূজা করিলে আমি সে পূজা গ্রহণ করি না। তাই দেবর্ষি নারদ পরম বৈষ্ণব হইয়াও পরম শৈব ও শাক্ত ছিলেন; তাই মহর্ষি বেদব্যাস দ্বেষবুদ্ধিতে শিবারাধনা ছাড়িয়া হরির আরাধনা করিতে গিয়া কাশীতে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত যাদব, পাণ্ডব ও গোপীগণও দুর্গার আরাধনা করিতেন; এবং তাই দুর্গাই কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।

বীজমন্ত্রের অর্থ।

ঐং—(ঐ + ং) ঐ = সরস্বতী বা গুরুদেব, ং = দুঃখহরণ। সরস্বতী দেবী বা গুরুদেব, আমার দুঃখ হরণ করুন। *

ওঁ—(অ + উ + ম্) অ উ ম্ এই তিন বর্ণে যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব তমঃ এই ত্রিগুণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিদেব, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিভুবন, ঋক্ যজুঃ সাম এই ত্রিবেদ, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর বুঝায়; ँ = দুঃখহরণ। যিনি ত্রিগুণে

---

* ক্রীং বীজের টীকা দ্রষ্টব্য।

ত্রিদেব-মূর্ত্তি ধারণ করেন, ত্রিভুবন যাঁহার বিরাট্ মূর্ত্তি, ত্রিবেদ যাঁহাকে ত্রিবিধ স্বরে গান করেন, সেই পরমেশ্বর আমার ত্রিতাপজনিত দুঃখ হরণ করুন (অর্থাৎ আমাকে মুক্তি প্রদান করুন)।

ক্রীং—(ক্+র+ঈ+ং) ক=কালী, র=ব্রহ্ম, ঈ=মহামায়া, ঁ(নাদ)=বিশ্বমাতা, (বিন্দু)=দুঃখহরণ। কালীই ব্রহ্ম, তিনিই মহামায়া ও বিশ্বপ্রসবিনী, তিনি আমার দুঃখ হরণ করুন। অথবা—ক=চিৎ, র=তেজঃ, ঈ=অভীষ্টদান, ং= মুক্তিদান। চিদ্রূপিণী তেজোময়ী দেবী অভীষ্ট প্রদান করিয়া আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। *

ক্লীং—(ক্+ল্+ঈ+ং) ক=কৃষ্ণ, ল=ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, ঈ=তুষ্টি, ং=দুঃখহরণ। কৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি তুষ্ট হইয়া আমার দুঃখ হরণ করুন।

দুং—(দ্+উ+ং) দ=দুর্গা, উ=রক্ষা, ং=দুঃখহরণ। দুর্গা আমার আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ হরণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীং—(শ্—র্+ঈ+ং) শ=লক্ষ্মী, র=ধনপ্রদা বা ব্রহ্ম, ঈ= তুষ্টি, ং=দুঃখহরণ। লক্ষ্মী ধনপ্রদা অথবা ব্রহ্ম, তিনি তুষ্ট হইয়া আমার দুঃখহরণ করুন।

হৌং—(হ্+ঔ+ং) হ্=মহাদেব, ঔ=সদাশিব অর্থাৎ সর্ব্ব-

---

* কঃ কালী ব্রহ্মরূপো রো মহামায়ার্থকশ্চ ঈঃ। বিশ্বমাত্রার্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ॥—বরদাতন্ত্র। ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং জ্ঞানচিৎকলা। জ্বলনার্ণসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা। দীর্ঘেকারেণ দেবেশি সাধকাভীষ্ট-দায়িনী। বিন্দুনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী॥—তন্ত্রান্তর। (জ্বলনার্ণঃ—বহ্নিবীজবর্ণঃ রকারঃ)।

মঙ্গলময়, ং—দুঃখহরণ। সর্ব্বমঙ্গলময় মহাদেব আমার দুঃখহরণ করুন।

হ্রীং—(হ্+র্+ঈ+ং) হ—মহাদেব, র—প্রকৃতি, ঈ—মহামায়া অর্থাৎ বিশ্বপ্রসবিনী, ং=দুঃখহরণ। মহাদেবের অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রকৃতি বিশ্বপ্রসবিনী দেবী আমার দুঃখহরণ করুন।

গং প্রভৃতি বীজের আদ্যক্ষরে তত্তৎ দেবতা বুঝায়, স্বরবর্ণে পরমব্রহ্ম বুঝায়, এবং অনুস্বারে দুঃখহরণ বুঝায়।—অমুক দেবতাই পরমব্রহ্ম, তিনি আমার সর্ব্বদুঃখহরণ করুন অর্থাৎ আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। নামের আদ্যক্ষরে অনুস্বার যোগ করিলেও বীজ হয় *।

স্নানের সঙ্কল্প ও মন্ত্র।

সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হইলে অগ্রে একটি ডুব দিয়া, পরে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া, পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া, এক অঞ্জলি জল লইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

(বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে †। পরে গঙ্গার আবাহন (৭৮ পৃঃ ১৩ পং) বা সর্ব্বতীর্থের আবাহন (৭৯ পৃঃ ৮ পং) করিয়া, পূর্ব্ববৎ (৮১ পৃঃ ৩ পং) স্নান করিবে। বিশেষ বিশেষ স্নানে—সঙ্কল্পবাক্যে বিশেষ বিশেষ পদ প্রয়োগ এবং আবাহনান্তে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

---

* স্বনামাদ্যক্ষরং বীজং সর্ব্বেষামভিধীয়তে।—তন্ত্রসার।

† প্রাতঃস্নানে—প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।

গঙ্গাস্নানে।

সঙ্কল্পে—...সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং...।

(বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে ইত্যাদি (৮০ পৃঃ)।]

সৌর বৈশাখে প্রাতঃস্নান।

সঙ্কল্পে—(বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য মেষস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গা-স্নানে...অর্দ্ধপ্রসূত-গবীলক্ষদানজন্য-ফল-সম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

মন্ত্র * —

[বৈশাখং সকলং মাসং মেষসংক্রমণে রবেঃ।
প্রাতঃ সনিয়মং স্নানে প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥
মধুহন্তঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞয়া।
নির্বিঘ্নমস্তু মে পুণ্যং বৈশাখস্নানমন্বহম্॥
মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে নাথ যথোক্তফলদো ভব॥
যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে তস্মিন্ ফলদো ভব পাপহা॥ ১]

* হরিভক্তিবিলাস ধৃত।

সূর্য্যের মেষরাশিসঞ্চারে সমস্ত বৈশাখ মাস ব্যাপিয়া আমি নিয়মপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিব; মধুসূদন আমার প্রতি প্রীত হউন। মধুসূদনের প্রসাদে ও ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিতে আমার পুণ্যজনক বৈশাখস্নান প্রত্যহ নির্বিঘ্ন হউক। হে মুরারে, হে মধুসূদন, হে নাথ, মেষরাশিস্থ সূর্য্যে বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করায় আমার প্রতি যথোক্তফলপ্রদ হও। হে মধুসূদন, বৈশাখ মাস যেহেতু তোমার প্রিয়, সেইহেতু তাহাতে প্রাতঃস্নান করায় তুমি আমার পক্ষে ফলপ্রদ ও পাপহারী হও। ১।

দশহরা। *

গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্পে—দশবিধপাপক্ষয়কামঃ। হস্তানক্ষত্রযোগে —হস্তানক্ষত্রযুক্ত-দশম্যাং তিথৌ···দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপক্ষয়-কামঃ। মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্র উভয়ের যোগে—কুজবাবাধি-করণক-হস্তানক্ষত্রযুক্ত-দশম্যাং তিথৌ···দশবিধপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শত-গুণ-বাজিমেধাযুতজন্য-পুণ্যসম-পুণ্যপ্রাপ্তিকামঃ †। মন্ত্র—

[অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥
পারুষ্য-মনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥ ২
তৎপরে, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে ইত্যাদি (৮০ পৃঃ)।]

---

* দশবিধ পাপ ক্ষয় করেন বলিয়া দশহরা।

† অযুত (১০ হাজার) বাজিমেধ (অশ্বমেধ) যজ্ঞের শতগুণ পুণ্যের সমান পুণ্য পাইতে ইচ্ছুক হইয়া।

কেহ কোনও বস্তু দান না করিলে তাহা গ্রহণ করা, অবৈধ জীবহিংসা, পরস্ত্রীগমন—এই তিনপ্রকার কায়িক পাপ। অপ্রিয়-বচন, মিথ্যাকথন, নিজ-দোষ-গোপনার্থ অন্যবিধ কথন, অনর্থক-বাক্য-বিন্যাস—এই চারিপ্রকার বাচিক পাপ। পরদ্রব্য হরণের চিন্তা, মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্তা, বৃথা কাজে মনো-নিবেশ—এই তিনপ্রকার মানসিক পাপকর্ম্ম। হে বিষ্ণুপদোদ্ভবে জাহ্নবি দেবি, তোমার জলে আমি স্নান করিলে, আমার এই দশবিধ পাপ যেন নাশ পায়।১।

কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান।

[কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ * ॥ ৩]

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে।

সঙ্কল্পে—····সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্মিন্ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে··· ।

মন্ত্র—

[ত্বং দেব সরিতাং নাথ, ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা, মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥ ৪]

মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।

[মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে ॥৫
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনং ॥৬

* ময়া সহ—মা লক্ষ্মীঃ, তয়া সহ।

হে জনার্দ্দন, হে দেবদেব, হে দামোদর, লক্ষ্মীর সহিত তোমার প্রীত্যর্থে আমি কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করি। ৩।

হে নদীপতে সমুদ্রদেব, তুমি, আর হে নদীশ্রেষ্ঠে গঙ্গাদেবি, তুমি; তোমাদের উভয়ের সঙ্গমে (মিলনস্থানে) স্নান করিয়া আমি সকল পাপ পরিত্যাগ করি। ৪।

হে দেব মাধব, এই পবিত্র মাঘমাস ব্যাপিয়া, আমি এই তীর্থের জলে প্রত্যহ স্নান করিতেছি। হে ভগবন্ হরে, প্রসন্ন হও। ৫।

দুঃখ ও দারিদ্র্য নাশের জন্য, এবং শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের জন্য, আমি মাঘমাসে পাপনাশক প্রাতঃস্নান করিতেছি। ৬।

মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত-ফলদো ভব ॥ ৭]

তীর্থভিন্ন স্থলে ৪র্থ মন্ত্র, এবং চান্দ্র মাসের উল্লেখ করিয়া (৬৩ পৃঃ ১২ পং) স্নান করিলে ৬ষ্ঠ মন্ত্র বলিবে না।

রটন্তীস্নান * ।

সঙ্কল্পে—রটন্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং ··যমা-দর্শনকামঃ···। স্নানান্তে যমতর্পণ (৯০ পৃঃ ৮পং) করিতে হয়।

মাকরী সপ্তমীতে স্নান।

অরুণোদয়-কালে সাধারণ জলে স্নানের সঙ্কল্পে—···অরুণোদয়-বেলায়াং সূর্য্যগ্রহণ কালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্পে—···বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন ·· ·গঙ্গায়াং স্নানমহং···। স্নানান্তে সাতটি বদরীপত্র (কুলপাতা) ও সাতটি আকন্দপত্র মস্তকে ধরিয়া,

[যদ্যজ্জন্ম কৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী। ৮] †

---

* স্নান করিলে কাহাকেও যমদর্শন করিতে হয় না—এই কথা রটনা (ঘোষণা) করে বলিয়া রটন্তী।

† জন্ম—জন্মকালং ব্যাপ্য (কালাবচ্ছেদিকাযাং ক্রিয়ায়াং কালস্যোপচারঃ)। তৎ—তৎ তৎ পাপম্।

হে অচ্যুত, হে মাধব, হে দেব, মাঘমাসে মকররাশিস্থ সূর্য্যে এই স্নান করায়, আমার প্রতি শাস্ত্রোক্ত-ফলপ্রদ হও। ৭।

আমি সপ্ত জন্মের মধ্যে যে যে জন্মকাল ব্যাপিয়া যে যে পাপ করিয়াছি, আমার সেই সেই পাপ, এবং ছিদ্র (অন্যান্য দোষ) ও শোক মাকরী সপ্তমী নষ্ট করুন। ৮।

এই মন্ত্র বলিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবে। তৎপরে সূর্য্যোদয়ের পর সূর্য্যার্ঘ্য দিবে ;—যথা— (বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ) অদ্য...আয়ুরারোগ্য-সম্পৎকামঃ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি) বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া, সাতটি বদরীফল (কুল), আকন্দপত্র, ধান্য, তিল, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল ও রক্তচন্দনযুক্ত জলরূপ অর্ঘ্য লইয়া এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী—ইদমর্ঘ্যং) "(ওঁ) এহি সূর্য্য সহস্রাংশো" (১০৭ পৃঃ ৬ পং) ইত্যাদি মন্ত্র এবং—

(ওঁ) জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥ ৯

(ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া নিবেদন করিবে। তার পর

(ওঁ) সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সর্ব্বলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥ ১০

বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

বারুণীস্নান *।

সঙ্কল্পে—শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বারুণ্যাং...বহু-

* বরুণ অধিপতি বলিয়া শতভিষা নক্ষত্রকে বারুণী বলে। মধু-কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে শতভিষা নক্ষত্র হইলে তাহাকে বারুণীর যোগ কহে। এবং শনিবারে বারুণী হইলে মহাবারুণী, আবার মহা-বারুণীতে শুভ যোগ (২৭ যোগের মধ্যে ২৩শ যোগ) ঘটিলে মহামহাবারুণী হয়।

হে সপ্তব্যাহৃতি-(ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্যলোক)-স্বরূপে দেবি, তুমি সপ্তাশ্বযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছ, তুমি সমস্ত পদার্থের সৃষ্টিকারিণী সপ্তমী, তোমাকে প্রণাম করি। (সপ্তি=অশ্ব)।৯।

হে সপ্তাশ্ববাহন, হে প্রসন্নচিত্ত, হে সর্ব্বলোকের উদ্ভাসক সূর্য্যদেব, সপ্তমীতে তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অনন্ত ও তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা; তোমাকে প্রণাম করি।১০।

শত-সূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম-ফল প্রাপ্তিকামঃ। মহা-বারুণীতে—শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং ... বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ। মহামহাবারুণীতে—শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং...ত্রিকোটি-কুলোদ্ধরণকামঃ। বারুণীযোগ না ঘটিলে ... মধু-কৃষ্ণ-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ।

ব্রহ্মপুত্রস্নান।

চৈত্রী শুক্লাষ্টমীতে (অশোকাষ্টমীতে) ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে হয়। সঙ্কল্পে— ..অষ্টম্যাং তিথৌ অশোকায়াং...সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-সর্ব্বতীর্থস্নানজন্য-ফলসম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রে...। মন্ত্র—

[ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা-গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥ ১১]

অন্য স্রোতোজলে স্নানের সঙ্কল্পে—বাজপেয়যজ্ঞ-ফলসম-ফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ স্রোতোজলে...। স্নানান্তে সন্ধ্যাদি সমাপনের পর বিষ্ণুচরণামৃতের সহিত আটটি অশোক-কলিকা পান করিবে (অর্থাৎ না চিবাইয়া এক একটি গিলিয়া খাইবে)। পানের মন্ত্র—

ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাস-সমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু * ॥ ১২

---

* স্ত্রীলোকেও মন্ত্রটি ঐরূপই পাঠ করিবেন (১০৭ পৃঃ ২৩ পং)।

হে মহাত্মন্, শান্তনুবংশের আনন্দদায়ক, অমোঘা দেবীর গর্ভজাত, লৌহিত্য (নামান্তর) ব্রহ্মপুত্র, আমার পাপ হরণ কর। ১১।

হে অশোক, তুমি মহাদেবের প্রিয়, চৈত্র মাসে তুমি উৎপন্ন হও। শোক-

করতোয়া-স্নান।

সঙ্কল্পে—সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্যাং করতোয়ায়াং···। সোমবারে অমাবস্যায় অরুণোদয়কালে—···সোমবারাধিকরণকামাবস্যায়াং তিথৌ অরুণোদয়-বেলায়াং···শতসূর্য্যগ্রহণকালীন-স্নানজন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ···। স্নানমন্ত্র—

[করতোয়ে সদানীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে * ॥ ১৩]

গ্রহণ-স্নান।

সঙ্কল্পে—(সূর্য্যগ্রহণে)···অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তে দিবাকরে··· দশকোটিগুণ-(চন্দ্রগ্রহণে—রাহুগ্রস্তে নিশাকরে···কোটিগুণ)-গঙ্গা-

---

* গৌরীবিবাহকালে মহাদেবের কর হইতে সম্প্রদানের জল পতিত হইয়া এই নদীর উৎপত্তি হয়; এইজন্য ইহার নাম করতোয়া।

† অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ ও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়। গ্রহণকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশি যাহার জন্মরাশি, অথবা জন্মরাশি হইতে চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম বা দ্বাদশ হয়, তাহাকে গ্রহণ দেখিতে নাই। জন্মনক্ষত্রেও গ্রহণ দেখিতে নাই। গ্রহণকালে সর্ব্ববিধ অশৌচেই (রজস্বলাশৌচেও) স্নান ও তর্পণ করা যায়; কিন্তু দান ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। ক্ষতাশৌচে দান ও শ্রাদ্ধও করা চলে। যাহাদের গ্রহণ দেখিতে নাই, তাহারা কেবল মুক্তিস্নান করিবে। গ্রহণকালে সকল

সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে পান করিতেছি, তুমি আমাকে সর্ব্বদা শোক-রহিত কর। ১২।

হে করতোয়ে, তুমি সর্ব্বদা জলে পূর্ণ, তুমি নদীশ্রেষ্ঠা ও সুবিখ্যাতা। তুমি পৌণ্ড্রদেশকে (বগুড়া প্রভৃতি) সর্ব্বদা প্লাবিত করিতেছ; তুমি মহাদেবের কর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি আমার পাপ হরণ কর। ১৩।

স্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। (গঙ্গা-ভিন্ন জলে—কেবল 'গঙ্গাস্নানজন্য' বলিবে, এবং 'গঙ্গায়াং' স্থলে 'অস্মিন্ জলে' বলিবে। রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি-যোগ হয়। তাহার সঙ্কল্পে …চূড়ামণিযোগে অনন্তগঙ্গাস্নান-জন্য…। মুক্তিস্নানে—'রাহুগ্রস্তে' স্থানে 'রাহুমুক্তে' বলিবে। মুক্তিস্নানের মন্ত্র—

[উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্য্য-সঙ্গরঃ।
কর্ম্মচণ্ডাল-যোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম * ॥ ৩৪]

চন্দ্রগ্রহণে 'সূর্য্যসঙ্গরঃ' স্থানে 'চন্দ্রসঙ্গরঃ' বলিবে।

জলই গঙ্গাজল-তুল্য। সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে ৪ প্রহর ও চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে ৩ প্রহর উপবাসী থাকিবে। চন্দ্রের গ্রস্তোদয় হইলে দিবা-ভোজন নিষিদ্ধ। বালক, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে গ্রহণের পূর্ব্বে ৬ দণ্ডমাত্র উপবাসের বিধি আছে। গ্রহণপুরশ্চরণে—দর্শনান্তে স্নানাদি করিয়াও সঙ্কল্পবাক্যে 'গ্রাসাদিমুক্তিপর্য্যন্তং' বলায় দোষ হয় না; যথা—স্নানসন্ধ্যাসঙ্কল্পৈঃ কালবিলম্বশ্চ বাচনিকত্বাৎ ন দূষণা-বহঃ, গ্রহণপুরশ্চরণস্থলে দর্শনাদিনা কালবিলম্ববৎ, দৃষ্টা স্নাত্বা সুসংযতঃ ইতি বচনস্য তত্র সত্বাৎ—ইতি তিথিতত্ত্বে কাশিরামটীকা। গ্রস্তাস্তে ও গ্রস্তোদয়ে পুরশ্চরণ হয় না। ("সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকং রাহুদর্শনে। স্নাত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত শৃতমন্নং বিবর্জ্জয়েৎ") রাহুদর্শনে সকল বর্ণেরই অশৌচ হয়; অতএব স্নান করিয়া (শুচি হইয়া) কর্ম্ম করিবে ও পকান্ন পরিত্যাগ করিবে।

* কর্ম্মণা চণ্ডালঃ কর্ম্মচণ্ডালঃ (রাহুস্ত্বম্) তস্য (তব) যোগেন উত্থম্ (উৎপন্নং, প্রযুক্তমিতি যাবৎ) মম পাপক্ষয়ং কুরু। পাপোৎপত্তের্য্যৎ প্রয়োজকং তৎ পাপক্ষয়স্যাপীতি বোধ্যং, তদভাবে পাপাসম্ভবাৎ পাপাভাবে পাপক্ষয়াসম্ভবাচ্চ।

হে রাহো! উঠ, চলিয়া যাও, সূর্য্যের (বা চন্দ্রের) গ্রাস পরিত্যাগ কর। তুমি (গ্রহ হইয়াও) কর্ম্মে চণ্ডাল, তোমার সম্পর্কে আমার যে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তুমিই ক্ষয় কর। ১৪।

অর্দ্ধোদয়যোগে স্নান *।

সঙ্কল্পে ···মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রবিবারাধিকরণক-ব্যতী-পাতযোগ-শ্রবণানক্ষত্রযুক্তামাবস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়যোগে··· কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ ..।

বজ্রভয়-নিবারণের মন্ত্র।

রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং।
যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বৈদ্যুতাদ্ ভয়ং॥ ১৫

"জৈমিনি"-স্মরণেও বজ্রভয় থাকে না।

---

* মুখ্য পৌষ ও গৌণ মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন দিবাভাগে যদি রবিবার, শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাত যোগ ঘটে, তাহাকেই অর্দ্ধোদয়-যোগ বলে। অর্দ্ধো-দয়-যোগে সকল জল গঙ্গাজলতুল্য, সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্মতুল্য, এবং সকল দানই সেতু-দানতুল্য হয়। উহা তিথিকৃত্য বলিয়া সঙ্কল্পে গৌণচান্দ্র মাসের উল্লেখ হইবে। "অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ। অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ। দিবৈব যোগঃ শস্তোঽয়ং ন চ রাত্রৌ কদাচন।"—অর্ক-পাতশ্রবণৈঃ যুক্তা পৌষমাঘয়োঃ যা অমা, সঃ (বিধেয়প্রাধান্যাৎ পুংস্বম্—সা অমা ইত্যর্থঃ) অর্দ্ধোদয়ঃ বিজ্ঞেয়ঃ। পৌষমাঘয়োরিতি—"মাঘমাসস্য শেষে যা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা" ইত্যত্র যথা একস্যাস্তিথের্মাঘীয়ত্ব-ফাল্গুনত্বে মুখ্যগৌণবৃত্তিভ্যাম্ অবিরুদ্ধে" ইতি ব্যাখ্যাতং, তথাত্রাপি ব্যাখ্যেয়ম্। ততশ্চ মুখ্যপৌষস্য গৌণমাঘস্য অমাবস্যেতি বোদ্ধব্যম্।

শ্রীরাম, কার্ত্তিক, হনূমান্, গরুড়, ভীমসেন ও মহাদেবকে যাহারা স্মরণ করে, তাহাদের বৈদ্যুতের (বজ্রের) ভয় হয় না। ১৫।

সর্পভয়-নিবারণের মন্ত্র।

অসিতঞ্চার্ত্তিমন্তঞ্চ সুনীথং বাপি যঃ স্মরেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্য সর্পভয়ং ভবেৎ॥ ১৬
যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ॥ ১৭
সর্পাপসর্প ভদ্রং তে দূরং গচ্ছ মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর॥ ১৮

যে ব্যক্তি দিবসে বা রাত্রে অসিত, আর্ত্তিমান্ ও সুনীথ মুনিকে স্মরণ করে, তাহার সর্পভয় হয় না। ১৬।

যে অতি যশস্বী আস্তিক, জরৎকারু মুনি দ্বারা জরৎকারুর (মনসাদেবীর) গর্ভে জন্মিয়া, হে সর্পগণ, তোমাদিগকে সর্পযজ্ঞে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি স্মরণ করিতেছি; হে মহাভাগ সর্পগণ! আমাকে তোমরা হিংসা করিও না। ১৭।

হে মহাবিষ সর্প, সর; তোমার মঙ্গল হউক; তুমি দূরে গমন কর। জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে আস্তিকের বাক্য স্মরণ কর। ১৮।—জরৎকারু মুনি পিতৃগণের অনুরোধে নিজের সমান-নাম্নী, নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুকে বিবাহ করেন। আস্তিক মুনি তাঁহাদের পুত্র। রাজা পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার পুত্র জনমেজয় জাতক্রোধ হইয়া সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে সমস্ত সর্পই অগ্নিতে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। শেষে বাসুকির অনুনয়ে আস্তিক মুনি গিয়া নানা স্তুতিবাক্যে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত, এবং মৃত সর্পগণকে পুনর্জীবিত করেন। তাহাতে বাসুকি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—যে আমার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহার যেন সর্পভয় না হয়, এবং সর্পগণ যেন সেস্থান হইতে প্রস্থান করে। বাসুকি বলিলেন—তাহাই হইবে, এবং যে সর্প ইঁহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।—মহাভারত।

অজীর্ণতা-নিবারণের মন্ত্র।

অগস্তি-রগ্নির্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্বশেষং।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং, যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥ ১৯
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু॥ ২০

এই দুইটি বা একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া পেটে বাঁ হাত বুলাইবে।

নষ্টচন্দ্র-দর্শনে।

সিংহঃ প্রসেন-মবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী-স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥ ২১

জলগণ্ডূষ লইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহা পান করিবে।

অগস্ত্য, অগ্নি ও বড়বানল (সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্নি) আমার ভুক্ত অন্ন নিঃশেষে জীর্ণ করুন, আমাকে তাহার পরিপাকজন্য সুখ দিন, এবং আমার দেহে আরোগ্য হউক। ১৯।

যিনি মহাসুর আতাপি ও বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়াছেন, এবং যিনি সমুদ্রকে (এক গণ্ডূষে পান করিয়া) শুষ্ক করিয়াছেন, সেই অগস্ত্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ২০।

সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছে, জাম্ববান্ সিংহকে মারিয়াছেন। হে সুকুমারক, তুমি কাঁদিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই। ২১।—শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি সত্রাজিৎ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্যমন্তক নামে একটি মণি প্রাপ্ত হন। ঐ মণি প্রতিদিন বহু রত্ন প্রসব করিত, এবং দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি নিবারণ করিত। কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনের জন্য ঐ মণি প্রার্থনা করিলে, সত্রাজিৎ উহা প্রসেনকে দিয়াছি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। একদিন সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক বনে মৃগয়া করিতে যাইলে, একটা সিংহ তাহাকে বধ করিয়া মণিটি লইয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানের গুহাদ্বার দিয়া যাইতেছিল; জাম্ববান্ তাহাকে বিনাশ করিয়া ঐ মণিটি গ্রহণ করেন, এবং সুকুমারক-নামক স্বীয় পুত্রের

একটি-তারা-দর্শনে।

আকাশে একটিমাত্র তারা দেখিলে নারদকে স্মরণ করিবে।

দুঃস্বপ্ন-দর্শনে।

গোবিন্দ-স্মরণ ও অশ্বত্থ-বন্দনা করিবে।

জন্মাষ্টমীর পারণমন্ত্র।

(ওঁ) সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুচরণামৃত পান করিবে।

আকাশপ্রদীপ-দানের মন্ত্র।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥ ২২

খেলনা করিয়া দেন। এদিকে প্রসেন প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া, সকলেই কাণাকাণি করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণই মণির লোভে প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। এই অপকলঙ্ক মোচন করিবার জন্য কৃষ্ণ সৈন্যসহ কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া প্রসেনের অন্বেষণার্থ বনে গমন করিলেন। সেখানে জাম্ববানের গুহাদ্বারে তাঁহার ধাত্রী তাঁহার রোদনপরায়ণ শিশু পুত্রকে ঐ শ্লোকটি বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছিল। উহা শুনিয়া সকলে কৃষ্ণকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সৌর ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীকে হরিতালিকা বলে। "ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে কেহ চন্দ্র দেখিও না" এই বলিয়া হরি (শ্রীকৃষ্ণ) তালিকা (হাত-তালী) দিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হরিতালিকা।

হে দামোদর, লক্ষ্মীর সহিত তোমার উদ্দেশে তুলারাশিতে (সৌর কার্ত্তিক মাসে) আকাশে প্রদীপ দিতেছি। তুমি অনন্ত ও বেধা (সৃষ্টিকর্ত্তা), তোমাকে প্রণাম করি। ২২।

কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই মন্ত্রে শূন্যে প্রদীপ দিবে। প্রথম দিন বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে।

ভূতচতুর্দ্দশী। *

এই দিন সন্ধ্যাকালে দেবগৃহ, নিজগৃহ, প্রাঙ্গণ, নদীতীর প্রভৃতিতে প্রদীপ দিলে, নরক-নিবারণ হয়। স্নানান্তে যমতর্পণও কর্ত্তব্য।

দীপান্বিতা অমাবস্যা। †

এই দিন পার্ব্বণশ্রাদ্ধের পর উল্কাদান (আঁজল পিঁজল), সন্ধ্যা-কালে অলক্ষ্মীর পূজা (উঠানে গোময়-পুত্তলীতে বাম হস্তে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা বিমুখে বসিয়া, ওঁ অলক্ষ্ম্যৈ নমঃ বলিয়া), ও শূর্পবাদ্য-সহকারে তাঁহাকে গৃহসীমা হইতে বহিষ্করণ, তৎপরে লক্ষ্মীপূজা, এবং লক্ষ্মীর প্রীত্যর্থে গৃহাদিতে দীপদান করিতে হয়। ¶

(দীপদানের মন্ত্র)

ত্বং জ্যোতিঃ শ্রী রবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতি-র্দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ॥ ২৩

---

* এই দিন ভূত তাড়ান হয় বলিয়া ইহাকে ভূতচতুর্দ্দশী বলে।

† শ্যামাপূজার অমাবস্যাকে (দীপ দিতে হয় বলিয়া) দীপান্বিতা বলে। উল্কাগ্রহণাদি কার্য্যত্রয় দক্ষিণমুখে পিতৃরীতিক্রমে কর্ত্তব্য।

¶ আঁজল-পিঁজল=অঞ্জলি পিঞ্জলি—অঞ্জলি দ্বারা গৃহীত দীপকালিকা। সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে অলক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম জ্যেষ্ঠা।

হে লক্ষ্মি, তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী; তুমি সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, সুবর্ণ ও নক্ষত্র এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃ; এই দীপের জ্যোতিতেও তুমি আছ, তোমাকে প্রণাম। ২৩।

(উল্কা গ্রহণ-মন্ত্র)

শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥ ২৪

(উল্কাদান-মন্ত্র)

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দগ্ধা-স্তে যান্তু পরমাং গতিং॥ ২৫

(পিতৃ-বিসর্জ্জন-মন্ত্র)•

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে *।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥ ২৬

গোগ্রাস-দানের মন্ত্র।

পূজামন্ত্র—(ওঁ) গোভ্যো নমঃ (গৌরবে বহুবচন)।

সৌরভেয়্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥ ২৭

* মহালয়—মহস্য (পিতৄণাম্ উৎসবস্য) আলয়ঃ। পিতৃলোকদিগের উৎসবের আলয় (অর্থাৎ প্রেতপক্ষ)। পিতৃলোকেরা ঐ সময়ে শ্রাদ্ধভোজনের জন্য আনন্দপ্রকাশ করিয়া থাকেন। মহালয়ের (প্রেতপক্ষের) অমাবস্যাকে মহালয়ামাবস্যা বলে।

যে সকল প্রাণী শস্ত্র ও অশস্ত্র (সর্পাদি) দ্বারা নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের দেহ ভূতচতুর্দ্দশী ও আমাবস্যায় উজ্জ্বল-দীপ্তি শূন্যস্থ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করি। ২৪।

আমার বংশে যে সকল জীব অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এবং যাহাদের অগ্নিসংস্কার হয় নাই, তাহারা এই উজ্জ্বলজ্যোতি দ্বারা দগ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হউক। ২৫।

যাঁহারা যমলোক পরিত্যাগ করিয়া মহালয়ে (শ্রাদ্ধ-ভোজনের জন্য) আসিয়াছেন, তাঁহারা এই উজ্জ্বল আলোকে পথ দেখিয়া প্রতিগমন করুন।২৬।

সুরভি (দেবগাভী) হইতে উৎপন্না, সকলের হিতকারিণী, পবিত্রা, পুণ্যরাশিস্বরূপা, ত্রিভুবনের মাতৃরূপা গাভী আমার প্রদত্ত ঘাস গ্রহণ করুন। ২৭।

(গোপ্রণাম-মন্ত্র)

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥ ২৮

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ভগিনী ভ্রাতাকে তিলক দিয়া, পরে অন্ন দিয়া বলিবে—

ভ্রাতস্তবাগ্র-জাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ ॥ ২৯

কনিষ্ঠা ভগিনী—"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং" ইত্যাদি বলিবে। ভ্রাতারও ভগিনীকে কিছু দিতে হয় (শাস্ত্রে আছে—"দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিশেষতঃ")। এই দিন যমুনা নিজ ভ্রাতা যমকে খাওয়াইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতা ও ভগিনীর পুনর্ভোজন ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় পূজা করিতে হইলে, ভোজনের পূর্ব্বে ভ্রাতা স্বয়ং তাহা করিবে, বা ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে। সঙ্কল্পে—স্বরক্ষণকামো যমাদিপূজনমহং করিষ্যে। পরে (ওঁ) যমায় নমঃ -এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া, অর্ঘ্য লইয়া, এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী—ইদমর্ঘ্যং)—

(ওঁ) এহেহি মার্ত্তণ্ডজ পাশহস্ত, যমান্তকালোকধরামরেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-কৃত-দেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে ॥ ৩০

সুরভি-বংশোদ্ভবা, ব্রহ্মকন্যা, পবিত্রা, শ্রীমতী গাভীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ২৮।

ভাই, আমি তোমার অগ্রজা (জ্যেষ্ঠা, বা অনুজা—কনিষ্ঠা); তুমি যমরাজ ও যমুনার সন্তোষের জন্য এই উত্তম অন্ন ভোজন কর। ২৯।

হে সূর্য্যপুত্র, হে পাশহস্ত, হে যম, হে অন্তক, হে উদ্দণ্ডদণ্ডধারিন্,

(ওঁ) যমায় নমঃ বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। প্রণামমন্ত্র—

(ওঁ) ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥ ৩১

তৎপরে চিত্রগুপ্ত (চিত্রগুপ্তায় নমঃ), যমদূত (যমদূতেভ্যো নমঃ), ও যমুনাকে (যমুনায়ৈ নমঃ) পূজা করিবে। যমুনার প্রণামমন্ত্র—

(ওঁ) যমস্বসর্নমস্তেঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তু তে॥ ৩২

সুপ্রসবের মন্ত্র।

অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥ ৩৩

এই মন্ত্রে জল পড়িয়া খাওয়াইলে গর্ভিণীর প্রসবকষ্ট হয় না।

ঘটোৎসর্গ।

মহাবিষুবসংক্রান্তি (চৈত্রমাসের শেষ দিন), অক্ষয়তৃতীয়া অথবা সৌর বৈশাখমাসের যে কোনও দিনে মৃত-পিতৃপিতামহাদি ও স্বামী

হে দেবশ্রেষ্ঠ, এস এস। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যে দেবপূজা করিলাম, তাহা গ্রহণ কর। হে ভগবন্, তোমাকে প্রণাম করি। ৩০।

হে ধর্ম্মরাজ, তোমাকে প্রণাম। হে যমুনার অগ্রজ, তোমাকে প্রণাম। কিঙ্করদিগের সহিত তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে সূর্য্যপুত্র, তোমাকে প্রণাম করি। ৩১।

হে যমের ভগিনি, সর্ব্বলোকপূজিতে যমুনে, তোমাকে প্রণাম করি। হে সূর্য্যপুত্রি, আমার প্রতি সর্ব্বদা বরদায়িনী হও; তোমাকে প্রণাম করি। ৩২।

গোদাবরীতীরে জম্ভলা নামে রাক্ষসী আছে; তাহার স্মরণ করিলেই গর্ভিণী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। ৩৩।

এবং ইষ্টদেবতার উদ্দেশে, অথবা নিজের জন্য সভোজ্য বা সক্তু-সহিত (ছাতু সহ) ও সোপকরণ (তালবৃন্তাদি সহ) জলপূর্ণ ঘট উৎসর্গ করিতে হয়। পূর্ব্বমুখে বসিয়া, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা (১০৬ পৃঃ) করিয়া, ঘটে চন্দন লেপন করিবে। তাহার মন্ত্র—

ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তি লিপ্তা-শ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥ ৩৪

পরে বামহস্তে (উপুড় হাতে) ঘট ধরিয়া "এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ (গামছা দিলে—এতস্মৈ সবস্ত্র-সভোজ্য ,, গঙ্গাজল হইলে—গঙ্গাজলপূর্ণ ..)" বলিয়া ঘটে ৩ বার জলপ্রোক্ষণ করিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ,...এতদধিপতয়ে (ওঁ) শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,... এতৎসম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া, দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র জলে ধরিয়া, "(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোকে—...কামা) ইমং সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি।" বলিয়া ঘটে জলপ্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে দক্ষিণা দিবে—কাঞ্চনমূল্য পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া "(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য ..শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনয়া কৃতৈতৎ-সভোজ্য সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি।" বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্যে জলপ্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে

হে ঘট, পূর্ব্বে ব্রহ্মা তোমাকে ধর্ম্মরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমা চন্দনে লিপ্ত করায় সকল দেবতাই লিপ্ত হউন। ৩৪।

কৃতাঞ্জলি হইয়া “(ওঁ) কৃতৈতৎ-সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘট-দানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু” বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এইরূপে পিতামহাদির নামেও উৎসর্গ করিবে। বাক্যে—পিতামহস্য ইত্যাদি। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ—প্রত্যেকের নামে পৃথক্ পৃথক্, অথবা পিতৃপক্ষের তিনজনের নামে একটি ও মাতামহপক্ষের তিন জনের নামে একটি ঘট উৎসর্গ করিবে। স্বামীর জন্য বাক্যে—ভর্ত্তুঃ। ইষ্টদেবতার জন্য বাক্যে—···অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (স্ত্রীলোকে—···গোত্রা,···দেবী বা দাসী) শ্রীমদিষ্টদেবতাপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোকে—কামা)···যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ তুভ্যং সম্প্রদদে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ৩৫

নিজের জন্য বাক্যে—···অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মনোরথসফলত্বকামঃ ··যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় সম্প্রদদে। এবং দক্ষিণান্তে “পানীয়ং প্রাণিনাং” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া, তার পর বলিবে—

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥ ৩৬

তৎপরে, “পিতা স্বর্গঃ” (৭৯ পৃঃ) মন্ত্রে পিতৃস্তুতি ও “পিতৃমন্ত্রে” (৯৬ পৃঃ) মন্ত্রে প্রণাম করিয়া, একগণ্ডূষ জল লইয়া—

যে জল প্রাণীদিগের প্রাণ, যে জল অতিশয় পবিত্র, সেই জল প্রদান করায় জনার্দ্দন আমার উপর প্রীত হউন। ৩৫।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব-স্বরূপ এই ধর্ম্মরূপী ঘট দান করিলাম, ইহা দান করায় সকল অভিলাষ সিদ্ধ হউক। ৩৬।

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ ৩৭
এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু॥ ৩৮

—বলিয়া ভূমিতে জলগণ্ডূষ ত্যাগ করিবে, এবং "নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায়" (১৩৬ পৃঃ) মন্ত্রে বিষ্ণুকে প্রণাম করিবে।

দানোৎসর্গ।

নিজের, অন্যের, অথবা প্রেতের জন্য ষোড়শ দান, দ্বাদশ দান, অথবা অন্ন জল বস্ত্র উৎসর্গ করিবার বিধি আছে।

ষোড়শদানের দ্রব্য।

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপোঽন্নং ততঃ পরং।
তাম্বূল-চ্ছত্র-গন্ধাশ্চ মাল্যং ফলমতঃ পরং।
শয্যা চ পাদুকা গাবশ্চ কাঞ্চনং রজতং তথা।
দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেতমুদ্দিশ্য দীয়তে॥

ভূমি (অভাবে—ধান্য, মৃত্তিকা ও ভূমিমূল্য), আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য (শুক্লপুষ্প), ফল (দুইটি দেওয়ার

পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি তুষ্ট হউন। তিনি তুষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ তুষ্ট হয়; সুতরাং তাঁহাকে তুষ্ট করিলে, সমস্ত জগৎকে তুষ্ট করা হয়। ৩৭।

এই কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম। ৩৮।—ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে তাহার সকল বৈগুণ্য (ত্রুটি) অপগত হয়। কেহ কেহ "এতৎকর্ম্মফলং" বলেন। কিন্তু তাহা সকাম কর্ম্মীর পক্ষে নহে (নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে)। অর্প্যতে যৎ তৎ অর্পণম্—কর্ম্মবাচ্যে অনট্।

ব্যবহার আছে), শয্যা, পাদুকা (পাদুকাযুগল বা উপানদ্‌যুগল), গো (বা গোমূল্য।০), কাঞ্চন, রজত। *

দ্বাদশদানের দ্রব্য।

ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্রং তাম্বূলকং ফলং।
গন্ধশ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যা শৃঙ্গী চ দ্বাদশ॥

ভূমি, আসন, জল, অন্ন, বস্ত্র, তাম্বূল, ফল, গন্ধ, ছত্র, পাদুকাযুগল, শয্যা, গোমূল্য।

উক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে সশস্য-ভূমিমূল্য, জল, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, গন্ধ, মাল্য, ফল, গোমূল্য—তৈজসাধারে (পিত্তলাদি ধাতুপাত্রে) রাখিয়া দান করিলে ফলাধিক্য হয় (মাটির মালসায় ভূমিমূল্য ও গোমূল্য অনেকে দিয়া থাকেন, তাহা উচিত নহে)। সবস্ত্র †

---

* মল মল্ল ধারণে ইতি মলধাতোঃ ণ্যপ্রত্যয়ঃ। মাল্যং (গন্ধসাহচর্য্যাৎ) ধারণার্হং পুষ্পম্, শুক্লপুষ্পমিত্যর্থঃ।—ইতি অধিবাসমন্ত্রব্যাখ্যা। পাদুকা—কাষ্ঠ-নির্ম্মিত (খড়ম)। উপানহ্‌—চর্ম্মনির্ম্মিত (জুতা)।

† স্কন্দপুরাণে কন্যাদান, গোদান, ও আসনদানে সবস্ত্রতার বিধান থাকায় সর্ব্বত্রই ঐরূপ ব্যবহার আছে; যথা—আসনকন্যাগোদানেষু সবস্ত্রত্বশ্রুতেঃ অন্যত্রাপি তথা ব্যবহরন্তি (শুদ্ধিতত্ত্ব)। অনেকে সবস্ত্র করিবার জন্য এক-খানিমাত্র গামছা করেন, এবং তদ্দ্বারাই সমস্ত দ্রব্যকে সবস্ত্র বলেন; কেহ কেহ প্রত্যেক দ্রব্যে বস্ত্রখণ্ড (কাপড়ের টুকরা) বাঁধেন; কিন্তু দুইটিতেই দোষ আছে। যেহেতু একবার "সবস্ত্র অমুক দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিলাম" বলিলে সেই বস্ত্রখানিও দান করা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা পুনর্ব্বার দান করা যাইতে পারে না। অপিচ "আসনং যঃ প্রযচ্ছেত্তু সংবীতং ব্রাহ্মণায় বৈ" এই বচনে সংবীতং পদের অর্থ "বস্ত্রাচ্ছাদিত" অর্থাৎ বস্ত্র দ্বারা আবৃত (রঘুনন্দন); সুতরাং খণ্ডবস্ত্র দেওয়া উচিত নহে; যথা—বস্ত্রাচ্ছাদিতমিতি, আচ্ছাদকবস্ত্রং দাতব্যং, ন তু ক্ষুদ্রবস্ত্রখণ্ডম্। এবঞ্চ অনাচ্ছাদকবস্ত্রখণ্ডদানাচারো ন সমীচীন ইতি বোধ্যম্ (শুদ্ধিতত্ত্বে কাশিরামটীকা)।

করিয়া ঘটোৎসর্গের ন্যায় ঐ সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিবে। বাক্যে —ইদং সবস্ত্র-তৈজসাধার-সশস্য ভূমিমূল্যং, * সবস্ত্র-তৈজসাধার-জলং (গঙ্গাজল হইলে গঙ্গাজলং) ইত্যাদি বলিবে। নিজের জন্য উৎসর্গ করিলে বাক্যে…অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ স্বর্গকামঃ…সম্প্রদদে” বলিবে। অন্যের বা প্রেতের জন্য করিলে…অমুকগোত্রস্য (প্রেতস্য) অমুকস্য স্বর্গকামঃ…দদানি” বলিবে †। গ্রহণকালীন দানে—

* বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে—পিত্তলাধার, রজতাধার, তাম্রাধার, স্বর্ণাধার ইত্যাদি।

† সামান্যতঃ বিষ্ণুই সকল দ্রব্যের দেবতা এবং বিষ্ণুপ্রীতিই সকল দানের ফল। বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে ভূমির ও ভূমিমূল্যের বিষ্ণু দেবতা, ষষ্টিবর্ষ-সহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস ফল (অর্চ্চনায়—এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, উৎসর্গবাক্যে —ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ ইদং সশস্যভূমিমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং)। আসনের—উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, রাজস্থানামুত্তমস্বর্গ ফল (এতদধিপতয়ে উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ, উত্তানাঙ্গিরোদৈবতং)। জলের বরুণ দেবতা, তৃপ্তিপ্রাপ্তি ফল (বরুণায় নমঃ)। বস্ত্রের—বৃহস্পতি দেবতা, চন্দ্রসালোক্য প্রাপ্তি ফল (বৃহস্পতয়ে নমঃ)। দীপের—অগ্নি দেবতা, উত্তমচক্ষুঃপ্রাপ্তি ফল (অগ্নয়ে নমঃ)। অন্নের—প্রজাপতি দেবতা, অক্ষয়সুখপ্রাপ্তি ফল (প্রজাপতয়ে নমঃ)। তাম্বূলের—বনস্পতি দেবতা, মেধাবিত্ব-সুভগত্ব-প্রাজ্ঞত্ব দর্শনীয়ত্ব-প্রাপ্তি ফল (বনস্পতয়ে নমঃ)। ছত্রের উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, সর্ব্বব্যাধি-বিনির্মুক্তত্ব-শ্রীমত্ব-বহুপুত্রত্বপ্রাপ্তি ফল। গন্ধের—গন্ধর্ব্ব দেবতা, ব্রহ্মপদপ্রয়াণ ফল। মাল্যের বনস্পতি দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবন ফল। ফলের বনস্পতি দেবতা, মুদাযুক্তত্ব ফল। শয্যার উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবন ফল। পাদুকাযুগলের উত্তানাঙ্গিরাঃ দেবতা, স্বর্গলোক-সুখগমন ফল। গোর—রুদ্র দেবতা, সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি ফল। কাঞ্চনের অগ্নি দেবতা, দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি ফল। রজতের চন্দ্রমাঃ দেবতা, উত্তমরূপপ্রাপ্তি ফল (চন্দ্রমসে নমঃ, চন্দ্রমো-দৈবতং)। বিনা তৈজসাধারে উৎসর্গ করিলেই উক্তরূপ দেবতা ও ফল উল্লেখ করিতে হয়; কিন্তু তৈজসাধার-সহিত উৎসর্গ করিলে বিষ্ণু দেবতা ও

(সূর্য্যগ্রহণে) অমুকদ্রব্য-দশলক্ষদানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ ; (চন্দ্রগ্রহণে) অমুকদ্রব্যলক্ষদানজন্য···, চূড়ামণিযোগে—অনন্তামুক-দ্রব্যদানজন্য···। দীপ ও গন্ধ উৎসর্গ করিবার সময়—'ইদং' স্থানে "ইমং" বলিবে ; এবং শয্যা উৎসর্গ করিবার সময় 'এতস্মৈ' স্থানে "এতস্যৈ", 'ঘটায়' স্থানে "শয্যায়ৈ," 'ইমং' স্থানে "ইমাং" ও 'শ্রীবিষ্ণুদৈবতং' স্থানে "শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং" বলিতে হয়। ব্রাহ্মণের নামে উৎসৃষ্ট (উৎসর্গ করা) দানদ্রব্য ব্রাহ্মণকেই দিতে হয় ; অন্য কাহাকেও দিলে দান নিষ্ফল হয়। উৎসর্গ-বাক্যে "ব্রাহ্মণায়" এইরূপ একবচনে প্রয়োগ করিলেও উৎসৃষ্ট দ্রব্য বহুব্রাহ্মণকে দেওয়া যাইতে পারে (যেহেতু জাতি-সামান্যে বা প্রত্যেকাপেক্ষায় একবচন হইয়া থাকে)। বহুবচনে প্রয়োগ করিতে হইলে, অর্চ্চনায়—"এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ (ওঁ) ব্রাহ্ম-ণেভ্যো নমঃ" এবং উৎসর্গবাক্যে—"যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ" বলিতে হয়।

ভূমিদান।

বাস্তবিক ভূমি দান করিতে হইলে, "এতস্মৈ সবস্ত্রায়ৈ প্রিয়-

র্গ ফলই বলিতে হইবে। তৈজসাধার না হইলেও সবস্ত্র করিয়া উৎসর্গ করিতে হয়। শালগ্রামশিলা-সমীপে দানাদি কার্য্য করিলে কোটিগুণ, শিবসমীপে ও অগ্নিসমীপে অক্ষয়, গঙ্গাতীরে কোটিকোটিগুণ ফল হয়। ভাদ্রী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে পর্য্যন্ত গঙ্গার জল উঠে, তাহাকে গর্ভ বলে ; গর্ভ হইতে দেড়শত হস্ত পর্য্যন্ত তীর, এবং তীর হইতে দুইক্রোশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র। তীরে বা ক্ষেত্রে যে যে কার্য্য করা যায়, তাহা গঙ্গাতেই করা বলিয়া গণ্য। তীর্থস্থানে, বিশেষতঃ গঙ্গার প্রবাহ অবধি চারি হাত পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে প্রতিগ্রহ করিতে নাই ; সুতরাং ব্রাহ্মণে তত্তৎস্থানে প্রতিগ্রহ না করিয়া স্থানান্তরে করিবেন।

দত্তায়ৈ (৭৩ পৃঃ ৫ পং) ভূম্যৈ নমঃ” * বলিয়া ৩বার জল প্রোক্ষণ করিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূম্যৈ নমঃ,…এতদধিপতয়ে (ওঁ) বিষ্ণবে নমঃ,… এতৎসম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

(ওঁ) পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা পৃথিবী বিষ্ণুপালিতা।
পৃথিব্যাস্তু প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥ ১

উৎসর্গবাক্য—শ্রীঅমুকঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ ইমাং † সবস্ত্রাং প্রিয়দত্তাং ভূমিং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকামহং…। ব্রাহ্মণে “ওঁ স্বস্তি” বলিয়া সেই ভূমিকে প্রদক্ষিণ করিবেন ‡। তৎপরে দাতা দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ধেনু-দান।

ধেনুকে পূর্ব্বমুখে রাখিয়া, “এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ ধেন্বৈ নমঃ” বলিয়া ৩ বার জল প্রোক্ষণ করিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ ধেন্বৈ নমঃ,…এতদধিপতয়ে (ওঁ) রুদ্রায় নমঃ,…এতৎ-সম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চ্চনা করিবে, তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

---

* ভূমি সন্নিধানে না থাকিলে “এতস্যৈ” স্থানে “তস্যৈ” বলিবে।

† ভূমি সন্নিধানে না থাকিলে “ইমাং” স্থানে “তাং” বলিবে।

‡ “ওঁ” শব্দের অর্থ—স্বীকার (অর্থাৎ এই দান স্বীকার করিলাম)। “স্বস্তি” শব্দের অর্থ—মঙ্গল (অর্থাৎ প্রতিগ্রহজন্য আমার যেন কোনও দোষ না হয়)। ভূমি সন্নিধানে না থাকিলে উদ্দেশেই প্রদক্ষিণ করিবে।

পৃথিবী বিষ্ণুদেবতাকা ও পবিত্রা। পৃথিবী বিষ্ণু কর্ত্তৃক পালিতা। সেই পৃথিবীকে দান করায় জনার্দ্দন আমার উপর প্রীত হউন। ১।

(ওঁ) যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষবস্থিতা
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ২
(ওঁ) দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ৩
(ওঁ) বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মী-র্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ।
যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে ॥ ৪
(ওঁ) চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্কশক্রশক্তির্যা ধেনুরূপাস্তু সা শ্রিয়ে ॥ ৫
(ওঁ) স্বধা ত্বং পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনু-স্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬ *
(ওঁ) সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং তথা।
সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বলোকামপি স্থিরাং।
প্রযচ্ছামি মহাভাগা মক্ষয়ায় সুখায় চ ॥ ৭

যিনি লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থান করেন, যিনি দেবতাতেও অবস্থিত আছেন, সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন। ২। যিনি মূর্ত্তিমতী রুদ্রাণী, যিনি শঙ্করের প্রিয়; সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন।৩। যিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরূপে বাস করেন, যিনি কুবেরের লক্ষ্মী, এবং যিনি সর্ব্বপ্রাণীর লক্ষ্মী, সেই ধেনু আমার প্রতি বরদায়িনী হউন। ৪। যিনি ব্রহ্মার লক্ষ্মী (বিভূতি), যিনি অগ্নির স্বাহা (শক্তি), এবং যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্রের শক্তি, ধেনুরূপিণী সেই দেবী আমার সম্পদের জন্য হউন। ৫। যেহেতু তুমি পিতৃগণের স্বধা (দুগ্ধাদি দ্বারা তৃপ্তিকারিণী), দেবগণের স্বাহা (ঘৃতাদি দ্বারা তৃপ্তিকারিণী), এবং সর্ব্বপাপহারিণী ধেনু, সেইহেতু আমাকে শান্তি প্রদান কর। ৬ যে দেবী সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্ববেদময়ী, যিনি সর্ব্বলোকের আধার হইয়াও স্থিরা, এবং যিনি মহৈশ্বর্য্যশালিনী, সর্ব্বশুভলোকপ্রাপ্তি ও অক্ষয়সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে দান করিতেছি। ৭।

উৎসর্গবাক্য—...শ্রীঅমুকঃ সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিকামঃ ইমাং সবস্ত্রাং ধেনুং রুদ্রদেবতাকামহং...। ব্রাহ্মণে "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া পুচ্ছ ধারণ করিবেন। তৎপরে দাতা দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। (বৈতরণী গো দানের প্রণালী স্বতন্ত্র)।

পুস্তক-দান। *

উপনিষদ্, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র দান করিলে সর্ব্বদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুস্তকগুলি কোনও আধারে রাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অর্চ্চনা করিবে—(ওঁ) এতেভ্যঃ সবস্ত্র-পুস্তকেভ্যো নমঃ (৩ বার জল প্রোক্ষণ), এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতেভ্যঃ সবস্ত্র-পুস্তকেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে (ওঁ) সরস্বত্যৈ নমঃ,...এতৎ-সম্প্রদানেভ্যঃ (ওঁ) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। উৎসর্গবাক্য—(বিষ্ণুরোঁ-তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সুকৃত-দশশতাশ্বমেধযজ্ঞফল-সমফল—সম্যগিষ্টরাজসূয়-সহস্রফল-সমফল—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালীন-বহুব্রাহ্মণসম্প্রদানক-সর্ব্বশস্য-সুসম্পূর্ণ-সর্ব্বরত্নোপশোভিত-মহীদানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্ত্যেতৎপুস্ত--কাবস্থিতাক্ষর--সমসংখ্য--বর্ষসহস্র--স্বর্গবাসৈতৎপুস্তকাবস্থিতাক্ষর--পঙ্‌ক্তি-সমসংখ্য-সকুল্যনরকোদ্ধরণপূর্ব্বক-স্বর্গনয়নৈতৎপুস্তকাবস্থিত-পত্রসমসংখ্য--যুগসহস্রাবচ্ছিন্ন--কুলসহিতাত্মীয়--স্বর্গাধিকরণক-হর্ষ—বহুজন্মশতকৃত-পাতকনাশ—ভোগভূষিতাক্ষয়-পুণ্যময়লোকগমন-কামঃ † (বা—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ) এতানি সবস্ত্র-পুস্তকানি

---

* শুদ্ধিতত্ত্ব ও কাশিরামবাচস্পতি-কৃত টীকা অনুসারে লিখিত।

† অযুতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ উত্তমরূপে সম্পাদন করিলে যে ফল হয় তত্তুল্য ফল, সহস্রসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ উত্তমরূপে সম্পাদন করিলে যে ফল হয় তত্তুল্য ফল, এবং চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে বহু ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশস্যপূর্ণ ও সর্ব্বরত্ন-

অর্চ্চিতানি সরস্বতীদৈবতান্যহং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ সম্প্রদদে। দক্ষিণাবাক্য—(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য···কামনয়া কৃতৈতৎপুস্তকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ সম্প্রদদে। অচ্ছিদ্রাবধারণ—(ওঁ) কৃতৈতৎপুস্তদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু (প্রতিবচন—ওঁ অস্তু)।

দোষে দান।

চন্দ্রদোষে (অর্থাৎ চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে) শঙ্খ (শাঁখ), নক্ষত্রদোষে লবণ, তিথিদোষে আতপতণ্ডুল, বারদোষে ধান্য, এবং লগ্নদোষে কাঞ্চন উৎসর্গ করিতে হয়। লবণ, তণ্ডুল ও ধান্যের পরিমাণ এক সেরের কম না হয়। কাঞ্চনের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই।

শোভিত ভূমি দান করিলে যে ফল হয় তত্তুল্য ফল প্রাপ্তি, এবং এই পুস্তকে যত অক্ষর আছে তত সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া স্বর্গবাস, এই পুস্তকে যত পঙ্ক্তি আছে তত পুরুষের নরকোদ্ধারপূর্ব্বক স্বর্গপ্রাপ্তি, এই পুস্তকে যত পত্র আছে তত সহস্র যুগ ব্যাপিয়া স্ববংশের সহিত আত্মীয়গণের স্বর্গবাসপূর্ব্বক হর্ষলাভ, এবং বহুশত জন্মে যত পাপ করিয়াছি তৎসমস্ত নাশপূর্ব্বক সুখভোগ-সমন্বিত অক্ষয় পুণ্যময় লোকে গমন কামনায়।

সদাচার।

মনু বলিয়াছেন—

"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥"

অর্থাৎ মনুষ্য সর্ব্বসুলক্ষণ-বর্জ্জিত হইয়াও যদি সদাচার পালন করে, তাহা হইলে শতবর্ষ জীবিত হইতে পারে।

অতএব অতিপ্রয়োজনীয় কতিপয় শাস্ত্রোক্ত সদাচারের উল্লেখ করা যাইতেছে। সকলেরই ইহা পালন করা এবং আপন সন্তান-দিগকে বাল্যকাল হইতেই পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

দ্বিজাতিদিগের উপনয়নের পর এবং শূদ্রের বিবাহের পর শিখা-ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। উপনয়নের পর বৈদিক সন্ধ্যা এবং দীক্ষা-গ্রহণের পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা সকলেরই করা উচিত *। বাল্যকাল হইতেই প্রভাতে উঠিয়া মলত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন ও রাত্রিবাস পরি-ত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবে এবং প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ করিবে। "পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ" জল প্রাণীদিগের প্রাণ (জীবন) বলিয়া জলের একটি নাম জীবন; সেই জলে প্রস্রাব করিলে এবং বিষ্ঠা শ্লেষ্মা প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করিলে প্রাণিহত্যার পাতক হয়।

দুই ব্রাহ্মণের, দুই অগ্নির, ব্রাহ্মণ ও অগ্নির, এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া যাইতে নাই; নিতান্ত আবশ্যক হইলে অনুমতি লইয়া

---

* ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ ॥—মনু।

যাইতে পারা যায়। আগুনে পা তাতাইতে নাই ও আগুন ডিঙ্গাইতে নাই। বৎসতন্ত্রী (বাছুরের দড়ি) ডিঙ্গাইতে নাই।

গরু, গাধা ও উটের পৃষ্ঠে চাপিতে নাই; গরুর গাড়িতে চাপিলে দোষ হয় না। ভূমিতে বৃথা পদাঘাত করিতে নাই। হাত পা বৃথা নাড়িতে নাই। জলে আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য, অতএব তাহার প্রতি তদনুরূপ ভক্তি করিতে হয়; এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাও কনিষ্ঠের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ করিবে।

হোমাগ্নি ভিন্ন সাধারণ অগ্নি ফুঁ দিয়া জ্বালিতে নাই, এবং ফুঁ দিয়া প্রদীপও নিবাইতে নাই। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় শয়ন করিবে না। শূন্য গৃহে একাকী নিদ্রা যাইবে না, এবং নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ করিবে না (আবশ্যক হইলে পায়ে বা গায়ে হাত বুলাইবে)। সাঁতার দিয়া নদী পার হইবে না। আকাশে ইন্দ্রধনু দেখিলে আর কাহাকেও দেখাইবে না। অঞ্জলি করিয়া জল পান করিতে নাই। কাংস্য পাত্রের জলে পা ধুইতে নাই। অন্যের পরিহিত বস্ত্র, পাদুকা, উপবীত, মাল্য ও অলঙ্কার পরিধান করিবে না। প্রাতঃকালের রৌদ্র ও চিতার ধূম গাত্রে লাগাইবে না। নখ ও লোম ছিঁড়িবে না এবং দাঁত দিয়া নখ কাটিবে না। রাত্রে বৃক্ষের তলে থাকিবে না। বিষ্ঠা ও মূত্রের দিকে চাহিবে না। দুই হাতে মাথা চুলকাইতে নাই। জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিবে না। আহারের পর ও মহানিশায় স্নান করিতে নাই। ইচ্ছা করিয়া দেবপ্রতিমা, গুরুজন ও রাজার ছায়া মাড়াইতে বা ডিঙ্গাইতে নাই। উলঙ্গ হইয়া শুইবে না। অন্যের প্রীতিকর সত্য কথা কহিবে, অপ্রীতিকর সত্য কথা কহিবে না; এবং প্রীতিকর হইবে ভাবিয়া মিথ্যা কথাও কহিবে না। মান্য ব্যক্তি

আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং প্রণাম করিবে। মান্য ব্যক্তির হস্ত হইতে বাম হস্তে কিছু লইতে নাই এবং বাম হস্তে তাঁহাকে কিছু দিতেও নাই। পুরুষকে দীপ নির্ব্বাণ ও স্ত্রীলোককে কুষ্মাণ্ডচ্ছেদন করিতে নাই। আশীর্ব্বাদের পাত্র কেহ হাঁচিলে "জীব" (বাঁচিয়া থাক), পড়িয়া গেলে "উত্তিষ্ঠ" (উঠ) বলিতে হয়, এবং হাই তুলিলে তুড়ি দিতে হয়। হাসিবার সময় ও হাই তুলিবার সময় মুখে চাপা দিতে হয়। উচ্চ হাস্য করিতে নাই। মিথ্যা কথা বা অশুদ্ধ বাক্য বলিলে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয় (দ্বিজাতিরা "ওঁ বিষ্ণুঃ" এবং ও স্ত্রী শূদ্রে "নমো বিষ্ণুঃ" বলিবে)। শূদ্রকে ব্রাহ্মণের নিকট আগুন চাহিতে নাই; অগত্যা চাহিতে হইলে "কাষ্ঠত্যাগ করুন" বলিতে হয়। ঘৃত, তৈল, লবণ প্রভৃতি ফুরাইয়া গেলে স্ত্রীলোকে স্বামীর নিকট "নাই" বলিবে না; "বাড়ন্ত" বলিবে *। শনি ও মঙ্গলবারে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ষষ্ঠী ও দ্বাদশী তিথিতে এবং সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্রে ক্ষার সংযোগ করিতে নাই। নূতন বস্ত্র পরিধানের বারফল—রবিবারে অল্পধন, সোমবারে ব্রণ, মঙ্গলবারে ক্লেশ, বুধবারে বহুবস্ত্র লাভ, বৃহস্পতিবারে সম্পদ্, শুক্রবারে নানা ভোগ, এবং শনিবারে রোগ শোক ও কলহ হয়; অতএব বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারেই নূতন বস্ত্র পরিধান করা উচিত। পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যেরূপ আচার পালন করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ আচারই পালন করিবে; তাহার অন্যথা করিবে না।

---

* সর্পির্লবণ-তৈলাদি-ক্ষয়ে চাপি পতিব্রতা।
পতিং নাস্তীতি ন ব্রূয়া-দায়াদ্যর্থেন যোজয়েৎ॥—কাশীখণ্ড।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়-খণ্ড।

---*---

স্তবমালা।

দ্রষ্টব্য—পবিত্র হইয়া, সুস্পষ্টরূপে, মিষ্টস্বরে, ধীরে ধীরে, অর্থবোধসহকারে, একাগ্রচিত্তে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে, বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে হয়। মনে মনে স্তব পাঠ করা নিষিদ্ধ *। স্তবের আদিতে ও অন্তে দ্বিজাতিরা প্রণব, এবং স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীতেরা নমঃ বলিবে। কোনও স্তবের আদিতে যদি "অমুক উবাচ" থাকে, তাহা হইলে তাহার পরে, এবং স্তবের শেষে "ইতি" ইত্যাদির পূর্ব্বে প্রণব বা নমঃ বলিতে হয়। প্রত্যেক স্তবের শেষে—"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর" (স্ত্রীদেবতা হইলে 'সুরেশ্বর' স্থলে "সুরেশ্বরি") বলিবে; কিন্তু নবগ্রহস্তোত্রের পরে "ত্বৎ-প্রসাদাৎ সুরেশ্বর" স্থলে "প্রসাদাদ্ বো নবগ্রহাঃ" বলিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্যকৃত গঙ্গাস্তব।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-তারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে, মম মতি-রাস্তাং তব পদ-কমলে॥ ১

---

* মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ। উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা।—তন্ত্রসার।

হে দেবি, হে সুরেশ্বরি, হে ভগবতি, হে ত্রিভুবননিস্তারকারিণি, হে শঙ্কর-শিরশ্চারিণি, হে নির্ম্মলে, হে গঙ্গে, তোমার চরণকমলে যেন আমার মতি থাকে। ১।

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ, তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মা-মজ্ঞানং ॥ ২
হরিপদ-পদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে, হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃত-ভারং, কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারং ॥ ৩
তব জল-মমলং যেন নিপীতং, পরম-পদং খলু তেন গৃহীতং।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবর-কন্যে, নরক-নিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে ॥ ৫
কল্পলতা-মিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, বিবুধ-বধূ-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ ৬

হে মা সুখদায়িনি ভাগীরথি, তোমার জলের মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আমি তোমার মহিমা জানি না; আমি অজ্ঞান। হে কৃপাময়ি, আমাকে রক্ষা কর। ২। (ত্রাহি—ত্রা অদাদি+লোট্ হি "কৈশ্চিদদাদৌ ত্রা পঠ্যতে" ইতি সংক্ষিপ্তসারম্)।

হে গঙ্গে, তুমি হরিপাদপদ্ম হইতে নদীরূপে উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার তরঙ্গ হিম, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। মা, আমার পাপভার দূর কর; কৃপা করিয়া আমাকে ভবসাগর হইতে পার কর। ৩।

যে তোমার পবিত্র জল পান করিয়াছে, সেই বিষ্ণুপদ লাভ করিয়াছে। হে মা গঙ্গে, তোমার প্রতি যে ভক্তিমান্ হয়, যম তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। ৪।

হে পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, তুমি গিরিরাজ হিমাচলকে বিদীর্ণ করিয়া যেখান দিয়া নির্গত হইয়াছ, সেখানে তোমার তরঙ্গ কতই শোভা ধারণ করিতেছে। তুমি ভীষ্মের জননী, তুমি জহ্নুমুনির কন্যা, তুমি নরকনিবারিণী এবং তুমি ত্রিভুবনে প্রশংসনীয়া। ৫।

তুমি কল্পতরুর ন্যায় জগতে সকলের অভীষ্ট ফল প্রদান কর। তোমাকে যে প্রণাম করে, তাহাকে শোকসাগরে পড়িতে হয় না। হে গঙ্গে, তোমাকে

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে কোঽপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥ ৭
পরিলসদঙ্গে পুণ্য-তরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে, সুখদে শুভদে সেবক-শরণে * ॥৮
রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে॥ ৯
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য চ বাসঃ॥ ১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনঃ, ন পুনর্দূরে নৃপতি-কুলীনঃ॥ ১১

* সেবকানাং শরণং রক্ষণং যস্যাঃ সা সেবকশরণা (পঞ্চম্যন্ত বহুব্রীহি)।

সাগরের সহিত বিহার করিতে যাইতে দেখিয়া দেবপত্নীগণ তোমার প্রতি চঞ্চল কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। ৬।

যদি কেহ তোমার স্রোতে স্নান করে, তোমার কৃপায় তাহাকে আর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, তুমি পাপবিনাশিনী এবং মহিমাতে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ৭।

তোমার অঙ্গ উজ্জ্বল, তোমার তরঙ্গ পবিত্র, তোমার কটাক্ষ করুণাপূর্ণ। হে জাহ্নবি, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ কর। ইন্দ্রের মুকুটস্থ মণির আভায় তোমার চরণ সুশোভিত হয়, তুমি সুখদা ও শুভদা, এবং ভক্তগণের আশ্রয়-দায়িনী। ৮।

হে ভগবতি, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিসমূহ হরণ কর। ত্রিভুবনের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ; পৃথিবীর বক্ষে তুমি হারের ন্যায় শোভা পাইতেছ। এ সংসারে তুমি আমার গতি। ৯।

হে অলকানন্দে (কৈলাসপুরীর আনন্দদায়িনি), হে পরমানন্দময়ি, হে কাতর জনের বন্দনীয়ে, আমার প্রতি করুণা কর। তোমার তটের নিকটে যাহার নিবাস, নিশ্চয়ই তাহার বৈকুণ্ঠে বাস। ১০।

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবর-কন্যে।
গঙ্গাস্তব-মিম-মমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥ ১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ।
মধুর-কান্তপদ- পজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ॥ ১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিত ফলদং বিদিত-মুদারং।
শঙ্কর-সেবক-শঙ্কর-রচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদ-মিতি সমাপ্তং ॥ ১৪
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাষ্টক।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-শৃঙ্গার-হারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসত-স্ত্বদম্বু পিবত-স্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরত-স্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥ ১

তোমার এই জলে কচ্ছপ কিংবা মৎস্য হইয়া থাকাও ভাল; তোমার তীরে দুর্ব্বল সরট (কৈকলাস) হইয়া থাকাও ভাল। অথবা তোমা হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হইয়া থাকাও ভাল; কিন্তু দূরদেশে নৃপতিবংশাবতংস হওয়াও ভাল নহে। ১১।

হে ভুবনেশ্বরি, হে জগৎপাবনি, হে প্রশংসনীয়ে, হে দেবি জলময়ি জহ্নুতনয়ে, যে মনুষ্য এই পবিত্র গঙ্গাস্তব নিত্য পাঠ করে, সে বাস্তবিকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। ১২।

যাহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে, তাহাদের সর্ব্বদা সুখভোগ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। পরমানন্দে গ্রথিত—ললিত—এবং মধুর ও সুন্দর-পদযুক্ত পজ্ঝটিকা ছন্দে শঙ্করসেবক শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত, সংসারের সার বস্তু, অভীষ্টফলপ্রদরূপে বিদিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই গঙ্গাস্তোত্র সংসারী ব্যক্তি পাঠ করুন। এইখানেই ইহা সমাপ্ত হইল। ১৩। ১৪।

হে মা, তুমি পার্ব্বতীর সপত্নী, তুমি পৃথিবীর বিলাস-হারযষ্টি (অর্থাৎ

ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা-সংঘট্ট-ঘণ্টা রণৎ-
কার ত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥ ২
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভি-রান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং।
দিব্যস্ত্রী-কর-চারু-চামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥ ৩

পৃথিবীর বক্ষে নৃত্যকালীন হারের ন্যায় শোভা পাইতেছ), তুমি স্বর্গে উঠিবার বিজয়পতাকা (অর্থাৎ রাজারা সমরে শত্রুজয় করিয়া বিজয়পতাকা ধারণ করিলে যেমন অবাধে তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করিলে অবাধে স্বর্গে আরোহণ করা যায়), (ভগীরথ তোমাকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন বলিয়া) তোমার নাম ভাগীরথী। তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, যেন তোমার তীরে বাস করিয়া, তোমার জল পান করিয়া, তোমার তরঙ্গের উপর ভাসিয়া, তোমার নাম স্মরণ করিয়া,এবং তোমাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকিতে থাকিতেই আমার দেহত্যাগ হয়।১। হে গঙ্গে,তোমার তীরে তরুকোটরে পক্ষী হইয়া থাকাও ভাল; হে নরকনিবারিণি, তোমার জলে মৎস্য কিংবা কচ্ছপ হইয়া থাকাও ভাল, কিন্তু অন্যত্র (অর্থাৎ গঙ্গাহীন দেশে), যাহার মদমত্ত গজসমূহের পরস্পর আস্ফালনে উত্থিত (তাহাদের গলসংলগ্ন) ঘণ্টার শব্দে ভীত হইয়া পলায়িত শত্রুগণের বনিতারা (স্ব স্ব পতির প্রাণরক্ষার্থ) যাহাকে স্তব করিতে থাকে, সেরূপ রাজা হওয়াও কিছু নহে। ২। হে পরমেশ্বরি ত্রিপথগামিনি ভাগীরথি, কবে (তোমার জলে এ দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া আমি যখন স্বর্গে যাইব তখন) অপ্সরারা সুন্দর চামর হস্তে লইয়া তাহার বাতাস দিয়া আমাকে শীতল করিতে থাকিবে, এবং সেই অবস্থায় আমি আমার এ দেহটাকে দেখিব যে, কাকে ঠুক্‌রাইতেছে, কুকুরে গ্রাস করিতেছে, তোমার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার তটে লাগিতেছে এবং শৃগালেরা কাড়াকাড়ি করিতেছে।৩।যিনি বিষ্ণুপাদপদ্মের কোমল

অভিনব-বিষবল্লী-পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথন-মৌলের্মালতীপুষ্প-মালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষয়িত-কলি-কলঙ্কা জাহ্নবী মাং পুনাতু॥ ৪
যত্তৎ তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতা- *
চ্ছন্নং সূর্য্যকর-প্রতাপ-রহিতং শঙ্খেন্দু-কুন্দোজ্জ্বলং।
গন্ধর্ব্বামর-সিদ্ধ-কিন্নরবধূ-তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলং॥ ৫
গাঙ্গং বারি মনোহারি, মুরারি-চরণচ্যুতং।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি, পাপহারি পুনাতু মাং॥ ৬
পাপাপহারি দুরিতারি † তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।

* বল্লী—লতাবিশেষঃ শাখা চ (মেদিনী)। ব্রততিঃ শাখা চ (অমর)।

† দুরিতম্ ঋণোতি হিনস্তীতি দুরিত-ঋ-ণিন্—দুরিতারিন্।

মৃণালস্বরূপ (অর্থাৎ বিষ্ণুপাদপদ্মের নিম্নে দণ্ডাকারে অবস্থিত), হরমস্তকে মালতী ফুলের মালাস্বরূপ (অর্থাৎ হরমস্তকে পতিত), এবং যিনি অনির্ব্বচনীয় মোক্ষ-চিহ্নিত (অর্থাৎ যাহা দেখিলেই উদ্ধারা মুক্তি পাওয়া যায় বলিয়া লোকের ধারণা হয় এরূপ) শমনজয়ের পতাকা-স্বরূপ, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই কলিকলুষনাশিনী গঙ্গা আমাকে পবিত্র করুন। ৪। যাহা (তীরস্থিত) তাল, তমাল, শাল ও সরল বৃক্ষের আন্দোলিত-শাখাশ্রিত লতাসমূহে আচ্ছন্ন থাকিয়া সূর্য্যকিরণের উত্তাপ পাইতেছে না (অর্থাৎ যাহা অতি সুশীতল); যাহা শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ (অর্থাৎ অতি নির্ম্মল); এবং যাহা গন্ধর্ব্ব, অমর, সিদ্ধ ও কিন্নরগণের কামিনীদিগের পীন পয়োধরে আলোড়িত হয় (অর্থাৎ দেবপত্নীরা প্রত্যহ স্নান করেন বলিয়া তাঁহাদের অঙ্গবিলিপ্ত দিব্য কুঙ্কুমাদি দ্বারা যাহা সুবাসিত); সেই নির্ম্মল গঙ্গাজলে প্রতিদিন যেন আমি স্নান করিতে পাই। ৫। হরিপদ হইতে বিগলিত, মহাদেবের মস্তকে অবস্থিত, পাপহারি,

ঝঙ্কারকারি হরিপাদ রজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৭
বরমিহ গঙ্গাতীরে, সরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতবস্থঃ, করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥ ৮
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽপি কলিকল্মষ-পঙ্ক-মাশু
মোক্ষং লভেৎ * পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥৯
ইতি শ্রীবাল্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

ব্যাসকৃত গঙ্গাষ্টক। †

যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ- ‡
র্যস্মিন্ পান্থ-দৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।

---

* পরস্মৈপদমার্যম্। লভেত ইতি সাধু।

† দরাফ খাঁ নামে একজন মুসলমান হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া মৃত্যুকালে এই স্তব পাঠ করায় তদবধি ইহা 'দরাফ খাঁ-কৃত গঙ্গাস্তব" বলিয়া প্রথিত হইয়াছে।

‡ ত্যক্তং ভবতি, স্পৃষ্টং ন ভবতি।

মনোহর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুক। ৬। যাহা ঐহিক পাপ হরণ করে, যাহা প্রাক্তন দুষ্কৃত নাশ করে, যাহা তরঙ্গ ধারণ করে, যাহা হিমালয়ের গুহা বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়াছে, এবং যাহা শ্রীহরির পদরজঃ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, সেই মঙ্গলজনক গঙ্গাজল সতত আমাকে পবিত্র করুক। ৭। এই গঙ্গাতীরে কৃকলাস, কাক বা কৃশকায় কুকুর হইয়া থাকাও ভাল; তথাপি দূরে কোটি-সংখ্যক করিবরের অধিপতি রাজা হওয়াও কিছু নহে। ৮। (গঙ্গাজলে স্নান করার ত কথাই নাই) যে মনুষ্য প্রভাতে পবিত্র হইয়া বাল্মীকি-বিরচিত গঙ্গাষ্টক পাঠ করে, সেও কলি-কলুষরূপ পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া অচিরে মুক্তিলাভ করে; তাহাকে আর ভবসাগরে পড়িতে হয় না। ৯।

শ্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বপ্রীয়সে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা * মাতাসি ভাগীরথি ॥ ১
অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি, শশি-শেখর-মৌলি-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনু-বিতরণ-সময়ে, হরতা দেয়া ন মে হরিতা ॥ ২
শূন্যীভূতা শমন-নগরী নীরবা রৌরবাস্তা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিন-মহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা †
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥ ৩

---

* করুণাপরায়ণেষু দয়াশীলেষু জনেষু মধ্যে পরা শ্রেষ্ঠা।

† অর্ঘ্যপাত্রাণাম্ একানি, অর্ঘ্যপাত্রৈকাণি, তৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ সার্ঘ্য-পাত্রৈকাঃ, তথাভূতাঃ হস্তাঃ যেষাং তে, এবৈকার্ঘ্যপাত্রযুক্তহস্তাঃ ইত্যর্থঃ।

যে মানব-দেহ (মৃত হইলে) জননীরাও ত্যাগ করেন, বন্ধুবান্ধবেরাও যাহা স্পর্শ করে না, যাহা পথিকদিগের কটাক্ষে পতিত হইলে তাহারা হরিস্মরণ করে, এরূপ দেহকে তুমি ক্রোড়ে রাখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাক। অতএব হে ভাগীরথি, তুমিই দয়াশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা (অর্থাৎ তোমার মত দয়া আর কাহারও নাই) এবং তুমিই যথার্থ মাতা (স্নেহময়ী জননীও পুত্রের মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তুমি ত্যাগ কর না)। ১।

মা! তুমি নদীরূপে হরিপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এবং মহাদেবের মস্তকে মালতীপুষ্পের মালাস্বরূপ বিরাজ করিতেছ। তোমাতে যখন আমি দেহ ত্যাগ করিব, তৎকালে তুমি আমাকে হরত্ব দিও; হরিত্ব দিও না।— তোমার তীরে যে, দেহত্যাগ করে, সে বিষ্ণুরূপ বা শিবরূপ ধারণ করিয়া থাকে। আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যেন বিষ্ণু না হইয়া শিব হই; বিষ্ণু হইলে তুমি পায়ে থাকিবে, তাহাতে আমি অপরাধী হইব; শিব হইলে তুমি আমার মাথায় থাকিবে। ২।

হে মা গঙ্গে! যে দিন হইতে তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে শমনপুরী শূন্য হইয়াছে (তোমার জলে দেহত্যাগ করিয়া

পয়ো হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং, পুনর্ন চাঙ্গং যদি বৈতি চাঙ্গং * ।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং, যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গং ॥ ৪
কত্যঙ্কাণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি-দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।

* যদি বা অঙ্গম্ এতি (প্রাপ্নোতি), তদা করে রথাঙ্গম্ এতি ইত্যাদি। "প্রায়ো গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ স্যুঃ" ইতি ইধাতোরত্র প্রাপ্ত্যর্থত্বম্।

প্রায় সকলেই বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে যাইতেছে, সুতরাং যমপুরের লোক-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে)। রৌরব প্রভৃতি নরক নীরব হইয়াছে (পাপীরা ঐ সকল নরকে গিয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিত; এখন সেখানে লোকাভাবে সে চীৎকার আর নাই)। বিমান সকল প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া ভগ্নাবস্থ হইয়াছে (তোমার জলে মৃত ব্যক্তিদিগকে বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য প্রত্যহ শত শত পুষ্পকরথ যাতায়াত করিতেছে; তাহাদের সংস্কার করিবারও অবসর নাই)। স্বর্গে দেবতারা সিদ্ধ প্রভৃতি দেবযোনিদিগের সহিত এক-একটি অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া অবস্থান করিতেছেন (বিষ্ণুলোকে ও শিবলোকে যাইতে হইলে স্বর্গ দিয়া যাইতে হয়; তাহাদের সম্মানের জন্য অনুচরবর্গের সহিত দেবতাদিগকে অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়াই নিরন্তর কালযাপন করিতে হইতেছে)। ৩।

এই যে গঙ্গাজল, ইহাতে যাহারা দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের আর দেহ হয় না (অর্থাৎ তাহারা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করে)। আর যদিই তাহারা দেহ পায়, তাহা হইলে হস্তে চক্র, শয়নে সর্প, যানে পক্ষী ও চরণে গঙ্গাজল পাইয়া থাকে (অর্থাৎ তাহারা বিষ্ণুদেহ লাভ করে, সুতরাং সেই দেহে হস্তে সুদর্শনচক্র ধারণ করে, অনন্তশয্যায় শয়ন করে, গরুড়ে আরোহণ করিয়া যাতায়াত করে, এবং তাহাদের চরণ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়া থাকে)। ৪।

হে ত্রিলোক-জননি, তোমার জল-প্রবাহের মধ্যে কত নরকঙ্কাল আছে? কত মড়ার মাথার খুলি আছে? কত ব্যাঘ্র ও হস্তীর চর্ম্ম আছে? কত বিষ আছে? কত সর্প আছে? কত অর্দ্ধচন্দ্র আছে? আর তুমিই বা কত আছ? যেহেতু তোমার জলে নিমগ্ন হইয়া যে সকল জীব দেহ ত্যাগ করে, তাহারা

কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননি ত্বদ্বারি-পূরোদরে
মজ্জজ্জন্তু-কদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈক-মাদায় যৎ ॥ ৫
কুতোঽবীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং *
ত্বমাপীতা পীতাম্বর-পুর-নিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬
ত্বমন্তো লোকানা-মখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগল্ভী নিম্নানা-মপি নয়সি সর্ব্বোপরি নতান্।

---

* অবীচিঃ—নরকবিশেষঃ। "তপ্তেদাস্তপনাবীচির্মহারৌরব-রৌরবাঃ" ইত্যমরঃ। অত্র অবীচিরিতি সর্ব্বেষাং নরকাণামুপলক্ষণম্।

প্রত্যেকেই ঐ সকল বস্তুর এক একটি লইয়া উত্থিত হয়।—তোমাতে যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহারা শিবত্বও প্রাপ্ত হয়। শিবের আভরণ—গলে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে নর-কপাল-রূপ ভিক্ষাপাত্র, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পৃষ্ঠে গজচর্ম্ম, কণ্ঠে বিষ, সর্ব্বাঙ্গে সর্প, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং মস্তকে গঙ্গা। তোমার জলে ঐ সকল বস্তু কত আছে যে, এত লোক তোমার জলে মরিয়া শিব হইয়া প্রত্যেকেই ঐ সকল বস্তু লাভ করিতেছে। ৫।

তোমার তরঙ্গ যদি নয়নপথে পতিত হয় (অর্থাৎ তোমাকে যদি দর্শন করা যায়) তাহা হইলে নরকভয় আর কোথায় ? তোমাকে পান করিলে তুমি বিষ্ণুলোক প্রদান কর। হে গঙ্গে, তোমার ক্রোড়ে যদি দেহীদিগের দেহ পতিত হয় (অর্থাৎ তোমার তীরে যদি দেহত্যাগ হয়) তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ইন্দ্রপদলাভও অতি তুচ্ছ (তাহারা মুক্তিলাভ করে বলিয়া ইন্দ্রপদও গ্রাহ্য করে না)।৬।

হে মা গঙ্গে, তোমার কি অদ্ভুত আচরণই জগতে প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু তুমি জল হইয়াও সমস্ত পাতক দগ্ধ করিতেছ (জলের দাহিকা শক্তি নাই, কিন্তু তোমার জলের সে শক্তি রহিয়াছে—এই আশ্চর্য্য)। তুমি নিজে নিম্নস্থানসমূহে গমন কর; কিন্তু যাহারা তোমার নিকট প্রণত হয়, তাহাদিগকে তুমি সকলের উপরিবিষ্ণু লোকে লইয়া যাও (জল নিম্নগামি; তুমি জলরূপে নিম্নগামিনী হইয়াও

ষোড়শৈতান নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তং।

(কৃষ্ণকবচ ও জগন্নাথাষ্টক ৪র্থ খণ্ডে আছে।)

নবগ্রহ-স্তোত্র।

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥ ১
দিব্যশঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবং।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণং ॥ ২
ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং ॥ ৩
প্রিয়ঙ্গু-কলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং ॥ ৪

কার্য্যে মাধব নাম স্মরণ কর। ৪। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই ষোড়শ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সর্ব্বপাপনাশক পুণ্য হয়, এবং সে বিষ্ণুলোকে সমাদৃত হইয়া বাস করে। ৫।

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, মহাদীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশক এবং সর্ব্বপাপহারী সূর্য্যকে প্রণাম করি। ১। উৎকৃষ্ট শঙ্খ ও তুষারের (বরফের) ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যিনি ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এবং যিনি মহাদেবের মুকুটের ভূষণ, সেই চন্দ্রকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি। ২। পৃথিবীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন, বিদ্যুৎ-সমূহের ন্যায় প্রভাশালী, সুন্দর, ও হস্তে শক্তিধারী মঙ্গলকে আমি প্রণাম করি। ৩। প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের কলিকার ন্যায় শ্যামবর্ণ, রূপে অতুলন মধুরমূর্ত্তি, সকলগুণযুক্ত, চন্দ্রের পুত্র বুধকে প্রণাম করি। ৪। দেবতা

দেবতানা-মৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক-সন্নিভং।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিং ॥ ৫
হিম কুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং ॥ ৬
নীলাঞ্জন-চয়-প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং ॥ ৭
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং ॥৮
পলাল-ধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং ॥ ৯
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রণতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১০
ঐশ্বর্য্য-মতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে ॥ ১১

ও ঋষিদিগের গুরু, স্বর্ণকান্তি, পূজনীয়, ত্রিভুবনের নিয়ন্তা সেই বৃহস্পতিকে প্রণাম করি। ৫। হিম, কুন্দপুষ্প ও মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, দৈত্যদিগের পরম গুরু, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা শুক্রকে আমি প্রণাম করি। ৬। নীল কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সূর্য্যের পুত্র, (সূর্য্যের অন্যতমা পত্নী) ছায়ার গর্ভসম্ভূত, মহাগ্রহ শনিকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি। ৭। অর্দ্ধকায় (অর্থাৎ কেবল মুণ্ডধারী), অতি ভয়ঙ্কর, চন্দ্র ও সূর্য্যের উৎপীড়ক, সিংহিকার পুত্র, উগ্রস্বভাব সেই রাহুকে আমি প্রণাম করি। ৮। শুষ্ক তৃণের ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, নক্ষত্র ও অন্যান্য গ্রহের উৎপীড়ক, উগ্রস্বভাব, উগ্রমূর্ত্তি ও ক্রূর সেই কেতুকে আমি প্রণাম করি। ৯। যে ব্যক্তি প্রণত ও পবিত্র হইয়া ব্যাসের উক্ত এই স্তব দিবসে বা রাত্রিতে পাঠ করে, তাহার শান্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০। তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য, আরোগ্য ও পুষ্টিবৃদ্ধি হয়, এবং সে সর্ব্বদা নরনারীগণের প্রিয়পাত্র হয়। ১।

স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সি মুরারাতি-নিবহা-
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥ ৭
সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বং।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং ॥ ৮
ব্যাসেনোক্তং মহাপুণ্যং দ্রুপদাখ্যমিদং মুদা।
গঙ্গাষ্টকং পঠন্ মর্ত্ত্যঃ পাপতাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তং।

বিষ্ণু-নামাষ্টক।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং ॥

অপরকে উর্দ্ধগামী কর—এই আশ্চর্য্য)। তুমি নিজে বিষ্ণু হইতে জন্মিয়া কত শত বিষ্ণুকে জন্ম দিতেছ (তোমার জলে মরিয়া লোকে বিষ্ণু হয়, সুতরাং তুমি এক বিষ্ণু হইতে জন্মিয়াছ, কিন্তু শত শত বিষ্ণু প্রসব করিতেছ—এই আশ্চর্য্য)। ৭।

হে দেবনদি, হে জাহ্নবি, তুমি পুণ্যবান্‌কেই উদ্ধার করিয়া থাক; কিন্তু সে ত নিজের পুণ্যবলেই উদ্ধার পায়, তাহাতে তোমার মহত্ব কি আছে? (অর্থাৎ বহুজন্মের পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে তোমার তীরে কাহারও মৃত্যু হয় না; সুতরাং পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বীয় পুণ্যবলে তোমার তীরে মরে, তাই তাহাকে তুমি মুক্তি দাও; ইহাতে তোমার আর মহত্ব কি?)। যদি এই অগতি মহাপাপী আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তবেই এ জগতে তোমার মহত্ব প্রকাশ পায়; এবং সেই মহত্বই প্রকৃত মহত্ব। ৮।

ব্যাসের কথিত "দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ" ইত্যাদি মার্জ্জনমন্ত্র সদৃশ অতি পবিত্র এই গঙ্গাষ্টক যে মনুষ্য আনন্দে পাঠ করে, সে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হয়। ৯

ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ॥
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥ ১
ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

বিষ্ণু-ষোড়শনাম।

ঔষধে চিন্তয়েদ্‌ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং॥ ১
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥ ২
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং॥ ৩
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥ ৪

অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস ও নারায়ণ—এই আটটি মঙ্গলজনক নাম যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে, তাহার পাপ থাকে না; শত্রুসৈন্য নাশ পায়; দুঃস্বপ্ন দেখিলে তাহা সুস্বপ্ন হয়, গঙ্গায় মৃত্যু হয়, নারায়ণে অচলা ভক্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই হেতু মনুষ্য নিত্য ইহা পাঠ করিবে। ১।

ঔষধ-সেবনে বিষ্ণু, ভোজন-কালে জনার্দ্দন, শয়ন-কালে পদ্মনাভ, বিবাহের সময়ে প্রজাপতি নাম স্মরণ করিবে। ১। যুদ্ধে চক্রধর, প্রবাসে ত্রিবিক্রম, মৃত্যুকালে নারায়ণ, ও প্রিয়জন-সমাগমে শ্রীধর নাম স্মরণ করিবে। ২। দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, বিপদে মধুসূদন, বনমধ্যে নরসিংহ, ও অগ্নিমধ্যে জলশায়ী নাম স্মরণ কর। ৩। জলমধ্যে বরাহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, যাত্রাকালে বামন, এবং সকল

তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে প্রপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্ন সংশয়ঃ॥ ১২

ইতি শ্রীব্যাসভাষিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তং।

শিবাষ্টক।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং-গুণহীন-মহীশ-গণাভরণং।
রণনির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং॥ ১

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং, তনু-নিন্দিত-রাজত-ভূমিধরং।
বিধিবিষ্ণুশিরঃ-স্থিত-পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং॥ ২

শশলাঞ্ছন-রঞ্জিত-সন্মুকুটং, কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনী-কৃতপূত-জটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং॥ ৩

তক্ষক, অগ্নি, যম, বায়ু এবং আরও যে সকল সংহারক ও উৎপীড়ক আছে, তাহারা সকলেই শান্ত হয়, এই কথা ব্যাস বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ১২।

যিনি প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, যিনি সকলের ঈশ্বর, যাঁহার ঈশ্বর কেহ নাই, যিনি অশেষগুণযুক্ত অথচ নির্গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত), প্রধান সর্পগণ যাঁহার আভরণ, যিনি যুদ্ধে ত্রিপুর-নামক দুর্জ্জয় দৈত্যকে জয় করিয়াছেন, সেই মঙ্গলদানে কল্পতরুস্বরূপ শিবকে প্রণাম করি। ১।

যাঁহার বামাঙ্গে পার্ব্বতী রহিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গের আভায় রজতগিরিও পরাস্ত হইয়াছে, যাঁহার পদদ্বয় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মস্তকে অবস্থিত, সেই মঙ্গলদানে কল্পতরু-স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি। ২।

যাঁহার উৎকৃষ্ট মুকুট চন্দ্র দ্বারা শোভিত, যাঁহার কটিতটে সুন্দর ব্যাঘ্রচর্ম্মরূপ বস্ত্র বিলম্বিত, যাঁহার জটা গঙ্গা কর্ত্তৃক পবিত্রকৃত, সেই মঙ্গলদানে কল্পতরুস্বরূপ শিবকে প্রণাম করি। ৩।

নয়নত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং, মুখপদ্ম-বিনিন্দিত-কোটিবিধুং।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৪
বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং, গরলাশন-মাৰ্ত্তি-বিনাশকরং।
বরদাভয়-শূল-বিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৫
মকরধ্বজ-মত্ত-মতঙ্গহরং, করিচর্ম্ম-বিলাস-বিশেষকরং।
স্ফুরদদ্ভুত-কীকস-মালাধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৬
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং, করুণেশ-গুণত্রয়-রূপধরং।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৭
প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং, মুনি-যোগি-মনোঽম্বুজ-ষট্‌পদকং।
ভজতোঽখিল-দুঃখ-সমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ ৮

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং শ্রীশিবাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

(মহিম্নস্তব ও শিবকবচ ৪র্থ খণ্ডে আছে)

যাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল নয়নত্রয়ে শোভিত, যাঁহার মুখপদ্মের নিকট কোটি চন্দ্রও পরাভূত, যাঁহার ললাটদেশ চন্দ্রখণ্ড দ্বারা ভূষিত, সেই মঙ্গলদানে কল্পতরু-স্বরূপ শিবকে প্রণাম করি। ৪।

যিনি বৃষরাজের উপর উপবেশন করেন, যিনি বরমুদ্রা, ত্রিশূল ও শৃঙ্গ (শিঙ্গা) ধারণ করেন, সেই…। ৫।

যিনি মত্ত হস্তীর ন্যায় দুর্জ্জয় মদনকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি পৃষ্ঠদেশে হস্তিচর্ম্ম ধারণ করিয়া তাহার বিশেষ শোভা সম্পাদন করিতেছেন, যিনি উজ্জ্বল ও অদ্ভুত অস্থিমালা ধারণ করিতেছেন, সেই…। ৬।

যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, যিনি কৃপাদানে সমর্থ, এবং ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তিধারী; যিনি বিষ্ণুর প্রিয় এবং সাধুজনের একমাত্র গতি, সেই…। ৭।

যিনি প্রমথগণের অধিপতি ও ভক্তগণের সুখবর্দ্ধক, যিনি মুনি ও যোগী-দিগের মানসপদ্মে ভ্রমরস্বরূপ, যিনি ভক্তজনের সকল দুঃখভার হরণ করেন, সেই…। ৮।

সূর্য্যস্তব।

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্তবংস্তত্র ততঃ সাম্বঃ কৃশো ধমনি-সন্ততঃ *।
রাজন্ নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরং ॥ ১
খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্বা পুনর্ব্বচন-মব্রবীৎ ॥ ২

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

সাম্ব সাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং † স্তবং শুভং ॥ ৩
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥ ৪
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোঁকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।

---

* বভূবেতি শেষঃ। † আত্মনেপদমার্ষম্, পঠেতি সাধু।

বশিষ্ঠ বলিলেন।—হে মহারাজ (দিলীপ), তার পর সাম্ব সেখানে সহস্র-নাম দ্বারা সহস্ররশ্মি সূর্য্যকে স্তব করিতে করিতে এরূপ কৃশ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ শিরাব্যাপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১। তখন সূর্য্য সেই কৃষ্ণতনয়কে কষ্ট পাইতে দেখিয়া, স্বপ্নে দর্শন দিয়া পুনর্ব্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। ২। সূর্য্য বলিলেন।—হে মহাবাহো জাম্ববতীনন্দন সাম্ব, সহস্রনাম স্তবে প্রয়োজন নাই; এই উত্তম স্তব পাঠ কর। ৩। আমার যে সকল নাম গোপনীয়, পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক, সেই সকল নাম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; বৎস, শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর। ৪। বিকর্ত্তন, বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোক-প্রকাশক, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্ত্তা, হর্ত্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তিহস্ত, ব্রহ্মা এবং সর্ব্বদেবনম-

তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ॥
একবিংশতি-রিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম
শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব * ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাত-স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ৬
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে † ।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৭
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতং।
একজপ্যেন তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ॥
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ॥ ৯
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ॥ ১০
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১১

---

* শ্রিয়ং রাতি প্রদাতীতি শ্রীরঃ, স চাসৌ আরোগ্যকরশ্চেতি। † সন্ধিরার্ষঃ।

স্কৃত।৫। এই একবিংশতিনামরূপ স্তব সর্ব্বদা আমার প্রিয়, এবং ইহা সৌন্দর্য্যপ্রদ, আরোগ্যজনক, ধনবর্দ্ধক ও যশস্কর। ইহা স্তবরাজ বলিয়া ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ।৬। হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি অস্ত ও উদয় এই দুই সন্ধ্যায় প্রণত হইয়া এই স্তব দ্বারা আমাকে স্তব করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৭। কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে কিছু পাপ থাকে, আমার সম্মুখে একবার-মাত্র এই স্তব পাঠ করিলে, সে সমস্ত নষ্ট হয়। ৮। ইহাই জপের মন্ত্র, ইহাই হোমের মন্ত্র, ইহাই সন্ধ্যোপাসনা; ইহাই বলিমন্ত্র, অর্ঘ্যমন্ত্র ও ধূপদানের মন্ত্র।৯। অন্ন-নিবেদনে, স্নানে, প্রণামে ও প্রদক্ষিণে এই মহামন্ত্রই ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ্য, এবং ইহা সর্ব্বব্যাধিবিনাশক ও শুভপ্রদ।১০। জগদীশ্বর ভগবান্ সূর্য্য, কৃষ্ণতনয়

সাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ব-বাহনং।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাং-স্তস্মাদ্ রোগাদ্বিমুক্তবান্॥ ১২
ইতি সাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

দুর্গাস্তব।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান-স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দরূপ-স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ২
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৩
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-ঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু-র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৪

সাম্বকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।১১। সাম্বও এই স্তব দ্বারা সূর্য্যকে স্তব করিয়া পবিত্রদেহ, নীরোগ ও শ্রীমান্ হইয়া সেই রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। ১২।

হে শরণাগতবৎসলে, হে শিবে, হে দয়াবতি, তোমাকে প্রণাম; হে বিশ্বব্যাপিকে, হে বিশ্বরূপে, তোমাকে প্রণাম। তোমার পাদপদ্ম জগতের সকলে বন্দনা করিয়া থাকে, তোমাকে প্রণাম; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ১। তোমার তত্ত্ব জগতের সকলেই চিন্তা করে, তোমাকে প্রণাম; হে মহাযোগিনি, হে জ্ঞানরূপে, তোমাকে প্রণাম। হে সদানন্দময়ি, হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর।২। হে দেবি, তুমি অনাথ, দীন, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ভীত ও বন্ধনগ্রস্ত জীবের একমাত্র গতি ও নিস্তারকর্ত্রী; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৩। হে দেবি, বনে, ঘোর রণে, শত্রুমধ্যে, অনলে, সাগরে, দুর্গম স্থানে ও রাজদ্বারে, তুমি একমাত্র গতি ও নিস্তারের কারণ; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে,

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন-সন্দোহ-হন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্ণা চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭
নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে, সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহ-গতানাং দস্যুভির্বা বৃতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯

রক্ষা কর। ৪। হে দেবি, অতিদুস্তর ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অকূল বিপৎসাগরে যাহারা মগ্ন হয়, সেই প্রাণীদিগের তুমি একমাত্র গতি ও উদ্ধার করিবার নৌকা-স্বরূপ; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৫। হে চণ্ডিকে, তুমি প্রতাপান্বিত ভুজদণ্ড দ্বারা অবলীলাক্রমে ইন্দ্রের অশেষ ভয় বিনাশ করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম। তুমি বিঘ্ন-সমূহ-নাশকারিণী ও একমাত্র গতি; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৬। তুমি অদ্বিতীয়া, বিষ্ণুর আরাধিতা, সত্যবাদিনী, অপরিচ্ছিন্না, অপরাজিতা, (দুষ্ট-জনের উপর) রুষ্টা ও (শিষ্ট জনের উপর) তুষ্টা; তুমি ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্ণা নাড়ী; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৭। হে শিবে, হে ভীমনাদে, হে সরস্বতি, হে অরুন্ধতি, হে সত্যস্বরূপে, তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। তুমি লক্ষ্মী, শচী, কালরাত্রি ও সতী; হে জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম। হে দুর্গে, রক্ষা কর। ৮। তুমি দেবতাদিগের, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদিগের, মুনি দৈত্য ও মনুষ্যদিগের এবং ব্যাধিগ্রস্তদিগের রক্ষাকর্ত্রী। যাহারা বিচারার্থ রাজদ্বারে নীত অথবা যাহারা দস্যু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, তাহাদিগেরও তুমি

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্ত-মাপদুদ্ধার-হেতুকং।
ত্রিসন্ধ্য-মেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে॥ ১০
স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া।
সমস্তং শ্লোকমেকং বা পঠেদ্ যস্তু সমাহিতঃ।
স সর্ব্বদুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥ ১১
ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।
(দুর্গাকবচ ৪র্থখণ্ডে আছে।)

সঙ্কটাস্তব।

নারদ উবাচ।

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক।
অক্ষতানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ১
ন তৃপ্তি-মধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ।
বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যান-মুত্তমং॥ ২

একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী; হে দুর্গে দেবি, প্রসন্না হও। ৯। আপদুদ্ধারের কারণ এই স্তব আমি বলিলাম। ইহা ত্রিসন্ধ্যা বা একসন্ধ্যা পাঠ করিলেই, স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতালে যে কোনও সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১০। হে দেবি, আমি সংক্ষেপে এই যে স্তবরাজ কহিলাম; ইহা সমস্ত, অথবা ইহার একটি-মাত্র শ্লোক যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ১১।

নারদ কহিলেন।—হে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখপ্রদ জৈগীষব্য, আপনার কৃপায় অক্ষয় পুণ্যকথা সকল শ্রবণ করিলাম। ১। কিন্তু আপনার বাক্যামৃতপানে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। হে দ্বিজবর, একটি উত্তম সঙ্কট-নাশক স্তব

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্‌বচঃ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষিসত্তম ॥ ৩
দ্বাপরে তু পুরা বৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যং নির্ব্বিণ্নঃ পরমং যযৌ ॥ ৪
তদানীন্তু ততঃ কাশী-পুরাদ্যাতো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যো মহাতপাঃ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ।
কিমর্থং ম্লানবদন এতৎ ত্বং মাং নিবেদয় ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্ত-মেতাদৃগ্‌ বদনং ততঃ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ্‌ ব্রূহি মহামতে ॥ ৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পার্শ্বতঃ।
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং ॥ ৮

বলুন।২। তাঁহার এই কথা শুনিয়া জৈগীষব্য বলিলেন,—হে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ সঙ্কটনাশক স্তব শ্রবণ কর।৩। পূর্ব্বে দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ও অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন।৪। সেই সময়ে মহাতপস্বী মহামুনি মার্কণ্ডেয় শিষ্যগণের সহিত কাশী হইতে সেখানে উপস্থিত হন।৫। (রাজা) গাত্রোত্থান করিয়া প্রণামপূর্ব্বক পূজা করিলে পর, তিনি তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন—কিজন্য আপনি মলিনবদন হইয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন।৬।

যুধিষ্ঠির কহিলেন।—আমার মহৎ সঙ্কট উপস্থিত, সেই হেতু এরূপ মুখ হইয়াছে। হে মহামতে, যদি ইহা নিবারণের কিছু উপায় থাকে, বলুন।৭।
মার্কণ্ডেয় বলিলেন।—কাশীধামে বীরেশ্বরের উত্তরে এবং চন্দ্রেশ্বরের পার্শ্বে সঙ্কটা-

সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা।
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী।
সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং ভীমনয়না সর্ব্বরোগহরাষ্টমং॥ ৯
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্ বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ ১০
ইত্যুক্তঃ পূজয়ামাস বীরেশ্বরসমন্বিতাং।
ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাং।
মালাকমণ্ডলূপেতাং বরপদ্মগদাধরাং।
ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চর্ম্ম-বিভূষিতাং। ১১
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদো হর্ষিতোঽভবৎ।
ততশ্চাততহস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ॥ ১২
এতৎস্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনং।

নামে বিখ্যাতা এক দেবী আছেন। তাঁহার আটটি নাম শ্রবণ কর, সেগুলি মনুষ্যগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। ৮। প্রথম নাম সঙ্কটা, দ্বিতীয় নাম বিজয়া, তৃতীয় নাম কামদা বলিয়া উক্ত, চতুর্থ নাম দুঃখহারিণী, পঞ্চম নাম সর্ব্বাণী, ষষ্ঠ নাম কাত্যায়নী, সপ্তম নাম ভীমনয়না, এবং অষ্টম নাম সর্ব্বরোগহরা। ৯। যে মনুষ্য শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই পবিত্র নামাষ্টক ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে অথবা পাঠ করায়, সে সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। এই কথা বলায় যুধিষ্ঠির বীরেশ্বরের সহিত দশভুজা, ত্রিনয়না, অক্ষমালা ও কমণ্ডলুযুক্তা, বর পদ্ম ও গদাধারিণী, ত্রিশূল ধনু ডমরু খড়্গ ও চর্ম্ম (ঢাল) দ্বারা ভূষিতা সেই দেবীকে পূজা করিলেন। ১১। জৈগীষব্যের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মার পুত্র নারদ আনন্দিত হইলেন এবং তার-পর প্রসারিতভুজা সেই দেবীকে প্রণাম করিয়া, তিনটি বর পাইয়া সেখান হইতে বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। ১২। এই স্তব পাঠ করিলে পুত্র-পৌত্রাদির বৃদ্ধি ও

সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যাপ্রসূতিকৃৎ॥ ১৩
ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসঙ্কটানামাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

অন্নপূর্ণাস্তোত্রং।

নমঃ কল্যাণদে দেবি নমঃ শঙ্করবল্লভে।
নমো ভক্তপ্রিয়ে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে॥ ১
নমো মায়াগৃহীতাঙ্গি নমঃ শঙ্করবল্লভে।
মাহেশ্বরি নমস্তুভ্য-মন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে॥ ২
মহামায়ে শিবে ধর্ম্ম-পত্নীরূপে হরপ্রিয়ে।
বাঞ্ছাদাত্রি সুরেশানি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে॥ ৩
উদ্যদ্ভানু-সহস্রাভে নয়নত্রয়-ভূষিতে।
চন্দ্রচূড়ে মহাদেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে॥ ৪

সঙ্কটনাশ হয়। ইহা ত্রিভুবনে বিখ্যাত, যত্নপূর্ব্বক গোপনীয়, এবং মহাবন্ধ্যার প্রসবকারক। ১৩।

হে কল্যাণদায়িনি দেবি, তোমাকে প্রণাম; হে শঙ্করপ্রিয়ে, তোমাকে প্রণাম, হে ভক্তবৎসলে দেবি, তোমাকে প্রণাম; হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ১। তুমি আপন মায়ায় দেহ ধারণ করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম। হে শঙ্করপ্রিয়ে, তোমাকে প্রণাম। হে মহেশ্বর-শক্তে, তোমাকে প্রণাম; হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ২। হে মহামায়ে, হে শিবে, হে (শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি তুষ্টি পুষ্টি ক্রিয়া উন্নতি বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষা হ্রী ও মূর্ত্তি-নামক) ধর্ম্মপত্নী-স্বরূপে, হে হরপ্রিয়ে, হে অভীষ্টদায়িনি, হে সুরেশ্বরি, হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ৩। হে উদয়কালীন-সহস্রসূর্য্যবৎ-প্রভাশালিনি, হে ত্রিনয়নে, হে চন্দ্রচূড়ে, হে মহাদেবি, তোমাকে প্রণাম। ৪। হে বিচিত্রবসনপরিধানে, অন্নদান-নিরতে, হে নিষ্কলঙ্কে, হে অন্নপূর্ণে দেবি, তুমি শিবের নৃত্যদর্শনে আমোদ করিয়া থাক;

বিচিত্র-বসনে দেবি অন্নদান রতেঽনঘে।
শিবনৃত্য-কৃতামোদে অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৫
সাধকাভীষ্টদে দেবি ভবদুঃখ-বিনাশিনি।
কুচভারানতে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৬
ষট্‌কোণ-পদ্মমধ্যস্থে ষড়ঙ্গ-যুবতীময়ে।
ব্রহ্মাণ্যাদি-স্বরূপে চ অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে * ॥ ৭
দেবি চন্দ্রকৃতাপীড়ে সর্ব্বসাম্রাজ্য-দায়িনি।
সর্ব্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৮
ইন্দ্রাদ্যর্চ্চিত-পাদাব্জে রুদ্রাদিরূপধারিণি।
সর্ব্বসম্পৎপ্রদে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে ॥ ৯
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু স্তোত্রমেতং সমাহিতঃ।
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মী-র্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০

* ষড়ঙ্গযুবত্যঃ—হ্রীং হৃদয়ায় নম ইত্যাদি-ষড়ঙ্গমন্ত্রাণাম্ অধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ। ব্রহ্মাণ্যাদয়ঃ—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, মহালক্ষ্মীঃ ইত্যেতা আবরণদেবতাঃ।

তোমাকে প্রণাম। ৫। হে সাধকের অভীষ্টদায়িনি, হে ভবদুঃখনাশিনি, হে অন্নপূর্ণে দেবি, স্তনভারে তোমার দেহ অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তোমাকে প্রণাম। ৬। তুমি ষট্‌কোণ পদ্মের মধ্য-স্থলে অবস্থান কর; উহার ষড়্‌দলে যে ছয়টি যুবতী অবস্থান করেন, তাঁহারাও তোমারই প্রতিমূর্ত্তি; ব্রহ্মাণী প্রভৃতিও তোমার মূর্ত্তি এবং তাঁহারা তোমাতেই অবস্থান করিতেছেন, হে অন্নপূর্ণে, তোমাকে প্রণাম। ৭। হে দেবি, তুমি চন্দ্রকে শিরোভূষণ করিয়াছ, হে সর্ব্বসাম্রাজ্যদায়িনি, সর্ব্বানন্দবিধায়িনি, অন্নপূর্ণে দেবি, তোমাকে প্রণাম। ৮। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার পাদপদ্ম পূজা করেন, তুমি রুদ্রাদি দেবগণের রূপ ধারণ কর। হে সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনি অন্নপূর্ণে দেবি, তোমাকে প্রণাম। ৯। যে ব্যক্তি পূজাকালে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই স্তব পাঠ করে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলা

প্রাতঃকালে পঠেদ্‌যস্তু মন্ত্রজাপ-পুরঃসরং।
তস্য চান্নসমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে॥ ১১
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
প্রকাশ্যাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ, তস্মাদ্‌যত্নেন গোপয়েৎ॥ ১২

ইতি অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তং।

লক্ষ্মীস্তোত্র।

ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥ ১
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মী-শ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্প-দী চ শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥ ২
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥ ৩

ইতি পদ্মপুরাণে লক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তং।

সরস্বতী-স্তব।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥

হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১০। যে প্রাতঃকালে মন্ত্রজপ করিয়া পাঠ করে, তাহার অন্নসমৃদ্ধি হয়, এবং দিন দিন ঐ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১১। এই স্তব যাহাকে তাহাকে দিবে না, এবং কখনই প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ করিলে কার্য্যহানি হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক গোপনে রাখিবে। ১২।

হে ত্রিভুবনপূজিতে বিষ্ণুপ্রিয়ে লক্ষ্মি দেবি, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যেমন সুস্থিরা, আমার নিকটেও সেইরূপ সুস্থিরা হও। ১। ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চলা ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ্, ঈ, শ্রী, পদ্মধারিণী। ২। লক্ষ্মীকে পূজা করিয়া এই দ্বাদশ নাম যে পাঠ করে, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তাহার গৃহে লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া থাকেন। ৩।

শ্বেতপদ্মাসনা, দীপ্তিশালিনী, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র-পরিধানা,

শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতাভরণভূষিতা॥
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈ-রর্চ্চিতা দেবদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ-র্ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা॥
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে * ॥ ১
ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসরস্বতী-স্তোত্রং সমাপ্তং।

শীতলাস্তব।

স্কন্দ উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভং।
বক্তু মর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটক-ভয়াপহং॥ ১

ঈশ্বর উবাচ।

বন্দেহহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটক-ভয়াপহাং।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥ ২

---

* ত্রিবিধা সন্ধ্যা তস্যামিতি। লভন্তীত্যত্র পরস্মৈপদমার্ষম্ (লভন্তে)।

নিত্য, শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্তা। হস্তে শ্বেতবর্ণ-জপমালা-ধারিণী, শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিতা, শ্বেতবীণাধারিণী, শ্বেতবর্ণা, শ্বেত আভরণে ভূষিতা। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের বন্দিতা, দেবদানবগণের পূজিতা, সমস্ত মুনিগণের পূজিতা, এবং ঋষিগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন। যাহারা এই স্তবে সেই জগদ্ধাত্রী সরস্বতী দেবীকে ত্রিসন্ধ্যায় স্মরণ করে, তাহারা সকল বিদ্যা লাভ করে। ১।

কার্ত্তিকেয় বলিলেন।—হে দেবাদিদেব ভগবন্, বিস্ফোটকভয়-নাশক মঙ্গল-কর শীতলার স্তব সবিস্তর বলুন। ১। মহাদেব বলিলেন।—যাঁহার প্রভাবে মহৎ বিস্ফোটকভয় নিবৃত্ত হয়, সেই বিস্ফোটকভয়নাশিনী শীতলা দেবীকে আমি প্রণাম করি। ২। যে ব্যক্তি যাতনাগ্রস্ত হইয়া শীতলে শীতলে এই কথা বলে,

শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভবো দাহঃ ক্ষিপ্রং তস্য বিনশ্যতি॥ ৩
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধ-গতস্য চ।
প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংস-স্ত্বামাহুর্জীবনৌষধং॥ ৪
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্।
বিস্ফোটক-বিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥ ৫
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ং॥ ৬
ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাং॥ ৭
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভি-হৃন্মধ্যসংস্থিতাং।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥ ৮
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥ ৯

তাহার বিস্ফোটকজন্য যন্ত্রণা শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ৩। হে শীতলে, যে জ্বরে দগ্ধ হয়, যাহার সর্ব্বাঙ্গে পূতি (পচা) গন্ধ বহির্গত হয়, যাঁহার চক্ষুঃ নষ্ট হয়, সেই পুরুষের জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া তোমাকে সকলে কহিয়া থাকে। ৪। হে শীতলে, তুমি মনুষ্যগণের দেহোদ্ভব সমুদয় অসাধ্য রোগ হরণ করিয়া থাক; এবং যাহারা বিস্ফোটকে পীড়িত, তাহাদের উপর একমাত্র তুমিই অমৃতবর্ষণ কর। ৫। মনুষ্যগণের গলগণ্ড রোগ এবং অপর যে সকল ভয়ঙ্কর রোগ হয়; হে শীতলে, তোমার স্মরণমাত্রেই সে সমুদয় নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬। ঐ পাপজনিত রোগের কোনও মন্ত্র নাই, কোনও ঔষধ নাই; হে শীতলে, তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী; অন্য দেবতাকে আর দেখি না। ৭। হে দেবি, যে ব্যক্তি ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত হইয়া তোমাকে মৃণালসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে নাভি ও হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত চিন্তা করে, তাহার পক্ষে সেই চিন্তাই উপসর্গবিনাশের পরম স্বস্ত্যয়ন।

অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥ ১০
ইতি স্কন্দপুরাণে শ্রীশীতলাস্তোত্রং সমাপ্তং।

বটুকস্তব।

সূত উবাচ।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুং।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরং ॥ ১

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং ॥ ২
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধকং ॥ ৩
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতং।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনং ॥ ৪

৮। যে মনুষ্য তোমাকে জলের মধ্যে ধ্যান করিয়া পূজা করে, তাহার গৃহে ভয়ঙ্কর বিস্ফোটকভয় জন্মে না। ১১। শীতলাদেবীর এই অষ্টশ্লোকময় স্তোত্র যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নয়, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত, কেবল তাহাকেই দিবে। ১০।

সূত বলিলেন।—কৈলাসশিখরে উপবিষ্ট জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর মহাদেবকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১। পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন।—হে ভগবন্, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, সমস্ত শাস্ত্র ও তন্ত্রাদির মধ্যে যাহা মনুষ্যদিগের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, যাহা সকল প্রাণীর হিতার্থে আমার অভিলষিত, বিশেষতঃ যাহা রাজাদিগের শান্তি ও পুষ্টিসাধনের উপায়স্বরূপ, সেই আপদুদ্ধারের মন্ত্র—অঙ্গন্যাস, করন্যাস

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি মহামন্ত্র-মাপদুদ্ধারহেতুকং।
সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনং সর্ব্বশত্রু-নিবর্হণং॥ ৫
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥৬
গ্রহ-রাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনং।
স্নেহাদ্ বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে॥ ৭
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাং।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি বিশেষতঃ॥ ৮
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য-দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চা-দাপদুদ্ধারণায় চ॥ ৯
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্ বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং * প্রিয়ে॥ ১০

* কুর্য্যাদিতি শেষঃ।

ও বীজন্যাসের সহিত—হে দেবেশ, আমার হর্ষ বর্দ্ধনার্থে বল। ২।৩।৪। ভগবান্ বলিলেন।—হে দেবি, আপদুদ্ধারের কারণস্বরূপ মহামন্ত্র শুন। তাহাতে সকল দুঃখের শান্তি হয়, সকল শত্রুর বিনাশ হয়। ৫। হে প্রিয়ে, যাহার স্মরণমাত্রে অপস্মার প্রভৃতি রোগের, বিশেষতঃ জ্বরাদির উপশম হয়, সেই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র শুন।৬। হে প্রিয়ে, যাহাতে গ্রহভয় ও দুষ্ট-রাজভয়ের নাশ হয়, যাহাতে সুখবৃদ্ধি হয়, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই মন্ত্র স্নেহবশতঃ তোমার নিকট বলিব। ৭। যে মন্ত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, যাহা মানবগণের রাজ্যভোগপ্রদ, এবং যাহা বিশেষরূপে আপদুদ্ধারের মন্ত্র,-তাহা বলিব। ৮। হে প্রিয়ে, প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, দুর্গাবীজ উচ্চারণ করিবে; তার পর 'বটুকায়' ও 'আপদুদ্ধারণায়' বলিবে, তার পর দুইবার 'কুরু' বলিয়া আবার 'বটুকায়' বলিবে, পরে দুর্গাবীজ বলিবে; এইরূপে মন্ত্র উদ্ধার করিবে (অর্থাৎ ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং—ইহাই বটুকের মন্ত্র)। ৯। হে দেবি, এই মন্ত্রোদ্ধার ত্রিভুবনের অতি দুর্লভ বলিয়া জানিবে,

মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাতিদুর্লভং * ।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ॥ ১১
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥ ১২
পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্ বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকং ।
নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা ॥ ১৩
ন চ মারীভয়ং তস্য ন চ ভূতভয়ং তথা ।
ন শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ ॥ ১৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥ ১৫
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥ ১৬

---

* জানীহি ইতি শেষঃ। এবং পরত্রাপি।

এবং এই মন্ত্র অপ্রকাশ্য ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত বলিয়া জানিবে। ১১। এই মন্ত্রের স্মরণেই পিশাচেরা ভীত হইয়া, মৃত্যুস্বরূপ রুদ্রের ভয়ে সর্ব্বজনের ন্যায়, পলায়ন করে। ১২। যে ইহা পাঠ করে বা করায়, অথবা যে পুস্তকের পূজা করে, তাহার অগ্নিভয়, চৌরভয়, গ্রহভয় ও রাজভয় থাকে না। ১৩। তাহার মারীভয় থাকে না, ভূতের ভয় থাকে না ও শত্রুর ভয় থাকে না, এবং সে সর্ব্ববিষয়ে সুখী হয়। পুস্তকের পূজার ফলেও তাহার আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বদা পুত্রপৌত্রাদি সম্পদ্ হয়। ১৪। পার্ব্বতী বলিলেন।—এই যিনি ভৈরব নামে আপদুদ্ধারক বলিয়া বিদিত আছেন, এবং হে দেব, তুমিও যে ভৈরবকল্পকে (অর্থাৎ ভৈরবের উপাসনা-বিধিকে) উত্তম বলিয়াছ, তাঁহার সহস্র নাম আছে, এবং অযুত নামও আছে। সেই সকল নামের সার সঙ্কলন করিয়া অষ্টোত্তরশত নাম বল। ১৫।১৬।

যস্তু সঙ্কীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণং।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেবচ॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমং॥ ১৮
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্‌বিনিবারকং।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহং॥ ১৯
দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনং॥ ২০
অক্ষ্ণোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনং।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥ ২১
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনং।
ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়োঃ রক্তপাণিকং।
পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ॥ ২২

মহাদেব বলিলেন।—যে সাধক সর্ব্বদুষ্টবিনাশক অষ্টোত্তরশত নাম কীর্ত্তন করে, সে সকল অভীষ্ট লাভ করিবে এবং সর্ব্বসিদ্ধিও লাভ করিবে। ১৭। হে দেবি, আপদুদ্ধারকারী মহাত্মা ভৈরবের উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম এখন বলিব, তুমি শুন। ১৮। হে দেবি, উহা সর্ব্বপাপহারি, পবিত্র, সকল বিপদের বিনাশক, সমস্ত অভীষ্ট ও অর্থের প্রদানকারি, এবং সাধকদিগের সুখজনক। ১৯। প্রথমে একাগ্রচিত্ত হইয়া অঙ্গন্যাস করিবে। মস্তকে ভৈরবকে ন্যাস করিয়া (অর্থাৎ মস্তকে হস্ত দিয়া ওঁ ভৈরবায় নমঃ বলিয়া) ললাটে ভীমদর্শনকে ন্যাস করিবে (অর্থাৎ কপালে হাত দিয়া…ভীমদর্শনায় নমঃ বলিবে)। ২০। চক্ষুর্দ্বয়ে ভূতাশ্রয় (…ভূতাশ্রয়ায় নমঃ), মুখে তীক্ষ্ণদর্শন (…তীক্ষ্ণদর্শনায় নমঃ), কর্ণদ্বয়ে ক্ষেত্রপ (…ক্ষেত্রপায় নমঃ) ন্যাস করিয়া, হৃদয়ে ক্ষেত্রপাল (ক্ষেত্রপালায় নমঃ) ন্যাস করিবে। ২১। নাভিতে ক্ষেত্রাখ্য (…ক্ষেত্রাখ্যায় নমঃ), কটিতে সর্ব্বাঘনাশন (…সর্ব্বাঘনাশনায় নমঃ), উরুদ্বয়ে ত্রিনেত্র (…ত্রিনেত্রায় নমঃ), জঙ্ঘাদ্বয়ে

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তর-মুত্তমং।
পঠেদেকমনাঃ স্তোত্রং নামাষ্টশতসংজ্ঞকং॥ ২৩
নামাষ্টশতকস্যাস্য ছন্দোঽনুষ্টুব্-দাহৃতং।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৪
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্বটুকভৈরবঃ।
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৫
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্॥ ২৬
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ॥ ২৭
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ॥ ২৮
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীরুভূতপো যোগিনীপতিঃ॥ ২৯

রক্তপাণিক (…রক্তপাণিকায় নমঃ), পদদ্বয়ে দেবদেবেশ (…দেবদেবেশায় নমঃ) ন্যাস করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বটুক (…বটুকায় নমঃ) ন্যাস করিবে। ২২। এইরূপ ন্যাসকার্য্য করিয়া, তার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া অষ্টোত্তরশতনামক উত্তম স্তোত্র পাঠ করিবে। ২৩। এই অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রের অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে, বৃহদারণ্যক ঋষি কথিত হইয়াছেন, এবং পণ্ডিতেরা ইহার বটুকভৈরব দেবতা বলিয়াছেন; সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য ইহার বিনিয়োগ (অর্থাৎ প্রয়োগ) উক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ স্তবপাঠের পূর্ব্বে বলিতে হইবে—অস্য বটুকভৈরবনামাষ্টশত-স্তোত্রস্য বৃহদারণ্যক ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ বটুকভৈরবো দেবতা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ)।২৪।২৫। ভৈরব, ভূতনাথ, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, ক্ষেত্রদ, ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, বিরাট্, শ্মশানবাসী, মাংসাশী, খর্পরাশী, মখান্তকৃৎ, রক্তপ, প্রাণপ, সিদ্ধ, সিদ্ধিদ, সিদ্ধসেবিত, করাল, কালশমন, কলাকাষ্ঠাতনু, কবি, ত্রিনেত্র, বহুনেত্র, পিঙ্গললোচন, শূলপাণি, খড়্গপাণি, কঙ্কালী, ধূম্রলোচন, অভীরু,

ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভানবান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥ ৩০
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্র-স্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥ ৩১
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ ॥ ৩২
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতি-র্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ সৌরি-র্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥ ৩৩
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ॥ ৩৪
অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্ শশিশেখরঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ ॥ ৩৫
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা ॥ ৩৬
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যো দৈত্যমুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুগ্ বলিভুতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥ ৩৭

ভৈরব, ভীম, ভূতপ, যোগিনীপতি, ধনদ, ধনহারী, ধনপ, প্রতিভানবান্, নাগহার, নাগকেশ, ব্যোমকেশ, কপালভৃৎ, কাল, কপালমালী, কমনীয়, কলানিধি, ত্রিলোচন, জ্বলন্নেত্র, ত্রিশিখী, ত্রিলোকপাৎ, ত্রিবৃত্তনয়ন, ডিম্ভ, শান্ত, শান্তজনপ্রিয়, বটুক, বটুকেশ, খট্বাঙ্গবরধারক, ভূতাধ্যক্ষ, পশুপতি, ভিক্ষুক, পরিচারক, ধূর্ত্ত, দিগম্বর, সৌরি, হরিণ, পাণ্ডুলোচন, প্রশান্ত, শান্তিদ, শুদ্ধ, শঙ্করপ্রিয়বান্ধব, অষ্টমূর্ত্তি, নিধীশ, জ্ঞানচক্ষু, তমোময়, অষ্টাধার, কলাধার, সর্পযুক্, শশিশেখর, ভূধর, ভূধরাধীশ, ভূপতি, ভূধরাত্মা, কঙ্কালধারী, মুণ্ডী, নাগযজ্ঞোপবীতবান্, জৃম্ভণ, মোহন, স্তম্ভী, মারণ, ক্ষোভণ, শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্য (নীলবর্ণ), দৈত্যমুণ্ডবিভূষিত, বলিভুক্, বলিভুতাত্মা, কামী, কামপরাক্রম, সর্ব্বাপত্তারক, দুর্গ, দুষ্টভূতনিষেবিত,

সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূত-নিষেবিতঃ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্ বশী।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥ ৩৮
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদং ॥ ৩৯
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমং।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥ ৪০
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্র-মনন্যধীঃ ॥ ৪১
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ॥ ৪২
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪৩

কালী (কাল যাঁহার অধীন), কলানিধি, কান্ত, কামিনীবশকৃৎ, বশী, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, বৈদ্য, প্রভবিষ্ণু, প্রভাববান্।—অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে যে দুইবার ভৈরব নামের উল্লেখ আছে, অর্থবিশেষে তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে; একটি ভৈরব শব্দের অর্থ—ভয়ানক (ভীরোরয়ং ভয়কৃৎ ইতি সম্বন্ধার্থে অঃ), অন্য ভৈরব শব্দের অর্থ—ভীরু (ভীরুরেব ইতি স্বার্থে অঃ)।

হে দেবি, গোপনীয় ও সর্ব্বকামপ্রদ মহাত্মা ভৈরবের অষ্টোত্তরশতনাম আমি তোমাকে বলিলাম। ৩৯। যে এই উত্তম অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার কোনও পাপ থাকে না এবং রোগের ভয়ও থাকে না। ৪০। মনুষ্য কোথাও কোনও শত্রুর ভয় প্রাপ্ত হয় না, এবং পাপের ভয়ও প্রাপ্ত হয় না। একাগ্রচিত্ত হইয়া স্তব পাঠ করিতে হয়। ৪১। মারীভয়ে, রাজভয়ে, চৌরজন্য ও অগ্নিজন্য ভয়ে, ভয়ঙ্কর উৎপাতে, দুঃস্বপ্নদর্শনে এবং ভয়ঙ্কর বন্ধনে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্তব পাঠ করিবে। ভৈরবের নামোচ্চারণে সকল শত্রুই ভয়ে বিনাশ প্রাপ্ত

একাদশ-সহস্রস্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৪৪
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সংবৎসর-মতন্দ্রিতঃ।
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ ॥ ৪৫
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীং।
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥ ৪৬
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ৪৭
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ।
জপেদ্ বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ॥ ৪৮
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৪৯
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
যান্ যান্ সমীহতে কামাং-স্তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ৫০

হয়।৪২।৪৩ পুরশ্চরণে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র এগার হাজার জপ করিবে। ৪৪। হে দেবি, যে মনুষ্য একাগ্রচিত্ত হইয়া এক বৎসর কাল ত্রিসন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, সে দুর্লভ অভিলষিত সিদ্ধিও লাভ করে। ৪৫। যে ভূমিপ্রার্থী, সে ছয় মাস পাঠ করিলে ভূমি লাভ করে। আর রাজা শত্রুবিনাশের জন্য আট মাস পাঠ করিবেন। ৪৬। রাত্রিতে তিন বার পাঠ করিলে শত্রুনাশ হয়। তিন মাস ধরিয়া রাত্রিতে যে পাঠ করে, সে রাজাকে বশীভূত করিতে পারে। ৪৭। সে মনুষ্য ধনার্থী ও দারার্থী, সে রাত্রিতে তিন বার অথবা এক বার পাঠ করিবে। তাহা হইলে ধন, পুত্র ও পত্নী লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রুগ্ণ ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হয়, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হয়; হে দেবি, ইহা সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যে বর লোকে প্রার্থনা করে, সেই সেই বর নিশ্চয় পাইয়া থাকে। ৪৮। ৪৯। ৫০।

অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সৎকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে * ॥ ৫১
অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় সুহৃদে ভৃশং।
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদং।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥ ৫২
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকং ॥ ৫৩
ভুজঙ্গমেখলং দেব-† মগ্নিবর্ণ-শিরোরুহং।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলং ॥ ৫৪
খট্বাঙ্গ-মসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ‡ ॥ ৫৫
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন-চয়প্রভং।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদ-সঙ্কুলং ॥ ৫৬
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমন্বিতং।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭

করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণি-
স্তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতিঃ।

---

* দম্ভবর্জ্জিতে ইতি বিবক্ষয়া সপ্তমী, অথবা বর্জ্জিতমিতি ভাবে ক্তঃ, দম্ভবর্জ্জিতে দম্ভরাহিত্যে স্থিতায়েতি শেষঃ।

† ধ্যায়েদিতি শেষঃ। ‡ ধারয়ন্তমিতি শেষঃ।

ইহা প্রকাশ করিবার বস্তু নহে, গোপন করিবার বস্তু; যাহাকে তাহাকে ইহা দিবার নহে। উত্তম কুলীন, শান্ত, সরল ও দম্ভশূন্য ব্যক্তিকে অথবা প্রিয়শিষ্য, পুত্র ও মিত্রকে এই সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ অতীব পবিত্র স্তোত্র দিবে। এখন ভৈরব দেবের ধ্যান বলিব, সেইরূপ ধ্যান করিয়া স্তব পাঠ করিবে। ৫১। ৫২। (সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে ইঁহার ত্রিবিধ মূর্ত্তি আছে, সেইজন্য এখানে ত্রিবিধ ধ্যান বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ শ্লোকে সাত্ত্বিক ধ্যান;

ক্রতুসময়সপর্য্যা-বিঘ্নবিচ্ছেদহেতু-
র্জ্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাং ॥ ৫৮

এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমং।
ভৈরবায় * প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৯

ইতি বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে উমামহেশ্বরসংবাদে
বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ। †

---

* অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী।

† ২০ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত শ্লোকের অনুবাদ দেখিয়া অঙ্গন্যাস করিয়া ও ঋষি ছন্দঃ প্রভৃতি বলিয়া, ৫৩ হইতে ৫৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া, ৯-১০ শ্লোকোক্ত মূলমন্ত্রে পূজা ও জপ সমাপনপূর্ব্বক এই স্তব প্রথম হইতে পাঠ করিতে হয়।

---

৫৬ ও ৫৭ শ্লোকে রাজসিক ধ্যান; এবং ৫৮। শ্লোকে তামসিক ধ্যান উক্ত হইয়াছে)। সাত্ত্বিক ধ্যান—বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় যাঁহার আভা; সহস্রসূর্য্যের ন্যায় যাঁহার তেজ; যিনি অষ্টবাহু, চতুর্ব্বাহু অথবা দ্বিবাহু; যাঁহার তিনটি নয়ন; সর্প যাঁহার মেখলা; যাঁহার জটা অগ্নিবর্ণ; যিনি দিগম্বর ও কুমারী-দিগের অধিপতি; যিনি খট্বাঙ্গ (লৌহাগ্র মুদ্গর), খড়্গ, নাগপাশ, ত্রিশূল, ডমরু, কপাল (মড়ার মাথার খুলি), বরমুদ্রা ও সর্প ধারণ করিতেছেন, সেই মহাবল বটুকনামক দেবকে ধ্যান করিবে। ৫৩—৫৫। রাজসিক ধ্যান—নীল মেঘের ন্যায় যাঁহার শোভা; নীলকজ্জলরাশির ন্যায় যাঁহার প্রভা; যাঁহার মুখে ভয়ঙ্কর দন্ত, যিনি নূপুর ও অঙ্গদে ভূষিত; যিনি আপনবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নিকটস্থ কুক্কুরগণে বেষ্টিত; এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়া জপ করিলে সকল অভীষ্ট লাভ করে। ৫৬।৫৭। তামসিক ধ্যান—যাঁহার এক হস্তে কপাল (মড়ার মাথার খুলি), কর্ণে কুণ্ডল, অপর হস্তে দণ্ড, বর্ণ গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় নীল, সর্পই যজ্ঞসূত্র, এবং যজ্ঞকালে যাঁহার পূজা করিলে বিঘ্ননাশ হয়, সাধক-দিগের সিদ্ধিপ্রদ সেই বটুকনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিরাজ করিতেছেন। ৫৮। তার পর দেবী মহেশ্বরী এই উত্তম অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র শুনিয়া নিজেই ভৈরবের গুণ স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। ৫৯।

বগলামুখী-স্তোত্র।

(ধ্যান)

মধ্যেসুধাব্ধি * মণিমণ্ডপ-রত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং।
পীতাম্বরাভরণ-মাল্য-বিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর-বৈরিজিহ্বাং ॥ ১

পূজামন্ত্র—(ওঁ) বগলামুখ্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্লীং। [মূলমন্ত্র—ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।]

(প্রণাম)

জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং, বামেন শত্রুং পরিপীড়য়ন্তীং।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন, পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥ ২

(স্তব)

চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত-চারুগণ্ডস্থলীং
লসৎকনক-চম্পক-দ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাং।
গদাহত-বিপক্ষকাং কলিত-লোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখবাঙ্মনঃস্তম্ভিনীং ॥ ৩

* সুধাব্ধের্মধ্যে ইতি মধ্যেসুধাব্ধি—অব্যয়ীভাবসমাসঃ।

সুধাসমুদ্রের মধ্যে মণিময় মন্দিরে রত্নময়-বেদিস্থিত সিংহাসনের উপরি উপবিষ্টা, অত্যন্ত পীতবর্ণা, পীতবর্ণ বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্যে বিভূষিতদেহা, এবং দক্ষিণ হস্তে মুদ্গর ও বাম হস্তে শত্রুর জিহ্বাধারিণী দেবীকে ধ্যান করি। ১। যে দেবী বাম হস্তে জিহ্বার অগ্রভাগ ধরিয়া দক্ষিণহস্তস্থিত গদার আঘাতে শত্রুকে নিপীড়িত করিতেছেন, সেই পীতাম্বর-পরিধানা দ্বিভুজা দেবীকে প্রণাম করি। ২। চঞ্চল সুবর্ণময় কুণ্ডলে যাঁহার সুন্দর গণ্ডস্থল উদ্ভাসিত, যাঁহার বদন-সুধাকর প্রস্ফুটিত কনকচম্পকের শোভাধারী, যিনি শত্রুর চঞ্চল জিহ্বাগ্র ধারণ করিয়া গদা দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতেছেন, এবং যিনি বিপক্ষগণের বাক্য ও মনের জড়তা সম্পাদন করেন, সেই বগলামুখীকে স্মরণ করি। ৩। সুধাসমুদ্রের

পীযূষোদধিমধ্য-চারুবিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডপে
যঃ সিংহাসনমৌলিপাতিত-রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীং।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারি-রসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রমা-
মিত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য বিলয়ং * সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ॥ ৪
দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে নিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরং।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্ বীজং স্মরেৎ পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ॥ ৫
বাদী মূকতি † রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।

---

* সহসা ইতি পাঠান্তরম্। তদা, যান্তি—অপযান্তি ইত্যর্থঃ।

† মূক ইব আচরতীতি মূকশব্দাৎ ক্বিপ্, মূক ইতি নামধাতুঃ। এবং রঙ্কতি, শীততি, সুজনতীত্যাদি।

মধ্যে সুন্দর প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম, তাঁহার উপর মন্দির, তাহার মধ্যে সিংহাসন, তদুপরি শত্রুর মৃতদেহ শায়িত, তাহাকেই আসন করিয়া যিনি উপবিষ্টা আছেন, স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার আভা, যিনি কর দ্বারা শত্রুর জিহ্বাকে নিপীড়িত করিতেছেন, যিনি গদা ঘূর্ণিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, সেই দেবীকে যে ব্যক্তি এইরূপে ধ্যান করে, তাহার সকল বিপদ্ তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৪। হে দেবি, যে ব্যক্তি তোমার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তোমার পূজা করিবার জন্য (কূর্ম্মমুদ্রায়) বাম হস্তে এক অঞ্জলি পীত পুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক রাখিয়া (সুধাম্বুধি প্রভৃতি) তোমার পীঠের চিন্তায় রত হইয়া কুম্ভক-বশে (অর্থাৎ প্রাণবায়ু নিরোধ-পূর্ব্বক) পৃথিবীতে প্রচারিত ও মনোহর-বর্ণযুক্ত তোমার বীজমন্ত্র (হ্লীং) স্মরণ করে, তাহার শত্রুপ্রভৃতির বাক্যে ও মনে তখনই জড়তা উপস্থিত হয়। ৫। তোমার মন্ত্রে বশীভূত হইয়া বাদী বোবা হইয়া যায়, রাজা দরিদ্র হয়, অগ্নি শীতল হয়, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি শান্ত হয়, দুর্জ্জন সুজন হয়, দ্রুতগামী ব্যক্তি খঞ্জ হয়, ও

গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বদ্যন্ত্রণাযন্ত্রিতঃ
শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৬
মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে
যন্ত্রং বাদি-নিযন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রঞ্চ চিত্রং ন তে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে
ত্বন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্ বাদিনাং ॥ ৭
দুষ্টস্তম্ভন-মুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং
ভূভৃদ্ভীশমনং চলন্মৃগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণং।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্মারণ-মাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ ॥ ৮
মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাঞ্চলং কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণা-মুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।

সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খ হয়। হে অক্ষয়শোভাশালিনি মঙ্গলদায়িনি বগলামুখি, তোমাকে প্রত্যহ প্রণাম করি। ৬। তোমার যে মন্ত্র, তাহা শত্রুবিনাশে সমর্থ; তোমার স্তোত্রও পবিত্র; এবং তোমার যে যন্ত্র, তাহা বাদিগণের নিপীড়ক ও ত্রিভুবনের জয়কারি; ইহা আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু হে মাতঃ, "শ্রীবগলা" এই মধুর নাম যে ব্যক্তির মুখে থাকে (অর্থাৎ যে উচ্চারণ করে), তাহার নাম লইলে সভামধ্যে বাদীদিগের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। ৭। হে মা, তোমার মূর্ত্তি দুর্জ্জয়দিগের বাধাপ্রদ, প্রবল বিঘ্নের বিনাশক, দারিদ্র্যদূরীকারক, রাজভয়নিবারক, চঞ্চল-মৃগনয়না-(অর্থাৎ পরম সুন্দরী রমণী)-দিগের চিত্তাকর্ষক, সৌভাগ্যের একমাত্র আধার, করুণাপূর্ণ অমৃতস্বরূপ, এবং মৃত্যুরও মৃত্যুজনক; ঐ মূর্ত্তি আমার চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হউক। ৮। হে মা, শত্রুদিগের মুখ ভাঙ্গিয়া দাও; তাহাদের জিহ্বাগ্র পেষণ কর; তাহাদের বাক্য বন্ধ কর; তাহাদের বুদ্ধি শীঘ্র লোপ কর; তাহাদের অপ্রতিহত গতি নষ্ট কর। হে গৌরাঙ্গি, হে পীতাম্বরে দেবি, ভীম গদা দ্বারা শত্রু সকলকে চূর্ণ কর। হে বগলে, হে করুণাপূর্ণ-

শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥ ৯
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং * ॥ ১০
সংরম্ভে চৌরসংঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াং।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জ্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥ ১১
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্
ধৃত্বা † যন্ত্রমিদং তথৈব সমরে বাহৌ করে বা গলে।

---

* সময়ে—"অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ" ইত্যমরঃ, সমধিগতঃ অয়ঃ যস্যাঃ সা সময়া। ত্রাহি—"কৈশ্চিদদাদৌ ত্রা পঠ্যতে" ইতি ক্রমদীশ্বরঃ।

† রিষ্ঠতীতি শেষঃ।

নয়নে, যাহারা তোমাকে প্রণাম করে, তাহাদিগের সকল বিঘ্ন বিনাশ কর। ৯। হে মাতঃ, হে ভৈরবি, হে ভদ্রকালি, হে বিজয়ে, হে বারাহি, হে জগতের অন্তর্যামিনি, হে শ্রীবিদ্যে, হে সৌভাগ্যদায়িনি, হে মহেশি, হে বগলে, হে কামেশি, হে রামে, হে রমে, হে মাতঙ্গি, হে ত্রিপুরে, হে উত্তম হইতেও উত্তমে, হে স্বর্গমোক্ষপ্রদায়িনি, আমি তোমার দাস, আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি; হে বিশ্বেশ্বরি, দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর। ১০।

কাহারও ক্রোধে পড়িলে, তস্করদিগের হস্তগত হইলে, প্রহারকালে, বন্ধনে, ব্যাধির মধ্যে, বিদ্যাসংক্রান্ত তর্কে, বিবাদে, রাজা কুপিত হইলে, দিব্য করিবার সময়ে, রাত্রে, বশীকরণে, জড়ীকরণে, শত্রুবধের সময়ে, নির্জ্জন স্থানে বা বনে পড়িলে, যাইতে যাইতে অথবা দাঁড়াইয়া, ত্রিসন্ধ্যায় যদি ইহা পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মঙ্গল লাভ করে। ১১। এই সংসারে যে ব্যক্তি

রাজানো হরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১২
ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসংছেদিনী
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহ-সন্দায়িনী।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা * ॥ ১৩
বিদ্যাল্লক্ষ্মীঃ† সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্ব-সাম্রাজ্যসিদ্ধিং।
মানং ‡ ভোগোহবশ্য-মারোগ্য-সৌখ্যং
প্রাপ্তং তত্তদ্ ভূতলে স্যান্নরেণ ॥ ১৪

---

* তথা বিজয়সে ইতি শেষঃ।

† বিদ্যাৎ—(বিদ্ লাভে + আশীর্লিঙ্, যাৎ) স্তোত্রপাঠকঃ প্রাপ্যাৎ। মানং—অর্দ্ধর্চ্চাদিত্বাৎ ক্লীবত্বম্। মানাদিকং সর্ব্বং স্তোত্রপাঠকেন নরেণ প্রাপ্তং স্যাৎ (প্রাপ্তং ভবেৎ)।

দেবীর এই পবিত্র স্তোত্র প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, এবং যুদ্ধকালে ইঁহার যন্ত্র বাহুতে (কনুইএর উপরে), করে (মণিবন্ধে) অথবা গলায় ধারণ করিয়া রাখে, তাহার নিকট হইতে নৃপতিগণ, অশ্বগণ, মদমত্ত হস্তিগণ, সর্পগণ, সিংহগণ প্রভৃতি শত্রুগণ হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করে ; এবং তাঁহার লক্ষ্মী ও সকল সিদ্ধি অচলা হয়। ১২। তুমি পরমা বিদ্যা, তুমি ত্রিলোকের জননী, তুমি সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশিনী, তুমি রমণীগণের আকর্ষণকারিণী; তুমি লোকের মনে মোহপ্রদায়িনী, তুমি স্তম্ভন ও উচ্চাটন-কারিণী, তুমি পশুদিগের মনে মোহপ্রদায়িনী, তুমি (শত্রুর) জিহ্বাপীড়নে ভয়ঙ্করা। বেদাদির মন্ত্র যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, সেইরূপ তুমিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হও। ১৩। এই পৃথিবীতে (স্তবপাঠকারী) মনুষ্য—লক্ষ্মী, সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য, আয়ু, এবং পুত্র ও পৌত্রের সহিত সমগ্র সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মান, ভোগ, আরোগ্য ও সুখও নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। ১৪।

ত্বৎকৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে॥ ১৫
ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥ ১৬
পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাং।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীং॥ ১৭
ইতি রুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখীস্তোত্রং সমাপ্তং।

হে পরমেশ্বরি, আমার কথিত এই পঠনীয়স্তবরূপ বর্ম্ম তোমারই করা; দুষ্টদিগের নিগ্রহের জন্য তুমি ইহা গ্রহণ কর। তোমাকে প্রণাম করি। ১৫। ইহা ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া বিখ্যাত এবং ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ। গুরুভক্তকেই ইহা দিবে, যাহাকে তাহাকে দিবে না। ১৬। পীতাম্বরা, দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, উজ্জ্বলগাত্রা, শিলাময়-মুদ্গার-হস্তা সেই বগলামুখীকে সাধক স্মরণ করিবে। ১৭।

(৪র্থ খণ্ডেও কতকগুলি স্তব ও কবচ আছে।)

তৃতীয়-খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

সন্ধ্যাতত্ত্ব।

(সন্ধ্যা শব্দের অর্থ)

সন্ধ্যা (সম্‌-ধ্যা) পরমেশ্বরের সম্যক্‌ ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা। দিন ও রাত্রি, এবং পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সন্ধি অর্থাৎ মিলনকালে করা হয় বলিয়া ইহার নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকালে উপাস্য দেবতাকেও (অর্থাৎ সবিতৃরূপ পরমেশ্বরকেও) সন্ধ্যা বলে। গায়ত্রীজপই প্রকৃত সন্ধ্যা। যদিও পরমেশ্বর সকল পদার্থের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং মনুষ্য-পশু-পক্ষিপ্রভৃতি যাবতীয় জঙ্গম, ও পর্ব্বত-বৃক্ষ-প্রভৃতি সমুদায় স্থাবর—সকলই তন্ময়, তথাপি তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা আছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্।
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পির্ব্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু।"

ঘৃত (দুগ্ধের অন্তর্গত হইয়া) গাভীদিগের শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে তাহাদিগের দেহপুষ্টি হয় না। ঐ দুগ্ধ তদীয় শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া মন্থনাদিকার্য্য দ্বারা ঘৃতরূপে পরিণত হইলে তাহাদের ক্ষতাদিশান্তির নিমিত্ত ঔষধরূপে উপকার করিয়া

থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বর ঘৃতবৎ সকলের শরীরে অবস্থিত থাকিলেও উপাসনা ব্যতিরেকে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃসাধন করেন না।

(উপাসনা-বিধি)

পরমব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার; সুতরাং আমাদের ধ্যানের অতীত। দেহাদিতে অহংমমতা-বুদ্ধিশূন্য হইয়া নিজে নির্গুণ হইতে না পারিলে নির্গুণ বা নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারা যায় না। আমরা নিজে সগুণ ও সাকার বলিয়া, সগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণোপেত সাকার ব্রহ্মেরই ধ্যান করিতে পারি। ঈশ্বরের উপাসনাবিধি স্বকপোল-কল্পিত করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক। অনন্ত ও অচিন্ত্যতত্ত্ব পরমেশ্বরের উপাসনা ক্ষুদ্রবুদ্ধি সাধারণ মানবের বুদ্ধি-কল্পিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। এ বিষয়ে সনাতন বেদ ও সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তদনুসারেই তাঁহার উপাসনা করা উচিত। বেদ-বাক্যে প্রভু-সম্মিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রভু যেমন কার্য্যাকার্য্য স্বয়ং বিবেচনা করিয়া, কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভৃত্যের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং আত্ম-হিতাভিলাষী প্রভু-প্রীতিসম্পাদনেচ্ছু ভৃত্যেরও যেমন কারণাদি অনুসন্ধান না করিয়া অবনতমস্তকে প্রভুবাক্য প্রতিপালন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তদ্রূপ বেদও স্বয়ং ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়া লোক-হিতার্থে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই কল্যাণকর ভাবিয়া তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই আমাদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে কারণ ও যুক্তি অনুসন্ধান করিতে যাওয়া মূঢ়তা ও অসারতা প্রকাশ করা মাত্র। অপিচ যে ঋষিগণ সমস্ত ঐহিক

ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বিজন-অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া, একাগ্র-মানসে কেবল ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণেই সমগ্র জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশবচনে ভোগসুখে নিরত, বিবিধ সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত, মায়াজালে জড়িত, মূঢ়চিত্ত মানবের তর্ক উত্থাপন করিতে যাওয়া কি ধৃষ্টতা নহে? অতএব বেদবাক্যে ও ঋষিবচনে সকলেরই শ্রদ্ধা ও আস্থা করা একান্তই বিধেয়।

বেদে এবং ঋষিবচনে জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিতে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার বিধান আছে। এ উপাসনা জড়-পদার্থের নহে, তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের। উল্লিখিত জড়পদার্থসমূহে ঈশ্বরের বিভূতি অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া, সেই ঐশী বিভূতিকেই তত্তৎ পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিয়া, ঐ সকলে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনা করিতে হয়। আমাদের চিন্তা জড়পদার্থে জড়িত বলিয়া জড়-পদার্থ অতিক্রম করিতে সহজে সমর্থ হয় না; এইরূপ জড় পদার্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধ্যান করা অনায়াস-সাধ্য। ঐরূপ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের চক্ষে জড় ও ঈশ্বর অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইবেন, তখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়া উঠিবে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ অবলম্বন করিয়া সামবেদীর জন্য মহর্ষি গোভিল, ঋগ্বেদীর জন্য মহর্ষি আশ্বলায়ন, এবং যজুর্ব্বেদীর জন্য মহর্ষি পারস্কর দশবিধ সংস্কার, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির সূত্র করিয়াছেন। তন্মধ্যে গোভিল সন্ধ্যাসূত্রও করিয়াছেন, এবং অন্য দুইখানি সূত্রগ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্ধ্যাপ্রয়োগ ধৃত হইয়াছে। গোভিলের মতে যথাক্রমে প্রাণায়াম (তন্মধ্যে ধ্যান নাই), আচমন (তাহাতে মন্ত্র নাই), মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যোদ্দেশে জলাঞ্জলি, সূর্য্যোপস্থান, গায়ত্রীর ধ্যান ও গায়ত্রীজপ—ইহাই সর্ব্ববেদীর প্রকৃত বৈদিক সন্ধ্যা।

তৎপর পদ্ধতিকারগণ অন্যান্য ঋষিবচন অবলম্বন করিয়া কতক-গুলি বিষয় উহাতে সংযোজিত করিয়াছেন *। যথা—

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

কালদোষাদসামর্থ্যান্ন শক্নোতি যদাম্ভসি।
তদা জাপ্তা তু ঋষিভির্মন্ত্রৈর্দৃষ্টস্তু মার্জনম্॥
শন্ন আপস্তু দ্রুপদা আপোহিষ্ঠাঽঘমর্ষণম্।
এভিশ্চতুর্ভির্ঋঙ্মাত্রৈর্মন্ত্রস্নানমুদাহৃতম্॥

অবগাহন-স্নানে অসমর্থ হইলে মন্ত্রস্নান করিতে হয়। শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ ইত্যাদি, দ্রুপদাদিব ইত্যাদি, আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়, ও অঘমর্ষণ অর্থাৎ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে মার্জ্জন (মস্তকে জলপ্রোক্ষণ) করাকে মন্ত্রস্নান বলে। (বচনে "ঋঙ্মাত্রৈঃ" থাকায় এ মার্জ্জনে ঋষ্যাদি বলিবার রীতি নাই)।

ব্যাস বলিয়াছেন—

আদানং রোধমুৎসর্গং বায়োস্ত্রিভিঃ সমভ্যসেৎ।
ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়েদ্দেবাননুক্রমাৎ॥

ত্রিকালীন সন্ধ্যায় পূরক, কুম্ভক, রেচক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিবে; পূরকে ব্রহ্মার, কুম্ভকে কেশবের, ও রেচকে শম্ভুর ধ্যান করিবে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

বদ্ধাসনং নিয়ম্যাশুন্ স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং তথা।
সংনিমীলিতদৃঙ্ মৌনী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥

---

* সময়-সংক্ষেপের জন্য অনেকে প্রকৃত বৈদিক সন্ধ্যাটিমাত্র ইহাতে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু দেখা যায়, তদতিরিক্ত অনুষ্ঠানে ৫।৭ মিনিট মাত্র সময় লাগে। এরূপ অত্যল্প সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য ঋষিবচনে অবজ্ঞা করিয়া চিরন্তন প্রথা ত্যাগ করা উচিত ও আবশ্যক মনে হয় না।

আসনে বসিয়া, প্রাণবায়ু সংযত করিয়া, ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক নিমীলিতনয়নে মৌনাবলম্বনে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

মৈত্রায়ণীয়গৃহ্যপরিশিষ্টকার বলিয়াছেন—

প্রাতঃ সূর্য্যশ্চ মেত্যুক্ত্বা সায়মগ্নিশ্চ মেতি চ।
আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে কুর্য্যাদাচমনং ততঃ॥

ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

সায়মগ্নিশ্চ মেত্যুক্ত্বা প্রাতঃ সূর্য্যেত্যপঃ পিবেৎ।
আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে ততশ্চাচমনং চরেৎ।

(ততঃ) প্রাণায়ামের পর প্রাতঃসন্ধ্যায় সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ ইত্যাদি, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি এবং সায়ংসন্ধ্যায় অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিবে।

শঙ্খ ও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বশ্চ অঙ্গেষু হৃদয়াদিষু।
ত্রিরাবৃত্য ততঃ পশ্চাদার্ষং ছন্দশ্চ দৈবতম্।
বিনিয়োগস্তথা রূপং ধ্যাতব্যং ক্রমতস্তু বৈ।

সূর্য্যোপস্থানের পর ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই পাঁচ অক্ষরে ৩ বার অঙ্গন্যাস করিয়া, গায়ত্রীর ঋষি ছন্দঃ দেবতা ও বিনিয়োগ বলিয়া রূপ ধ্যান করিবে।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

পূর্ব্বা সন্ধ্যা চ গায়ত্রী, সাবিত্রী মধ্যমা স্মৃতা।
যা ভবেৎ পশ্চিমা সন্ধ্যা বিজ্ঞেয়া সা সরস্বতী॥

প্রাতঃসন্ধ্যাকে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নসন্ধ্যাকে সাবিত্রী, এবং সায়ংসন্ধ্যাকে সরস্বতী বলিয়া জানিবে।

স্মৃতিতে আছে—

গায়ত্রী ব্রহ্মরূপা তু সাবিত্রী বিষ্ণুরূপিণী।
সরস্বতী রুদ্ররূপা উপাস্যা রূপভেদতঃ।

গায়ত্রীকে ব্রহ্মরূপে, সাবিত্রীকে বিষ্ণুরূপে, এবং সরস্বতীকে রুদ্ররূপে উপাসনা করিবে। (পদ্ধতিকারেরা যে ধ্যান ধরিয়াছেন, তাহা পিতৃদয়িতায় ও মহাপ্রয়োগসারে আছে)।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

তামাবাহ্য জপিত্বা চ নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ।

গায়ত্রীর আবাহন ও জপ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। (সামবেদীর আবাহন ও বিসর্জ্জনের মন্ত্র পিতৃদয়িতোক্ত, এবং যজুর্ব্বেদীর যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত)।

পিতৃদয়িতায় আছে—

ছন্দোগস্তু আদিত্যশুক্রাভ্যাং নম ইত্যন্তেনোদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ।

সামবেদীরা (বিসর্জ্জনের পর) "ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ" পর্য্যন্ত বলিয়া জলাঞ্জলি দিবে।

ছন্দোগপরিশিষ্টে আছে—

রক্ষেত্তু বারিণাত্মানং……।

উপতিষ্ঠেৎ ততো রুদ্রমর্ব্বাগ্ বা বৈদিকাজ্জপাৎ ॥

গায়ত্রীজপের পর জল দ্বারা আত্মরক্ষা, ও রুদ্রোপস্থান করিবে।

পিতৃদয়িতায় আছে—

তদনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রবরুণেভ্যঃ প্রত্যেকং জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ।

রুদ্রোপস্থানের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও বরুণ, প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দিবে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

আচম্য তু ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্।
নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥

নৃসিংহপুরাণে আছে —

অর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমম্।
অশক্ত এককালেঽপি মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ॥

সন্ধ্যার শেষে তিনকালেই, অশক্ত হইলে কেবল মধ্যাহ্নকালেই নমো বিবস্বতে ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে জলাঞ্জলি বা অর্ঘ্য দিবে।

পদ্মপুরাণে আছে—

সম্পূজ্য প্রণমেৎ সূর্য্যং সমাহিতমনাস্ততঃ।

সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়া একাগ্রচিত্তে প্রণাম করিবে।

উক্তরূপ কারণে সামবেদী, ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীর সন্ধ্যা বিভিন্ন-প্রকার হইয়াছে। তন্মধ্যে ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় মন্ত্রাধিক্য, ও সামবেদীয় সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের বাহুল্য আছে। এইজন্য সামবেদীয় সন্ধ্যা অবলম্বনেই সমস্ত অনুষ্ঠানের তত্ত্ব বিবৃত করা যাইতেছে।

সামবেদীয় সন্ধ্যায় দশটি অনুষ্ঠান আছে।—(১) মার্জ্জন, (২) প্রাণায়াম, (৩) আচমন, (৪) পুনর্মার্জ্জন, (৫) অঘমর্ষণ, (৬) সূর্য্যো-পস্থান, (৭) গায়ত্রীজপ, (৮) আত্মরক্ষা, (৯) রুদ্রোপস্থান, (১০) সূর্য্যার্ঘ্য।

(১, মার্জ্জন) "শন্ন" হইতে "পৃথিবীক্ষান্তরিক্ষমথো স্বঃ" পর্য্যন্ত আটটি মন্ত্র পাঠ করিয়া মার্জ্জন করিতে হয়। মার্জ্জনের তাৎপর্য্য এই—বাহ্যান্তরশুদ্ধি না হইলে শুদ্ধস্বরূপ ঈশ্বরের উপা-সনায় অধিকার হয় না। ঈশ্বর-উপাসনা ত গুরুতর কার্য্য, দেহ মন পবিত্র না হইলে, ভোজনাদি সামান্য কার্য্যেও স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারা যায় না। সেইহেতু প্রথমে বাহ্যান্তরশুদ্ধির নিমিত্ত মার্জ্জন, প্রাণায়াম, আচমন, পুনর্মার্জ্জন ও অঘমর্ষণের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। জগতের মধ্যে জল পরম পাবন পদার্থ বলিয়া মার্জ্জনে, আচমনে ও অঘমর্ষণে জলের ব্যবহার ও তাহাতে ঈশ্বরের

উপাসনা করিতে হয়। মার্জ্জন, সাতপ্রকার স্নানের মধ্যে, এক-প্রকার স্নান; ইহাকে মন্ত্রস্নান কহে। শরীরশুদ্ধির জন্য স্নানের বিধান। অবগাহনস্নান করিলে এই মন্ত্র-স্নান না করিলেও চলে। সেইজন্য যজুর্ব্বেদীরা অবগাহনস্নানান্তে প্রাণায়াম হইতেই ("ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ" হইতেই) সন্ধ্যা আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু কারণ না জানিয়া, অনেকেই (বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদীরা) অবগাহন স্নান না করিয়াও প্রাণায়াম হইতে সন্ধ্যা আরম্ভ করেন। *শৌচের আধিক্য হইলে গুণ ভিন্ন যখন দোষ নাই,* এবং ত্রিকালীন স্নান বিহিত হইলেও সকলে যখন তাহা করি না, তখন সকলেরই ত্রিকালেই মার্জ্জন হইতে সন্ধ্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য।

(২, প্রাণায়াম—"ওঁকারস্য" হইতে "ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ" পর্য্যন্ত) যে কার্য্য দ্বারা পঞ্চ প্রাণবায়ুর আয়াম অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব জন্মে, তাহার নাম প্রাণায়াম। ইহা দেহাভ্যন্তরে নির্ম্মল বায়ুর প্রবেশ, নিরোধ ও নিঃসারণরূপ প্রক্রিয়া বিশেষ;* সুতরাং প্রাণায়াম তিনপ্রকার—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বহিঃস্থ বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করানকে পূরক বলে, অভ্যন্তরস্থ বায়ুর নিরোধকে কুম্ভক বলে, এবং নিরুদ্ধ-বায়ুর নিঃসারণকে রেচক বলে। মস্তকে একটি সহস্রদল পদ্ম অধোমুখে আছে। তাহার মধ্যভাগ হইতে তিনটি নাড়ী গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে বামভাগের নাড়ীকে ইড়া, দক্ষিণভাগের নাড়ীকে পিঙ্গলা ও মধ্যস্থ নাড়ীকে সুষুম্ণা বলে। ঐ তিনটি নাড়ীতে ছয়টি পদ্ম বা চক্র গ্রথিত আছে। তন্মধ্যে ভ্রূমধ্যে দ্বিদল, কণ্ঠে ষোড়শদল, হৃদয়ে দ্বাদশদল, নাভিতে দশদল, লিঙ্গমূলে ষড়্দল, গুহ্যদেশে (মূলাধারে) চতুর্দ্দল পদ্ম। প্রাণায়ামে ইড়ায় পূরক, সুষুম্ণায় কুম্ভক ও পিঙ্গলায়

রেচক করিতে হয় (৩ বার প্রাণায়াম করিলে দ্বিতীয় বারে পিঙ্গলা দ্বারা পূরক করিয়া ইড়া দ্বারা রেচক করিতে হয়)। বহিঃস্থ বিশুদ্ধ বায়ুকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নিশ্চল করিয়া রাখিলে, সেই বায়ু সংঘর্ষ দ্বারা অগ্নি (তাপ) ও জলের আবির্ভাব করাইয়া, সমস্ত দেহকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। যথা বশিষ্ঠ—

নিরোধাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরগ্নিঃ প্রজায়তে।
অগ্নেরাপো ব্যজায়ন্ত তৈরন্তঃ শুধ্যতে ত্রিভিঃ।

শাস্ত্রকারেরা প্রাণায়ামের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—দেহে যতক্ষণ বায়ু, ততক্ষণ জীবন; বায়ু বাহির হইলেই মৃত্যু। অতএব বায়ু নিরোধ করিতে পারিলেই দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারা যায় এবং কোনপ্রকার রোগ ভোগও করিতে হয় না। সাধকের পক্ষে প্রাণায়াম বিশেষ উপকারী; কারণ, প্রাণায়ামে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হয় এবং একাগ্র হইবার সামর্থ্য জন্মে। সন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়াম করিবার সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শম্ভুর ধ্যান করিতে হয়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, সেইজন্য দেহমধ্যে বায়ুর আবির্ভাবরূপ পূরকে ব্রহ্মার ধ্যান; বিষ্ণু স্থিতিকর্ত্তা, সেইজন্য বায়ুর স্থিতি অর্থাৎ নিশ্চলতা-রূপ কুম্ভকে বিষ্ণুর ধ্যান, এবং শম্ভু সংহারকর্ত্তা, সেইজন্য বায়ুর সংহাররূপ রেচকে তাঁহার ধ্যান করিতে হয়।

(৩, আচমন) "সূর্য্যশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় জলে কায়মনোবাক্যসম্ভূত পাপের মিশ্রণ কল্পনা করিয়া, উহা হৃদয়স্থ তেজঃপদার্থে নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহা দ্বারা বাগ্‌যন্ত্র আপ্যায়িত হয় অর্থাৎ উহার সঙ্কোচ ও শুষ্কতা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং বিশদরূপে মন্ত্রোচ্চারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। এইরূপ জলপানের পর চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল স্পর্শ করিবার বিধি

আছে, তাহাতে আর্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ায় ঐ ঐ ইন্দ্রিয়ের শান্তিবিধান হয়। মহর্ষি শঙ্খ বলিয়াছেন—জলপান, মুখমার্জ্জন ও নাসিকাদিস্পর্শ দ্বারা জলের ও তত্তৎস্থানের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণের প্রীতিসাধন হইয়া থাকে।

(৪, পুনর্ম্মার্জ্জন) প্রথম মার্জ্জনে কেবল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক (বিধি-বিহিত স্নানের প্রতিনিধিস্বরূপ) সামান্য মার্জ্জন করিয়া এখন ঋষ্যাদির উল্লেখপূর্ব্বক "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মার্জ্জন করিতে হইবে।

(৫, অঘমর্ষণ) হস্তে জলগ্রহণ করিয়া নাসাগ্রের নিকট লইয়া "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভাবিবে যে, শরীরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ হস্তস্থিত জলে মিশিয়াছে; তার পর বামভাগে সেই কৃষ্ণবর্ণ জল জোরে ছুঁড়িয়া ফেলিবে। ঋষিরা কহিয়াছেন—অঘমর্ষণে পাতক উপপাতক মহাপাতক নষ্ট হয়। (অঘ=পাপ, মর্ষণ=নাশক; এইজন্য এই মন্ত্রের নাম অঘমর্ষণ, এবং এই মন্ত্রের ঋষির নামও অঘমর্ষণ বলিয়া ইহাকে অঘমর্ষণ বলে)।

(৬, সূর্য্যোপস্থান) "উ দু ত্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যোপাসনার পূর্ব্বে গায়ত্রী পড়িয়া সূর্য্যোদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে হয়। শাস্ত্রে আছে যে, মন্দেহ নামে ত্রিকোটীসংখ্যক মহাবলশালী কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস সূর্য্যকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে। তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য বজ্র-স্বরূপ জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে হয়। অভিপ্রায় এই যে, আমাদের অজ্ঞানবিজৃম্ভিত নানাপ্রকার ভ্রমকেই উক্ত রাক্ষসরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সেই ভ্রমরূপ কালিমায় আচ্ছন্ন থাকায় সূর্য্যতত্ত্ব আমা-দের অপরিজ্ঞাত থাকে। তাই সূর্য্যতত্ত্বপ্রকাশক গায়ত্রীমন্ত্র অভি-

মন্ত্রিত জল দ্বারা সেই কালিমা অপনয়ন করিবার ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যমণ্ডলে ব্রহ্মবিভূতির অসাধারণ বিকাশ। সেইজন্য সূর্য্যমণ্ডলেও ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। সূর্য্যান্তর্গত অপূর্ব্ব উত্তম জ্যোতিই প্রাণীদিগের প্রাণরূপে অবস্থিত; গায়ত্রীর অর্থে তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥ (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

(৭, গায়ত্রীজপ) গায়ত্রী ব্রহ্ম-আরাধনার মূলমন্ত্র, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা আমাদের অসম্ভব। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণোপেত ব্রহ্মেরই উপাসনা আমাদের পক্ষে সম্ভব। এইজন্য প্রাতে রজোগুণাশ্রিতা ব্রহ্মাণীর, মধ্যাহ্নে সত্ত্বগুণাশ্রিতা বৈষ্ণবীর এবং সায়ংকালে তমোগুণোপেতা রুদ্রাণীর ধ্যান করিয়া "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হয়। এই মন্ত্রে ঈশ্বরের ধ্যান করা হইয়া থাকে। তবেই হইল—ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণীর মূর্ত্তি অবলম্বনমাত্র, অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐ ঐ শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হয়।

(৮, আত্মরক্ষা) আত্মন্ শব্দের অর্থ মতি, তাহার রক্ষাবিধান অর্থাৎ জপকালে "সোহমস্মি"—আমি ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তায় চেতনায় যে মঙ্গলময় শক্তি আবির্ভূত হয়, তাহাই অবিচলিতভাবে অবস্থিত হউক—এই কামনা। আত্মরক্ষায় অগ্নির উপাসনা করিতে হয়; কারণ, অগ্নি সেই চেতনাস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য—

রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥
একো হি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতিঃস্বরূপকম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ॥

দক্ষিণ কর্ণমূলের পশ্চাদ্ভাগ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিয়া "জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিতে হয়। ঐ স্থান জীবনী শক্তির আধারভূত। সুতরাং আত্মরক্ষায় সেই শক্তির স্থায়িত্বও কামনা করা হইয়া থাকে।

(৯, রুদ্রোপস্থান) রুদ্রই পরমব্রহ্ম। গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আত্মরক্ষা দ্বারা চিৎশক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্ব্বক "ঋতং সত্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে সত্যব্রহ্মকে প্রণাম করিবার ব্যবস্থা।

(১০, সূর্য্যার্ঘ্যদান) অর্ঘ্যদানে সম্মান অর্থাৎ ভক্তিপ্রদর্শন করা হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সূর্য্য ও ব্রহ্ম সাধকের নিকট অভিন্ন হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান করায় ব্রহ্মকেই অর্ঘ্যদান করা হয়। "নমো বিবস্বতে" ইত্যাদি সূর্য্যার্ঘ্যদানের মন্ত্রে তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

ওঁকার-মাহাত্ম্য।

ওঁ শব্দের উচ্চারণ-কালে ব্রহ্মই ধ্যেয় বস্তু। যথা—

> ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
> ব্রাহ্মণাস্তেন যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
> তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
> প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ (গীতা)

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি পরব্রহ্মেরই নামান্তর। ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদ সকল উহা দ্বারাই পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদীরা ওঁকার উচ্চারণ করিয়া যথাবিধি যজ্ঞ-দান-তপঃ-প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন।

অ উ ম্ এই তিন বর্ণের মিলনে ওঁ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রুতি। অ শব্দে ব্রহ্মা, উ শব্দে বিষ্ণু, এবং ম্ শব্দে মহেশ্বর

উদ্দিষ্ট হইয়াছেন *। সুতরাং ওঁ শব্দে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপি পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন—

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ।

ব্রহ্মা ঋগ্বেদ হইতে অকার, যজুর্ব্বেদ হইতে উকার, এবং সাম-বেদ হইতে মকার (তত্তৎ বেদের সারস্বরূপ) দুহিয়া বাহির করিয়াছেন।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥

একাক্ষরই (ওঁ) পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামই † পরম তপস্যা, গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কিছুই নাই, এবং মৌনাবলম্বন অপেক্ষা সত্যকথনই উত্তম।

ওঁকারোচ্চারণ।

মন্ত্রারম্ভে ওঁকারকে প্লুতরূপে উচ্চারণ করিতে হয়। স্বরবর্ণ তিনপ্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। হ্রস্বস্বর একমাত্র, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্র, এবং প্লুতস্বর ত্রিমাত্র; অর্থাৎ হ্রস্বস্বর উচ্চারণের যে সময়, তাহার দ্বিগুণ সময়ে দীর্ঘস্বর, এবং তাহার ত্রিগুণ সময়ে প্লুতস্বর উচ্চারণ করিবে। শাস্ত্র বলেন—আপন হাঁটুতে একবার হাত বুলাইতে

* মহিম্নস্তবের ২৭ শ্লোক (৪র্থ খণ্ড) দ্রষ্টব্য। পরন্তু তন্ত্রে ও কোষে অ শব্দে বিষ্ণু, উ শব্দে মহেশ্বর, এবং ম্ শব্দে ব্রহ্মা।

† বচনের মধ্যে "প্রাণায়ামাঃ" বহুবচনান্ত নির্দ্দেশ থাকায় সর্ব্বত্র তিনবার প্রাণায়াম অবশ্যকর্ত্তব্য বুঝাইতেছে। সন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়াম প্রত্যেক সন্ধ্যায় এক এক বার করিলেও ত্রিকালে তাহার ত্রিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু 'সর্ব্ব-কালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে" এই বচনে ত্রিকালীন সন্ধ্যারই একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অথবা সহজে একবার শ্বাস গ্রহণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাই একমাত্রা অর্থাৎ হ্রস্বস্বর উচ্চারণের সময়।

সন্ধ্যা করার ফল।

মনু বলিয়াছেন—

> ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
> স শূদ্রবদ্ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥

যে সন্ধ্যা না করে, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় সমস্ত দ্বিজকার্য্য হইতে বাহিরে রাখিবে। যম বলিয়াছেন—

> সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ।
> বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥

নিয়মাবলম্বী হইয়া যাঁহারা সন্ধ্যোপাসনা করেন, তাঁহারা পাপমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

> নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
> ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি॥

রাত্রে বা দিবসে অজ্ঞানপূর্ব্বক যে পাপ করা যায়, ত্রিকালে অর্থাৎ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যা করিলে তৎসমুদায় নষ্ট হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

> সন্ধ্যা তুপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।
> দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি বিষ্ণু অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তিনি দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন, এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।

মনু বলিয়াছেন—

> ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
> প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ।

ঋষিরা বহুক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যা করিতেন বলিয়াই দীর্ঘ আয়ু, বুদ্ধি, জীবনে যশ, দেহান্তে কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যা না করায় পাপ।

শ্রুতির আদেশ—"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" (প্রতিদিনই সন্ধ্যা করিবে)। অতএব সন্ধ্যা না করিলে ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘন জন্য মহাপাপ ও তজ্জন্য মহানিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অগ্নিপুরাণে আছে—

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা জানেন না এবং সন্ধ্যা করেন না, তিনি জীবিতাবস্থায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন এবং মরিয়া কুক্কুর-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। দক্ষ বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্য-মনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥

সন্ধ্যা না করিলে নিয়ত অশুচি থাকে, কোনও কার্য্যে অধিকারী হয় না; এবং কোনও কার্য্য করিলেও তাহার ফলভাগী হয় না।

শাতাতপ ছয়প্রকার অব্রাহ্মণের কথা বলিতে গিয়া শেষে বলিয়াছেন—

অনাদিত্যান্তু যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

যে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা না করে, সে ষষ্ঠ অব্রাহ্মণ। (মন্বাদির মতে প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্য কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ১ দণ্ড, এবং সায়ংসন্ধ্যার মুখ্যকাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ১ দণ্ড বলিয়া উক্ত বচনে অনাদিত্যা অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, এবং সাদিত্যা

অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; ৫০ পৃঃ ৯ পংক্তে দক্ষ-মতে সন্ধ্যার কাল লিখিত হইয়াছে)।

উক্ত বচন অনুসারে অনেকে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা নিত্য অর্থাৎ অবশ্য করিতে হয়, এবং মধ্যাহ্নসন্ধ্যা কাম্য অর্থাৎ না করিলেও চলে বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ত্রিকালীন সন্ধ্যাই যে নিত্য, এবং ত্রিকালীন সন্ধ্যাই যে এক, তদ্বিষয়ে স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে মীমাংসা করিয়াছেন। যথা—

ছন্দোগপরিশিষ্টম্ "তিষ্ঠেদোদয়নাৎ পূর্ব্বাং মধ্যামপি শক্তিতঃ। আসীতোড়ুগমাচ্চান্ত্যাং সন্ধ্যাং পূর্ব্বং ত্রিকং জপন্। এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্। যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে" অত্র সন্ধ্যাত্রয়স্য নিত্যত্বাভিধানাৎ "সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে। অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ" ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়ে সন্ধ্যায়া ইত্যেকবচনান্তপাঠো যুক্তঃ। সর্ব্বকালং প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ংরূপকালত্রয়ে, অন্যথা তদুপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। তেন ক্ষতাদাবপি সন্ধ্যামাচরন্তি। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যঃ "সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ। ব্রাহ্মণ্যাৎ স ন হীয়েত অন্ত্যজন্মগতোঽপি সন্॥" সর্ব্বাবস্থঃ নিত্যং সেবাদিকর্ম্মরতোঽপি, যথোচিতশৌচেঽপ্যশক্তোঽপীতি রত্নাকরঃ।

বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—বেদ নিত্য, অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় (মনুষ্যের কৃত নহে)। প্রতিকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে উহা স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া থাকে। বেদে তিনপ্রকার মন্ত্র আছে—কতকগুলি পদ্য, সেগুলিকে ঋক্ বলে; কতকগুলি পদ্য অথচ গানের উপযুক্ত, সেগুলির নাম সাম; এবং কতকগুলি গদ্য, সেগুলি যজুঃ। এই তিনপ্রকার মন্ত্র থাকায় বেদের একটি নাম ত্রয়ী। শ্রুতি, নিগম ও আম্নায়, এ তিনটিও বেদের নামান্তর। বেদ একই; কিন্তু অতি বৃহৎ বলিয়া যুগক্রমে লোকের আয়ুঃ মেধা

প্রভৃতি হ্রাস পাওয়ায় সমগ্র বেদ অধ্যয়নে অসামর্থ্য বুঝিয়া দ্বাপর-যুগের শেষভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস বা ব্যাস বলিয়া অভিহিত হন। তিনি সমস্ত ঋক্‌গুলি সংগ্রহ করিয়া দুই ভাগ করিলেন,—এক ভাগে সাধারণ ঋক্‌গুলি রাখিলেন, তাঁহার নাম ঋগ্বেদ; আর এক ভাগে শান্তি ও অভিচার দ্বিবিধ কার্য্যে ব্যবহার্য্য ঋক্‌গুলি রাখিলেন, তাহার নাম অথর্ব্ববেদ। যে ভাগে সামগুলি রাখিলেন, তাহার নাম সামবেদ, এবং যে ভাগে যজুঃগুলি রাখিলেন, তাহার নাম যজুর্ব্বেদ। প্রসঙ্গক্রমে ও প্রকরণবশে ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের মধ্যে কতকগুলি সাম ও যজুঃ, সামবেদের মধ্যেও কতকগুলি ঋক্ ও যজুঃ, এবং যজুর্ব্বেদের মধ্যেও কতকগুলি ঋক্ ও সাম আছে। কিন্তু যে ভাগে যেরূপ মন্ত্র প্রধান অর্থাৎ অধিক, সেই ভাগের তদনুসারেই নাম হইয়াছে। এইরূপে চতুর্ব্বেদ করিয়া চারিজন শিষ্যকে এক একটি বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। পৈল ঋগ্বেদ, জৈমিনি সামবেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ এবং সুমন্তু অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহারাও আবার আপন আপন শিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবার জন্য স্ব স্ব বেদকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া-ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারাও বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ভাগকে শাখা বলে। বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য যে শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি না হওয়ায় সমগ্র যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে চাহেন; কিন্তু বৈশম্পায়ন তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চাহেন নাই। এই উপলক্ষে গুরুশিষ্যে বিবাদ হয়। গুরু কুপিত হইয়া তাঁহাকে অধীত শাখা পরিত্যাগ করিতে বলেন। তিনিও কুপিত হইয়া অধীত শাখাকে তপঃ-প্রভাবে দ্রবরূপে পরিণত করিয়া বমন করিয়া ফেলেন। গুরুর

আদেশে অন্য কতিপয় শিষ্য তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধরিয়া উহা ভক্ষণ করেন; এইজন্য সেই শাখার নাম তৈত্তিরীয় শাখা হয়। তৎপরে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের আরাধনা করিয়া আর একটি শাখা প্রাপ্ত হন। সূর্য্য "বাজী" অর্থাৎ অশ্ব হইয়া স্বীয় 'বাজ' অর্থাৎ কেশর হইতে 'সন' অর্থাৎ দান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ শাখার নাম বাজসনী। ঐ শাখাতে যে সকল মন্ত্র আছে, সেগুলির নাম বাজসনেয়। এই বাজসনী শাখার নাম শুক্লযজুর্ব্বেদ, এবং যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শাখার নাম কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ হইল। অস্মদ্দেশে যজুর্ব্বেদের বাজসনী শাখা অনুসারেই যজুর্ব্বেদীরা কার্য্য করিয়া থাকেন; এই জন্য তাঁহাদিগকে বাজসনেয়ী বলে।

বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে অগ্রে শিক্ষা (উচ্চারণনিয়ম), কল্প (যজ্ঞকর্ম্মের উপদেশক গ্রন্থ), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক-অভিধান), জ্যোতিষ ও ছন্দঃ শিক্ষা করিতে হয়; এইজন্য এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে। বেদের ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও অভিধান স্বতন্ত্র। পাণিনি বৈদিক ব্যাকরণ, কাত্যায়ন "সর্ব্বানুক্রমণিকা" নামে ছন্দঃসূত্র, এবং যাস্ক "নিরুক্ত" নামে বেদের অভিধান প্রণয়ন করেন। এইজন্য অনেক স্থলে বেদমন্ত্রে লৌকিক ব্যাকরণ ও ছন্দের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। যথা—সমুদ্রো অর্ণবঃ (অকারের লোপ হয় নাই), ওঁকারস্য গায়ত্রী চ্ছন্দঃ (একাক্ষরা—দৈবী গায়ত্রী ইত্যাদি)। পিঙ্গলকৃত ছন্দোগ্রন্থেও বৈদিক ছন্দঃ আছে।

গায়ত্রীর উচ্চারণ।

"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং" ইত্যাদি ঋক্‌টি গায়ত্রীচ্ছন্দোবদ্ধ সবিতৃদেবের উপাসনার মন্ত্র বলিয়া উহার নাম গায়ত্রী সাবিত্রী। লৌকিক গায়ত্রী ছন্দে ২৪টি অক্ষর থাকে এবং তাহা ৪ চরণে (৬

অক্ষরে) বিভক্ত। বৈদিক (শুদ্ধা) গায়ত্রী ছন্দেও ২৪ অক্ষর থাকে বটে; কিন্তু উহা ৩ চরণে (৮ অক্ষরে) বিভক্ত। কিন্তু উক্ত মন্ত্রের উল্লিখিত প্রথম চরণে ৭টি অক্ষর আছে (ং ইহা হলন্ত বলিয়া পৃথক্ বর্ণ নহে)। এই জন্য 'বরেণ্যং' কে 'বরেণিয়ং' বলিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। যেহেতু বৈদিক ছন্দোগ্রন্থে সূত্র আছে—"ইয়াদিপূরণঃ" পাদপূরণের জন্য যফলা স্থানে ইয়্, বফলা স্থানে উব্ ইত্যাদি বলিতে হয়। গায়ত্রীকবচেও এইরূপ দুইটি অক্ষর (ণি য়ং) ধরা আছে (গায়ত্রীকবচ পরে আছে)।

গায়ত্রীমাহাত্ম্য।

"উদ্যন্তমস্তং যান্তমাদিত্য-মভিধ্যায়ন্ কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদ।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

"প্রাণায়ামাদিকং কুর্ব্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দস্য বাচ্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণঃ ঐহিকমামুষ্মিকঞ্চ সকলং ভদ্রম্ অশ্নুতে। য এবমুক্তধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্ম সাক্ষাৎকুরুতে স পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেন অজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি।"—ভাষ্য।

যে ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামাদি করিতে করিতে যথোক্ত নামরূপ-বিশিষ্ট আদিত্যকেই ব্রহ্ম ভাবনা করেন, তিনি ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি উক্তরূপ ধ্যানে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, তিনি পূর্ব্বেও (ধ্যান দ্বারা) ব্রহ্মই হন, অনন্তর প্রজ্ঞাবান্ ও চিরজীবী হইয়া উক্তরূপ জ্ঞানে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্যাস বলিয়াছেন—

> ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
> সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ।

গায়ত্রী ও ব্রহ্ম ভিন্ন জ্ঞান করিবে না। আমিই ব্রহ্ম ইহা ভাবিয়া গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। মনু বলিয়াছেন—

এতদক্ষর-মেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥
ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ॥
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্।
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ॥
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাকালে প্রণব-ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বেদপাঠের ফল প্রাপ্ত হন। সন্ধ্যাকালে বা অন্যসময়ে গ্রামের বাহিরে (অর্থাৎ নদীতীরে বা অরণ্যাদি স্থানে) প্রত্যহ সহস্র বার জপ করিলে, এক মাসের মধ্যে, সর্প যেমন খোলস ছাড়ে, সেইরূপ সকল মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। প্রণব, মহা-ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী, ইহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। যিনি তিন বৎসর অনলস হইয়া ঐরূপ গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, বায়ুর ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন, এবং ব্রহ্ম-স্বরূপই হইয়া থাকেন।

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি কার্য্য করুন বা নাই করুন, কেবল গায়ত্রী-জপেই সিদ্ধিলাভ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লাভ) করিতে পারেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে মৈত্রব্রাহ্মণ (অর্থাৎ বৈধ জীবহিংসাতেও বিরত হওয়ায় সর্ব্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ) বলে।

শিখাবন্ধন।

ছন্দোগপরিশিষ্টে আছে—

> সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু।
> বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎ কৃতম্॥

সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ ও শিখাবন্ধন করিয়া কর্ম্ম করিবে। শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা না করার মধ্যেই গণ্য। (যতি ও ব্রহ্মচারীর শিখাসহিত মুণ্ডনের বিধি থাকায় ইহা গৃহস্থের পক্ষেই বুঝিতে হইবে)।

শ্রুতি বলেন—

> এষ রিক্তো বা অনপিহিতস্তস্যৈব তদেব পিধানং যচ্ছিখা।

পুরুষের শিখাই আবরণ, যাহার শিখা না থাকে, সে অনাবৃত, সুতরাং রক্ষকশূন্য। (ইহার অভিপ্রায় এই যে, শিখাধারণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়; শিখা না থাকিলে মৃত্যুর দূতস্বরূপ নানা ব্যাধি আক্রমণ করে)।

দ্রষ্টব্য—সন্ধ্যা, সদাচার ও শিখাধারণের মহাফল সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই তপঃসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী অভ্রান্ত ঋষিদিগের বাক্য; সুতরাং সম্পূর্ণ সত্য। ইদানীং অকালমৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। যে সন্ধ্যা, সদাচার ও শিখাধারণের ফলে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়, আমাদের মধ্যে পনর আনা লোকে তদনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ। আমরা কার্য্য করিয়া পরীক্ষা করিতে নিতান্ত অলস—অগ্রে ফল না পাইলে আপ্তবাক্যেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না; কিন্তু কোনও শ্বেতাঙ্গ বৈজ্ঞানিক গবেষণা

দ্বারা এতকালের পর কোনও কোনও বিষয়ে সেই ঋষিবাক্যেরই পুনরুক্তি করিলে তখন আমাদের চক্ষু ফুটে—ইহা আমাদেরই ঋষিদিগের কথা বলিয়া তখন বড়াই করিয়া থাকি। তাই আজ ভারতের এই দুর্দ্দশা। অতএব সবিনয়ে অনুরোধ করি, বঙ্গীয় আর্য্যসন্তানগণ সকলেই পরম বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ত ঋষিবচনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সদাচারপালনে, শিখাধারণে ও ত্রিসন্ধ্যাকরণে প্রবৃত্ত হউন, এবং স্বয়ং আদর্শস্বরূপ হইয়া উপনয়নের পর হইতে আপন আপন সন্তানদিগকেও ঐ তিনটি কার্য্য করিতে অনুশাসন করিয়া অন্যান্য জাতির ন্যায় স্বজাতির বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হউন। ইহাতে অবশ্যই সুফল ফলিবে। যাঁহারা ৺কাশীধামে ২।৩ দিনমাত্র অবস্থিতি করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শিখাধারী হিন্দুস্থানী দ্বিজবালকেরা যুবা ও বৃদ্ধদিগের সহিত গঙ্গাতীরে সারি সারি বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছে। সে দৃশ্য কি হৃদয়োচ্ছ্বাসক!! বঙ্গদেশে সে দৃশ্য কি কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে?

সামবেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

(উপনীত সামবেদী ব্রাহ্মণেরা এই সন্ধ্যা করিবেন)

দুইবার আচমন (৩১ পৃঃ ৬) ও বিষ্ণুস্মরণ (৩৩ পৃঃ) করিয়া, নিম্নলিখিত এক-একটি মন্ত্র পড়িয়া মস্তকে এক-একবার জলের ছিটা দিবে।

(মার্জ্জন)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, * শমু নঃ সন্তনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমু-

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত পাঠ এইরূপ—

শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥

গুণবিষ্ণুর টীকায় আছে—"শং কল্যাণম্ অনন্তীতি কিপ্, শমনঃ কল্যাণ-প্রাপিকা ভবন্তু। নূপ্যা ইতি অকারলোপশ্ছান্দসঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্যের বচনেই (২৪৬ পৃঃ ৪পং) যখন এই মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, এবং এতৎসহচরিত "দ্রুপদাদিব" মন্ত্রের মধ্যে যখন 'স্নাতঃ' পদ রহিয়াছে (ঋগ্বেদে—স্নাত্বী, অথর্ব্ববেদে—স্নাত্বা, সামবেদে এ মন্ত্র নাই), তখন ইহা শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মন্ত্র বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু এত কাল অনুসন্ধান করিয়াও প্রচলিত কোনও বেদেই ইহা দেখিতে পাইলাম না। গুণবিষ্ণুর টীকায় "শমনঃ" ও "নূপ্যাঃ" পদের যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু অন ধাতুর অর্থ—প্রাণন (প্রাণধারণ), প্রাপণ নহে; এবং বৈদিক ব্যাকরণে আত্মা পদেরই আদিবর্ণলোপের বিধান আছে, আর কোনও পদের নাই। গুণবিষ্ণু-টীকার অনেক স্থলেই যে লিপিকর-চাতুর্য্যে পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে, মৎসম্পাদিত ভবদেবপদ্ধতির ভূমিকায় তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছি। অথর্ব্ববেদে এইরূপ একটি মন্ত্র আছে, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ—"শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্তনূপ্যাঃ।" এবং ঋগ্বেদেও দেখা যায়, যে সকল মন্ত্রের আদিতে "শন্নঃ" আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই "শমু" বা "শমু নঃ" রহিয়াছে (শমনঃ কোথাও নাই)। এ মন্ত্রের পাঠও সেইরূপ বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হওয়ায় এত কাল নিজে সেইরূপ পাঠই করিয়া আসিতেছি, এখানে মূলেও সেইরূপ পাঠ দিলাম। এখন যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপই পাঠ করুন।

দ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ॥ ওঁ যো বঃ শিব-

শন্ন ইতি। ধন্বন্যাঃ আপঃ (মরুদেশভবানি জলানি) নঃ (অস্মাকম্ অস্মভ্যং বা) শং (শান্ত্যৈ ভবন্তু)। তথা অনূপ্যাঃ (অনূপদেশভবাঃ আপঃ—"জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ" ইত্যমরঃ) নঃ (অস্মাকং) শমু উ সন্তু (শান্ত্যৈ এব ভবন্তু)। সমুদ্রিয়াঃ (সমুদ্রভবাঃ) আপঃ নঃ (অস্মাকং) শং (শান্ত্যৈ ভবন্তু)। তথা কূপ্যাঃ (কূপভবাঃ আপঃ) নঃ (অস্মাকং) শমু উ সন্তু (শান্ত্যৈ এব ভবন্তু)।—ইতি সায়ণভাষ্যানুগতা ব্যাখ্যা। [ধন্বন্যাঃ অনূপ্যাঃ কূপ্যাঃ ইত্যত্র "ভবে ছন্দসি" ইতি যৎ। সমুদ্রিয়াঃ ইতি "সমুদ্রাভ্রাদ্ ঘঃ" ইতি সমুদ্রশব্দাৎ ঘঃ (ইয়ঃ)] বৈদিকসূত্রাণাং বিবরণং মৎসম্পাদিত-"বৈদিকব্যাকরণে" দ্রষ্টব্যম্। ১।

মরুদেশোৎপন্ন জল (তদ্দেবতা) আমাদের মঙ্গলজনক হউন, জলময়-দেশোৎপন্ন জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন। সমুদ্রোৎপন্ন জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন, এবং কূপোৎপন্ন জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন। ১।

দ্রুপদাদিতি। আপঃ মা (মাম্) এনসঃ (পাপাৎ) শুন্ধন্তু (পাবয়ন্তু—শুন্ধ শুদ্ধৌ)। তত্র দৃষ্টান্তানাহ দ্রুপদাদিবেত্যাদি। যথা স্বিন্নঃ (ঘর্ম্মাক্তো জনঃ) দ্রুপদাৎ (বৃক্ষমূলাৎ, বৃক্ষমূলং প্রাপ্য) মুমুচানঃ (স্বেদাৎ মুক্তো ভবতি), যথা স্নাতঃ (কৃতস্নানঃ) মলাৎ (রসাদেঃ মুক্তো ভবতি), যথা চ আজ্যং (ঘৃতং) পবিত্রেণ (আজ্যসংস্কারবিধিনা) পূতং (পবিত্রং ভবতি), তথা আপঃ মামপি পাবয়ন্তু ইতি আশংসা বাক্যার্থঃ। [মুমুচান ইতি মুচ্‌৯ মোক্ষণে, কানচ্‌।]।২।

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষমূলে গিয়া ঘর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়, স্নান করিয়া যেমন শারীরিক মল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ঘৃত যেমন সংস্কারবিধি দ্বারা পবিত্র হয়, সেইরূপ জল সকল আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন। ২।

আপো হি ষ্ঠেতি। হে আপঃ হি (যস্মাৎ, যূয়ং) ময়োভুবঃ (ময়ঃ সুখং তস্য ভুবো ভাবয়িত্র্যঃ, সুখদায়িন্যঃ) স্থ (ভবথ), তা তস্মাৎ নঃ (অস্মান্) উর্জ্জে (অন্নায়) দধাতন (স্থাপয়ত)। কিঞ্চ মহে (মহতে) রণায় (রমণীয়ায়) চক্ষসে

তমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো
জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা-ত্তপসোঽধ্যজায়ত।

(দর্শনায়, দধাতন ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ)। অয়মর্থঃ—হে আপো যস্মাৎ যূয়ং সুখং প্রাপয়থ, তস্মাৎ অস্মান্ ঐহিকেন অন্নাদ্যেন, আমুষ্মিকেণ চ মহারমণীয়দর্শনেন পরব্রহ্মণা সংযোজয়ত ইতি শব্দ্ প্রার্থনা। [স্থেতি অস্তের্লড়্মধ্যমপুরুষবহু-বচনং, "পূর্ব্বপদা"দিতি ষত্বম্, "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ। দধাতনেতি লোড়্মধ্যমপুরুষবহুবচনস্থানে "তপ্-তনপ্-তন-থনাশ্চ" ইতি তনবাদেশঃ। তা ইতি তচ্ছব্দাৎ পঞ্চম্যেকবচনস্য স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিসূত্রেণ ডা আদেশঃ। মহে ইতি টিলোপশ্ছান্দসঃ। রণায়েতি রমণীয়শব্দস্য স্থানে রণাদেশঃ। চক্ষসে ইতি চক্ষিঙো অসুন্নন্তাৎ চতুর্থী]। ৩।

হে জল সকল, যেহেতু তোমরা সুখদায়ক হও, সেই হেতু তোমরা আমা-দিগকে অন্নভোগে অধিকারী কর, এবং মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর। ৩।

যো ব ইতি। (হে আপঃ) বঃ (যুষ্মাকম্) যো রসঃ (নির্য্যাসঃ) শিবতমঃ (অত্যন্তকল্যাণস্বরূপঃ), তস্য (রসস্য) ইহ নঃ (অস্মান্) ভাজয়ত (ভাগিনঃ কুরুত, তেন রসেন অস্মান্ সম্বদ্ধান্ কুরুত ইত্যর্থঃ)। কিম্ভূতা যূয়ম্? উশতীঃ (ইচ্ছাবত্যঃ) মাতরঃ ইব (যথা পুত্রহিতৈষিণ্যঃ মাতরঃ সুতান্ স্তন্যভাগিনঃ কুর্ব্বন্তি, তথা যূয়মপি অস্মান্ কল্যাণাত্মক-যুষ্মদীয়রস-সম্বদ্ধান্ কুরুত ইত্যশ্ প্রার্থনা)। [ভাজয়তেতি ভজের্ণ্যন্তাৎ প্রার্থনায়াং লোট্। উশতীরিতি বশ কান্তৌ শতৃ, "গ্রহিজ্যা"দিনা সূত্রেণ সম্প্রসারণম্, "উগিতশ্চে"তি ঙীপ্, "সুপাং সুলু"-গিত্যাদিনা পূর্ব্বসবর্ণঃ]। ৩।

পুত্রহিতৈষিণী জননীরা যেমন স্বীয় স্তন্যরস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, সেইরূপ, হে জল সকল, তোমরাও ইহকালে আমা-দিগকে তোমাদিগের কল্যাণময় রস ভোগে অধিকারী কর। ৪।

তস্মা ইতি। হে আপঃ, বঃ (যুষ্মাকং) তস্মৈ (তস্মিন্ রসে) অরম্ (অলং, পর্য্যাপ্তিং) গমাম (বয়ং গচ্ছাম; তত্র রসে তৃপ্তিং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ, তত্র

ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ সমুদ্রা-দর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্,

---

রসে নঃ (অস্মান্) জনয়থ (তদ্রস-সম্ভোক্তৃত্বেন অস্মান্ পরিকল্পয়থ) চ। যস্য (যেন রসেন) ক্ষয়ায় (ক্ষয়ে, স্থানে, সমগ্রে জগতি ইত্যর্থঃ) জিন্বথ (প্রীণয়থ—ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ভূতজাতমিতি শেষঃ)। অয়মর্থঃ—হে আপঃ, যেন স্বকীয়েন রসেন সর্ব্বং জগৎ প্রীণয়থ, তস্য রসস্য বিষয়ে বয়ঞ্চ তৃপ্তিং গচ্ছাম, যূয়মপি অস্মান্ তদ্রসভাগিনঃ কুরুত। [তস্মৈ ইতি ক্ষয়ায় ইতি চ সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। গমাম ইতি প্রার্থনায়াং লিঙর্থে লেট্, আট্ আগমঃ। যস্যেতি তৃপ্ত্যর্থধাতুযোগে করণে ষষ্ঠী। জিন্বথ ইতি জিবি প্রীণনে ভ্বাদিঃ, ইদিত্বাৎ নুম্। জনয়থা ইতি "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ]। ৫।

হে জল সকল, তোমরা তোমাদের যে রসের দ্বারা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপদার্থকে তৃপ্ত করিতেছ, সেই রসে আমরাও যেন তৃপ্তিলাভ করি; এবং তোমরাও আমাদিগকে সেই রসভোগে অধিকারী কর। ৫।

ঋতঞ্চেতি। ঋতং সত্যমিতি পরব্রহ্ম উচ্যতে (তথাচ শ্রুতিঃ "ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি)। আসীদিত্যধ্যাহার্য্যম্। তেনায়মর্থঃ—ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ আসীৎ (পরব্রহ্মমাত্রমাসীৎ; এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা, মহাপ্রলয়সময়ে কেবলং ব্রহ্মমাত্রমাসীদিত্যর্থঃ)। ততঃ (মহাপ্রলয়াবস্থায়ামেব) রাত্রী অজায়ত (রাত্রিঃ সমুৎপন্না, সকলম্ অন্ধকারময়মাসীদিত্যর্থঃ; তথাচ স্মৃতিঃ "আসীদিদং তমোভূত-মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্" ইতি)। ততঃ (মহাপ্রলয়া-বসানে সৃষ্ট্যারম্ভসময়ে) তপসঃ (অদৃষ্টবলাৎ) সমুদ্রঃ অধ্যজায়ত। কিম্ভূতঃ? অর্ণবঃ (অর্ণঃ পানীয়ং, তদস্যাস্তীতি অর্ণবঃ,—পানীয়যুক্তঃ, সকলজগদুৎপত্তি-নিমিত্তং জলরাশিরুৎপন্ন ইত্যর্থঃ; তথাচ স্মৃতিঃ "অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ-মবাসৃজৎ" ইতি)। কিম্ভূতাৎ তপসঃ? অভীদ্ধাৎ (অভি সর্ব্বতোভাবেন ইদ্ধাৎ লব্ধবৃত্তেঃ, প্রলয়সময়ে হি নিরুদ্ধবৃত্তি অদৃষ্টং ভবতি)। ততঃ অর্ণবাৎ সমুদ্রাৎ ধাতা (স্রষ্টা) অধ্যজায়ত। কিম্ভূতো ধাতা? মিষতঃ (প্রকটীভবতঃ) বিশ্বস্য বশী (প্রভুঃ, মহাপ্রলয়ে বিলুপ্তস্য জগতো নির্ম্মাণে সমর্থ ইত্যর্থঃ)। অসৌ (সঃ) ধাতা যথাপূর্ব্বং (যথাক্রমং) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ অকল্পয়ৎ। কিম্ভূতৌ?

বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥৭॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবী,-ঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ * ॥ ৮ ॥

* "মধু বাতা" "কয়া নশ্চিত্র" ইত্যাদি বৎ মন্ত্রত্রয়মিদম্। তথাচ সর্ব্বানুক্রমণ্যাম্ "ঋতঞ্চেতি ত্র্যূচস্য মাধুচ্ছন্দসোঽঘমর্ষণঃ, ভাববৃত্তিঃ, অনুষ্টুপ্ ইতি॥"

অহোরাত্রাণি বিদধৎ (অহোরাত্রান্ কুর্ব্বাণৌ,—সূর্য্য এব হি দিবসং করোতি চন্দ্রমাশ্চ রাত্রিম্)। ততঃ (সূর্য্যচন্দ্রয়োরুৎপত্ত্যনন্তরং) সংবৎসরঃ অজায়ত (সূর্য্যচন্দ্রোৎপত্তৌ রাত্রিন্দিববিভাগকল্পনয়া সংবৎসরসম্ভবঃ)। অথো (অনন্তরং) দিবং (স্বর্গং) চ, পৃথিবীং (মহীং) চ, অন্তরিক্ষম্ (আকাশং) চ, স্বঃ (নক্ষত্রলোকোপরিস্থং স্বর্গলোকং) চ স এব ধাতা অকল্পয়ৎ (চরাচরাত্মক-সকললোকং স এব ধাতা সৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ)। [রাত্রীতি "রাত্রেশ্চাজসৌ" ইতি ঙীপ্। অর্ণব ইতি "অর্ণসো লোপশ্চ" ইতি মত্বর্থীয়ো বপ্রত্যয়ঃ সলোপশ্চ (সমুদ্রশব্দঃ অন্তরীক্ষোদধ্যোঃ সাধারণ ইত্যতঃ অভিমতার্থস্য প্রকাশনায় অর্ণবশব্দেন বিশিষ্যতে)। অহোরাত্রাণীতি "হেমন্তশিশিরা-বহোরাত্রে চ ছন্দসি" ইতি ক্লীবত্বম্। বিদধদিতি দ্বিবচনস্য "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা লুক্। অন্তরিক্ষমিতি বেদে হ্রস্বেকারযুক্তমেব, তচ্ছান্দসমিতি জাতরূপঃ, অন্তর্ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি অস্যেতি মনীষাদিত্বাৎ রিক্তমিতি ভরতঃ। সমুদ্রো অর্ণব ইতি, সংবৎসরো অজায়ত ইতি চ "প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে" ইত্যনেন অকারলোপাভাবঃ। তপসোঽধ্যজায়ত ইতি "বহুলং ছন্দসি" ইতি বাহুলকাৎ সমাধেয়ম্। অধি অজায়তেতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ]। ৮।

(মহাপ্রলয়-সময়ে কেবল) ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন এবং সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। তার পর সর্ব্বতোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্ট বশতঃ (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পস্থিত জীবগণের প্রাক্তন-কর্ম্ম বশতঃ) জলময় সমুদ্র উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই জলময় সমুদ্র হইতে, প্রকাশমান-জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। (দিন রাত্রি হওয়ায়) সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। পরে ব্রহ্মা পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। ৬।

(প্রাণায়াম)। *

ওঁকারস্য ব্রহ্মাঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ †। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌-বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্‌-জগত্যশ্ছন্দাংসি, অগ্নি- বায়ু- সূর্য্য- বরুণ- বৃহস্পতীন্দ্র- বিশ্বদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি-র্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিযোগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ

---

* পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ। নাসিকাকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্মাতুঃ পূরক উচ্যতে। কুম্ভো নিশ্চলনিশ্বাসো রিচ্যমানস্তু রেচকঃ। ন প্রাণেনাপ্যপানেন বেগবায়ুং সমুৎসৃজেৎ। যেন শক্তূন্‌ করস্থাংশ্চ নিশ্বাসেন ন চালয়েৎ। শনৈর্নাসাপুটৈর্বায়ু-মুৎসৃজেন্ন তু বেগতঃ ॥—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

† আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগস্তথৈব চ। বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা॥ অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্‌ যাজনাধ্যাপনং জপম্‌। হোমমন্তর্জ্জলাদীনি তেভ্যোঽল্পাল্পফলং ভবেৎ॥ যেন যদৃষিণা দৃষ্টং সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা চ তেন বৈ। মন্ত্রেণ তস্য তৎ প্রোক্ত-মৃষিভাবস্তদাত্মকঃ। ছাদনাচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং বাসসীবাথবা কৃতে। আত্মা তু চ্ছাদিতো দেবৈর্মৃত্যোর্ভীতৈস্তু বৈ পুরা॥ যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা চ দেবতা। তদাকারং ভবেত্তস্য দৈবতং দেবতোচ্যতে॥ পুরাকালে সমুৎপন্না মন্ত্রাঃ কর্ম্মার্থমেব চ। অনেনেদন্তু কর্ত্তব্যং বিনিয়োগঃ স উচ্যতে ॥—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

ওঙ্কারের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা, এবং সকল কর্ম্মের আরম্ভে প্রয়োগ হয়। (ব্রহ্মা+ঋষিঃ=ব্রহ্ম ঋষিঃ, ব্রহ্মর্ষিঃ, ব্রহ্মা ঋষিঃ।) (ভূস্‌ ভুবস্‌ স্বর্‌ মহর্‌ জন তপস্‌ সত্য—এই) সাতটি ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি, (যথাক্রমে) গায়ত্রী উষ্ণিক্‌ অনুষ্টুপ্‌, বৃহতী পঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুপ্‌, ও জগতী এই সাত ছন্দঃ, অগ্নি বায়ু সূর্য্য বরুণ বৃহস্পতি ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাত দেবতা, এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। (এখানে সমাসমধ্যে 'বিশ্বে দেবাঃ' পাঠ অশুদ্ধ; বিশ্বেদেব শব্দ অলুক্‌সমাসনিষ্পন্ন যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত)। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর

প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্ম-বায়্বগ্নি-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ * ॥ ৯ ॥

পরে অগ্নিপ্রাচীররূপে আপনার চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টন করিয়া † দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া, বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণরূপ পূরক করত বলিবে—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজম্ অক্ষসূত্রকমণ্ডলু-করং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ১০। ওঁ ভূঃ ওঁ

* "যজুঃ বলিয়া ছন্দঃ নাই" ইহার সংস্কৃত "যজুষ্ট্বাচ্ছন্দো নাস্তি"। ভাষ্যকারেরা ঐরূপ লিখিয়াছেন বলিয়া অনেকে মর্ম্ম না বুঝিয়া উহাও পাঠ করিয়া থাকেন। বাচস্পতিমিশ্রের মতে দ্বিপাদ্ গায়ত্রী ছন্দঃ; রঘুনন্দনের মতে সামনী গায়ত্রী ছন্দঃ ("ছন্দোবুদ্ধিরার্যত্বাৎ সুঘটা"—আহ্নিকতত্ত্ব)।

† প্রত্যেক "বিনিয়োগঃ" বলিবার পরে অনেকে জলবেষ্টন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ বা যুক্তিও নাই; যেহেতু ঐগুলি জলবেষ্টনের মন্ত্র নহে, এবং কোনও মন্ত্রই নহে। ভূতশুদ্ধ্যাদি স্থলে প্রাণায়ামের [illegible] জলবেষ্টনের বিধান থাকায় এখানেও সেইরূপই কর্ত্তব্য।

শির অর্থাৎ 'আপো জ্যোতী' মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, (যজুঃ বলিয়া ছন্দঃ নাই), ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারি দেবতা, এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। ৯।

নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, এক হস্তে জপমালা ও অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী, হংসারূঢ় ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে (এইরূপ চিন্তা করিবে—)। ১০।

তদিতি। তৎ (তস্য) সবিতুঃ (সর্ব্বাভাবানাং প্রসবিতুঃ) দেবস্য (ক্রীড়াদি-যুক্তস্য) (তং ভর্গং তেজঃ) ধীমহি (বয়ং চিন্তয়েম; অত্র যদ্যপি তমিতিপদং ভর্গবিশেষণং নাস্তি, তথাপি যচ্ছব্দপ্রয়োগাদেব তচ্ছব্দপ্রয়োগো লভ্যতে)। যো ভর্গঃ নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়তু) কর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেষু নিযোজয়তু)। কিন্তু তং ভর্গং চিন্তয়েম? বরেণ্যং (বরণীয়ং, জন্মমৃত্যু-দুঃখাদি-ভীরুভিঃ ধ্যানেন উপাসনীয়মিত্যর্থঃ; অত্র যদ্যপি সবিতুর্ভর্গ ইতি সবিতৃ-ভর্গয়োর্ভেদঃ প্রতীয়তে, তথাপি পরমার্থচিন্তায়াম্ আদিত্যভর্গয়োরভেদ এব)।

ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১১ ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ * ॥ ১২ ॥

* ছন্দোগপরিশিষ্টম্—ভূরাদ্যাস্তিস্র এবৈতা মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ। মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং গায়ত্রী চ শিরস্তথা। আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরিতি। প্রতিপ্রতীকং প্রণব-মন্ত্রে চ শিরসস্তথা। এতা এতাং সহানেন তথৈভির্দশভিঃ সহ। ত্রির্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥" (প্রতিপ্রতীকং ভূরাদিপ্রতিভাগম্। এতাঃ সপ্ত ব্যাহৃতীঃ। এতাং গায়ত্রীম্। অনেন শিরসা। এভিঃ দশভিঃ প্রণবৈঃ সহ)।

[গায়ত্র্যা অষ্টবিধা ব্যাখ্যাঃ মৎসম্পাদিত-ত্রিবেদীয়ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি প্রথমখণ্ডে দ্রষ্টব্যাঃ, তত্র সায়ণাচার্য্যেণ ভর্গস্-শব্দঃ সকারান্তঃ ক্লীবলিঙ্গশ্চোক্তঃ।] এবং গায়ত্র্যা ভর্গস্য মাহাত্ম্যমুপদর্শয়তা, পুনস্তস্যৈব প্রভাবঃ সপ্তব্যাহৃতিভির্বিশেষণভূতাভিরভিধীয়তে। কিন্তূতো ভর্গঃ ? ভূরাদিসপ্তলোকপ্রকাশকঃ; ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ ([illegible]ক্ষং), স্বঃ দ্যৌঃ, মহঃ (মহর্লোকঃ), জনঃ (জনলোকঃ), তপঃ (তপোলোকঃ), সত্যং (সত্যলোকঃ; এবমুপর্য্যুপরিক্রমেণাবস্থিতান্ সপ্ত লোকান্ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ; সপ্ত লোকাঃ পুনঃ সপ্ত ব্যাহৃতয় এব)। ১১। এবমাদিত্যরূপস্য ভর্গস্য প্রভাবমুপবর্ণ্য পুনস্তস্যৈব উৎকর্ষং শিরোমন্ত্রেণ প্রতিপাদ্যতে। পুনরপি কীদৃশো ভর্গঃ ? ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপঃ, ভর্গ এব পরমাত্মভূত ইত্যর্থঃ)। তথা জ্যোতিঃ (তেজঃস্বরূপঃ, মণিপাষাণাদিধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ)। তথা রসঃ (তৃণবৃক্ষৌষধিরূপেষু স্থাবরেষু স এব রসরূপেণ বসতীত্যর্থঃ; তেন অখিলস্থাবরজঙ্গমমেব তেন ব্যাপ্তমিতি)। ন কেবলময়ং ভর্গঃ পরমাত্মরূপতয়ৈব স্থাবরজঙ্গমেষু বর্ত্ততে, অপি তু অমৃতনামা চেতনাত্মা স এব ভর্গ ইতি প্রদর্শ্যতে—অমৃতমিতি (অমৃতনামা জ্যোতির্ম্ময়শ্চেতনাত্মা প্রাণিনাং হৃদয়ে যো বসতি সোঽপি ভর্গ এব; তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ। তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥ একো হি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতিঃস্বরূপকম্। হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ" ইতি; তদেবংস্বরূপঃ অমৃতনামা চেতনাত্মাপি তস্য পরমাত্মস্বরূপভর্গস্যৈব

দক্ষিণ নাসিকা পূর্ব্ববৎ টিপিয়া রাখিয়াই, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকা টিপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভক করত বলিবে—

হৃদি নীলোৎপল-দলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-হস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥ ১৩॥

মূর্ত্তিরিতি প্রতিপাদিতম্)। কিঞ্চ যত্র জলে ত্রৈলোক্যমুৎপন্নং, তদপি ভর্গ এবেতি দর্শয়তি—আপ ইতি (কারণজলস্বরূপো ভর্গ এব)। তথা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্র-মূর্ত্তিভেদেন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়প্রবর্ত্তয়িতা ভর্গ এবেতি দর্শয়িতুং বিশেষণং ভূর্ভুবঃ-স্বরিতি (এতদ্ব্যাহৃতিত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমোময়-ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকম্, ইত্থং চরাচর-ত্রৈলোক্যমেব ভর্গস্বরূপমিতি। ততশ্চ পরব্রহ্মস্বরূপত্বং তস্য প্রতিপাদিতম্)॥ তদেবং বাক্যার্থঃ—যত্তপোভূতো ভর্গঃ অস্মাকং বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি, স এব জলজ্যোতী-রসামৃত-ভূরাদিলোকত্রয়াত্মক-চরাচরব্রহ্মস্বরূপো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর-সূর্য্যাদিনানাদেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদিসপ্তলোকান্ প্রকাশয়ন্ মদীয়ং জীবাত্মানং জ্যোতিঃস্বরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং লোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা স্বাত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহ একীভাবং করোত্বিতি। ১২।

সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি তেজের প্রাণভূত, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরমব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি। যিনি জন্ম-মৃত্যু-দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করেন। ১১। তিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, তিনিই মণিপাষাণাদি স্থাবরে জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তৃণ বৃক্ষ ওষধী প্রভৃতির অন্তরে রসরূপে অবস্থিত; তিনিই মনুষ্য পশু পক্ষী কীটাদি জঙ্গমের হৃদয়ে চেতনাত্ম-রূপে বিরাজমান; তিনিই ত্রিগুণাতীত পর-ব্রহ্ম; এবং তিনিই পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ। ১২।

হৃদয়ে, নীলপদ্মসদৃশকান্তিবিশিষ্ট চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়ারূঢ়

পরে দক্ষিণ নাসিকা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া, ধীরে ধীরে বায়ুর নিঃসারণরূপ রেচক করত বলিবে—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল-ডমরু-করম্ অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ॥ ১৪॥

(আচমন)

দক্ষিণ হস্তে (মাষকলাইমাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণ) জল লইয়া, প্রাতঃসন্ধ্যায় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে (অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ১ বার জলপান করিয়া, বিনা মন্ত্রে আর ২ বার জলপান করিবে *) এবং আচমনান্তে ওষ্ঠমার্জ্জনাদিও করিবে (৩১ পৃঃ ৬ পং)।

---

* "কর্ম্মাবৃত্তৌ মন্ত্রাবৃত্তিঃ" এক কর্ম্ম অনেকবার করিলে তাহার মন্ত্রও প্রত্যেক বারে পড়িতে হয়; কিন্তু এখানে ৩ বার জলপানে একবার আচমন হয় বলিয়া (৩১ পৃঃ ৫ পং) একবারই কর্ম্ম করা হইতেছে, সেইজন্য মন্ত্রও একবারই পাঠ্য। এই কারণেই রঘুনন্দনও বরাহপে লিখিয়াছেন—"যশোঽসীতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য আচমনীয়ং জলমাচামেৎ। তচ্চ সকৃৎ মন্ত্রেণ ব্রাহ্মতীর্থেন ভক্ষয়িত্বা দ্বিস্তূষ্ণীং ভক্ষয়েৎ।" গোভিল এখানে "সপ্ত বা ষোড়শ বা আচামেৎ" বলিয়াছেন; তদনুসারে ৭ বার বা ১৬ বার আচমন করিলে প্রত্যেক বারেই মন্ত্র পড়িতে হইবে। কিন্তু "সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ" (শাস্ত্রে অনেকবার কোনও কার্য্য করিবার বিধি থাকিলে, একবার করিলেও তাহা পালন করা হয়) এই ন্যায় অনুসারে এবং "যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাৎ" (নিত্যকর্ম্মে যেমন পারিবে তেমনই করিবে) এই শ্রুতিবচন অনুসারে একবার আচমন করিবারই প্রথা আছে।

বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে (পূর্ব্ববৎ সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত ও সশিরস্ক গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবে)। ১৩।

ললাটে, শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিশূল-ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্রভূষিত ত্রিনয়ন বৃষারূঢ় শম্ভুকে ধ্যান করিতে করিতে (পূর্ব্ববৎ সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত ও সশিরস্ক গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবে)। ১৪।

সূর্য্যশ্চ-মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৫ ॥

সূর্য্যশ্চেতি। মা (মাং) রক্ষন্তাম্। কে? সূর্য্যশ্চ, মন্যুঃ (যজ্ঞঃ) চ, মন্যুপতয়ঃ (যজ্ঞপতয়ঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ) চ। কেভ্যঃ? পাপেভ্যঃ। কিম্ভূতেভ্যঃ? মন্যুকৃতেভ্যঃ (অসাঙ্গযজ্ঞকৃতেভ্যঃ); যদ্বা মন্যুঃ (ক্রোধঃ) মন্যুপতয়ঃ (ক্রোধ-পতয়ঃ ইন্দ্রিয়াণি) মন্যুকৃতেভ্যঃ (ক্রোধকৃতেভ্যঃ) পাপেভ্যঃ মাং রক্ষন্তাম্ (কিমুক্তং ভবতি? মমৈতাদৃশঃ ক্রোধো মা ভবতু, যেনাহমকার্য্যং করোমীতি)। কিঞ্চ যৎ (পাপং) রাত্রিয়া (রাত্র্যা) অকারিষম্ (কৃতবানস্মি), কেন কেন? মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না (শিশ্নেন), তৎ পাপং রাত্রিঃ অবলুম্পতু (খণ্ডয়তু; "যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে। যদ্রাত্রিয়াৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ, ["সায়ং বিশেষশ্চ সূর্য্যশ্চেতি মন্ত্রে সূর্য্যস্থানেঽগ্নিপদমাবপেৎ, রাত্রিয়াহ্না, রাত্রিরহঃ, সত্যে জ্যোতিষীত্যন্তে ক্রমাৎ" ইতি গৃহ্যপরিশিষ্টাচ্চ] রাত্রিকৃতং পাপং রাত্রিরেব অবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ) ময়ি (মদাশ্রিতং) দুরিতং (পাপং) তৎ ইদম্ (পাপম্) অহং সূর্য্যে জুহোমি (প্রক্ষিপামি, অনেন হোমেন ভস্মীকরোমীত্যর্থঃ)। কিম্ভূতে সূর্য্যে? জ্যোতিষি (হৃৎপদ্মমধ্যাবস্থিতে প্রকাশরূপে পরমাত্মনি), অমৃতযোনৌ (চৈতন্যাত্মকান্তঃকরণে)। মাং (তৎকর্ত্তারং মাঞ্চ লিঙ্গশরীররূপং) জুহোমি। তদর্থমিদমভিমন্ত্রিতং জলং (স্বাহা) স্বাহুতমস্তু। [রাত্রিয়া ইতি "ইয়াদিপূরণঃ" ইত্যনেন যকারস্থানে ইয়াদেশঃ। অকারিষমিত্যত্র তেনৈব রকারস্য স্থানে রিকারাদেশঃ। শিশ্না ইতি তৃতীয়ৈকবচনস্য "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ডা আদেশঃ]। "এতদজ্ঞানকৃতপাপবিষয়ম্। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—দিবা বা যদি বা রাত্রৌ যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি ইতি।" —কুল্লূকভট্টঃ। ১৫। (প্রকৃতিচ্ছন্দঃ চতুরশীত্যক্ষরম্)।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় উক্ত মন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত-রূপে জলপান ও ওষ্ঠমার্জ্জনাদি করিবে।—

আপঃ-পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি,-ব্র্হ্ম পূতা পুনাতু মাং। যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো,-হসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ১৬ ॥

সূর্য্যশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, প্রকৃতি ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং আচমনে প্রয়োগ হয়। সূর্য্য এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ-যজ্ঞ-কৃত পাপ হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধকৃত পাপ হইতে) আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়, যাহাতে আমি কোনও অকার্য্য করি)। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত-দ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, রাত্রি (তদ্দেবতা) তাহা নষ্ট করুন। আমাতে যে কিছু, পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্ত্তা আমাকে (অর্থাৎ আমার লিঙ্গশরীরকে) আমি জগৎকারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে (অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মে) হোম করিলাম। সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক। ১৫।

আপ ইতি। আপঃ পৃথিবীং পুনন্তু (পবিত্রাং কুর্ব্বন্তু)। পৃথিবী অপি পূতা সতী মাং (কর্ত্তারং) পুনাতু। অপিতু আপঃ ব্রহ্মণঃ পতিঃ (ব্রহ্মণো বেদস্য পতিং প্রতিপালকম্ আচার্য্যম্) পুনন্তু। তৎ ব্রহ্ম (তেনাচার্য্যেণ উপদিষ্টং বেদস্বরূপং ব্রহ্ম) পূতা (স্বয়ং পূতং সৎ) মাং পুনাতু। যৎ উচ্ছিষ্টম্ (অন্যভুক্তাবশিষ্টম্), অভোজ্যঞ্চ (গর্হিতভোজনঞ্চ), যদ্বা (যদপি) দুশ্চরিতম্ (অসদাচরণম্), অসতাম্ (অপ্রতি-গ্রাহ্যাণাং) প্রতিগ্রহং চ, তৎ সর্ব্বং (পরিহরন্ত্বিতি শেষঃ) আপঃ মাং পুনন্তু। (ইত্থম্ আশাস্য যা আপঃ আচম্যন্তে তাঃ) স্বাহা। আপঃ আচমনেন মদীয়দেহপাবন-পূর্ব্বক-মুচ্ছিষ্টাদিরূপে পাপে মাং পাবয়ন্তু ইতি আশংসা বাক্যার্থঃ। [ব্রহ্মণস্পতি-রিতি "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়ায়াঃ সুঃ। ব্রহ্ম পূতা ইত্যত্র তেনৈব ডা আদেশঃ। প্রতিগ্রহমিতি ব্যত্যয়েন নপুংসকতা] ।১৬।

সায়ংসন্ধ্যায় উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পরিবর্ত্তে এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্তরূপে আচমন ও ওষ্ঠমার্জ্জনাদি করিবে।—

অগ্নিশ্চ-মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃত-যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৭

আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্রের বিষ্ণু ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং আচমনে প্রয়োগ হয়। জল (তদ্দেবতা) পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন। সেই বেদ পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট-ভোজন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অসদাচরণ এবং অসতের প্রতিগ্রহ-জনিত আমার যে কিছু পাপ আছে, সেই সকল পাপ ঘুচাইয়া জল আমাকে পবিত্র করুন। সেই সকল পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক। ১৬।

অগ্নিশ্চেতি। অহ্না (দিবসেন) যৎ পাপম্ অকারিষং অহঃ (দিবসঃ) তৎ অবলুম্পতু। তৎ ইদং সত্যে সত্যরূপে জ্যোতিষি জুহোমি। শেষং সূর্য্যশ্চেতি-মন্ত্রবৎ। প্রাতঃ সূর্য্যস্য দীপ্যমানত্বাৎ, সায়ঞ্চ অগ্নের্ভাসমানত্বাৎ যথাযোগং সূর্য্যাগ্নী প্রার্থ্যেতে। ১৭।

অগ্নিশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, প্রকৃতি ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং আচমনে প্রয়োগ হয়। অগ্নি, এবং ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধকৃত পাপ হইতে (অথবা যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ-যজ্ঞকৃত পাপ হইতে) আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবসে মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিন (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তাহা নষ্ট করুন। আমার শরীরে যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং পাপের কর্ত্তা

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্রে এক-এক বার মস্তকে জল ছিটাইবে *।

ওঁ (১)। ভূর্ভুবঃস্বঃ (২)। তৎ সবিতু-র্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ † (৩)। আপো-হি-ষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে (৪)॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ (৫)॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ (৬)॥ ১৮

---

* আচমনানন্তরং মার্জ্জনমাহ ছন্দোগপরিশিষ্টম্—'শিরসো মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বশ্চ সাবিত্রী চ তৃতীয়িকা। অব্দেবত্যং ত্র্যৃচঞ্চৈব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্।" (ওঙ্কারঃ, ভূরাদিব্যাহৃতিত্রয়ং, তৃতীয়া চ গায়ত্রী, চতুর্থমাপোহিষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়মিতীদং মার্জ্জনম্)। "ঋগন্তে মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ। আপোহিষ্ঠেত্যৃচা কার্য্যং মার্জ্জনন্তু কুশোদকৈঃ॥ প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেন্মূর্দ্ধ্নি পদে পদে। ত্র্যৃচস্যান্তেঽথবা কুর্য্যাদৃষীণাং মতমীদৃশম্।—ইতি স্মৃতিঃ। অর্থাৎ আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের প্রত্যেক চরণের আদিতে ওঁ বলিয়া তাহার শেষে (যে স্থানে , কমা আছে), অথবা প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে (যেখানে অঙ্ক আছে), কিংবা একেবারে তিনটি মন্ত্রের শেষে মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে।

† এখানে শেষে ওঁ বলিতে হয় না; জপেই উহা বলিবার নিয়ম।

আমাকে (অর্থাৎ আমার লিঙ্গশরীরকে)অগ্নি জগৎকারণ সত্যস্বরূপ জ্যোতিতে (অর্থাৎ পরব্রহ্মে) হোম করিলাম। সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক। ১৭।

আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ হয় (মন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যাদি ২৬৬ পৃঃ)। ১৮।

(অঘমর্ষণ)

তৎপরে গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ করে (৩১ পৃঃ ২৩ পং) জলগণ্ডূষ লইয়া নাসিকাগ্রে ধরিয়া—

ঋতমিত্যস্য অঘমর্ষণ ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তি-র্দেবতা * অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা,-ত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ॥ ১৯

এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া, নিশ্বাস দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি নির্গত হইয়া উক্ত জল-গণ্ডূষে মিশিয়াছে ভাবিয়া, ঐ জল বামপার্শ্বস্থ ভূমিতে সবলে নিক্ষেপ করিবে। সমর্থ হইলে এইরূপ তিন বার করিবে †; কিন্তু তিন বার করিলে প্রত্যেক বারেই মন্ত্রও পড়িতে হইবে (২৭৪ পৃঃ টী)। পরে হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া—

---

* মধুচ্ছন্দসঃ পুত্রস্য অঘমর্ষণস্যার্ষম্, রাত্র্যাদীনাং 'ভাবানাং' সৃষ্টিপ্রতিপাদকত্বাৎ তাদৃগ্রূপ এব 'বৃত্তিঃ' অর্থো দেবতা।—ইতি সায়ণাচার্য্যঃ। ২৬৯ পৃঃ * টী)। রঘুনন্দনস্তু এবমাহ—ভাবঃ সৃষ্টিঃ তত্র বৃত্তঃ প্রবৃত্তো ভাববৃত্তো ব্রহ্মা।

† করেণোদ্ধৃত্য সলিলং ঘ্রাণমাসজ্য তত্র চ। জপেদনায়তাসুর্বা ত্রিঃ সকৃদ্বাঘমর্ষণম্।—রামায়ণ। অনায়তাসুঃ প্রাণনিরোধং বিনা, বাশব্দাৎ নিরুদ্ধপ্রাণো বা।

ঋতমিত্যাদি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভাববৃত্তি অর্থাৎ রাত্রি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা, এবং অশ্বমেধযজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি ২৬৮ পৃঃ)। ১৯।

(সূর্য্যোপস্থান)

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই গায়ত্রী তিনবার পড়িয়া সূর্য্যাভিমুখে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে (অর্থাৎ ছুঁড়িয়া দিবে)। মধ্যাহ্নে একবার গায়ত্রী পড়িয়া এক অঞ্জলিমাত্র জল নিক্ষেপ করিবে *।

পরে সূর্য্যাভিমুখে, উভয়পাদাগ্রে ভর্ দিয়া দাঁড়াইয়া, অথবা এক পায়ে দাঁড়াইয়া, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া, এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করিবে †।—

উদু-ত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সূর্য্যো

---

* 'উত্থায়ার্কং প্রতি প্রোহেৎ ত্রিকেণাঞ্জলিমম্ভসঃ।' উত্থিতো ভূত্বা প্রণব-ব্যাহৃতি-সাবিত্র্যাত্মকেন ত্রিকেণ সূর্য্যাভিমুখং জলাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ।—ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টম্ (বচনে 'ত্রিকেণ' থাকায় এখানেও গায়ত্রীর শেষে ওঁ বলিতে হয় না)। অঞ্জলিক্ষেপে কারণমাহ কাশ্যপঃ—"ত্রিংশৎকোট্যো মহাবীর্য্যা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ। কৃষ্ণাতিদারুণা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্॥ ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। উপাসতেঽত্র যে সন্ধ্যাং প্রক্ষিপন্ত্যুদকাঞ্জলিম্। দহ্যন্তে তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা। এতস্মাৎ কারণাৎ বিপ্রাঃ সন্ধ্যাং নিত্যমুপাসতে" ইতি। "আদিত্যাভিমুখস্তিষ্ঠংস্ত্রিরূর্দ্ধং সন্ধ্যয়োঃ ক্ষিপেৎ। মধ্যাহ্নে তু সকৃদেবং ক্ষেপণীয়ং দ্বিজাতিভিঃ।"—ইতি ব্যাসঃ।

† "তদসংযুক্তপাঞ্চির্বা একপাদর্দ্ধপাদপি। কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলির্বাপি ঊর্দ্ধবাহুরথাপি বা।" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টম্। "সায়ং প্রাতরুপস্থানং কুর্য্যাৎ প্রাঞ্জলিরানতঃ। ঊর্দ্ধবাহুস্তু মধ্যাহ্নে তথা সূর্য্যস্য দর্শনাৎ॥" ইতি হারীতঃ।

উদু ত্যমিতি। ত্যং (তং) সূর্য্যং দেবং কেতবঃ (রশ্ময়ঃ) উদ্ বহন্তি। কিম্ভূতম্? জাতবেদসং (তেজোময়ম্)। কিমর্থমুদ্বহন্তি? বিশ্বায় (বিশ্বং) দৃশে (দ্রষ্টুম্)। অয়মর্থঃ—তেজঃস্বরূপং সূর্য্যং বিশ্বপ্রকাশনায় রশ্ময়ঃ উদ্বহন্তি। উ ইতি পাদপূরণে। [উদ্‌বহন্তীতি "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি উদিত্যুপসর্গস্য ব্যবহিতত্বম্।

দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাত-বেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং (১)॥ ২০।

চিত্রমিত্যস্য কুৎস ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ *। ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগা-দনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ (১)॥ ২১

---

* কুৎসদৃষ্টোঽয়ং মন্ত্র ইতি সর্ব্বানুক্রমণী, সায়ণাচার্য্যশ্চ। তেন কৌৎস ঋষিরিতি পাঠঃ অমূলকঃ, কুৎসদৃষ্টত্বাৎ মন্ত্রোঽয়ং কৌৎস ইত্যবধারণীয়ম্॥

ত্যমিতি ত্যদ্‌শব্দস্য রূপম্। দৃশে ইতি "দৃশে বিখ্যে চ" ইতি তুমর্থে নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। বিশ্বায়েতি দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী]। ২০।

উদু ত্যমিত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কণ্ব ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা, এবং সূর্য্যো-পাসনায় প্রয়োগ হয়। জগতের প্রকাশনার্থে কিরণ সকল সেই সূর্য্যদেবকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিতেছে। ২০।

চিত্রমিতি। (অসৌ) সূর্য্যঃ উদগাৎ (উদিতোঽভবৎ)। কীদৃশঃ? মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ (দেবানাং ত্রয়াণাং, তদুপলক্ষিতানাং ত্রয়াণাং জগতাং) চক্ষুঃ (প্রকাশকঃ)। [সূর্য্যদেবতাকঃ স্বর্লোকঃ, বরুণদেবতাকঃ মহর্লোকঃ, অগ্নি-দেবতাকঃ ভূর্লোকশ্চ]। পুনঃ কীদৃশঃ? দেবানাম্ অনীকং (সমষ্টিস্বরূপঃ)। কথমুদগাৎ? চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং যথা ভবতি তথা)। (উদয়ানন্তরং) দ্যাবাপৃথিবী (দিবং পৃথিবীঞ্চ) অন্তরিক্ষম্ (২৬৯ পৃঃ ১৫ পং—আকাশং) চ আপ্রাঃ (আপ্রাৎ, পূরিতবান্, স্বেন রশ্মিজালেনেতি শেষঃ)। পুনঃ কিম্ভূতঃ? জগতঃ (জঙ্গমস্য) তস্থুষঃ (স্থাবরস্য) চ আত্মা (স্থাবরজঙ্গমাত্মক-সকলসংসারময়োঽয়মেব সূর্য্য ইত্যর্থঃ)। [আপ্রাঃ ইতি ব্যত্যয়েন তিপঃ সিপ্। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ তে দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি প্রাপ্তে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা পূর্ব্বসবর্ণঃ, দ্বিবচনসিদ্ধত্বাৎ ঈকারস্য ন সন্ধিঃ। তস্থুষ ইতি স্থাধাতোঃ ক্বসুঃ, তস্থিবস্‌শব্দস্য ষষ্ঠ্যেকবচনে রূপম্]। ২১।

(নিম্নলিখিত মন্ত্রটি সায়ংসন্ধ্যায় পড়িতে হয় না)

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো ব্রাহ্মণেভ্যো, নম আচার্য্যেভ্যো, নম ঋষিভ্যো, নমো দেবেভ্যো, নমো বেদেভ্যো, নমো বায়বে চ, মৃত্যবে চ, বিষ্ণবে চ, নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়ত * (৩)॥ ২২

* এস্থলে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি বলিয়া তর্পণ করিবার কোনও প্রমাণ নাই; সমস্ত মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়। সামবেদীয় সন্ধ্যায় ইহার পর পিতৃতর্পণ করিবার বিধান থাকাতেই বোধ হয় উক্তরূপে তর্পণ করিবার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। বংশব্রাহ্মণে সামবেদের গুরুপরম্পরা বর্ণিত আছে বলিয়া সূর্য্যোপস্থানের পর গুরুপরম্পরারও উপস্থান কর্ত্তব্য বুঝিয়া কর্ম্মপ্রদীপে মণ্ডলব্রাহ্মণ (অর্থাৎ

চিত্রমিত্যাদি মন্ত্রের কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা, এবং সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। মিত্র-বরুণ-অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাক সমস্ত জগতের প্রকাশক, সমস্ত দেবতার সমষ্টিস্বরূপ, স্থাবর ও জঙ্গমের অন্তর্যামী সূর্য্য আশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন; এবং স্বর্গ, মর্ত্ত ও আকাশকে (স্বীয় রশ্মিজালে) পরিপূর্ণ করিয়াছেন ২১।

নমো ব্রহ্মণ ইতি। (অস্য মন্ত্রস্য সায়ণাচার্য্যকৃতা ব্যাখ্যা যথা) ব্রহ্মণে (মহতে স্বয়ম্ভুবে চরাচরাত্মকস্য সর্ব্বস্য জগতো বিধাত্রে) নমঃ (নমস্কারো ভবতু)। তথা ব্রাহ্মণেভ্যঃ (ব্রহ্মণা বেদেন নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি ব্রাহ্মণাঃ, ব্রহ্ম বেদম্ অধীয়তে বিদন্তীতি বা ব্রাহ্মণাঃ, ব্রহ্মণোঽপত্যানি বা ব্রাহ্মণাঃ তেভ্যঃ) নমঃ (দেবেভ্যোঽপি পূর্ব্বং ব্রাহ্মণনমস্কারস্তেষাং ব্রাহ্মণাধীনত্বপ্রদর্শনার্থঃ)। তথা আচার্য্যেভ্যঃ ("উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে" ইত্যুক্তলক্ষণাঃ আচার্য্যাঃ তেভ্যঃ) নমঃ। তথা ঋষিভ্যঃ (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিভ্যঃ সামবেদদ্রষ্টৃভ্যো গৌতমাদিভ্যঃ) নমঃ। তথা দেবেভ্যঃ (দীব্যন্তীতি দেবাঃ তেভ্যঃ, দ্যোতনাদিগুণযুক্তেভ্যঃ ইন্দ্রাদিভ্যঃ) নমঃ। বেদেভ্যঃ (ঋগ্যজুঃসামভ্যঃ) নমঃ। বায়বে চ (সর্ব্বজগৎপ্রাণভূতায় দেবায়) নমঃ। মৃত্যবে চ (সর্ব্বজগৎসংহর্ত্রে এতন্নামকায় দেবায়) নমঃ। বিষ্ণবে চ (সর্ব্বব্যাপকায় পরমাত্মরূপায়) নমঃ। বৈশ্রবণায়

ন্যাস—'ওঁ' বলিয়া হৃদয়, 'ভূ' বলিয়া মস্তক, 'ভু' বলিয়া শিখা, 'বঃ' বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ, এবং 'স্বঃ' বলিয়া দক্ষিণ করতল ও তৎপৃষ্ঠ দ্বারা

বংশব্রাহ্মণ) জপ (অর্থাৎ পাঠ) করিবার বিধি আছে। ছন্দোগপরিশিষ্টে ঐ বচনের ঐরূপ ব্যাখ্যাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করা অসম্ভব বলিয়া উহার প্রথম মন্ত্রটিই ধরা হইয়াছে। ঐ মন্ত্রের শেষে কতকগুলি 'চ' থাকায় লিপিকরপ্রমাদে 'উপজায় চ' পাঠ প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা 'উপজায়ন্ত' (ক্রিয়াপদ)। সায়ণাচার্য্য উহাকে ক্রিয়াপদ বলিয়াই সাধিয়াছেন ও সেইরূপ অর্থও করিয়াছেন; এবং বংশব্রাহ্মণে ইহার পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থে কেবল শিষ্য ও গুরুগণের যথাক্রমে নাম-গোত্রই আছে, অন্য ক্রিয়াপদ নাই। মহর্ষি গোভিল সন্ধ্যাসূত্রে উপজায়ন্ত পর্য্যন্তই উপস্থান বলিয়াছেন; রঘুনন্দনও তাহাই ধরিয়াছেন; যথা—"উদুত্যং-চিত্রং-মায়ংগৌরপত্যোতা-তরণি-রুদ্যামেষ্যাভিশ্চৰ্গ্ভিঃ সবিতুরুপস্থানং নমোব্রহ্মণে ইত্যাদ্যুপজায়তেত্যেবমন্তেন"—গোভিল। "ততশ্চ ছন্দোগানম্ উপজায়ন্তেত্যন্তমুপস্থানং, ততশ্চ তর্পণাধিকারে তর্পণম্।"—রঘুনন্দন। "উচ্চিত্রমিত্যৃগ্‌দ্বয়েন চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্। সন্ধ্যাত্রয়েঽপ্যুপস্থানমেতদাহুর্ম্মনীষিণঃ। মধ্যে ত্বর্য্যোদয়ে চৈব বিভ্রাড়াদীন্যপি জপেৎ।"—কর্ম্মপ্রদীপ। "অনন্তরম্ উদুত্যং চিত্রমিতিঋগ্‌দ্বয়েন চ উপস্থানং কুর্য্যাৎ। মধ্যাহ্নে প্রাতঃসন্ধ্যায়াঞ্চ (বিভ্রাট্‌পদেন) বিভ্রাড়্‌ বৃহদিত্যাদি বিরাজতীত্যন্তং সূর্য্যসূক্তম্, (আদিপদেন) শিবসঙ্কল্পং (যজ্জাগ্রত ইত্যাদি সূক্তং), মণ্ডলব্রাহ্মণং (বংশব্রাহ্মণং), পুরুষসূক্তঞ্চ (সহস্রশীর্ষেত্যাদি) ইচ্ছয়া জপেৎ (পঠেৎ), ন তু আবশ্যকত্বম্।"—ছন্দোগপরিশিষ্ট। "নমো ব্রহ্মণে····· চোপজায়ন্ত শর্ব্বদত্তাদ্‌গার্গ্যাৎ। শর্ব্বদত্তো গার্গ্যো রুদ্রভূতের্দ্রাহ্যায়ণাৎ। রুদ্রভূতির্দ্রাহ্যায়ণস্ত্রাতাদৈষুমতাৎ" ইত্যাদি—বংশব্রাহ্মণ।

(এতন্নামকায় দেবায়) নমঃ (যদ্যপি নমো দেবেভ্য ইত্যনেনৈব বাষ্বাদীনামপি নমস্কার উক্তঃ, তথাপি পৃথক্ নির্দ্দেশোঽত্র তেষাং প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থং, প্রাধান্যঞ্চ তেষাং জগন্নির্ব্বাহকত্বাৎ) এবং পরম্পরগুরুনমস্কারং দর্শয়িত্বা ইদানীং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকান্ ঋষীন্ দর্শয়িতুমুপক্রমতে উপজায়ন্ত ইতি (উপসর্গবশাৎ অর্থান্তরং—সাঙ্গং সামবেদম্ অধ্যৈষ্ট; অথবা ব্রাহ্মণানাং হি জন্মদ্বয়েন ভাব্যম্—একং

বাম করতল ও তৎপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তলে তলে আঘাত করিবে *। স্পর্শ ও আঘাতের নিয়ম অঙ্গন্যাসে (৪০ পৃঃ) দেখ।

(আবাহন)

কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে।—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাত-র্ব্রহ্মযোনি নমোহস্তু তে॥ ২৩

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি-র্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে † বিনিয়োগঃ॥ ২৪

---

* ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরিত্যক্ষরপঞ্চকং হৃদয়-শিরঃ-শিখা-সর্ব্বগাত্র-করদ্বয়েষু প্রত্যেকং ন্যসেৎ। এবমপরং বারদ্বয়ম্।—আহ্নিকতত্ত্ব।

† জপরূপম্ উপনয়নম্ (গায়ত্রীজপস্য উপনয়নাঙ্গত্বাৎ), অথবা জপেন ব্রহ্ম-সমীপে প্রাপণং জপোপনয়নম্। তথাচ মনুঃ—"যোহধীতেহহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্।" ইতি।

জন্ম শুক্রশোণিতসম্ভূতম্, ঋতুমাত্রাসংযুক্তং শুক্রং শরীরং জনয়তীতি তৎ প্রথমং জন্ম; দ্বিতীয়ন্তু বিদ্যাজন্ম, তত্র মাতা গায়ত্রী, পিতা আচার্য্যঃ)। এতদনন্তরং "শর্ব্বদত্তাৎ গার্গ্যাৎ" ইত্যারভ্য ব্রহ্মণো বংশম্ অনুক্রামেৎ। গর্গস্য গোত্রাপত্যং গার্গ্যঃ, শর্ব্বেণ দত্তঃ শর্ব্বদত্তঃ ইত্যেতন্নামকাৎ ঋষেঃ উপজায়ত সামবেদম্ অধ্যৈষ্ট— বংশ-ব্রাহ্মণপ্রবক্তা ঋষিরিতি শেষঃ। উপজায়ত ইতি বাহুলকাৎ অড়ভাবঃ। ২২।

ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যাপকগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, বেদগণ, বায়ু, মৃত্যু, বিষ্ণু ও বৈশ্রবণ, ইঁহাদিগকে প্রণাম করি। (উপজায়ত—) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ গ্রন্থবক্তা ঋষি শর্ব্বদত্তের নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন)। ২২।

হে বরদাত্রি, হে দেবি, হে (প্রণবের) অক্ষরত্রয়ময়ি, হে বেদপ্রকাশিনি, হে বেদমাতঃ, হে পরব্রহ্মোদ্ভবে গায়ত্রি, তুমি এস, তোমাকে প্রণাম করি। ২৩।

গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, এবং জপরূপ উপনয়নে অথবা জপ দ্বারা ব্রহ্মসমীপ-প্রাপণে প্রয়োগ হয়। ২৪।

(গায়ত্রীধ্যান—প্রাতঃকালে)

ওঁ কুমারী-মৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাং॥ ২৫

(গায়ত্রীধ্যান—মধ্যাহ্নকালে)

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাং॥ ২৬

(গায়ত্রী ধ্যান—সায়ংকালে)

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং সামবেদ-সমাযুতাং॥ ২৭

(গায়ত্রীজপ)

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ *॥ ২৮

---

* "ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ভূর্ভুবঃস্বস্ততঃ পরম্। গায়ত্রী প্রণবশ্চান্তে জপে হেবমুদাহৃতা॥"—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য। "যোগিযাজ্ঞবল্ক্যেন জপে গায়ত্র্যা আদ্যন্তয়োঃ প্রণবদ্বয়াভিধানাৎ 'পূর্ব্বং ত্রিকম্' (২৫৮ পৃঃ ৮ পং) ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনেঽপি প্রণবদ্বয়ং বোধ্যং, তচ্চ প্রণবত্বেনৈক্যাৎ অবিরুদ্ধম্।"—রঘুনন্দন। মনুরপি—"ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥" ইতি। "প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ। গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্য। দ্বিত্ববিকল্পাৎ গায়ত্রী গায়ত্রীতি চ রূপদ্বয়ম্।

প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদধারিণী, ব্রহ্মরূপা, হংসারূঢ়া, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে। ২৫।

মধ্যাহ্নে যুবতী, যজুর্ব্বেদধারিণী, বিষ্ণুরূপা, গরুড়ারূঢ়া, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে। ২৬।

সায়াহ্নে বৃদ্ধা, সামবেদধারিণী, শিবরূপা, বৃষারূঢ়া ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা চিন্তা করিবে। ২৭।

স্বর্গ-মর্ত্ত-আকাশরূপ—স্থাবরজঙ্গমাত্মক-ত্রৈলোক্যস্বরূপ, এবং জন্ম-মৃত্যু-

ইহা যথাশক্তি (অন্ততঃ ১০ বার) জপ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় হৃদয়াভিমুখ হস্তে, এবং সায়ংসন্ধ্যায় উপুড় হাতে জপ করিতে হয় * (জপের নিয়ম ৪১ পৃঃ)। প্রাতঃকালে দাঁড়াইয়া, সায়ংকালে বসিয়া, এবং মধ্যাহ্নকালে যথেচ্ছ ভাবে থাকিয়া গায়ত্রীজপ করিবার ব্যবস্থা আছে (২৫৮ পৃঃ ৮ পং)।

(গায়ত্রী-বিসর্জ্জন)

ওঁ মহেশ-বদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়-সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া ॥ ২৯

এই মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল দিয়া গায়ত্রীর বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তা-বাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাং।
ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ ॥ ৩০

এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

---

* কৃত্বোত্তানৌ করৌ প্রাতঃ সায়ঞ্চাধোমুখৌ করৌ। মধ্যে তির্য্যক্‌করৌ প্রোক্তৌ জপ এবমুদাহৃতঃ ॥—স্মৃতি। (বৈদিক-গায়ত্রী-জপেই এই নিয়ম; অন্য সমস্ত জপ তির্য্যক্‌করেইকর্ত্তব্য)।

দুঃখাদি বিনাশার্থ উপাসনীয়, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি তেজের প্রাণভূত, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই সর্ব্বান্তর্যামি পরব্রহ্মকে (তিনিই আমি, এই ভাবে) চিন্তা করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করুন। ২৮। ব্যাখ্যা—২৭১ পৃঃ। ২৮।

হে দেবি গায়ত্রি, তুমি মহেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, এবং ব্রহ্মা তোমায় অবগত আছেন। তুমি (এক্ষণে) স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। ২৯।

এই জপে ভগবান্ আদিত্য ও শুক্র প্রীত হউন। আদিত্য ও শুক্রকে জল দিয়া তৃপ্ত করি। ৩০।

(আত্মরক্ষা)

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া—

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নি-দেবতা, আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম,-মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৩১

এই বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে।

জাতবেদসে ইতি। জাতবেদসে (জাতানাম্ উৎপত্তিমতাং সর্ব্বেষাং বেদিত্রে অগ্নয়ে) সোমং (লতারূপং) সুনবাম (অভিষুণ্যাম, অগ্নিং যষ্টুং সোমাভিষবং বয়ং করবাম ইত্যর্থঃ)। সঃ অগ্নিঃ অরাতীয়তঃ (অরাতিং শত্রুমিব অস্মান্ আচরতঃ অস্মাকং শত্রোঃ) বেদঃ (ধনং) নিদহাতি (নিতরাং দহতু, ভস্মীকরোতু)। অপিচ সোঽগ্নিঃ নঃ (অস্মান্) বিশ্বা (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) দুর্গাণি (দুর্গমানি, ভোক্তুমশক্যানি দুঃখানি) অতি পর্ষৎ (অতিপারয়তু, অতিক্রময্য সুখং প্রাপয়তু)। তত্র দৃষ্টান্তঃ—নাবেব সিন্ধুং (যথা কশ্চিৎ কর্ণধারো গ্রাহাদিভির্দুষ্টসত্ত্বৈরাকুলিতাং নদীং নাবা তারয়তি তদ্বৎ)। তথা অগ্নিঃ অস্মান্ দুরিতা (দুরিতানি, দুঃখহেতুভূতানি পাপানি) অতি পর্ষৎ (অতি পারয়তু, দুঃখনিমিত্তাৎ পাপাদপি অস্মান্ উদ্ধারয়তু ইত্যর্থঃ)। [জাতবেদসে ইতি বেত্তেরসুন্। অরাতীযতঃ ইতি ন বিদ্যতে রাতির্দানমস্মিন্নিতি, অরাতিঃ শত্রুঃ, তমিবাস্মান্ আচরতীতি "উপমানাদাচারে" ইতি উপমানভূতাৎ কর্ম্মণঃ ক্যচ্, ক্যজন্তাৎ শতৃ। দহাতি ইতি দহ ভস্মীকরণে লেটি আড়াগমঃ। বেদঃ ইতি বিদ্যতে, লভ্যতে বিদ্ল লাভে, তস্মাৎ ঔণাদিকঃ কর্ম্মণি বাচ্যে অসুন। অতি পর্ষৎ ইতি পৃ পালনপূরণয়োঃ, তস্মাৎ অন্তর্ভাবিণ্যর্থাৎ লেটি অড়াগমঃ, "সিব্বহুলং লেটি" ইতি সিপ্, "ছন্দসি পরেঽপি" ইতি অতীতি উপসর্গস্য পরভাবঃ। বিশ্বা ইতি "শেশ্ছন্দসি বহুলম্" ইতি শের্লোপঃ]। ৩১।

জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্রের কাশ্যপ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা, এবং

(রুদ্রোপস্থান)

কৃতাঞ্জলি হইয়া—

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥ ৩২

আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ হয়। আমরা অগ্নির (তদ্দেবতার) প্রীত্যর্থে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। সেই অগ্নি আমাদের শত্রুর ধন ভস্ম করুন; এবং নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার করে, সেইরূপ অগ্নি সমস্ত দুঃখ হইতে এবং দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে আমাদিগকে পার করুন। ৩১।

ঋতমিতি। (যৎ এতৎ পরং ব্রহ্ম, তৎ সত্যম্ অবাধ্যম্। সত্যঞ্চ দ্বিবিধং —ব্যাবহারিকং পারমার্থিকঞ্চ। হিরণ্যগর্ভাদিকং জগৎ ব্যাবহারিকং সত্যম্, তন্নিবারণেন পারমার্থিকং সত্যং প্রদর্শয়িতুম্ ঋতং সত্যমিতি বিশিষ্যতে) ঋতং সত্যম্ (অত্যন্তসত্যমিত্যর্থঃ) তাদৃশং ব্রহ্ম, কীদৃশম্? (স্বভক্তানুগ্রহায়) পুরুষম্ (উমামহেশ্বরাত্মক-পুরুষরূপং), তত্র কৃষ্ণপিঙ্গলং (দক্ষিণে মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণং—তমোময়ত্বাৎ, উমাভাগে বামে পিঙ্গলবর্ণম্), ঊর্দ্ধলিঙ্গং (তস্মাদ্ যো যোগেন স্বকীয়ং রেতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে ধৃত্বা ঊর্দ্ধরেতা ভবতি তং), বিরূপাক্ষং (ত্রিনেত্রত্বাৎ), বিশ্বরূপং (সর্ব্বজগদাত্মকং) নমো নমঃ (করোমীত্যধ্যাহার্য্যম্)।৩২।

ঋতমিত্যাদি মন্ত্রের কালাগ্নিরুদ্র ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, রুদ্র দেবতা এবং রুদ্রোপাসনায় প্রয়োগ হয়। যিনি ঋত (একাক্ষরময়) ও সত্য (অনন্তজ্ঞানময়) পরব্রহ্ম, যিনি ভক্তানুগ্রহের জন্য উমামহেশ্বরাত্মক পুরুষরূপ ধারণ করেন, (অতএব) যিনি দক্ষিণে মহেশ্বর-ভাগে কৃষ্ণবর্ণ, বামে উমা-ভাগে পিঙ্গলবর্ণ, যিনি যোগবলে ঊর্দ্ধরেতা, এবং যিনি ত্রিনয়ন বলিয়া বিরূপাক্ষ, সেই বিশ্বরূপ পুরুষকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি (তমোময় সংহারমূর্ত্তিধারী হইয়া মহাদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকেন—বটুকস্তবে দ্রষ্টব্য)।। ৩২।

নিম্নলিখিত প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।
ওঁ বরুণায় নমঃ (২৪৮ পৃঃ ১৯ পং) ॥ ৩৩

(সূর্য্যার্ঘ্য)

ইদমর্ঘ্যং * ওঁ—নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে, শুচয়ে, সবিত্রেকর্ম্মদায়িনে ॥ ৩৪
ওঁ শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ † ॥ ৩৫

এই বলিয়া অর্ঘ্য বা তদভাবে জল দিবে। [অর্ঘ্যের পরিবর্ত্তে জলাঞ্জলি দিবারও ব্যবস্থা আছে (২৪৮ পৃঃ ২৩ পং), তখন কেবল মন্ত্রটি (ওঁ নমো…দায়িনে) পড়িয়া জলাঞ্জলি দিবে]।

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥ ৩৬

এই মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। পরে—

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ৩৭

---

* ৫৮ পৃঃ ৭ পং দ্রষ্টব্য। † ভট্টারক=পূজার্হ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও বরুণকে জল দিয়া তৃপ্ত করি। ৩৩।

হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব, তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিশ্বব্যাপি তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তোমাকে প্রণাম করি। ৩৪।

এই অর্ঘ্য সূর্য্যদেবকে অর্পণ করিলাম। ৩৫।

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতিশয় দীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশী, সর্ব্বপাপনাশক দিবাকরকে প্রণাম করি। ৩৬।

(এই সন্ধ্যোপাসনায়) যদি কোনও অক্ষরের উচ্চারণ না করিয়া থাকি,

এই মন্ত্রে গায়ত্রী দেবীকে একগণ্ডূষ জল দিয়া ক্রটি মার্জ্জনা করিবে। তৎপরে একবার আচমন করিবে।

প্রাতঃসন্ধ্যার পর (শিবপূজাদি করিয়া) উক্তরূপেই ("শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" হইতে "যদক্ষরং" ইত্যাদি মন্ত্র পর্য্যন্ত) মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, এবং সায়ংকালে উক্তরূপেই সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ইতি সামবেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

——

ঋগ্বেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

(উপনীত ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা এই সন্ধ্যা করিবেন।)

দুই বার আচমন (৩১ পৃঃ) ও বিষ্ণুস্মরণ (৩৩ পৃঃ) করিয়া নিম্নলিখিত এক-একটি মন্ত্রে মস্তকে এক-একবার জলের ছিটা দিবে।

(মার্জ্জন)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ, স্নাতো মলাদিব *। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা

* যদ্যপি "স্বিন্নঃ স্নাত্বী মলাদিব" ইতি ঋগ্বেদীয়ঃ পাঠঃ ("স্নাত্ব্যাদয়শ্চ" ইত্যনেন ক্ত্বাপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ স্নাত্বীশব্দঃ), তথাপি যজুর্ব্বেদিনো যাজ্ঞবল্ক্যস্য বচনাৎ অত্র মার্জ্জনে যজুর্ব্বেদীয়ঃ পাঠঃ সর্ব্ববেদিভিরেব কর্ত্তব্যঃ।

এবং যদি কোনও মাত্রার উচ্চারণ না হইয়া থাকে, হে সুরেশ্বরি গায়ত্রি, তোমার প্রসাদে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ হউক। ৩৭।

ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥৩॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥৪॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥৫॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা,-ত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥৬॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥৭॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ৮

(প্রাণায়াম)

ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষি-রগ্নির্দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-ভৃগু-ভরদ্বাজ-বশিষ্ঠ-গোতম-কাশ্যপাঙ্গিরস ঋষয়ঃ, অগ্নি-বায়্বাদিত্য-বৃহস্পতি-বরুণেন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্ক্তি-ত্রিষ্টুব্-জগত্যশ্ছন্দাংসি, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষি,-র্ব্রহ্মবায়্বগ্নি-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ৯

পরে আপনার চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টনপূর্ব্বক, দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা

ব্যাখ্যা ও অনুবাদ।—২৬৮—২৭০ পৃঃ। ১—৮।

ভূঃ হইতে সত্য পর্য্যন্ত সাতটি ব্যাহৃতির যথাক্রমে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, গোতম, কাশ্যপ ও অঙ্গিরা ঋষি; ইত্যাদি ২৭০ পৃঃ। ৯।

দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া, বামনাসা দ্বারা শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক পূরক করত বলিবে—

ওঁ হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুং।
চতুর্ম্মুখ-মহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে ॥ ১০

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥১১॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ। ॥ ১২

তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসাপুটও টিপিয়া বায়ু-নিরোধরূপ কুম্ভক করত বলিবে—

ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-করং গরুড়বাহনং।
হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজং ॥ ১৩

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ। ॥ ১৪

তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ত্যাগ করিয়া, দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগরূপ রেচক করত বলিবে—

হংসারূঢ়, দ্বিভুজ, রক্তবর্ণ, জপমালা ও কমণ্ডলুধারী, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে আমি নাভিদেশে (ধ্যান করিয়া) প্রণাম করি। ১০।

ব্যাখ্যা ও অনুবাদ ৩৭১ পৃঃ। ১১।১২। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়-বাহন, নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে হৃদয়ে (ধ্যান করিয়া) প্রণাম করি। ১৩। ব্যাখ্যা ও অনুবাদ ২৭১ পৃঃ। ১৪। শ্বেতবর্ণ, ত্রিশূল ও ডমরু-

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূল-ডমরু-করমর্দ্ধেন্দু-ভূষিতং।
ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরীধানং বৃষাসনং।
ললাটে চিন্তয়েদ্ দেব-দেবং ভুজগ-ভূষণং॥ ১৫

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃস্বরোঁ॥ ১৬

(আচমন)

মাষকলাই-পরিমাণ জল লইয়া, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে। (অর্থাৎ একবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঐ জল পান করিয়া, তার পর বিনা মন্ত্রে ঐরূপ জল দুইবার পান করিবে, এবং ওষ্ঠ মার্জ্জনাদিও করিবে (৩১ পৃঃ ৬ পং)—

সূর্য্যশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিঃ; সূর্য্য-মন্যু-মন্যুপতি-রাত্রয়ো দেবতাঃ; সূর্য্যশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তা-মিত্যন্তস্য চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদ্রাত্রিয়েত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষর-পাদাভ্যামুপেতা বিরাট্ ছন্দঃ; মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যু-

---

ধারী, অর্দ্ধচন্দ্রভূষিত, ত্রিলোচন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, বৃষারূঢ়, সর্পালঙ্কৃত দেবকে এইরূপে ললাটে ধ্যান করিবে। ১৫। ব্যাখ্যা ও অনুবাদ ২৭১ পৃঃ। ১৬।

সূর্য্যশ্চ এই মন্ত্রের যাজ্ঞিক উপনিষদ্ ঋষি; সূর্য্য, মন্যু, মন্যুপতি ও রাত্রি দেবতা; সূর্য্যশ্চ হইতে রক্ষন্তাম্ পর্য্যন্ত অংশের চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী ছন্দঃ, যদ্রাত্রিয়া হইতে ময়ি পর্য্যন্ত অংশের পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, ইদমহং হইতে স্বাহা

কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদব-লুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৭

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় উক্ত মন্ত্র না পড়িয়া এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে।—

আপঃপুনন্ত্বিত্যনুবাকস্য নারায়ণ-ঋষি,-রাপো দেবতাঃ, অষ্টিশ্ছন্দো, মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী পূতা পুনাতু মাং।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি,-র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং॥
যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো,-ঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ১৮

সায়ংসন্ধ্যায় নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে।—

অগ্নিশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিঃ, অগ্নি-মন্যু-মন্যুপত্যহানি দেবতাঃ ; অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্তস্য চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চ-পদা পঙ্‌ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষর-

---

পর্য্যন্ত অংশের দশাক্ষর-চরণদ্বয়বিশিষ্ট বিরাট্ ছন্দঃ, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমনে প্রয়োগ হয় (মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি ২৭৫ পৃঃ)। ১৭।

আপঃ পুনন্তু এই মন্ত্রের নারায়ণ ঋষি, জল দেবতা, অষ্টি ছন্দঃ, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমনে প্রয়োগ হয়। (ব্যাখ্যাদি ২৭৬ পৃঃ)। ১৮। অগ্নিশ্চ এই মন্ত্রের যাজ্ঞিক উপনিষদ্ ঋষি ; অগ্নি, মন্যু, মন্যুপতি ও দিন দেবতা ; অগ্নিশ্চ হইতে রক্ষন্তাং পর্য্যন্ত অংশের চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী ছন্দঃ, যদহ্না হইতে ময়ি পর্য্যন্ত অংশের

পাদাভ্যা-মুপেতা বিরাট্ ছন্দঃ, মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপমকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদ-মহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৯

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

নিম্নলিখিত ১২টি মন্ত্রে এক-একবার মস্তকে জলের ছিটা দিবে।—

ওঁ (১)। ভূর্ভুবঃস্বঃ (২)। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (৩) ॥ ২০

আপো-হি-ষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্যাম্বরীষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষিঃ, আপো দেবতাঃ; পঞ্চম্যা বর্দ্ধমানা, সপ্তম্যাঃ প্রতিষ্ঠা, অন্ত্যয়োরনুষ্টুপ্, শিষ্টানাং গায়ত্রী চ্ছন্দঃ; মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে (৪) ॥ ২১ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব

পঞ্চপদা পঙ্ক্তি ছন্দঃ, ইদমহম্ হইতে স্বাহা পর্য্যন্ত অংশের দশাক্ষরচরণদ্বয়-বিশিষ্ট বিরাট্ ছন্দঃ; মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমনে প্রয়োগ হয়। মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি ২৭৭ পৃঃ। ১৯। ব্যাখ্যাদি ২৭১ পৃঃ। ২০।

আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি নয়টি মন্ত্ররূপ সূক্তের অম্বরীষপুত্র (সূক্তস্য + আম্বরীষঃ = সূক্তস্যাম্বরীষঃ) সিন্ধুদ্বীপ ঋষি; জল দেবতা, পঞ্চম মন্ত্রের বর্দ্ধমানা ছন্দঃ, সপ্তম মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছন্দঃ, শেষের দুইটি মন্ত্রের অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, এবং

মাতরঃ (৫)॥ ২২॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ (৬) ॥ ২৩॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়,-আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ (৭) ॥ ২৪॥ ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। অপো যাচামি ভেষজং (৮)॥ ২৫॥

অবশিষ্ট পাঁচটি মন্ত্রের গায়ত্রী ছন্দঃ, মার্জ্জনে প্রয়োগ হয়। মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি ২৬৬—২৬৭ পৃঃ। ২১।২২।২৩।

শন্ন ইতি। দেবী (দেব্যঃ) আপঃ নঃ (অস্মাকং পাপাপনোদনদ্বারেণ) শং সুখকার্য্যঃ ভবন্তু। অভিষ্টয়ে (অস্মদ্‌যজ্ঞায় ভবন্তু, যজ্ঞাঙ্গভাবায় চ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। পীতয়ে (পানায় চ ভবন্তু)। তথা শম্ (উৎপন্নানাং রোগাণাং শমনায়), যোঃ (অনুৎপন্নানাং রোগাণাং পৃথক্করণায় চ) নঃ (অস্মাকম্) অভি (উপরি) স্রবন্তু (ক্ষরন্তু)। [দেবীঃ—ব্যত্যয়েন জস্‌স্থানে শস্। অভিষ্টয়ে—অভিপূর্ব্বাৎ যজধাতোঃ ক্তিঃ, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বে সবর্ণদীর্ঘাভাবঃ। অভিষ্টয়ে-আপ ইতি স্থিতে একারস্য স্থানে অয়াদেশঃ, পদান্তত্বাৎ তস্য য়কারস্য পাক্ষিকো লোপঃ। "শং যোরিতি দ্বয়ম্ অব্যয়ম্, শমু উপশমনে, যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ, আভ্যাং ধাতুভ্যাং ভাবে বিচ্, উকারস্য গুণঃ, যোরিত্যত্র "সুপাং সুলুগিত্যাদিনা চতুর্থী-স্থানে সুঃ, সলোপাভাবশ্ছান্দসঃ, যদ্বা যৌতেঃ অসুনি অবাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ" ইতি অথর্ব্ববেদভাষ্যে সায়ণাচার্য্যঃ।

দেবতাস্বরূপ জল (পাপনাশ দ্বারা) আমাদের সুখকর হউন, আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত (অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ) হউন, আমাদের পানের নিমিত্ত হউন, আমাদের উৎপন্ন রোগের প্রশমন ও অনুৎপন্ন রোগের দূরীকরণ করুন, এবং (পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য) আমাদের উপর ক্ষরিত হউন। ২৪।

ঈশানা ইতি। বার্য্যাণাং (বারিপ্রভবাণাং ব্রীহিযবাদীনাং, যদ্বা বরণীয়ানাং ধনানাম্) ঈশানাঃ (ঈশ্বরাঃ), চর্ষণীনাং (মনুষ্যাণাং) ক্ষয়ন্তীঃ (নিবাসয়িত্রীঃ) অপঃ (জলানি) ভেষজং (সুখনামৈতৎ—পাপাপনোদনং সুখং) যাচামি (অহং প্রার্থয়ে)। ২৫।

ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবী,-দন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং (৯)॥ ২৬॥ ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং, বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে (১০) ॥ ২৭॥ ওঁ ইদমাপঃ প্র বহত, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। যদ্ বাহমভি

যে জল শস্তের (অথবা ধনের) ঈশ্বর, এবং মনুষ্যদিগের জীবনরক্ষক, সেই জলের নিকট আমি পাপব্যাধিবিনাশরূপ সুখ প্রার্থনা করি। ২৫।

অপ্সু ইতি। অপ্সু (জলেষু) অন্তঃ (মধ্যে) বিশ্বা ভেষজা (সর্ব্বাণি ঔষধানি সন্তি ইতি) মে (মহ্যং—মন্ত্রদর্শিনে মুনয়ে) সোমঃ (সোমো দেবঃ) অব্রবীৎ। তথা বিশ্বশম্ভুবং (সর্ব্বস্য জগতঃ সুখকরম্, এতন্নামকম্) অগ্নিং চ (অপ্সু বর্ত্তমানং সোমোঽব্রবীৎ, তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ "সোঽপ্সু প্রাবিশৎ" ইতি অগ্নেরপ্সু প্রবেশমামনন্তি, লতাগুল্মবৃক্ষমূলাদীনামৌষধানাং বৃষ্টিজন্যত্বেন জলান্তর্ব্বর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধম্)। [বিশ্বা ভেষজা ইতি "শেশ্ছন্দসি বহুলম্" ইতি শের্লোপঃ। বিশ্বশম্ভুবমিতি ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্]। ২৬।

সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে সমস্ত ঔষধ আছে, এবং সমস্ত জগতের সুখকর অগ্নি আছেন। ২৬।

আপ ইতি। হে আপঃ মম তন্বে (শরীরার্থং) বরূথং (রোগনিবারকং) ভেষজম্ (ঔষধং) পৃণীত (পূরয়ত)। কিঞ্চ জ্যোক্ (চিরং) সূর্য্যং দৃশে (দ্রষ্টুং—নীরোগা বয়ং শক্নুয়াম ইতি শেষঃ)। [পৃণীতেতি পৃ পালনপূরণয়োঃ লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনম্। বরূথমিতি বৃঞ্ বরণে "জৃবৃঞ্ভ্যামূথন্" ইতি উথন্। তন্বে ইতি "ঙিতি হ্রস্বশ্চ" ইতি নদীসংজ্ঞা পাক্ষিকীতি আড়াগমাভাবঃ। দৃশে ইতি "দৃশে বিখ্যে চ" ইতি তুমর্থে নিপাত্যতে]। ২৭।

হে জল, তুমি আমার দেহের জন্য রোগনিবারক ঔষধ পূরণ কর (অর্থাৎ প্রস্তুত কর)। (আমরা যেন নীরোগ হইয়া) চিরকাল সূর্য্যকে দেখিতে পাই। ২৭।

ইদমাপ ইতি। ময়ি (যজমানে) যৎ কিঞ্চ দুরিতম্ (অজ্ঞানাৎ নিষ্পন্নং), বা (বা) অহং (যজমানঃ) অভি দুদ্রোহ (সর্ব্বতো বুদ্ধিপূর্ব্বকং দ্রোহং

দুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতং (১১) ॥ ২৮ ॥ ও আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সং সৃজ বর্চ্চসা (১২) ॥ ২৯ ॥

(• অঘমর্ষণ)

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ করে (৩১ পৃঃ ২৩ পং) জলগণ্ডূষ লইয়া নাসিকাগ্রে ধরিয়া, কৃষ্ণবর্ণ যে পাপপুরুষ দেহের মধ্যে ব্যাপিয়া

কৃতবানস্মি], বা (অথবা) শেপে (সাধুজনং শপ্তবানস্মি ইতি যদস্তি), উত (অপিচ) অনৃতম্ (অনৃতমুক্তবানস্মি ইতি যদস্তি,—তৎ) ইদং (সর্ব্বমপরাধজাতম্) প্রবহত (মত্তঃ অপনীয প্রবাহেণ অন্যতো নয়ত)। [শেপে ইতি শপ আক্রোশে লিটি ব্যত্যয়েন আত্মনেপদম্]। ২৮।

হে জল, আমাতে যে কিছু অজ্ঞানকৃত পাপ আছে, অথবা আমি জ্ঞানপূর্ব্বক যে অন্যের অনিষ্ট করিয়াছি, কিংবা (সাধুজনকে) যে শাপ দিয়াছি, এবং মিথ্যা বলিয়াছি, সেই সমস্ত পাপ দূরে লইয়া যাও। ২৮।

আপ ইতি। অদ্য (অস্মিন্ দিনে অবভৃথার্থম্) আপঃ অন্বচারিষং (জলানি অনুপ্রবিষ্টোঽস্মি)। (প্রবিশ্য চ) রসেন (জলসারেণ) সমগস্মহি (সঙ্গতাঃ স্মঃ)। হে অগ্নে, পয়স্বান্ (জলে বর্ত্তমানত্বেন পয়োযুক্তস্ত্বম্) আগহি (অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ) তং মা (তাদৃশং স্নাতং মাং) বর্চ্চসা (তেজসা) সংসৃজ (সংযোজয়)। [আপ ইতি কর্ম্মণি শসি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন জস্। সমগস্মহি ইতি "সমো গম্যৃচ্ছি" ইত্যাত্মনেপদম্, সিচ্, "একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ" ইতি ইট্প্রতিষেধঃ, "বা গমঃ" ইতি সিচঃ কিত্ত্বাৎ "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদিনা মকারলোপঃ। গহি ইতি গমের্লোট্ হি, গচ্ছাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ, হের্ঙিত্ত্বাৎ মকারলোপঃ]। ২৯।

আজ আমি জলে অবগাহন করিয়াছি, এবং তাহার রসের সহিত মিলিত হইয়াছি। হে অগ্নিদেব, তুমি জলান্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া জলবিশিষ্ট, তুমি এস, তাদৃশ আমাকে তেজের সহিত সংযুক্ত কর। ২৯।

আছে, মন্ত্রপ্রভাবে তাহা নির্গত হইয়া এই জলে পড়িল, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে—

ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্য মাধুচ্ছন্দসাঘমর্ষণ ঋষি,-র্ভাববৃত্তি-র্দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা,-ত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ৩০

এই মন্ত্র একবার পড়িয়া সেই জল বামভাগে কল্পিত শিলাখণ্ডে সবলে নিক্ষেপ করিবে (অথবা তিন বার পড়িয়া ৩ বার ঐরূপে নিক্ষেপ করিবে)। পরে আচমন করিয়া দাঁড়াইয়া—

প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যায়—

ওঁকারস্য ব্রহ্মা ঋষি-রগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, মহা ব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতী চ্ছন্দঃ, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ; সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩১

ঋতঞ্চ হইতে মথো স্বঃ পর্যান্ত তিনটি মন্ত্রের মধুচ্ছন্দার পুত্র অঘমর্ষণ ঋষি ইত্যাদি। ব্যাখ্যাদি ২৬৮ পৃঃ। ৩০।

ওঙ্কারের ব্রহ্মা ঋষি, অগ্নি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ; ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মহাব্যাহৃতি-ত্রয়ের পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ঋষি, প্রজাপতি দেবতা, বৃহতী ছন্দঃ; সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিতে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর ব্যাখ্যাদি ২৭১ ও ২৭৯ পৃঃ। ৩১।

উক্ত মন্ত্র (ওঁ ভূর্ভুবঃ...প্রচোদয়াৎ) তিন বার বলিয়া সূর্য্যাভিমুখে তিনবার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়—

আ কৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ৩২

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যাভিমুখে একবার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।

(সূর্য্যোপস্থান)

প্রাতঃসন্ধ্যায় সূর্য্যাভিমুখে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া—

চিত্রং-দেবানামিতি ষড়্চস্য সূক্তস্য কুৎস ঋষিঃ সূর্য্যো

আ কৃষ্ণেনেতি। সবিতা (সূর্য্যঃ) দেবঃ কৃষ্ণেন রজসা (কৃষ্ণবর্ণেন লোকেন—লোকা রজাংসি উচ্যন্তে, অন্তরীক্ষলোকো হি সূর্য্যাগমনাৎ পুরা কৃষ্ণবর্ণো ভবতি তেন অন্তরীক্ষমার্গেণ) আ বর্ত্তমানঃ (পুনঃপুনরাগচ্ছন্) অমৃতং (দেবং) মর্ত্ত্যং (মানুষং) চ নিবেশয়ন্ (স্বস্বস্থানে অবস্থাপয়ন্, অথবা অমৃতং মরণরহিতং প্রাণং, মর্ত্ত্যং মরণশীলং শরীরং চ নিবেশয়ন্) ভুবনানি (সর্ব্বান্ লোকান্) পশ্যন্ (অবেক্ষমাণঃ, প্রকাশয়ন্ ইত্যর্থঃ) হিরণ্যয়েন (সুবর্ণনির্ম্মিতেন) রথেন আযাতি (অস্মৎসমীপম্ আগচ্ছতি); [আ বর্ত্তমানঃ, আ যাতি ইত্যুভয়ত্র "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি উপসর্গয়োর্ব্যবহিতত্বম্। মর্ত্ত্যমিতি মর্ত্তে ভব ইতি "ভবে ছন্দসি" ইতি যৎ। হিরণ্যয়েন ইতি "ঋত্ব্যবাস্ত্ব্য" ইত্যাদিনা ময়টো মকারলোপো নিপাতিতঃ]। ৩২।

আ কৃষ্ণেন মন্ত্রের হিরণ্যস্তূপ ঋষি, সূর্য্য দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিতে প্রযোগ হয়। সূর্য্যদেব শূন্যমার্গে পুনঃপুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে অমরগণকে এবং মনুষ্যগণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করত, এবং সকল লোককে উদ্ভাসিত করত স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন। ৩২।

দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ৩৩ ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং, মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ। যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি, বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং ॥ ৩৪ ॥ ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য, চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ। নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ, পরি

চিত্রং দেবানাম্ ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্ররূপ সূক্তের কুৎস ঋষি, সূর্য্য দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। ব্যাখ্যাদি ২৮১ পৃঃ। ৩৩।

সূর্য্য ইতি। সূর্য্যঃ দেবীং (দানাদিগুণযুক্তাং) রোচমানাং (দীপ্যমানাম্) উষসং পশ্চাৎ অভ্যেতি (উষসঃ প্রাদুর্ভাবানন্তরং তামভিলক্ষ্য গচ্ছতি)। তত্র দৃষ্টান্তঃ—মর্য্যো ন যোষাং (ন ইবার্থে, যথা কশ্চিন্মনুষ্যঃ শোভমানাবয়বাং গচ্ছন্তীং যুবতিং স্ত্রিয়ং সততম্ অনুগচ্ছতি তদ্বৎ)। যত্র (যস্যামুষসি জাতায়াং) দেবয়ন্তঃ (দেবং দ্যোতমানং সূর্য্যং যষ্টুমিচ্ছন্তঃ) নরঃ (যজ্ঞস্য নেতারো যজমানাঃ) যুগানি (যুগশব্দঃ কালবাচী, তেন চ তত্র কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে, অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি) বিতন্বতে (বিস্তারয়ন্তি)। (এবংবিধং) ভদ্রং (কল্যাণকরং সূর্য্যং) প্রতি, ভদ্রায় (কল্যাণরূপায় কর্ম্মফলায়---স্তুমঃ ইতি শেষঃ)। [মর্য্য ইতি মৃঙ্ প্রাণত্যাগে "ছন্দসি নিষ্ট্যর্ক্যে"ত্যাদৌ যৎপ্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। নর ইতি নৃশব্দস্য প্রথমাবহুবচনে রূপম্]। ৩৪।

মনুষ্য যেমন যুবতী স্ত্রীর অনুগমন করে, সেইরূপ সূর্য্য দীপ্তিশালিনী উষা দেবীর অনুগমন করিতেছেন। যাহাতে অর্থাৎ যে উষাকালে যজমানেরা সূর্য্যদেবকে পূজা করিতে ইচ্ছুক হইয়া যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। (আমরা) মঙ্গললাভের জন্য সেই মঙ্গলময় সূর্য্যের উদ্দেশে (স্তব করি)। ৩৪।

ভদ্রা ইতি। ভদ্রাঃ (কল্যাণাঃ) (অশ্বাঃ এতগ্বাঃ ইত্যুভয়ম্ অশ্বনাম, তত্রৈকং বিশেষণত্বেন যোজনীয়ম্) অশ্বাঃ (তুরগাঃ ব্যাপনশীলা বা) হরিতাঃ (রস-হর্ত্তারঃ) চিত্রাঃ (বিচিত্রাবয়বাঃ) অনুমাদ্যাসঃ (অনুক্রমেণ সর্ব্বৈ স্তুত্যা

দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥ ৩৫ ॥ ওঁ তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং, মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সং জভার। যদে-দযুক্ত

মাদনীয়াঃ—এবস্তুতাঃ) সূর্য্যস্য এতগ্বাঃ (অশ্বাঃ, যদ্বা এতং গন্তব্যং মার্গং গন্তারঃ, এতং শবলবর্ণং বা প্রাপ্তবন্তঃ) নমস্যন্তঃ (অস্মাভিনমস্যমানাঃ সন্তঃ) দিবঃ (অন্তরীক্ষস্য) পৃষ্ঠম্ (উপরিপ্রদেশং পূর্ব্বভাগলক্ষণম্) আস্থুঃ (আতিষ্ঠন্তি, ব্যাপ্নুবন্তি)। (আস্থায় চ) দ্যাবাপৃথিবী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) সদ্যঃ (তদানীমেব, একেনাহ্না) পরি যন্তি (পরিতো গচ্ছন্তি, ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ)। [অশ্বাঃ ইতি অশূ ব্যাপ্তৌ "অশিপ্রুষী"ত্যাদিনা ক্বন্। এতগ্বাঃ ইতি ইণ গতৌ "অসিহসী"-ত্যাদিনা কর্ম্মণি তন্প্রত্যয়ঃ (এতঃ), গমেরৌণাদিকো ভাবে ক্বপ্রত্যয়ঃ (গ্বঃ), এতম্ এতব্যং প্রতি গ্বঃ গমনং যেষাং তে তথোক্তাঃ। অনুমাদ্যাসঃ ইতি মদি স্তুতৌ অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ যৎ, "আজ্জসেরসুক্" ইতি জসঃ পরে অস্ আগমঃ। নমস্যন্তঃ ইতি "নমোবরিবঃ" ইত্যাদিনা পূজার্থে ক্যচ্, ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ। আ অস্থুঃ ইতি তিষ্ঠতেশ্ছান্দসো বর্ত্তমানে লুঙ্, "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি উপসর্গস্য ব্যবহিতত্বম্]। ৩৫।

সূর্য্যের অশ্ব অর্থাৎ কিরণ সকল মঙ্গলময়, সর্ব্বব্যাপক, বিচিত্রবর্ণ, এবং আমাদের যথাক্রমে স্তবনীয়। তাহারা আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হইয়া শূন্য-লোকে উপরে আরোহণ করিতেছে এবং তখনই স্বর্গ ও মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিতেছে। ৩৫।

তদিতি। সূর্য্যস্য (সর্ব্বপ্রেরকস্য আদিত্যস্য) তৎ দেবত্বম্ (ঈশ্বরত্বং, স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ)। মহিত্বং (মহত্বং, মাহাত্ম্যঞ্চ) তৎ এব। তচ্ছব্দশ্রুতের্যচ্ছব্দাধ্যাহারঃ) যৎ কর্ত্তোঃ (কর্ম্মনামৈতৎ—প্রারব্ধাপরিসমাপ্তস্য কৃষ্যাদিলক্ষণস্য কর্ম্মণঃ) মধ্যা (মধ্যে, অপরিসমাপ্তে এব তস্মিন্ কর্ম্মণি) বিততং (বিস্তীর্ণং স্বকীয়ং রশ্মিজালম্—অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্যঃ) সংজভার (অস্মাৎ লোকাৎ আত্মনি উপসংহরতি; কর্ম্মকরশ্চ প্রবৃত্তম্ অপরিসমাপ্তমেব কর্ম্ম বিসৃজতি অস্তং যন্তং সূর্য্যং দৃষ্ট্বা—ঈদৃশং স্বাতন্ত্র্যং মহিমা চ সূর্য্যাব্যতিরিক্তস্য কস্যাস্তি ? ন কস্যাপি)। অপিচ (ইৎ ইত্যবধারণে) যদা ইৎ (যস্মিন্নেব কালে) হরিতঃ (রসহরণশীলান্ স্বরশ্মীন্, হরিদ্বর্ণান্ অশ্বান্ বা) সধস্থাৎ (সহস্থানাৎ অস্মাৎ পার্থিবাৎ লোকাৎ

হরিতঃ সধস্থা,-দাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ৩৬ ॥ ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে, সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে। অনন্ত-মন্যদ্রুশদস্য পাজঃ, কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥৩৬॥

আদায়) অযুক্ত (অন্যত্র সংযুক্তান্ করোতি?)। আৎ (অনন্তরমেব) রাত্রী (নিশা) বাসঃ (আচ্ছাদয়িতৃ তমঃ) সিমস্মৈ (সিমশব্দঃ সর্ব্বশব্দপর্য্যায়ঃ, সপ্তম্যর্থে চতুর্থী,—সর্ব্বস্মিন্ লোকে) তনুতে (বিস্তারয়তি)। [মহিত্বমিতি মহ পূজায়াম্ ঔণাদিক ইন্ (ই) প্রত্যয়ঃ, তস্য ভাব ইতি ত্বপ্রত্যয়ঃ। মধ্যা ইতি মধ্য-শব্দাৎ সপ্তম্যেকবচনস্য "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ডাদেশঃ। কর্ত্তোরিতি করোতেরৌণাদিকস্তন্প্রত্যয়ঃ। জভারেতি হৃধাতোঃ "হৃগ্রহোর্ভঃ" ইতি ভত্বম্। অযুক্তেতি যুজের্লুঙ্। সধস্থাদিতি সহশব্দপূর্ব্বাৎ স্থাধাতোঃ "ঘঞর্থে ক-বিধানম্" ইতি অধিকরণে কপ্রত্যয়ঃ, "সধ মাদস্থয়োশ্ছন্দসি" ইতি সধাদেশঃ। রাত্রীতি "রাত্রেশ্চাজসৌ" ইতি ঙীপ্]। ৩৬।

সূর্য্যের তাহাই ঈশ্বরত্ব ও তাহাই মহত্ত্ব—যে, তিনি কর্ম্মের মধ্যে অর্থাৎ লোকের আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইতে না হইতেই স্বীয় বিস্তীর্ণ তেজ সংহার করেন (সূর্য্য অস্ত গমন করিলে আর কেহ কর্ম্ম করিতে পারে না, সুতরাং আরব্ধ কর্ম্মও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য হয়)। যখনই তিনি আপনার অশ্বদিগকে পৃথিবীলোক হইতে অন্যত্র নিযুক্ত করেন, তখনই রাত্রি আসিয়া সমস্ত লোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করে। ৩৬।

তন্মিত্রেতি। তৎ (তদানীম্, উদয়সময়ে) মিত্রস্য বরুণস্য (এতদুভয়োপ-লক্ষিতস্য সর্ব্বস্য জগতঃ) অভিচক্ষে (আভিমুখ্যেন প্রকাশনায়) দ্যোঃ (নভসঃ) উপস্থে (উপস্থানে, মধ্যে) সূর্য্যঃ (সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সবিতা) রূপং (সর্ব্বস্য নিরূপকং প্রকাশকং তেজঃ) কৃণুতে (করোতি)। অপি চ অস্য (সূর্য্যস্য) হরিতঃ (রসহরণশীলা রশ্ময়ঃ, হরিদ্বর্ণা অশ্বা বা) অনন্তম্ (অবসানরহিতং, কৃৎস্নস্য জগতো ব্যাপকং) রুশৎ (দীপ্যমানং, শ্বেতবর্ণং) পাজঃ (বলনামৈতৎ—বল-যুক্তম্, অতিবলস্যাপি নৈশস্য তমসো নিবারণে সমর্থম্) অন্যৎ (তমসো বিলক্ষণং তেজঃ) সংভরন্তি (অহনি স্বকীয়াগমনেন নিষ্পাদয়ন্তি)। তথা কৃষ্ণং (কৃষ্ণ-বর্ণম্) অন্যৎ (তমঃ,—স্বকীয়াপগমনেন রাত্রৌ অস্য রশ্ময়োঽপ্যেবং কুর্ব্বন্তি;

ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য, নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা,-মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৩৮

কিমু বক্তব্যং তস্য মাহাত্ম্যমিতি সূর্য্যস্য স্তুতিঃ)। [অভিচক্ষে ইতি চক্ষধাতোঃ ভাবে ক্বিপ্। পাজঃ ইতি পাতি রক্ষতীতি "পাতের্বলে জুট্ চ" ইতি অসুন্ জুড়াগমশ্চ, ছান্দসো মত্বর্থীয়স্য বিনো লোপঃ]। ৩৭।

সূর্য্যদেব উদয়কালে মিত্র এবং বরুণ প্রভৃতি সমস্ত লোকের প্রকাশের জন্য আকাশের কোণে তেজ বিস্তার করেন। ইঁহারই অশ্ব অর্থাৎ কিরণ সকল দিবসে একপ্রকার তেজ ধারণ করে, তাহা অনন্ত, শুক্লবর্ণ ও অন্ধকার নিবারণে সমর্থ; এবং রাত্রিতে আর একপ্রকার তেজ ধারণ করে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ। ৩৭।

অদ্যেতি। হে দেবাঃ (দ্যোতমানাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ) অদ্য (অস্মিন্ কালে) সূর্য্যস্য (আদিত্যস্য) উদিতা (উদিতৌ, উদয়ে সতি,—ইতস্ততঃ প্রসরন্তো যূয়ম্ অস্মান্) অংহসঃ (পাপাৎ) নিষ্পিপৃত (নিষ্কৃষ্য পালয়ত)। (যদিদম্ অস্মাভিরুক্তং) নঃ (অস্মদীয়ং) তৎ মিত্রাদয়ঃ ষট্ দেবতাঃ মামহন্তাং (পূজয়ন্তু, অনুমন্যন্তাং, রক্ষন্তু ইতি যাবৎ)। তত্র মিত্রঃ (প্রমীতেস্ত্রায়কঃ অহরভিমানী দেবঃ), বরুণঃ (অনিষ্টানাং নিবারয়িতা রাত্র্যভিমানী দেবঃ), অদিতিঃ (অখণ্ডনীয়া অদীনা বা দেবমাতা), সিন্ধুঃ (স্যন্দনশীলোদকাভিমানিনী দেবতা), পৃথিবী (ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী), দৌঃ (দ্যুলোকস্যাধিষ্ঠাত্রী)। উতশব্দঃ সমুচ্চয়ে। [অদ্যা ইতি "নিপাতস্য চ" ইতি দীর্ঘঃ। উদিতা ইতি উৎপূর্ব্বাৎ ইধাতোঃ ভাবে ক্বিন্, "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ডা আদেশঃ। পিপৃতা ইতি ইতি পৃ পালনপূরণয়োঃ (পৃ ইত্যেকে) লোটি জুহোত্যাদিত্বাৎ শপো লোপঃ, দ্বিত্বাদি, "অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ" ইতি অভ্যাসস্য ইত্বম্, "ঋচি তুনুঘে"ত্যাদিনা দীর্ঘঃ। মামহন্তামিতি মহ পূজায়াং যঙ্লুগন্তাৎ ব্যত্যয়েন আত্মনেপদম্]। ৩৮। (প্রমীতির্ম্মরণম্)

হে দীপ্তিশালিন্ কিরণ সকল, তোমরা আজ সূর্য্যের উদয়ে আমাদিগকে নিরতিশয় নিন্দনীয় পাপ হইতে সরাইয়া লইয়া পালন কর। মিত্রদেব, বরুণদেব, দেবমাতা অদিতি এবং পৃথিবী ও স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আমাদের এই কথায় অনুমোদন করুন। ৩৮।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় সূর্য্যাভিমুখে এক পায়ে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া—

উদু-ত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য কাণ্বপ্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা; আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী, অন্ত্যানাং চতসৃণাম্ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥ ৩৯ ॥ ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা, নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ৪০ ॥ ওঁ অদৃশ্র-মস্য কেতবো, বি রশ্ময়ো জনা অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো

উদুত্যম্ ইত্যাদি তেরটি মন্ত্ররূপ সূক্তের কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি; সূর্য্য দেবতা, প্রথম নয়টির গায়ত্রী ছন্দঃ, অবশিষ্ট চারিটির অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। ব্যাখ্যাদি ২০৮ পৃঃ। ৩৯।

অপেতি। ত্যে (তে) তায়বঃ যথা (প্রসিদ্ধাস্তস্করা ইব) নক্ষত্রা (নক্ষত্রাণি) অক্তুভিঃ (রাত্রিভিঃ সহ) অপ যন্তি (অপগচ্ছন্তি)। বিশ্বচক্ষসে (বিশ্বস্য সর্ব্বস্য চক্ষসে প্রকাশকস্য) সূরায় (সূর্য্যস্য—আগমনং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ, তস্করা নক্ষত্রাণি চ রাত্রিভিঃ সহ, সূর্য্য আগমিষ্যতীতি ভীত্যা পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ)। [বিশ্বচক্ষসে ইতি বিশ্বং চষ্টে প্রকাশয়তীতি বিশ্বচক্ষাঃ "চক্ষের্বহুলং শিচ্চ" ইতি অসুন্ প্রত্যয়ঃ, শিত্বেন সার্ব্বধাতুকত্বাৎ খ্যাঞাদেশাভাবঃ; উভয়ত্র "ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যা" ইতি চতুর্থী]। ৪০।

জগৎপ্রকাশক সূর্য্যকে আসিতে দেখিয়া, প্রসিদ্ধ দস্যুগণের ন্যায়, নক্ষত্র সকল রাত্রির সহিত পলায়ন করিতেছে। ৪০।

অদৃশ্রমিতি। অস্য (সূর্য্যস্য) কেতবঃ (প্রজ্ঞাপকাঃ) রশ্ময়ঃ (দীপ্তয়ঃ) জনান্ অনু অদৃশ্রং (জাতান্ সর্ব্বান্ অনুক্রমেণ প্রেক্ষন্তে, সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ)। তত্র দৃষ্টান্তঃ—বিভ্রাজন্তঃ দীপ্যমানাঃ) অগ্নয়ো যথা (অগ্নয় ইব)। [অদৃশ্রমিতি দৃশির্ প্রেক্ষণে বর্ত্তমানে লুঙ্, "ইরিতো বা" ইতি অঙাগমঃ, "বহুলং ছন্দসি" ইতি রুট্ আগমঃ, বহুলবচনাৎ "ঋদৃশোঽঙি গুণঃ" ইতি গুণাভাবঃ, "তিঙাং তিঙো ভবন্তি" ইতি প্রথমপুরুষবহুবচনস্য উত্তমপুরুষৈকবচনা-

যথা ॥ ৪১ ॥ ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শতো, জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনং ॥ ৪২ ॥ ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ,

---

দেশঃ। জনান্ অনু ইত্যত্র ন্ স্থানে "দীর্ঘাদটি সমানপাদে" ইতি বিসর্গঃ, "আতোঽটি নিত্যম্" ইতি অকারস্থ স্থানে নিত্যমনুনাসিকঃ, অটি পরে বিসর্গস্থ স্থানে যকারাদেশঃ, যকারস্থ পাক্ষিকো লোপশ্চ। বিভ্রাজন্ত ইতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ। ভ্রাজন্তো অগ্নয় ইতি "প্রকৃত্যান্তঃপাদ"মিত্যাদিনা অসন্ধিঃ। ৪১।

এই সূর্য্যের বিজ্ঞাপক অর্থাৎ চিহ্নস্বরূপ কিরণ সকল, দেদীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সমস্ত জগৎকে একে একে প্রকাশ করিতেছে। ৪১।

তরণিরিতি। হে সূর্য্য, ত্বং তরণিঃ (তরিতা, অন্যেন গন্তুমশক্যস্থ মহতঃ অধ্বনঃ গন্তাসি, তথাচ স্মর্য্যতে "যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোঽস্তু তে" ইতি, যদ্বা উপাসকানাং রোগাৎ তারয়িতাসি, "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ইতি স্মরণাৎ)। তথা বিশ্বদর্শতঃ (বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দর্শনীয়ঃ,—আদিত্যদর্শনস্থ চণ্ডালাদিদর্শনজনিতপাপনির্হরণহেতুত্বাৎ)। তথা জ্যোতিষ্কৃৎ (জ্যোতিষঃ প্রকাশস্থ কর্ত্তা, সর্ব্বস্থ বস্তুনঃ প্রকাশয়িতেত্যর্থঃ, যদ্বা জ্যোতিষাং চন্দ্রাদীনাং রাত্রৌ প্রকাশয়িতা,—রাত্রৌ হি অম্ময়েষু চন্দ্রাদিবিম্বেষু সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলিতাঃ সন্তোঽন্ধকারং নিবারয়ন্তি, যথা দ্বারস্থদর্পণোপরি নিপতিতাঃ সূর্য্যরশ্ময়ো গৃহান্তর্গতং তমো নিবারয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ)। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিশ্বং (ব্যাপ্তং) রোচনং (রোচমানম্ অন্তরীক্ষং) আ (সমন্তাৎ) ভাসি (প্রকাশয়সি)। [তরণিরিতি তৄ প্লবনতরণয়োঃ, অস্মাৎ অন্তর্ভাবিণ্যর্থে "অর্ত্তিসৃধৃধম্যশ্যবিতৄভ্যোঽনিঃ" ইতি অনিপ্রত্যয়ঃ। দর্শত ইতি ঔণাদিকঃ অতচ্। ভাসি ইতি ভা দীপ্তৌ, অন্তর্ভাবিণ্যর্থাৎ লটি অদাদিত্বাৎ শপো লুক্]। ৪২।

হে সূর্য্য, তুমি (উপাসকগণের) আরোগ্যদাতা, (পাপমোচনের জন্য) সকলের দর্শনীয়, এবং (সকল পদার্থের) প্রকাশকর্ত্তা। তুমি সমগ্র আকাশকে আলোকিত করিতেছ। ৪২।

প্রত্যঙ্ ইতি। হে সূর্য্য, ত্বং দেবানাং বিশঃ (মরুন্নামকান্ দেবান্—"মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ) প্রত্যঙ্ উদেষি (তান্ প্রতি

প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৪৩ ॥
ওঁ যেনা পাবক চক্ষসা, ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৪৪ ॥ ওঁ বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা, মিমানো

গচ্ছন্ উদয়ং প্রাপ্নোষি), তেষামভিমুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ)। তথা মানুষান্ (মনুষ্যান্) প্রত্যঙ্ উদেষি (তেঽপি যথা অস্মদভিমুখ এব সূর্য্য উদেতীতি মন্যন্তে)। তথা বিশ্বং (ব্যাপ্তং) স্বঃ (স্বর্লোকং) দৃশে (দ্রষ্টুং) প্রত্যঙ্ উদেষি (যথা স্বর্লোকবাসিনো জনাঃ স্বস্বাভিমুখ্যেন পশ্যন্তি তথা উদেষি ইত্যর্থঃ)। এতদুক্তং ভবতি—লোকত্রয়বর্ত্তিনো জনাঃ সর্ব্বেঽপি স্বস্বাভিমুখ্যেন সূর্য্যং পশ্যন্তীতি। [প্রত্যঙ্—প্রত্যঞ্চতীতি অনুচু গতিপূজনয়োঃ "ঋত্বি"গিত্যাদিনা ক্বিন্। দৃশে—"দৃশে বিখ্যে চ" ইতি তুমর্থে নিপাতিতঃ]। ৪৩।

তুমি জগতের প্রকাশের জন্য, দেবতাদিগের বৈশ্য যে আকাশচারী মরুদ্গণ, তাঁহাদের সম্মুখে, মনুষ্যাদিগের সম্মুখে এবং সমস্ত স্বর্গবাসীর সম্মুখে উদিত হইতেছ (অর্থাৎ তোমার এমনই মহিমা যে, ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীই তোমাকে স্ব স্ব সম্মুখে উদিত হইতে দেখিতেছে)। ৪৩।

যেনেতি। হে পাবক (সর্ব্বস্য শোধক) বরুণ (অনিষ্টনিবারক সূর্য্য), ত্বং জনান্ (জাতান্ প্রাণিনঃ) ভুরণ্যন্তং (ধারয়ন্তং, পোষয়ন্তং বা ইমং লোকং) যেন চক্ষসা (প্রকাশেন) অনু পশ্যসি (অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি,) তং প্রকাশং স্তুমঃ ইতি শেষঃ; যদ্বা উত্তরস্যাম্ ঋচি সম্বন্ধঃ—তেন চক্ষসা ব্যেষি ইতি। [যেনা—"অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ। ভুরণ্যন্তং—ভুরণ ধারণপোষণয়োঃ, কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, ততঃ শতরি শপ্। জনাঁ অনু—পূর্ব্ববৎ। বরুণ—বৃঞ্ বরণে, অস্মাৎ অন্তর্ভাবিণ্যর্থাৎ "কৃবৃতৃদারিভ্য উনন্" ইতি উনন্]। ৪৪।

হে জগৎপাবন অনিষ্টনিবারক সূর্য্য, তুমি যে তেজ দ্বারা সমস্ত প্রাণীর পোষণকারী এই মর্ত্তলোককে একে একে প্রকাশ করিতেছ, (সেই তেজ লইয়া তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ লোকে বিচরণ করিতেছ)। ৪৪।

বি দ্যামিতি। হে সূর্য্য, ত্বং পৃথু (বিস্তীর্ণং) রজঃ (লোকং—"লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে" ইতি যাস্কঃ), কং লোকম্? দ্যাম্ (অন্তরীক্ষলোকম্) ব্যেষি (বিশেষেণ গচ্ছসি)। কিং কুর্ব্বন্? অহা (অহানি) অক্তুভিঃ (রাত্রিভিঃ

অক্তুভিঃ। পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য ॥ ৪৫ ॥ ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে, বহন্তি দেব সূর্য্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৪৬ ॥ ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ, সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি

সহ) মিমানঃ (উৎপাদয়ন্—আদিত্যগতাধীনত্বাৎ অহোরাত্রবিভাগস্য)। তথা জন্মানি (জননবন্তি ভূতজাতানি) পশ্যন্ (প্রকাশয়ন্)। [বি এসি "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ। রজস্পৃথু ইত্যত্র "ছন্দসি বাপ্রাম্রেড়িতয়োঃ" ইতি বিসর্গস্য সত্বম্। অহা—"শেশ্ছন্দসি বহুলম্" ইতি শেৰ্লোপঃ। মিমানঃ—মাঙ্ মানে জৌহোত্যাদিকঃ, শানচি দ্বির্ভাবে "ভৃঞামিৎ" ইত্যভ্যাসস্য ইত্বম্, "শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ" ইতি অকারলোপঃ]। ৫৪।

হে সূর্য্য, তুমি দিন রাত্রি উৎপাদন করিয়া, সমুদায় পদার্থকে দর্শন করত বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ করিতেছ। ৪৫।

সপ্তেতি। হে দেব (দ্যোতমান) বিচক্ষণ (সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতঃ) সূর্য্য, সপ্ত (সপ্তসংখ্যাকাঃ) হরিতঃ (অশ্বাঃ রসহরণশীলা রশ্ময়ো বা) ত্বা (ত্বাং) বহন্তি (প্রাপয়ন্তি)। কীদৃশম্? রথে অবস্থিতমিতি শেষঃ। তথা শোচিষ্কেশং (শোচীংষি তেজাংসি এব যস্মিন্ কেশা ইব দৃশ্যন্তে স তথোক্তঃ তম্)। ৪৬।

হে বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্যদেব, তুমি তেজোময়; তোমাকে রথে করিয়া সাতটি অশ্ব বহন করিতেছে। ৪৬।

অযুক্তেতি। সূরঃ (সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সূর্য্যঃ) শুন্ধ্যুবঃ (শোধিকাঃ অশ্বস্ত্রিয়ঃ) কীদৃশীঃ? সপ্ত (সপ্তসংখ্যাকাঃ) অযুক্ত (স্বরথে যোজিতবান্)। তথা রথস্য নপ্ত্যঃ (নপ্ত্রীঃ, ন পাতয়িত্রীঃ, যাভির্যুক্তাভিঃ রথো যাতি ন পততি তাদৃশীঃ ইত্যর্থঃ)। (এবম্ভূতাভিঃ তাভিরশ্বস্ত্রীভিঃ) স্বযুক্তিভিঃ (স্বকীয়যোজনেন রথে সম্বদ্ধাভিঃ) যাতি (যজ্ঞগৃহং প্রতি আগচ্ছতি)। [অযুক্ত—যুজির্ যোগে লুঙি রূপম্। শুন্ধ্যুবঃ—শুন্ধ্ বিশুদ্ধৌ "যজি-মনি-শুন্ধি-দসি-জনিভ্যো যুঃ" ইতি যুঃ, শসি "তন্বাদিনাং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানম্" ইতি উবঙাদেশঃ। নপ্ত্যঃ—ন পাতয়ন্তীত্যর্থে "নপ্তৃ নেষ্টৃ" ইত্যাদিনা নপ্তৃ শব্দস্তৃজন্তো নিপাতিতঃ, "ঋন্নেভ্যো ঙীপ" ইতি ঙীপ, "সুপাং সুলো ভবন্তী"তি শসো জসাদেশঃ, রেফলোপশ্ছান্দসঃ।

স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ ওঁ উদ্ বয়ং তমসস্পরি, জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রা সূর্য্য,-মগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥ ৪৮ ॥ ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ, আরোহন্নুত্তরাং দিবং। হৃদ্রোগং মম সূর্য্য, হরিমাণঞ্চ নাশয় ॥ ৪৯ ॥ ওঁ শুকেষু মে

শাখান্তরে তু নপত্র্যঃ ইত্যেব পঠ্যতে। স্বযুক্তিভিঃ—স্বকীয়াঃ সূর্য্যসম্বন্ধিন্যো যুক্তয়ঃ যোজনানি যাসাম্ তাভিঃ]। ৪৭।

যাহারা রথকে ফেলিয়া দেয় না এরূপ সাতটি ঘোটকীকে সূর্য্য রথে যুক্ত করিয়াছেন। আপনা কর্ত্তৃক রথে সংযুক্ত সেই সকল ঘোটকী দ্বারা তিনি যাইতেছেন। ৪৭।

উদ্বয়মিতি। বয়ম্ তমসস্পরি (তমস উপরি, রাত্রেরূর্দ্ধং বর্ত্তমানং) জ্যোতিঃ (তেজস্বিনম্) উত্তরম্ (উদ্গাততরম্, উৎকৃষ্টতরং বা) দেবত্রা (দেবেষু মধ্যে) দেবং (দানাদিগুণযুক্তং) সূর্য্যং পশ্যন্তঃ (স্তুতিভিরুপাসীনাঃ সন্তঃ) উত্তমম্ (উৎকৃষ্টতমং) জ্যোতিঃ (সূর্য্যরূপম্) অগন্ম (প্রাপ্নবাম)। [তমসস্পরি—"পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে" ইতি বিসর্গস্য সত্বম্। জ্যোতিষ্পশ্যন্তঃ—"ইসুসোঃ সামর্থ্যে" ইতি বিসর্গস্য সত্বম্। দেবত্রা—"দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্তেভ্যো দ্বিতীয়াসপ্তম্যোর্ব্বহুলম্" ইতি সপ্তম্যর্থে ত্রা প্রত্যয়ঃ। অগন্ম—"ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি প্রার্থনায়াং লঙি "বহুলং ছন্দসি" ইতি শপো লুক্, "ম্বোশ্চ" ইতি ধাতোর্ম্মকারস্য নকারঃ]। ৪৮।

আমরা তমোগুণাতীত তেজস্বী দেবদেব (সর্ব্বোৎকৃষ্ট-জ্যোতিঃস্বরূপ উদয়প্রাপ্ত) সূর্য্যকে যেন (উপাসনা-কালে) দেখিতে পাই। ৪৮।

উদ্যন্নিতি। হে সূর্য্য (সর্ব্বস্য প্রেরক) মিত্রমহঃ (সর্ব্বেষামনুকূলদীপ্তিযুক্ত), অদ্য (অস্মিন্ কালে) উদ্যন্ (উদয়ং গচ্ছন্) উত্তরাম্ (উদ্গাততরাম্) দিবম্ (অন্তরীক্ষম্) আরোহন্ (আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুবন্) মম হৃদ্রোগং (হৃদয়গতম্ আন্তরং রোগং), হরিমাণং চ (শরীরগত-কান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং, যদ্বা শরীরগতং হরিদ্বর্ণং রোগপ্রাপ্তং বৈবর্ণ্যমিত্যর্থঃ—তদুভয়মপি) নাশয় (মাং স্তোতারম্ উভয়বিধাৎ রোগাৎ মোচয় ইত্যর্থঃ)। [মিত্রমহঃ—মিত্রম্ অনুকূলং মহস্তেজো যস্যাসৌ। হরিমাণম্—হৃঞ্ হরণে "জনিহৃভ্যামিমনিন্" ইতি ঔণাদিক ইমনিন্ প্রত্যয়ঃ,

হরিমাণং, রোপণাকাসু দধ্মসি। অথো হারিদ্রবেষু মে, হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ৫০ ॥ ওঁ উদগা-দয়-মাদিত্যো, বিশ্বেন সহসা সহ। দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্, মো অহং দ্বিষতে রধং ॥ ৫১ ॥ মো ষু বরুণেতি পঞ্চর্চ্চস্য বশিষ্ঠ ঋষির্বরুণো

যদ্বা হরিচ্ছব্দস্য বর্ণবাচিত্বাৎ "বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ" ইতি চকারাৎ ইমনিন্ প্রত্যয়ঃ, "ইষ্ঠেমেয়ঃসু" ইত্যনুবৃত্তৌ "টেঃ" ইতি টিলোপঃ]। ৪৯।

হে সকলের অনুকূল-তেজঃ-সম্পন্ন সূর্য্য, তুমি আজি অত্যুচ্চ আকাশে আরোহণ করিয়া উদিত হইয়া আমার মানসিক ব্যাধি এবং শারীরিক ব্যাধি বিনাশ কর। ৪৯।

শুকেষিতি। মে (মদীয়ং) হরিমাণং (শরীরগতং হরিদ্বর্ণস্য ভাবং) শুকেষু (তাদৃশং বর্ণং কাময়মানেষু পক্ষিষু) তথা রোপণকাসু (পক্ষিবিশেষেষু) দধ্মসি (স্থাপয়ামঃ)। অথো (অপিচ) হারিদ্রবেষু (হরিতালদ্রুমেষু তাদৃগ্‌বর্ণবৎসু) মে (মদীয়ং) হরিমাণং নিদধ্মসি (নিদধীমহি,—স চ হরিমা তত্রৈব সুখেনাস্তাম্, অস্মান্ মা বাধিষ্ট ইত্যর্থঃ)। [দধ্মসি—"ইদন্তো মসিঃ" ইতি মসঃ ইকারাগমঃ]। ৫০।

ব্যাধি বশতঃ আমার শরীরের যদি সবুজবর্ণ ভাব হয়, তাহা আমি শুক পক্ষীতে ও রোপণাকা পক্ষীতে স্থাপন করি, এবং আমার সেই সবুজবর্ণ ভাব হরিতাল বৃক্ষে স্থাপন করি (অর্থাৎ এইরূপ বর্ণ ঐ সকল পক্ষী ও বৃক্ষেতেই থাকুক, আমাতে যেন কখনও না আসে)। ৫০।

উদগাদিতি। অয়ং (পুরোবর্ত্তী) আদিত্যঃ (অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ) বিশ্বেন সহসা (সর্ব্বেণ বলেন) সহ উদগাৎ (উদয়ং প্রাপ্তবান্)। কিং কুর্ব্বন্? মহ্যং দ্বিষন্তং রন্ধয়ন্ (মমোপদ্রবকারিণং হিংসন্)। অপিচ অহং দ্বিষতে (অনিষ্টকারিণে রোগায়) মো রধং (নৈব হিংসাং করোমি, সূর্য্য এব অস্মদনিষ্টকারিণং রোগং বিনাশয়তু ইত্যর্থঃ)। [রন্ধয়ন্—রধ হিংসাসংরাধ্যোঃ, ণ্যন্তাৎ শতৃ। "রধিজভোরচি" ইতি ণৌ ধাতুনুমাগমঃ। মো—মা উ ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়ো মৈবেত্যস্যার্থে, "ওৎ" ইতি প্রগৃহ্যতে "প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি" ইতি সন্ধ্যভাবঃ। রধং—রধের্লুঙি পুষাদিত্বাদ্ অঙ্, "রধিজভোরচি" ইতি ধাতোর্নুম্, "অনিদিতাম্" ইতি অনুনাসিকলোপঃ' "ন মাঙ্‌যোগে" ইতি অড়ভাবঃ)। ৫১।

দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ মো যু বরুণ মৃন্ময়ং, গৃহং রাজন্নহং গমং। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ৫২ ॥ ওঁ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব, দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ৫৩ ॥ ওঁ ক্রত্বঃ সমহ দীনতা, প্রতীপং জগমা শুচে। মৃড়া সুক্ষত্র

এই সূর্য্য আমার ব্যাধিকে বিনাশ করিতে সমগ্র বলের সহিত উদিত হইয়াছেন। আমি নিজে ব্যাধিকে বিনাশ করিব না (সূর্য্যই করুন)। ৫১।

মো ষিতি। হে রাজন্ (ঈশ্বর) বরুণ, ত্বদীয়ং মৃণ্ময়ং (পার্থিবং) গৃহং মো (মা উ, নৈব) অহং গমং (গতোঽস্মি ; অপি তু সুশোভনং স্বর্ণময়মেব জ্যোতির্ম্ময়ং ত্বদীয়ং গৃহং প্রাপ্নবানি)। স ত্বং মাং মৃড় (সুখয়)। হে সুক্ষত্র (শোভনধন বরুণ) মৃড়য় (উপদয়াং চ কুরু)। [মৃড়া—"দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" ইতি দীর্ঘঃ]"। ৫২।

মো যু বরুণ ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, বরুণ দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। হে ঈশ্বর সূর্য্য, আমি মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে যেন না যাই (অর্থাৎ আমাকে যেন ভূলোকে আর জন্মগ্রহণ করিতে না হয়)। সুখী কর এবং অধিক দয়া কর। ৫২।

যদেমীতি। হে অদ্রিবঃ (আয়ুধবন্ বরুণ) যৎ (যদা প্রস্ফুরন্নিব (শৈত্যেন প্রবিচলন্নিব, তস্মাৎ বেপমানঃ) দৃতিঃ ন (দৃতিরিব) ধ্মাতঃ (বায়ুনা পূর্ণঃ সন্—ত্বয়া বদ্ধঃ অহম্) এমি (গচ্ছামি), তদানীং মৃড় (সুখয়)। হে সুক্ষত্র (সুধন) মৃড়য় (উপদয়াং কুরু)। [অদ্রিবঃ—অদ্রিশব্দাৎ মতুপ্, "ছন্দসীরঃ" ইতি মস্য বত্বং "রুঃ মত্বতো ছন্দসি" ইতি তকারস্য রুত্বং, তস্য বিসর্গঃ]। ৫৩।

হে অস্ত্রধারিন্ সূর্য্য, আমি যখন (শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে) কাগজের থাঁতার ন্যায় বায়ুপূর্ণ হইয়া তোমার নিকট যাইব অর্থাৎ তোমার উপাসনা করিব, তখন তুমি আমাকে সুখী করিও। হে শোভনধনশালিন্, আমাকে সুখী কর এবং অধিক দয়া কর। ৫৩।

ক্রত্ব ইতি। হে সমহ (সধন) শুচে (স্বভাবতো নির্ম্মল বরুণ), দীনতা (দীনতয়া, অশক্ততয়া) ক্রত্বঃ (কর্ম্মণঃ, সর্ব্বাত্মনা বিহিতস্য শ্রৌতস্মার্ত্তাদিলক্ষণস্য)

মৃড়য় ॥ ৫৪ ॥ ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং, তৃষ্ণা-বিদজ্জরিতারং। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ৫৫ ॥ ওঁ যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনে,-ঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।

প্রতীপং (প্রতিকূলম্ অনুষ্ঠানং) জগম (প্রাপ্তবানস্মি ; অতএব ত্বয়া বদ্ধঃ)। তাদৃশং মাং মৃড় (সুখয়)। হে সুক্ষত্র (সুধন) মৃড়য় (উপদয়াং কুরু)। [ক্রত্বঃ—ক্রতুশব্দাৎ ষষ্ঠৈকবচনং ঙস্, "জসাদিষু ছন্দসি বাবচনম্" ইত্যাদিনা গুণাভাবে যণ্। দীনতা—"সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা আ। জগমা—"অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি দীর্ঘঃ]। ৫৪।

হে ধনশালিন্ নির্ম্মলস্বভাব সূর্য্য, আমি অক্ষমতা বশতঃ বিহিত কর্ম্মের প্রতিকূলে গিয়াছি অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম করিতে পারি নাই। হে শোভনধন-শালিন্, আমাকে সুখী কর এবং অধিক দয়া কর। ৫৪।

অপামিতি। অপাং (সমুদ্রাণামুদকানাং) মধ্যে তস্থিবাংসং (স্থিতবন্তমপি) জরিতারং (তব স্তোতারং মাং) তৃষ্ণা (পিপাসা) অবিদৎ (আপ্তবতী; লবণোৎকটস্য সমুদ্রজলস্য পানানর্হত্বাৎ)। অতঃ তাদৃশং মাং মৃড় (সুখয়)। হে সুক্ষত্র (সুধন) মৃড়য় (উপদয়াং কুরু)। ৫৫।

সমুদ্রজলের মধ্যে অবস্থিত হইলেও আমার তৃষ্ণা পাইতেছে (অর্থাৎ সমুদ্র-জল লবণময় বলিয়া পান করিতে না পারায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি তন্মধ্যে বাস করি-লেও যেমন তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, সেইরূপ আমি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াও জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া অসুখী হইতেছি)। হে শোভন-ধনশালিন্ সূর্য্য, আমাকে সুখী কর এবং অধিক দয়া কর। ৫৫।

যদিতি। হে বরুণ, দৈব্যে (দেবসমূহরূপে) জনে যৎ ইদং কিঞ্চ অভিদ্রোহম্ (অপকারজাতং) মনুষ্যা বয়ং চরামসি (চরামঃ, নির্ব্বর্ত্তয়ামঃ)। তথা অচিত্তী (অচিত্ত্যা, অজ্ঞানেন) তব (ত্বদীয়ং) যৎ ধর্ম্ম (ধারকং কর্ম্ম) যুযোপিম (বয়ং বিমোহিতবন্তঃ), হে দেব, তস্মাৎ এনসঃ (পাপাৎ) নঃ (অস্মান্) মা রীরিষঃ (মা হিংসীঃ)। [চরামসি—চরতের্লট্ মস্, "ইদন্তো মসি" ইতি তস্য মসিরাদেশঃ। অচিত্তী—"সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা টাস্থানে ঈকারঃ। ধর্ম্মা—

অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুয়োপিম, মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৫৬ ॥

তৎপরে অঙ্গন্যাস করিবে—ওঁ (বলিয়া হৃদয়), ভূ (বলিয়া মস্তক), ভুঁ (বলিয়া শিখা), বঃ (বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ), স্বঃ (বলিয়া দক্ষিণ করতল ও তৎপৃষ্ঠ দ্বারা বাম করতল ও তৎপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তলে তলে আঘাত করিবে)। এইরূপ আর দুই বার করিবে। (অঙ্গন্যাসের নিয়ম ৪০ পৃঃ দেখ)।

(গায়ত্রীধ্যান)

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নেষু ঋগ্যজুঃসামত্রিপদাং তির্য্যগূর্দ্ধাধরদিক্ষু ষট্‌কুক্ষিং পঞ্চশিরস-মগ্নিমুখীং ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্রশিখাং বিষ্ণুহৃদয়াং সূর্য্যমণ্ডলস্থাং কৌষেয়বসনাং পদ্মাসনস্থাং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্ক-চতুর্ভুজাং শুভ্রবর্ণাং

তেনৈব অমঃ স্থানে আকারঃ। মা রীরিষঃ—রিষ, হিংসায়াং গ্যন্তাং লুঙি চঙি ণিলোপোপধাহ্রস্বদ্বিত্বাদীনি]। ৫৬।

হে সূর্য্য, আমরা মানুষ হইয়া দেবতাসমূহের প্রতি এই যে কিছু অপকার করিয়াছি, এবং অজ্ঞান বশতঃ তোমার উপাসনা-কার্য্যে যে অমনোযোগী হইয়াছি, হে দেব, সেই অপরাধ হেতু আমাদিগকে হিংসা করিও না। ৫৬।

ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ যাঁহার পদ; চতুর্দ্দিকে এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে যাঁহার ছয়টি উদর; যাঁহার পাঁচটি শিরঃ; অগ্নি যাঁহার মুখ; ব্রহ্মা যাঁহার মস্তক; রুদ্র যাঁহার শিখা; বিষ্ণু যাঁহার হৃদয়, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতা, পট্টবস্ত্র-পরিধানা, ও পদ্মাসনে উপবিষ্টা; যাঁহার চারিটি হস্ত দণ্ড, কমণ্ডলু, জপমালা ও অভয়-মুদ্রায় চিহ্নিত; যাঁহার বর্ণ শুক্ল, এবং চন্দন, মাল্য ও আভরণও শুক্লবর্ণ; শরৎকালীন সহস্রচন্দ্রের ন্যায় যাঁহার আভা, সেই সর্ব্বদেবময়ী গায়ত্রীকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ধ্যান করিবে। ৫৭।

আয়াত্বিতি। বরদা (অস্মদভীষ্টবরপ্রদা) দেবী (গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমানিনী দেবতা) অক্ষরং (বিনাশরহিতং) সম্মিতং (সম্যক্ বেদান্তপ্রমাণেন নিশ্চিতং)

শুভ্রাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং শরচ্চন্দ্রসহস্রপ্রভাং সর্ব্বদেবময়ীং ধ্যায়েৎ * ॥ ৫৭

ওঁ আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্ম সম্মিতং।
গায়ত্রী চ্ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ ॥ ৫৮

ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং

* ত্রিকালে ত্রিবিধ ধ্যানও আছে। যথা, প্রাতে—বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং চতুর্মুখীং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদেবত্যাম্ ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রী নাম তাং ধ্যায়েৎ। মধ্যাহ্নে—যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূলখড়্গখট্বাঙ্গডমরুকাঙ্কচতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদেবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ। সায়াহ্নে—বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাম্ একবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্কচতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদেবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ। (গায়ত্রীহৃদয় দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্ম (জগৎকারণং পরতত্ত্বম্ উদ্দিশ্য) আয়াতু (আগচ্ছতু; অস্মান্ ব্রহ্মতত্ত্বং বোধয়িতুম্ আগচ্ছতু ইত্যর্থঃ। অয়মেবার্থ উত্তরার্দ্ধেন স্পষ্টীক্রিয়তে।—ছন্দসাং (গায়ত্রীত্রিষ্টুবাদীনাং, বেদানাং বা) মাতা (জননী), গায়ত্রী (গায়ত্রীশব্দাভিধেয়া) নঃ (অস্মান্) ইদং ব্রহ্ম (বেদান্তপ্রতিপাদ্যং তত্ত্বং) জুষস্ব (জোষয়তু, উপদিশতু ইত্যর্থঃ)। [জুষস্ব—জুষধাতোরন্তর্ভাবিণ্যর্থাৎ ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষস্থানে মধ্যমপুরুষঃ)। ৫৮।

বরপ্রদা ও বেদমাতা গায়ত্রী দেবী অক্ষর (অর্থাৎ অবিনাশি) ও সম্মিত (অর্থাৎ বেদান্তপ্রমাণে সম্যক্ নিশ্চিত) ব্রহ্ম (অর্থাৎ পরম তত্ত্বের উদ্দেশে) আসুন, এবং আমাদিগকে এই তত্ত্ব উপদেশ দিন। ৫৮।

ওজোঽসীতি। হে গায়ত্রি দেবি, ত্বম্ ওজোঽসি (বলহেতুভূতাষ্টমধাতুরূপাসি)। সহোঽসি (শত্রূণামভিভবনশক্তিরসি)। বলমসি (শরীরগতব্যবহারসামর্থ্যরূপাসি)। ভ্রাজোঽসি (দীপ্তিরূপাসি) দেবানাম্ (অগ্নীন্দ্রা-

ধাম নামাসি, বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ, সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ু-রভিভূরোঁ।
গায়ত্রীমাবাহয়ামি ॥ ৫৯

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধৌ ভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা ॥ ৬০

(জপ)

ওঁকারস্য ব্রহ্মা ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দো; মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতী চ্ছন্দো; গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, শ্বেতো বর্ণঃ, অগ্নির্মুখং, ব্রহ্মা শিরো, বিষ্ণুর্হৃদয়ং,

---

দীনাং) ধাম (তেজঃ যৎ অস্তি তৎ) নাম অসি (তদেব তব নাম ইত্যর্থঃ)। বিশ্বং (সর্ব্বজগদ্রূপা) ত্বমেব অসি। বিশ্বায়ুঃ (সম্পূর্ণায়ুঃস্বরূপা অসি)। উক্তস্যৈব ব্যাখ্যানং—সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরিতি। অভিভূঃ (সর্ব্বস্য পাপস্য তিরস্কারহেতুঃ) ওঁ (প্রণবপ্রতিপাদ্যপরমাত্মা অসি)। তাদৃশীং গায়ত্রীং মদীয়ে মনসি আবাহয়ামি। ৫০।

হে গায়ত্রি, তুমি দেহের উপাদানভূত ওজোনামক ধাতু; তুমি শত্রুপরাজয়ে সহায়ভূত বল; তুমি শারীরিক সাধারণ বল; তুমি দীপ্তিরূপা; তুমি অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের তেজোরূপা; তুমি জগৎ ও জগতের আয়ুঃ, এবং তুমিই সকল, ও সম্পূর্ণ আয়ুঃস্বরূপা; তুমি অভিভূ অর্থাৎ সকল পাপের নিরাকরণকর্ত্রী, এবং তুমি ওঁ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপা। ৫৯।

হে বরপ্রদে দেবি, এস, এবং জপকার্য্যে আমার সন্নিহিতা হও। যে তোমাকে গায় অর্থাৎ উচ্চারণ করে, তাহাকে তুমি যেহেতু ত্রাণ কর, সেইহেতু তোমাকে গায়ত্রী বলিয়া সকলে জানে (২৮৫ পৃঃ ১৯ পং)। ৬০।

ওঙ্কারের ব্রহ্মা ঋষি, অগ্নি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ; মহাব্যাহৃতিত্রয়ের পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ঋষি, প্রজাপতি দেবতা, বৃহতী ছন্দঃ; গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ শ্বেত বর্ণ, অগ্নি মুখ, ব্রহ্মা মস্তক, বিষ্ণু হৃদয়,

রুদ্রো ললাটং, পৃথিবী কুক্ষিস্ত্রৈলোক্যং চরণাঃ, সাংখ্যায়নো গোত্রম্; অশেষপাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ ॥ ৬১

এইরূপে ঋষিচ্ছন্দঃ প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া—

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৬২

এই গায়ত্রী যথাশক্তি (অন্ততঃ ১০ বার) জপ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় হৃদয়াভিমুখ হস্তে, এবং সায়ংসন্ধ্যায় উপুড় হাতে জপ করিতে হয়। (জপের নিয়ম ৪১ পৃঃ)। পরে নিম্নলিখিত প্রত্যেক মন্ত্রে মস্তকে জল দিবে।—

(আত্মরক্ষা)

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষির্জাতবেদা অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম,-মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৬৩

তচ্ছংযোরিত্যস্য শংযুর্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতাঃ শক্করী চ্ছন্দঃ, নমো ব্রহ্মণে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতা জগতী চ্ছন্দঃ; শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছংযো-রা বৃণীমহে ॥ ৬৪ ॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমো অস্ত্বগ্নয়ে ॥৬৫-

---

রুদ্র ললাট, পৃথিবী উদর, ত্রিভুবন চরণ, সাংখ্যায়ন গোত্র, অশেষ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত জপে প্রযোগ হয়। ৬১। ব্যাখ্যাদি ২৭১ ও ২৮৫ পৃঃ। ৬২।

জাতবেদসে এই মন্ত্রের কাশ্যপ ঋষি, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, শান্তিনিমিত্ত জপে প্রয়োগ হয়। ব্যাখ্যাদি ২৮৭ পৃঃ। ৬৩।

তচ্ছমিতি। শং (প্রাপ্তানাং রোগাদীনামুপশমকারণং) যোঃ (আগামিনাং

তৎপরে দিক্ প্রভৃতিকে প্রণাম করিবে—

ওঁ পূর্ব্বাদি-দিগ্‌ভ্যো নমঃ। ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ। ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ ॥ ৬৬

(বিসর্জ্জন)

ওঁ উত্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং ॥ ৬৭

এই মন্ত্রে জল দিবে।

রোগাদীনাং বিয়োগকারণং) তৎ (কর্ম্ম) আবৃণীমহে (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ামহে)। [যোঃ—যু পৃথক্করণে বিচ্ ডণঃ, ২৯৬ পৃঃ ১৫ পং]। ৬৪।

তচ্ছংযোঃ এই মন্ত্রের শংযু ঋষি, বিশ্বদেবগণ দেবতা, শক্করী ছন্দঃ; নমো ব্রহ্মণে এই মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, বিশ্বদেবগণ দেবতা, জগতী ছন্দঃ; শান্তি-নিমিত্ত জপে প্রয়োগ হয়। যাহা উপস্থিত রোগের উপশমনকারি ও ভবিষ্যৎ রোগের প্রশমনকারি, সেই কর্ম্ম প্রার্থনা করি। ৬৪।

নম ইতি। ব্রহ্মণে (বেদায় প্রজাপতয়ে বা) নমঃ অস্তু। অগ্নয়ে নমঃ অস্তু। (নমো অস্তু ইতি "প্রকৃত্যান্তঃপাদম্" ইত্যাদিনা অকারলোপাভাবঃ (মন্ত্রবিশেষস্ত প্রথমপাদোঽয়ম্)। ৬৫।

ব্রহ্মাকে প্রণাম করি ও অগ্নিকে প্রণাম করি। ৬৫।

পূর্ব্বাদি দিক্ সকলকে প্রণাম। দিকের অধিপতিদিগকে প্রণাম। সন্ধ্যাকে প্রণাম। গায়ত্রীকে প্রণাম। সাবিত্রীকে প্রণাম। সরস্বতীকে প্রণাম। সকল দেবতাদিগকে প্রণাম করি। ৬৬।

উত্তম ইতি। ভূম্যাম্ অবস্থিতো যঃ পর্ব্বতঃ মেরুনামকঃ তস্ত মূর্দ্ধনি (উপরি-ভাগে) যৎ উত্তমং শিখরম্ অস্তি, তস্মিন্ ইয়ং গায়ত্রী দেবী তিষ্ঠতি। তস্মাৎ কারণাৎ হে দেবি, ব্রাহ্মণেভ্যঃ (ত্বদুপাসকেভ্যঃ, ত্বদনুগ্রহেণ পরিতুষ্টেভ্যঃ) অনুজ্ঞাতা (অনুজ্ঞানম্ অবাপ্য) যথাসুখং (স্বকীয়সুখম্ অনতিক্রম্য, স্বস্থানে তস্মিন্ উত্তমে শিখরে) গচ্ছ। ৬৬।

(সূর্য্যার্ঘ্য)

এষোঽর্ঘঃ—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ ৬৮

ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ—
এই বলিয়া অর্ঘ্য বা জল দিবে (২৮৯ পৃঃ ৮ পং)।

(সূর্য্যপ্রণাম)

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং, প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ৬৯

শেষে একবার আচমন করিবে।

প্রাতঃসন্ধ্যার পর (শিবপূজাদি করিয়া) উক্তরূপেই ("শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" হইতে সূর্য্যপ্রণাম পর্য্যন্ত) মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, এবং সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

তুমি দীপ্তিশালিনী, তুমি ভূমিতে অবস্থিত সুমেরু পর্ব্বতের মস্তকে উত্তম শিখরে বাস কর (অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্রে অবস্থিত শিরঃস্থ সহস্রদল কমলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া থাক)। হে দেবি, তুমি ব্রাহ্মণদিগের (অর্থাৎ তোমার উপাসকদিগের অনুজ্ঞা) পাইয়া (সুখে সেই স্বস্থানে) গমন কর। ডাঃ।

অনুবাদ—২৮৯ পৃঃ। ৬৮। অনুবাদ।—২৮৯ পৃঃ। ৬৯।

যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ।

(উপনীত যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা এই সন্ধ্যা করিবেন)

দুইবার আচমন (৩১ পৃঃ) ও বিষ্ণুস্মরণ (৩৩ পৃঃ) করিয়া নিম্নলিখিত এক-একটি মন্ত্রে মস্তকে এক-একবার জল প্রোক্ষণ করিবে।—

(মার্জ্জন)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ, স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ৩॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥৪॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥৫॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা,-ত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ৬ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ৭॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ॥ ৮

তৎপরে প্রাতঃসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি বলিবে—

ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষ-মুপাত্তাঘ-প্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চস-কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যা-মুপাস্মহে॥ ৯

ব্যাখ্যাদি। ২৬৫—২৭১ পৃঃ। ১—৮।

উপস্থিত পাপের শান্তির জন্য নারায়ণকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মতেজোলাভের জন্য প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করি। ৯।

(প্রাণায়াম)

ওঁকারস্য ব্রহ্মাঋষি-রগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সর্ব্ব-কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋর্ষি-রগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতাঃ,গায়ত্র্য-ষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্-জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণা-য়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজা-পতিঋর্ষি-র্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ১০

আপনার চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া, বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥১১॥ নাভৌ ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্ব্বক্ত্রং দ্বিভুজম্ অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধরং হংসারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ ১২॥

পরে দক্ষিণ অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসাপুটও টিপিয়া, বায়ু নিরোধ করত বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং

অনুবাদ।—২৭১ পৃঃ। ৯—১১। রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, জপমালা ও কমণ্ডলুধারী, হংসবাহন ব্রহ্মাকে নাভিদেশে ধ্যান করি।১২।

ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ হৃদি বিষ্ণুং শ্যামং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ ১৩॥

তৎপরে বাম নাসাপুট পূর্ব্ববৎ টিপিয়া রাখিয়াই দক্ষিণ নাসাপুট ছাড়িয়া দিয়া, অল্পে অল্পে বায়ু নিঃসারণ করত বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ললাটে রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং দশদোর্দ্দণ্ডং বৃষারূঢ়ং ধ্যায়েয়ং॥ ১৪

(আচমন)

প্রাতঃসন্ধ্যায় মাষ কলাই-পরিমাণ জল লইয়া, নিম্ন মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে (অর্থাৎ মন্ত্র পড়িয়া ঐ জল একবার পান করিয়া, তার পর আর দুইবার ঐরূপ জল লইয়া বিনা-মন্ত্রে পান করিবে)।

ব্রহ্ম ঋষি-রাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-ম মৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৫

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় উক্ত মন্ত্রের পরিবর্ত্তে নিম্ন মন্ত্র পড়িয়া ঐরূপ আচমন করিবে।

শ্যামবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়বাহন বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করি। ১৩।

শ্বেতবর্ণ, পঞ্চবদন, প্রতিবদনে ত্রিনয়নবিশিষ্ট, দশবাহু, বৃষবাহন রুদ্রকে ললাটে ধ্যান করি। ১৪।

বিষ্ণুঋর্ষি-রাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দ আচমনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং,পৃথিবী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি,-র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং॥ যদুচ্ছিষ্ট-মভো-জ্যঞ্চ, যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো,-হসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ১৬

সায়ংসন্ধ্যায় নিম্ন মন্ত্র পড়িয়া উক্তরূপে আচমন করিবে।

রুদ্র ঋষি-রাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ-মকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৭

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

ওঁ (১)। ভূর্ভুবঃ স্বঃ (২)। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (৩)॥

এই তিন মন্ত্রে তিন বার মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে। পরে নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্রেও চারি বার মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে।—

সিন্ধুদ্বীপ ঋষি-রাপো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দ আপো-মার্জ্জনে * বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা

---

* "আপঃ সান্তং পযোবাচি" ইতি বোদ্ধঃ।

ব্যাখ্যাদি।—১৭৫ ও ১৭৭ পৃঃ। ১৫—১৭।

অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥১৮॥ কোকিলো রাজপুত্র ঋষি-রাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দ আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য,-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥১৯

(অঘমর্ষণ)

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে (৩১ পৃঃ ২৩ পং) জলগণ্ডূষ লইয়া নাসিকাগ্রে ধরিয়া (দেহের সমস্ত পাপ নিশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া এই জলে মিশিল, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে)—

অঘমর্ষণ ঋষি-র্ভাববৃত্তির্দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা,-ত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ২০

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জলগণ্ডূষ বামভাগের ভূমিতে কল্পিত শিলাখণ্ডে সবলে নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

(সূর্য্যোপস্থান)

ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ॥২১

ব্যাখ্যাদি।—২৬৬-২৬৭ পৃঃ। ১৮। ব্যাখ্যাদি।—২৬৮। ২০।

হে সূর্য্য, তুমি সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে বিচরণ কর, তুমি সর্ব্বদর্শী, তুমি যজ্ঞ, তুমি আহুতিদানের মন্ত্র, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি রস ও তুমি অমৃত।২১।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, দাঁড়াইয়া—

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

এই গায়ত্রী ৩ বার পড়িয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় ৩ বার, এবং ১ বার পড়িয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ১ বার সূর্য্যের দিকে জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। পরে এক পায়ে দাঁড়াইয়া,—প্রাতঃসন্ধ্যায় এবং সায়ংসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি, ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিবে—

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥২২॥ কুৎস ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥২৩॥ দধ্যঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো, মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং, পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ, পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, * শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ২৪

ব্যাখ্যাদি।—২৮০-২৮১ পৃঃ।২২। ২৩। * ঙং—অনুস্বারের উচ্চারণ বিশেষ।

তচ্চক্ষুরিতি। (অনেন মন্ত্রেণ যো মহাবীরঃ অস্মাভিঃ স্তুতঃ) তৎ চক্ষুঃ (জগতাং নেত্রভূতম্ আদিত্যাত্মকং) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বস্যাং দিশি) উচ্চরৎ (উচ্চরতি, উদেতি)। কীদৃশং? তৎ দেবহিতং (দেবৈর্হিতং স্থাপিতং, যদ্বা দেবানাং হিতং

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সৌত্রামণ্য-বভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্ বয়ং তমসস্পরি, স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রা সূর্য্য,-মগন্ম জ্যোতি-রুত্তমং ॥ ২৫ ॥ সূর্য্য ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভূরসি, শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি,

---

প্রিয়ম্)। শুক্রং (শুক্লং, পাপাসংস্পৃষ্ট, শোচিষ্মৎ বা); তস্য প্রসাদাৎ শতং শরদঃ (বর্ষাণি) বয়ং পশ্যেম (শতবর্ষপর্য্যন্তং বয়ম্ অব্যাহতচক্ষুরিন্দ্রিয়া ভবেম)। শতং শরদঃ জীবেম (অপরাধীনজীবনা ভবেম)। শতং শরদঃ শৃণুয়াম (স্পষ্ট-শ্রোত্রেন্দ্রিয়া ভবেম)। শতং শরদঃ প্রব্রবাম (অস্খলিতবাগিন্দ্রিয়া ভবেম)। শতং শরদঃ অদীনাঃ স্যাম (ন কস্যাপ্যগ্রে দৈন্যং কুর্য্যাম)। শতাৎ শরদঃ (শতবর্ষোপর্য্যপি) ভূয়শ্চ (বহুকালং—পশ্যেমেত্যাদি যোজ্যম্)। [উচ্চরৎ—লেট্ তিপ্ "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" ইতি ইকারলোপঃ, "লেটোঽডাটৌ" ইতি অট্ আগমঃ। পশ্যেমেত্যাদি—প্রার্থনায়াং লিঙ্। শরদঃ অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া]। ২৪।—অস্য মন্ত্রস্য ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ইতি সায়ণভাষ্যে উক্তম্।

অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্ (দধীচি) ঋষি, সূর্য্য দেবতা, পুর-উষ্ণিক্ ছন্দঃ, মহাবীর যাগের আদিতে ও অন্তে শান্তিকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (যাঁহাকে আমরা স্তব করিতেছি) সেই দেবগণের প্রিয়, পবিত্রমূর্ত্তি, জগতের নেত্ররূপ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিতেছেন। (তাঁহার প্রসাদে) আমরা যেন শত বৎসর ধরিয়া ভালরূপ দেখিতে পাই, শত বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করি, শত বৎসর ধরিয়া ভালরূপ শুনিতে পাই, শত বৎসর ধরিয়া ভালরূপ কথা কহিতে পারি, শত বৎসর ধরিয়া কাহারও নিকট হীন না হই, শত বৎসরের পরেও বহুকাল ধরিয়া যেন ঐরূপ হই। ২৪।

প্রস্কণ্ব ঋষি, সূর্য্য দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সৌত্রামণীযাগান্তে স্নানকালে সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। ব্যাখ্যাদি ৩০৯ পৃঃ। ২৫।

স্বয়ম্ভূরিতি। হে সূর্য্য, ত্বং স্বয়ম্ভূঃ (অকৃতকঃ, স্বয়ংসিদ্ধঃ) অসি (ভবসি)। শ্রেষ্ঠঃ (প্রশস্যতমঃ) রশ্মিঃ (মণ্ডলশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভাখ্যোঽসি,—সূর্য্যস্য সপ্ত রশ্ময়ঃ সন্তি; চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারঃ, এক উপরি, এক অধস্তাৎ, সপ্তমো মণ্ডলাভিমানী হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষঃ, স শ্রেষ্ঠঃ; স ত্বম্ অসি)। যতস্ত্বং বর্চ্চোদাঃ অসি (তেজসো

বর্চ্চো মে দেহি, সূর্য্যস্যাবৃত-মন্বাবর্ত্তে ॥২৬॥ হিরণ্যস্তূপাঙ্গিরা ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ২৭

অঙ্গন্যাস—ওঁ (বলিয়া হৃদয়), ভূ (বলিয়া মস্তক), ভুঃ (বলিয়া শিখা), বঃ (বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ), স্বঃ (বলিয়া দক্ষিণ করতল ও তৎপৃষ্ঠ দ্বারা বাম করতল ও তৎপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া তলে তলে আঘাত করিবে—৪০ পৃঃ ৬ পং)। এইরূপ আর দুইবার করিবে।

(গায়ত্রীধ্যান)

(প্রাতঃসন্ধ্যায়)

ওঁ কুমারীং রক্তাঙ্গীং রক্তবাসসং ত্রিনেত্রাং বরদাঙ্কুশাক্ষমালাকমণ্ডলুধরাং হংসারূঢ়াম্ ঋগ্বেদসহিতাং ব্রহ্মদেবত্যাং ভূর্লোকব্যবস্থিতাম্ আদিত্যপথগামিনীং গায়ত্রীমাবাহয়িষ্যে।

দাতাসি), অতঃ মে (মহ্যং) বর্চ্চঃ (ব্রহ্মবর্চ্চসং) দেহি। (আবর্ত্তনম্ আবৃৎ) সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনীম্ আবৃতম্ (আবর্ত্তনম্) অনু (অনুসৃত্য) অহমপি আবর্ত্তে (প্রাদক্ষিণ্যেন আবর্ত্তনং করোমি)। ২৬।

সূর্য্য ঋষি, সূর্য্য দেবতা, (ছন্দঃ নাই), সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। হে সূর্য্য, তুমি স্বতঃসিদ্ধ, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিরণ অর্থাৎ মণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভনামক রশ্মি; তুমি তেজঃপ্রদ, অতএব আমাকে তেজ দাও। সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আমিও সেইরূপ প্রদক্ষিণের ফল যেন পাই। ২৬।

হিরণ্যস্তূপ অঙ্গিরা ঋষি, সূর্য্য দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। ব্যাখ্যাদি ৩০০ পৃঃ। ২৭।

(মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়)

ওঁ যুবতীং শ্বেতাঙ্গীং শ্বেতবাসসং ত্রিনেত্রাং পাশাঙ্কুশ-ত্রিশূলডমরুহস্তাং বৃষারূঢ়াং যজুর্ব্বেদসহিতাং রুদ্রদেবত্যাং ভুবর্লোকব্যবস্থিতাম্ আদিত্যপথগামিনীং সাবিত্রী-মাবাহয়িষ্যে।

(সায়ংসন্ধ্যায়)

ওঁ বৃদ্ধাং কৃষ্ণাঙ্গীং কৃষ্ণবাসসং ত্রিনেত্রাং শঙ্খচক্র-গদাপদ্মহস্তাং গরুড়ারূঢ়াং সামবেদসহিতাং বিষ্ণুদেবত্যাং স্বর্লোকব্যবস্থিতাম্ আদিত্যপথগামিনীং সরস্বতী-মাবা-হয়িষ্যে॥ ২৮

(আবাহন)

দেবা ঋষয়ো শুক্রং দৈবতং গায়ত্রী চ্ছন্দঃ গায়ত্র্যা-বাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি, প্রিয়ং দেবানা-মনাধৃষ্টং দেবযজনং॥ ২৯

প্রাতে কুমারী ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রীকে, মধ্যাহ্নে যুবতী শিবরূপিণী সাবিত্রীকে, এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধা বিষ্ণুরূপিণী সরস্বতীকে আবাহন করি (গায়ত্রীহৃদয় দেখ)। ২৮।

তেজোঽসীতি। হে গায়ত্রি, ত্বং তেজোঽসি (ব্রহ্মতেজঃস্বরূপাসি)। শুক্র-মসি (সবিতৃরূপত্বাৎ দীপ্তিমত্যসি)। অমৃতমসি (অমৃতমিব অমরত্বপ্রদাসি, মুক্তিদা অসি)। ধাম (ধীয়তে স্থাপ্যতে চিত্তবৃত্তিদেবৈরস্যেতি ধাম, উপাসকৈ-শ্চিন্তনীয়াসি)। তথা নাম (নাময়তি আত্মানং প্রতি সর্ব্বানিতি নাম, সর্ব্বৈঃ প্রণম্যাসি)। দেবানাম্ (উপাসকানাং) প্রিয়ম্ (ইষ্টম্) অনাধৃষ্টম্ (অনভি-ভূতং) দেবযজনং (দেবাঃ ইজ্যন্তে অনেনেতি দেবযজনং, যাগসাধনং বৈদিকমন্ত্র-জাতং ত্বমসি—সর্ব্বমন্ত্রময়ত্বাৎ)। ২৯।

দেবতারা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, শুক্র দেবতা, গায়ত্রীর আবাহনে প্রয়োগ হয়। তুমি ব্রহ্মতেজ, তুমি দীপ্তিমতী, তুমি মুক্তিপ্রদা, তুমি চিন্তনীয়া, তুমি প্রণম্যা, তুমি দেবতাদিগের প্রিয় ঈশ্বরোপাসনার মন্ত্র। ২৯।

(জপ)

বিমল ঋষিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে * ॥ ৩০ ॥ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ গায়ত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ।

---

* ব্যাসঃ—"তেজোঽসীতি চ মন্ত্রেণ গায়ত্রীমাবাহয়েত্ততঃ। উপস্থায় তুরীয়েণ নমস্কৃত্য জপেত্তু তাম্॥" তুরীয়েণ গায়ত্র্যসীত্যাদিনা পরোরজস্ ইত্যন্তেন মন্ত্রেণ।—আহ্নিকতত্ত্ব।

গায়ত্রীতি। (যতশ্চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, অতঃ অষ্টৌ অষ্টৌ অক্ষরাণি তস্যা একৈকম্ পদম্। তত্র ভূম্যন্তরীক্ষদ্যুরূপাণি অষ্টৌ অক্ষরাণি প্রথমং পদম্, ঋগ্‌যজুঃসামরূপাণি অষ্টৌ অক্ষরাণি দ্বিতীয়ং পদম্, প্রাণাপানব্যানরূপাণি অষ্টৌ অক্ষরাণি তৃতীয়ং পদম্। 'অথাস্যা এতদেব তুরীয়ং পদং, য এষ আদিত্যস্তপতি। অতএব উচ্যতে) হে গায়ত্রি ত্বম্ একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চ অসি। (য ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ, সোঽস্যাঃ প্রথমং পদমাপ্নুয়াৎ; যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, যস্তাবতীং, প্রতিগৃহ্লীয়াৎ, সোঽস্যা দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ; যাবদিদং প্রাণিজাতং, যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ সোঽস্যাস্তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ; অথাস্যা যৎ তুরীয়ং পদং, য এষ তপতি, নৈতৎ কেনচন আপ্যম্। অতএব উচ্যতে—) অপৎ অসি, যতো ন হি পদ্যসে (ন আপ্যসে,—ন পদ্যতে আপ্যতে ইতি অপৎ)। তে (তব) তুরীয়ায় পদায় (আদিত্যরূপায়) নমঃ। কীদৃশায়? দর্শতায় (দর্শনীয়ায়, দূরাপত্বাৎ কেবলং দৃশ্যমানায়)। পরোরজসে (রজোগুণাতীতায়, শুদ্ধসত্ত্বময়ায়)। [দর্শতায়—দৃশধাতোঃ "ভৃ-মৃ-দৃশি-যজি-পর্ব্বি-পচ্যমি-তমি-নমি-হর্য্যেভ্যোঽতচ্" ইতি কর্ম্মণি অতচ্]। ৩০।

বিমল ঋষি, পরমাত্মা দেবতা, (ছন্দঃ নাই), গায়ত্রীর উপাসনায় প্রয়োগ হয়। হে গায়ত্রি, তুমি একপদী (অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ত্রিভুবন তোমার প্রথম পদ), তুমি দ্বিপদী (অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম এই ত্রিবেদ তোমার দ্বিতীয়

ওঁ ভূর্ভুর্বঃ; তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৩১ *

এই গায়ত্রী (অন্ততঃ ১০ বার) জপ করিবে। প্রাতঃকালে চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখ হস্তে, এবং সায়াহ্নে উপুড় হাতে জপ করিবে। (জপের নিয়ম ৪১ পৃঃ)।

* উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে এই সাবিত্রী দেওয়া হয়, ইহাকে গায়ত্রী সাবিত্রী বলে। পারস্করসূত্রে ক্ষত্রিয়কে ত্রিষ্টুপ্ সাবিত্রী ও বৈশ্যকে জগতী সাবিত্রী দিবারও বিধি আছে। অতএব উপনয়নকালে যিনি যে সাবিত্রীতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি এই স্থানে সেই সাবিত্রীই জপ করিবেন।

ত্রিষ্টুপ্ সাবিত্রী যথা—

বৃহস্পতিঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেব সবিতঃ প্রস্থব যজ্ঞং,
প্র স্থব যজ্ঞপতিং ভগায়।
দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ,
পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু ॥

ব্যাখ্যা—হে দেব সবিতঃ, যজ্ঞং প্রস্থব (প্রকর্ষেণ প্রেরয়)। যজ্ঞপতিং (যজমানং) চ ভগায় (সৌভাগ্যায়) প্রস্থব। কিঞ্চ দিব্যঃ (দিবি ভবঃ, স্বর্গস্থঃ) কেতপূঃ (কেতং পরচিত্তে বর্ত্তমানং জ্ঞানং পুনাতি শোধয়তীতি কেতপূঃ) গন্ধর্ব্বঃ (গাং বাচং ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ—সবিতা) নঃ (অস্মাকং) কেতং (চিত্তবর্ত্তি জ্ঞানং) পুনাতু (ব্রহ্মবিবর্দ্ধনেন শোধয়তু)। বাচঃ পতিঃ (বাণ্যাঃ পতিঃ সবিতা) নঃ (অস্মাকং) বাচং স্বদতু (স্বাদয়তু, অস্মদুক্তা বাক্

পদ), তুমি ত্রিপদী (অর্থাৎ প্রাণ অপান ব্যান এই তিন বায়ু তোমার তৃতীয় পদ), তুমি চতুষ্পদী (অর্থাৎ সূর্য্য তোমার চতুর্থ পদ)। তুমি অপদ্ (অর্থাৎ অপ্রাপ্য; যেহেতু তোমাকে অনায়াসে পাওয়া যায় না)। তোমার ঐ যে দর্শনীয় রজোগুণাতীত চতুর্থ পদ (অর্থাৎ সূর্য্য), তাঁহাকে প্রণাম করি। ৩০।

ব্যাখ্যাদি—২৭১ ও ২৮৫ পৃঃ। ৩১।

(বিসর্জ্জন)

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং ॥ ৩২

এই মন্ত্রে জল দিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে জল দিবে।—

তস্মৈ রোচতামিত্যর্থঃ)॥ অনুবাদ।—হে দেব সবিতঃ, তুমি যজ্ঞকে আমাদের নিকট প্রেরণ কর। যে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে সৌভাগ্যশালী কর। যিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, যিনি পরকীয় জ্ঞানকে বিশুদ্ধ করেন, যিনি বাক্যকে ধারণ করেন, সেই সবিতা আমাদিগের জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত করিয়া বিশুদ্ধ করুন, এবং যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাতা সেই সবিতা আমাদিগের বাক্যকে তাঁহার প্রীতিকর করিয়া লউন।

জগতী সাবিত্রী যথা—

শ্যাবাশ্ব ঋষির্জগতী চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ,
প্রাসাবীদ্ ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যো-
ঽনু প্রযাণ-মুষসো বিরাজতি ॥

ব্যাখ্যা—কবিঃ (বিদ্বান্) বরেণ্যঃ (পূজনীয়ঃ) সবিতা বিশ্বা (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) রূপাণি (বস্তূনি) প্রতিমুঞ্চতে (প্রকাশয়তি)। দ্বিপদে (মনুষ্যাদয়ে) চতুষ্পদে (গবাদয়ে) ভদ্রং (কল্যাণং) প্রাসাবীৎ (প্রেরিতবান্)। নাকং (স্বর্গং) বি অখ্যৎ (ব্যখ্যৎ—প্রকাশিতবান্)। উষসঃ (উষাকালস্য) প্রয়াণং (গমনম্) অনু (পশ্চাৎ) বিরাজতি (প্রকাশতে)॥ অনুবাদ।—সর্ব্বজ্ঞ ও পূজনীয় সবিতা সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতেছেন। মনুষ্যাদি ও গবাদির জন্য কল্যাণ প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গকে প্রকাশ করিয়াছেন। এবং উষাকালের অন্তর্দ্ধানের পর স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন।

অনুবাদ।—৩১৭ পৃঃ (উত্তরে—উত্তমে)। ৩২।

ওঁ নমো দিগ্‌ভ্যঃ। ওঁ নমো দিগ্দেবতাভ্যঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ওঁ নমঃ পৃথিব্যৈ। ওঁ নম ওষধীভ্যঃ। ওঁ নমোঽগ্নয়ে। ওঁ নমো বাচে। ওঁ নমো বাচস্পতয়ে। ওঁ নমো বিষ্ণবে। ওঁ নমো মহতে। ওঁ নমোঽদ্ভ্যঃ। ওঁ নমোঽপাংপতয়ে। ওঁ নমো বরুণায়। *

(সূর্য্যার্ঘ্য)

এষোঽর্ঘঃ—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ ৩৩
ওঁ সূর্য্যায় নমঃ।

এই বলিয়া অর্ঘ্য বা জল দিবে (২৮৯ পৃঃ ৮পং)।

(সূর্য্য-প্রণাম)

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥ ৩৪

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি-নাশ-হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে॥ ৩৫

তৎপরে ১ বার আচমন করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর (শিব-পূজাদি করিয়া) উক্তরূপেই ("শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" হইতে সূর্য্য-প্রণাম পর্য্যন্ত) মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, এবং সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

---

* মন্ত্রটিই এইরূপ (সুতরাং "দিগ্‌ভ্যো নমঃ" ইত্যাদি বলিবে না)। অনুবাদ।—২৮৯ পৃঃ। ৩৩। ৩৪।

যিনি জগতের একমাত্র প্রকাশক, জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, বেদময়, ত্রিগুণে ত্রিবিধ-মূর্ত্তিধারী (অর্থাৎ রজোগুণে ব্রহ্মমূর্ত্তি, সত্ত্বগুণে বিষ্ণুমূর্ত্তি, এবং তমোগুণে রুদ্রমূর্ত্তিধারী), সেই সূর্য্যকে প্রণাম করি। ৩৫।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

(অর্থাৎ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ)

[সমর্থ হইলে ব্রহ্মযজ্ঞ, গায়ত্রীশাপোদ্ধার, গায়ত্রীহৃদয় ও গায়ত্রীকবচ পাঠ করিবে।]

মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিয়া, সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে, * পূর্ব্বাগ্র কুশের উপর পূর্ব্বমুখে বসিয়া (বাম করতলের উপর পবিত্র অর্থাৎ সাগ্রকুশ-পত্রদ্বয় ও তদুপরি দক্ষিণ করতল অধোমুখে রাখিয়া এবং বামপদের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া) অগ্রে "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"—এই গায়ত্রী পাঠ করিয়া, পরে চতুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে (সর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণেই ঋগ্বেদাদিক্রমে পাঠ করিবেন)। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে সামবেদী ও যজুর্ব্বেদীরা ঋষ্যাদি স্মরণ করিবেন (ঋগ্বেদীর সেরূপ নিয়ম নাই) সামবেদী ও যজুর্ব্বেদীর ঋষ্যাদির প্রভেদ তত্তৎপদ্ধতিতে লিখিত আছে।

(ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র)

সামবেদী—অগ্নিমীড়-ইত্যস্য মধুচ্ছন্দা ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দোঽগ্নি-দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

যজুর্ব্বেদী—ঋগ্বেদাদিমন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দা ঋষি-রগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধা-তমং॥ ১

---

* ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরা যদি নিত্য তর্পণ করেন, তাহা হইলে অগ্রে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া, পরে তর্পণ ও সূর্য্যার্ঘ্যদান করিবেন।

অগ্নিমীড় ইতি। অগ্নিম্ (অগ্নিনামকং দেবম্) ঈড়ে (স্তৌমি)। কীদৃ-

(যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র)

সাম—ইষে-ত্বেত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি-রুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

যজুঃ—যজুর্ব্বেদাদিমন্ত্রস্য পরমেষ্ঠী ঋষিঃ শাখা-বৎস-গাবো দেবতা উষ্ণিক্ ছন্দঃ শাখাচ্ছেদন-সন্নয়ন-বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ, দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ২

শম্ অগ্নিম্? যজ্ঞস্য পুরোহিতং (যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি, যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগে আহবনীয়রূপেণ অবস্থিতম্)। পুনঃ কীদৃশম্? দেবং (দানাদিগুণযুক্তম্)। পুনঃ কীদৃশম্? হোতারম্ ঋত্বিজম্ (দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামক ঋত্বিক্ অগ্নিরেব, তথাচ শ্রূয়তে "অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা" ইতি)। পুনরপি কীদৃশম্? রত্নধাতমম্ (যাগফলরূপাণাং রত্নানাম্ অতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা)। [ঈড় স্তুতৌ ইতি ধাতুঃ, ডকারস্য ড়কারঃ বহ্বৃচাধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রাপ্তঃ, তথাচ পঠ্যতে "অজ্ মধ্যস্থডকারস্য ড়কারং বহ্বৃচা জগুঃ। অজ্ মধ্যস্থঢকারস্য ঢ়কারং বৈ যথাক্রমম্" ইতি। রত্নধাতমং—রত্নানি দধাতীতি বিগ্রহে রত্নধা শব্দঃ, ততঃ তমপ্ প্রত্যয়ঃ]। ১।

যিনি যজ্ঞভূমির পূর্ব্বভাগে স্থাপিত হন, যিনি দীপ্যমান, যিনি হোতৃনামে পুরোহিত, এবং যিনি যজ্ঞফলরূপ রত্নের সমধিকরূপে দানকর্ত্তা, সেই অগ্নিকে আমি স্তব করি। ১।

ইষে ইতি। (হে শাখে) ইষে (বৃষ্টৈ্য) ত্বা (ত্বাং—ছিনদ্মীতি শেষঃ)। (হে শাখে) ত্বা (ত্বাং—সংনয়ামি), কিমর্থম্? উর্জ্জে (অন্নায়)। (হে বৎসাঃ) যূয়ং বায়বঃ স্থ (মাতৃভ্যঃ সকাশাৎ অন্যত্র গন্তারো ভবত; মাতৃভিঃ সহ গমনে সতি সায়ংদোহো ন লভ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ)। (হে গাবঃ) সবিতা (সর্ব্বেষাং প্রেরয়িতা) দেবঃ (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) বঃ (যুষ্মান্) প্রার্পয়তু (প্রভূততৃণোপেতং বনং গময়তু), কিমর্থম্? শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে (চতুর্ব্বিধং কর্ম্ম—অপ্রশস্তং প্রশস্তং শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতমঞ্চেতি; লোকবিরুদ্ধং বধবন্ধনচৌর্য্যাদিকম্

(সামবেদের প্রথম মন্ত্র)

সাম—অগ্ন-আয়াহীত্যস্য গৌতম ঋষির্গায়ত্রী ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

যজুঃ—সামবেদাদিমন্ত্রস্য গৌতম ঋষি-রগ্নির্দেবতা গায়ত্রী ছন্দো ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্য-দাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩

অপ্রশস্তং, লোকৈঃ শ্লাঘনীয়ং বন্ধুবর্গপোষণাদিকং প্রশস্তং, স্মৃত্যুক্তং বাপীকূপ-তড়াগাদিকং শ্রেষ্ঠং, বেদোক্তং যজ্ঞরূপং শ্রেষ্ঠতমমিতি "যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম্ম" ইতি শ্রুতেঃ, তস্মৈ যজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠানায়)। [ইষে—ইষ্যতে কাঙ্ক্ষ্যতে সর্ব্বৈঃ ব্রীহ্যাদিধান্যনিষ্পত্তয়ে সা ইট্, ইষধাতোঃ কর্ম্মণি ক্বিপ্। উর্জ্জে—উর্জ্জ বল-প্রাণনয়োঃ ক্বিপ্। বায়বঃ—বা গতৌ উণ্]। ২।

(হে শাখে) তোমাকে বৃষ্টির জন্য (ছেদন করি), এবং অন্নের জন্য তোমাকে (লইয়া যাই,—অর্থাৎ তোমার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিব, সেই আহুতি সূর্য্যলোকে যাইবে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হইবে এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হইবে)। (হে বৎসগণ) তোমরা (তোমাদের মাতার নিকট হইতে) চলিয়া যাও (অর্থাৎ এখন তোমরা গাভীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে আমরা সায়ংকালে দুগ্ধ পাইব না, তাহা না পাইলে পরদিন হোমের জন্য ঘৃত প্রস্তুত হইবে না। (হে গাভীগণ) আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য সবিতা দেব তোমা-দিগকে (প্রচুর-তৃণপূর্ণ বনে) প্রেরণ করুন (অর্থাৎ তৃণ ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ দিয়া আমাদের যজ্ঞকর্ম্মে সহায়তা কর)। ২।

অগ্ন ইতি। হে অগ্নে, ত্বম্ আয়াহি (অস্মদ্‌যজ্ঞং প্রতি আগচ্ছ)। কিমর্থম্? বীতয়ে (হবিষাং ভক্ষণায়)। কীদৃশঃ সন্? গৃণানঃ (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ,—যাত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ)। পুনশ্চ কিমর্থম্? হব্যদাতয়ে (দেবেভ্যো হবিঃপ্রদানায়)। (আগত্য চ) হোতা (দেবানাম্ আহ্বাতা সন্) বর্হিষি (আস্তীর্ণে দর্ভে) নিষৎসি (নিষীদ, সদেশ্ছান্দসঃ শপো লুক্, ব্যবহিতোপসর্গ-সম্বন্ধঃ)। ৩।

হে অগ্নে, তুমি আহুতিভক্ষণের জন্য এবং দেবতাদিগকে উহা দিবার জন্য

(অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র)

সাম—শন্নো-দেবীবিত্যস্য পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দ আপো দেবতাঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

যজুঃ—অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষি-রাপো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়,-আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ *॥ ৪

দ্রষ্টব্য।—অবগাহন-স্নানে অসমর্থ হইলে "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি ৩টি মন্ত্রে (২০৩ পৃঃ ৬ পং) মার্জ্জন করিবে॥ "উদু ত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রে (২৮০ পৃঃ) সাত বার সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিলে মনোদুঃখ দূর হয়॥ আকন্দের পল্লব হাতে করিয়া "চিত্রং দেবানা" ইত্যাদি মন্ত্রে (২৮১ পৃঃ) ত্রিসন্ধ্যায় সূর্য্যের উপাসনা করিলে দুঃস্বপ্ন-দর্শনজন্য দোষ নষ্ট হয় এবং ধন ও আয়ুও প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ যাত্রাকালে "জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র (২৮৭ পৃঃ) পাঠ করিলে পথে কোনও ভয় থাকে না, এবং কুশলে প্রত্যাগমন করা যায়।

---

* ব্যাখ্যা ও অনুবাদ।—২৯৬ পৃঃ। সামবেদে এই মন্ত্রের পাঠ—শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু ইত্যাদি। সেই জন্য সামবেদীরা এই মন্ত্রকে সর্ব্বত্র আপন বেদোক্তরূপেই পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে সেরূপ পাঠ না করিয়া এইরূপ পাঠই করিতে হইবে। যেহেতু এখানে সামবেদীয়-মন্ত্ররূপে পাঠ্য নহে, অথর্ব্ববেদের মন্ত্ররূপেই পাঠ্য হইতেছে। অতএব অথর্ব্ববেদের পাঠই এখানে সর্ব্ববেদীকে গ্রহণ করিতে হইবে। গোতমাপস্তম্বৌ—"একাম্বচমেকং বা যজুরেকং বা সামাভিব্যাহরেদিতি।" রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—"এতদনুসারেণ অনিরুদ্ধভট্টেন চতুর্ব্বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং লিখিতম্।" বস্তুতঃ "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদের আদি মন্ত্র নহে, ১ম কাণ্ডের ১ম অনুবাকের ৬ষ্ঠ সূক্তের আদি মন্ত্র।

এস। এবং প্রার্থিত হইয়া (অর্থাৎ আমাদের প্রার্থনায়) হোতা হইয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর ব'স। ৩।

গায়ত্রীশাপোদ্ধার। *

(প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রীজপের পূর্ব্বে অথবা সন্ধ্যারম্ভের পূর্ব্বে পাঠ্য)

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষি-র্গায়ত্রী ছন্দো ব্রহ্ম দেবতা ব্রহ্মশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং। পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা॥ গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্ বিমুক্তা ভব। ১

গায়ত্র্যা বশিষ্ঠশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্ম বিষ্ণু-রুদ্রা দেবতা বশিষ্ঠশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্ম-জ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু-বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ॥
গায়ত্রী ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব। ২

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষি-রনুষ্টুপ্, ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বিশ্বামিত্রশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

---

* ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র—ইঁহারা এক এক সময়ে স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিবার শক্তি লাভার্থে গায়ত্রীর উপাসনা করিয়াছিলেন। গায়ত্রী প্রত্যক্ষ হইয়াও তাঁহাদের সে অভীষ্ট পূর্ণ না করায়, তাঁহারা ক্রুদ্ধা হইয়া শাপ দেন যে, তুমি হতপ্রভাবা হও। তাহাতে দেবতারা আসিয়া অনুনয় বিনয় করিলে তাঁহারা বলেন যে, এই এই মন্ত্র পাঠ করিলে গায়ত্রী আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

গায়ত্রীর ব্রহ্মশাপমোচন মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, ব্রহ্ম দেবতা, ব্রহ্মশাপমোচনে প্রয়োগ হয়। হে গায়ত্রি, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই তুমি; ব্রহ্মজ্ঞানীরা তোমাকে এইরূপ জানেন। নির্ম্মলান্তঃকরণ পণ্ডিতেরা তোমাকে এইরূপই দেখেন। হে গায়ত্রি, তুমি ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হও। ১।

গায়ত্রীর বশিষ্ঠশাপমোচন মন্ত্রের বশিষ্ঠ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র দেবতা, বশিষ্ঠশাপমোচনে প্রয়োগ হয়। আমি সূর্য্যের জ্যোতি ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মার জ্যোতি শিব, আমি শিবের জ্যোতি বিষ্ণু, এবং আমি বিষ্ণুর জ্যোতি শিব। হে গায়ত্রি, তুমি বশিষ্ঠশাপ হইতে মুক্ত হও। ২।

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি বিন্ধ্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥
গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব। ৩

গায়ত্রী-হৃদয়।

(গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে, অঙ্গন্যাসের পরে পাঠ্য)

ওঁ নমস্কৃত্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বয়ম্ভুবং পরিপৃচ্ছতি। ত্বং ব্রূহি ব্রহ্মন্ গায়ত্র্যুৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিং প্রকৃতিং পরিপৃচ্ছামি। ১। শ্রীভগবানুবাচ। প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্তু পরং জ্যোতিঃ। কঃ পুরুষঃ? স্বয়ম্ভুর্বিষ্ণুরিতি। সোঽপঃ সৃজতি। অথ তাস্বপ্সু অঙ্গুল্যা মন্থয়তে। মথ্যমানাৎ ফেনো ভবতি। ফেনাদ্ বুদ্বুদো ভবতি। বুদ্বুদাদণ্ডং ভবতি। অণ্ডাদ্ বায়ুর্ভবতি। বায়োরগ্নির্ভবতি। অগ্নেরোঙ্কারো ভবতি। ওঙ্কারাদ্-

---

গায়ত্রীর বিশ্বামিত্রশাপমোচন মন্ত্রের বিশ্বামিত্র ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, গায়ত্রী দেবতা, বিশ্বামিত্রশাপমোচনে প্রয়োগ হয়। হে দেবি, হে তেজোময়ি, হে তত্ত্বজ্ঞানময়ি, হে সন্ধ্যাস্বরূপে, হে সরস্বতি, হে জরারহিতে, হে মরণবর্জ্জিতে, হে বেদমাতঃ, তোমাকে প্রণাম করি। হে গায়ত্রি, তুমি বিশ্বামিত্রশাপ হইতে মুক্ত হও। ৩।

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্রহ্মন্, আপনি বলুন, আমি গায়ত্রীর উৎপত্তি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। যাঁহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করি। ১। ভগবান্ বলিলেন। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত তমোগুণাতীত পরম জ্যোতিঃ নিত্য বর্ত্তমান আছেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কে? স্বতঃসিদ্ধ বিষ্ণু। তিনি জল সৃষ্টি করিলেন। তার পর সেই জল অঙ্গুলি দ্বারা মন্থন করিলেন। মন্থন করা হেতু ফেনা হইল। ফেনা হইতে বুদ্বুদ হইল। বুদ্বুদ হইতে অণ্ড হইল।

ব্যাহৃতির্ভবতি। ব্যাহৃতা গায়ত্রী ভবতি। গায়ত্র্যাঃ সাবিত্রী ভবতি। সাবিত্র্যাঃ সরস্বতী ভবতি। সরস্বত্যা বেদা ভবন্তি। বেদেভ্যো ব্রহ্মা ভবতি। ব্রহ্মণো লোকা ভবন্তি। তস্মাল্লোকাঃ প্রবর্ত্তন্তে চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব্বে তে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে। যথাগ্নির্দেবানাং, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং, মেরুঃ শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, বসন্ত ঋতূনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাম্, এবমসৌ মুখ্যা। গায়ত্র্যা গায়ত্রী চ্ছন্দো ভবতি। ২। কিং বৈ ভূঃ। কিং ভুবঃ? কিং স্বঃ? কিং মহঃ? কিং জনঃ? কিং তপঃ? কিং সত্যং? কিং তৎ? কিং সবিতুঃ? কিং বরেণ্যং? কিং ভর্গঃ? কিং দেবস্য? কিং ধীমহি? কিং ধিয়ঃ? কিং য়ঃ? কিং নঃ? কিং প্রচোদয়াৎ।৩। ভূরিতি ভূর্লোকো, ভুব ইত্যন্তরিক্ষলোকঃ, স্বরিতি স্বর্লোকো, মহরিতি মহর্লোকো, জন ইতি জনলোক,-স্তপ ইতি তপোলোকঃ, সত্যমিতি সত্যলোকঃ, ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রৈলোক্যম্। তদিতি

অণ্ড হইতে বায়ু হইল। বায়ু হইতে অগ্নি হইল। অগ্নি হইতে ওঙ্কার প্রকাশিত হইল। ওঙ্কার হইতে ব্যাহৃতি প্রকাশিত হইল। ব্যাহৃতি হইতে গায়ত্রী হইল। গায়ত্রী হইতে সাবিত্রী হইল। সাবিত্রী হইতে সরস্বতী হইল। সরস্বতী হইতে বেদ হইল। বেদ হইতে ব্রহ্মা হইল। ব্রহ্মা হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন হইল। সেই হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বেদ চারিটি; তাহাদের আবার অঙ্গ, উপনিষদ্ ও ইতিহাস আছে। তৎসমুদায়ই গায়ত্রী হইতে উৎপন্ন। অগ্নি যেমন দেবতাদিগের প্রধান, ব্রাহ্মণ যেমন মনুষ্যগণের প্রধান, সুমেরু যেমন পর্ব্বতগণের প্রধান, গঙ্গা যেমন নদীগণের প্রধান, বসন্ত যেমন ঋতুগণের প্রধান, ব্রহ্মা যেমন প্রজাপতিগণের প্রধান, সেইরূপ গায়ত্রী সকলের প্রধান। গায়ত্রীর ছন্দঃ গায়ত্রী। ২। ভূঃ কি? ভুবঃ কি? স্বঃ কি? মহঃ কি? জন কি? তপঃ কি? সত্য কি? তৎ কি? সবিতুঃ কি? বরেণ্যং কি? ভর্গঃ কি? দেবস্য কি? ধীমহি কি? ধিয়ঃ কি? য়ঃ কি? নঃ কি? প্রচোদয়াৎ কি? ।৩। ভূঃ বলিতে ভূর্লোক, ভুবঃ বলিতে অন্তরীক্ষ লোক, স্বঃ বলিতে স্বর্গলোক, মহঃ

তেজঃ; যত্তেজঃ সোঽগ্নিঃ, সবিতাদিত্যোঽয়ং বৈ বরেণ্যম্, অন্নমেব প্রজাপতিঃ। ভর্গ ইত্যাপো বৈ ভর্গঃ, যদাপস্তৎ সর্ব্বদেবতাঃ। দেবস্য সবিতুর্দেবো বা যঃ পুরুষঃ স বিষ্ণুঃ। ধীমহীত্যৈশ্বর্য্যং, যদৈশ্বর্য্যং স প্রাণ ইত্যধ্যাত্মং, যদধ্যাত্মং তৎ পরমং পদং, তন্মহেশ্বরঃ। ধিয় ইতি মহীতি, পৃথিবী মহী। যো নঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ, কাম ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে। যো নৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্যাঃ স পরো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী। ৪। কিংগোত্রা? কত্যক্ষরা? কতিপাদা? কতিকুক্ষিঃ? কতিশীর্ষা। ৫। সাঙ্খ্যায়নগোত্রা, চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী, ত্রিপদা, ষট্‌কুক্ষিঃ, পঞ্চশীর্ষা। ৬। কেঽস্যাস্ত্রয়ঃ পাদা ভবন্তি? কা অস্যাঃ ষট্ কুক্ষয়ঃ? কানি চ পঞ্চ শীর্ষাণি? । ৭। ঋগ্বেদোঽস্যাঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি, যজুর্ব্বেদো দ্বিতীয়ঃ, সাম-

---

বলিতে মহর্লোক, জন বলিতে জনলোক, তপঃ বলিতে তপোলোক, সত্য বলিতে সত্যলোক, ভূর্ভুবঃস্বঃ বলিতে ত্রৈলোক্য। তৎ শব্দে তেজ; সেই তেজ সেই অগ্নি; সবিতা বলিতে আদিত্য, বরেণ্য বলিতে অন্ন, সেই অন্নই প্রজাপতি। ভর্গ বলিতে অপ্, অপ্ বলিতে সর্ব্বদেবতা। দেব সবিতা অর্থাৎ দেব শব্দে পুরুষ, পুরুষ বলিতে বিষ্ণু। ধীমহি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ধ্যান করি; ঐশ্বর্য্য শব্দে প্রাণ অর্থাৎ অধ্যাত্ম; অধ্যাত্ম বলিতে পরম পদ, সেই পরম পদই মহেশ্বর। ধিয়ঃ বলিতে মহী, মহী শব্দের অর্থ পৃথিবী। যো নঃ প্রচোদয়াৎ অর্থাৎ যিনি কামরূপে আমাদিগকে চালিত করেন, কামই এই সমস্ত লোককে চালিত করে অর্থাৎ নানাকার্য্যে প্রবৃত্ত করে। যে কাম অসৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইয়া নৃশংস, এবং সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইয়া অনৃশংস হয়; তদ্রূপে পরিচালনা করাই এই গায়ত্রীর অসাধারণ কর্ম্ম। গায়ত্রী এইরূপ। ৪। গায়ত্রীর গোত্র কি? অক্ষর কত? পাদ কয়টি? কুক্ষি কয়টি? মস্তক কয়টি? । ৫। ইঁহার সাঙ্খ্যায়ন গোত্র, চব্বিশটি অক্ষর (ণ্যং স্থানে ণি ও য়ং—দুই অক্ষর, উচ্চারণ—ণিয়ং), তিনটি পাদ, ছয়টি কুক্ষি, পাঁচটি মস্তক। ৬। ইঁহার তিনটি পাদ কি কি? ইঁহার ছয়টি কুক্ষি কি কি? এবং পাঁচটি মস্তক কি কি? । ৭। ঋগ্বেদ ইঁহার

বেদস্তৃতীয়ঃ। পূর্ব্বা দিক্ প্রথমা কুক্ষির্ভবতি, দক্ষিণা দ্বিতীয়া, পশ্চিমা তৃতীয়া, উত্তরা চতুর্থী, ঊর্দ্ধা পঞ্চমী, অধোঽস্যাঃ ষষ্ঠী। ব্যাকরণমস্যাঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি, শিক্ষা দ্বিতীয়ং, কল্পস্তৃতীয়ং, নিরুক্তং চতুর্থং, জ্যোতিষাময়নমিতি পঞ্চমং। ৮। কিং লক্ষণং? কিং বিচেষ্টিতং? কিমুদাহৃতং?।৯। লক্ষণং মীমাংসা, অথর্ব্ববেদো বিচেষ্টিতং, ছন্দোবিচিতি-রুদাহৃতং।১০। কো বর্ণঃ?। কঃ স্বরঃ। ১১। শ্বেতো বর্ণঃ, ষট্ স্বরাঃ। পূর্ব্বা ভবতি গায়ত্রী, মধ্যমা ভবতি সাবিত্রী, পশ্চিমা সন্ধ্যা সরস্বতী। রক্তা গায়ত্রী, শ্বেতা সাবিত্রী, কৃষ্ণা সরস্বতী। ১২। প্রণবে নিত্যযুক্তা স্যাদ্ ব্যাহৃতীষু চ সপ্তসু। সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে। শতসাহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রী পাবনং মহৎ। ১৩। উষঃকালে রক্তা, মধ্যাহ্নে শ্বেতাপরাহ্ণে কৃষ্ণা। পূর্ব্বসন্ধির্ব্রাহ্মী, মধ্যসন্ধির্মাহেশ্বর্য্যপরসন্ধির্বৈষ্ণবী। হংসবাহিনী

প্রথম পাদ, যজুর্ব্বেদ দ্বিতীয় পাদ, সামবেদ তৃতীয় পাদ। পূর্ব্বদিক্ প্রথম কুক্ষি, দক্ষিণ দিক্ দ্বিতীয় কুক্ষি, পশ্চিম দিক্ তৃতীয় কুক্ষি, উত্তর দিক্ চতুর্থ কুক্ষি, ঊর্দ্ধ দিক্ পঞ্চম কুক্ষি, ও অধোদিক্ ষষ্ঠ কুক্ষি। ব্যাকরণশাস্ত্র ইঁহার প্রথম মস্তক, শিক্ষাশাস্ত্র দ্বিতীয় মস্তক, কল্পশাস্ত্র তৃতীয় মস্তক, নিরুক্তশাস্ত্র চতুর্থ মস্তক, জ্যোতিষশাস্ত্র পঞ্চম মস্তক। ৮। গায়ত্রীর লক্ষণ কি? চেষ্টা কি? উদাহরণ কি?। ৯। মীমাংসা ইঁহার লক্ষণ, অথর্ব্ববেদ চেষ্টা, ছন্দঃসমূহ উদাহরণ। ইঁহার বর্ণ কি? স্বর কি?। ১০। শ্বেত বর্ণ, ছয়টি স্বর (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত)। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রী হন, সায়ংসন্ধ্যায় সাবিত্রী হন, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় সরস্বতী হন। ১২। তিনি সর্ব্বদা প্রণবে ও সপ্তব্যাহৃতিতে-যুক্ত আছেন। সমস্ত পাপের একত্র সমাবেশ ঘটিলে, লক্ষ জপ করিলে গায়ত্রী সম্পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করেন। ১৩। তিনি প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নকালে শ্বেতবর্ণা, সায়ংকালে কৃষ্ণবর্ণা। প্রাতঃসন্ধ্যায় ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় মাহেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যায় বৈষ্ণবী। ব্রহ্মাণীরূপে হংসবাহিনী,

ব্রাহ্মী, বৃষভবাহিনী মাহেশ্বরী, গরুড়বাহিনী বৈষ্ণবী। ১৪। পূর্ব্বাহ্ণকালে সন্ধ্যা গায়ত্রী কুমারী রক্তাঙ্গী রক্তবাসা-স্ত্রিনেত্রা পাশাঙ্কুশাক্ষমালা-কমণ্ডলুকরা হংসারূঢ়া ঋগ্বেদসহিতা ব্রহ্মদেবত্যা ভূর্লোকব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী। ১৫। মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যা সাবিত্রী যুবতী শ্বেতাঙ্গী শ্বেতবাসা-স্ত্রিনেত্রা পাশাঙ্কুশত্রিশূলডমরুহস্তা বৃষভারূঢ়া যজুর্ব্বেদসহিতা রুদ্রদেবত্যা ভুবর্লোকব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী। ১৬। সায়াহ্নকালে সন্ধ্যা সরস্বতী বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণবাসা-স্ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা গরুড়ারূঢ়া সামবেদসহিতা বিষ্ণুদেবত্যা স্বর্লোকব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী। ১৭। কান্যক্ষরদৈবত্যানি ভবন্তি? ।১৮। প্রথমমাগ্নেয়ং, দ্বিতীয়ং প্রাজাপত্যং, তৃতীয়ং সৌম্যং,* চতুর্থমৈশানং, পঞ্চমমাদিত্যং, ষষ্ঠং বার্হস্পত্যং, সপ্তমং ভগদেবত্যম, অষ্টমং পিতৃদেবত্যং, নবম-মার্য্যমণং, দশমং সাবিত্রম্, একাদশং ত্বাষ্ট্রং, দ্বাদশং পৌষ্ণং, ত্রয়োদশমৈন্দ্রাগ্নং, চতুর্দ্দশং বায়ব্যং, পঞ্চদশং বামদেব্যং, ষোড়শং মৈত্রাবরুণং, সপ্তদশং বাভ্রব্যম্, অষ্টাদশং বৈশ্বদেব্যম্, একোনবিংশতিকং বৈষ্ণবং, বিংশতিকং বাসবম্, একবিংশতিকং

* সৌম্যং —সোম + ষ্ণ।

মাহেশ্বরীরূপে বৃষবাহিনী, বৈষ্ণবীরূপে গরুড়বাহিনী। ১৪। প্রাতঃসন্ধ্যায় গায়ত্রী—কুমারী, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রা, ত্রিনয়না, পাশ অঙ্কুশ জপমালা ও কমণ্ডলুধারিণী, হংসারূঢ়া, ঋগ্বেদসহিতা, ব্রহ্মদেবতা, ভূর্লোকে অবস্থিতা, সূর্য্যপথগামিনী। ১৫। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় সাবিত্রী—যুবতী, শ্বেতবস্ত্রা, ত্রিনয়না, পাশ অঙ্কুশ ত্রিশূল ও ডমরুহস্তা, বৃষারূঢ়া, যজুর্ব্বেদসহিতা, রুদ্রদেবতা, ভুবর্লোকে অবস্থিতা, সূর্য্যপথগামিনী। ১৬। সায়ংসন্ধ্যায় সরস্বতী—বৃদ্ধা, কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রা, ত্রিনয়না, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, গরুড়ারূঢ়া, সামবেদসহিতা, বিষ্ণুদেবতা, স্বর্লোকে অবস্থিতা, সূর্য্যপথগামিনী। ১৭। প্রতি অক্ষরের দেবতা কে কে? ।১৮। প্রথম অক্ষরের দেবতা অগ্নি, দ্বিতীয় অক্ষরের প্রজাপতি, তৃতীয় অক্ষরের সোম, চতুর্থ অক্ষরের ঈশান, পঞ্চম অক্ষরের অদিতি, ষষ্ঠ অক্ষরের বৃহ-

তৌষিতং, দ্বাবিংশতিকং কৌবেরং, ত্রয়োবিংশতিক-মাশ্বিনং, চতুর্বিংশতিবং ব্রাহ্মম্ ইত্যক্ষরদৈবতানি ভবন্তি । ১৯। দ্যৌর্মূর্দ্ধি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তোষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নি-র্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্য,-মাকাশমুদরং, নাভিরন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবূরূ, বিশ্বে দেবা জানুনী, জহ্নু-কুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ । অঙ্গুলয়ো রোমাণি নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকাল,-স্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিষ-মহোরাত্র আদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ ।২০। সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাং। সহস্রনেত্রাং গায়ত্রীং শরণমহং প্রপদ্যে ।২১। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যায় নমঃ। ওঁ তৎ

পতি, সপ্তম অক্ষরের ভগ, অষ্টম অক্ষরের পিতৃগণ, নবম অক্ষরের অর্য্যমা, দশম অক্ষরের সবিতা, একাদশ অক্ষরের ত্বষ্টা, দ্বাদশ অক্ষরের পূষা, ত্রয়োদশ অক্ষরের ইন্দ্র ও অগ্নি, চতুর্দ্দশ অক্ষরের বায়ু, পঞ্চদশ অক্ষরের বামদেব, ষোড়শ অক্ষরের মিত্র ও বরুণ, সপ্তদশ অক্ষরের বভ্রু, অষ্টাদশ অক্ষরের বিশ্বদেব, ঊনবিংশ অক্ষরের বিষ্ণু, বিংশ অক্ষরের বসু, একবিংশ অক্ষরের তুষিতগণ, দ্বাবিংশ অক্ষরের কুবের, ত্রয়োবিংশ অক্ষরের অশ্বিনীকুমার, চতুর্ব্বিংশ অক্ষরের ব্রহ্মা। ইঁহারা অক্ষরের দেবতা হন। ১৯। ইঁহার মস্তকে স্বর্গ আছে, ললাটে রুদ্র, ভ্রূদ্বয়ে মেঘ, চক্ষুর্দ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে শুক্র ও বৃহস্পতি, নাসিকাদ্বয়ে বায়ু, দন্ত ও ওষ্ঠে উভয় সন্ধ্যা, মুখে অগ্নি, জিহ্বায় সরস্বতী, গ্রীবায় সাধ্যগণ, স্তনদ্বয়ে বসুগণ, বাহুদ্বয়ে মরুদ্গণ, হৃদয়ে ইন্দ্র, উদরে আকাশ, নাভিতে অন্তরীক্ষ, কটিদেশে ইন্দ্র ও অগ্নি, জঘনে প্রজাপতি, কৈলাস ও মলয় পর্ব্বত ইঁহার ঊরু, বিশ্বদেবগণ ইঁহার জানু, জহ্নু ও কুশিক ইঁহার জঙ্ঘা, পিতৃগণ ইঁহার খুর, বনস্পতিগণ ইঁহার চরণ; মুহূর্ত্ত, গ্রহ, ধূমকেতু, মাস, ঋতু ও সন্ধ্যাকাল ইঁহার অঙ্গুলি, রোম ও নখ; সংবৎসর ইঁহার আচ্ছাদন, দিন রাত্রি সূর্য্য ও চন্দ্র ইঁহার নিমেষ। ২০। যাঁহার সহস্রবার জপ উত্তম, শতবার জপ মধ্যম, ও দশবার জপ অধম; যিনি সহস্রনয়না, সেই গায়ত্রী দেবীকে আমি শরণ লইতেছি।২১। 'ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রকে প্রণাম করি। জপের পূর্ব্বে উচ্চারণীয় 'ওঁ তৎ'কে প্রণাম করি। প্রাতঃ-

পূর্ব্বজপায় নমঃ। ওঁ তৎ প্রাতরাদিত্যপ্রতিষ্ঠায় নমঃ।২২। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানঃ পাপোঽপাপো ভবতি।২৩। য ইদং গায়ত্রীহৃদয়ং ব্রাহ্মণঃ পঠেদ্, অপেয়পানাৎ পূতো ভবতি, অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি, অজ্ঞানাৎ পূতো ভবতি, স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি, গুরুতল্পগমনাৎ পূতো ভবতি, অপঙ্‌ক্তিপাবনাৎ পূতো ভবতি, ব্রহ্মহত্যায়াঃ পূতো ভবতি, অব্রহ্মচারী সব্রহ্মচারী ভবতি। ইত্যনেন হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুঃ সম্যগিষ্টো ভবতি, ষষ্টির্গায়ত্র্যাঃ শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি। অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্ গ্রাহয়েৎ। অথ সিদ্ধির্ভবতি।২৪। ইদং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীয়ীত, সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ইতি। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ইত্যাহ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।২৫। ইতি গায়ত্রীহৃদয়ং সম্পূর্ণম্।

কালীন সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত 'ওঁ তৎ'কে প্রণাম করি।২২। সায়ংকালে গায়ত্র পাঠ করিলে দিনকৃত পাপ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে পাঠ করিলে রাত্রিকৃত পাপ নষ্ট হয়। অতএব সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পাঠ করিলে পাপী ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়।২৩। যে ব্রাহ্মণ এই গায়ত্রীহৃদয় পাঠ করেন, তিনি অপেয়পানজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন, অভক্ষ্যভক্ষণজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন, অজ্ঞান হইতে মুক্ত হন; স্বর্ণহরণজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন, গুরুপত্নীগমনজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন; যাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে খাইতে নাই, তাহাদের সহিত ভোজনজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন, ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপ হইতে মুক্ত হন; অব্রহ্মচারী সব্রহ্মচারী হন, এই গায়ত্রীহৃদয় পাঠ করিলে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল হয়, ষাটি লক্ষ গায়ত্রীজপের ফল হয়। আটটি ব্রাহ্মণকে ইহা উত্তমরূপে শিখাইবে, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে।২৪। ব্রাহ্মণে ইহা প্রত্যহ পাঠ করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। এবং নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করিবেন। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিয়াছেন।২৫

গায়ত্রী-কবচ।

(গায়ত্রীজপের পরে, গায়ত্রীবিসর্জ্জনের পূর্ব্বে পাঠ্য)

অস্য শ্রীগায়ত্রীকবচস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ, ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণি চ্ছন্দাংসি, পরব্রহ্মরূপিণী শ্রীগায়ত্রী দেবতা, প্রণবো বীজং, ভর্গঃ শক্তিঃ, ধিয়ঃ কীলকং, মম নিত্যানন্দৈশ্বর্য্যসৌখ্যদ্বারা ব্রহ্মৈক্য-ভাবনাসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ। ১।

(ওঁ) তৎকারঃ পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকং।
চক্ষুষী মে বিকারস্তু শ্রোত্রে রক্ষেত্তুকারকঃ ॥ ২
নাসাপুটে র্ব্বকারস্তু রেকারশ্চ কপোলকৌ।
ণিকার ওষ্ঠদেশেঽধরে তুয়ং প্রকল্পয়েৎ * ॥ ৩
আস্যমধ্যে ভকারস্তু র্গোকারশ্চিবুকং তথা ॥ ৪
দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্কন্ধদেশতঃ।
স্যকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকং ॥ ৫

---

* ণিকার ঊর্দ্ধমোষ্ঠ য়ংকারস্ত্বধরোষ্ঠকং (দেবীভাগবত ১২ স্ক ৩ অঃ)। ওঁ ণি ওঁ পাতু মে অক্ষং সর্ব্বতত্ত্বৈক কারণং। ওঁ য়ং ওঁ পাতু মে শ্রোত্রং শ্রবণস্য চ কারণং (প্রাণতোষিণীধৃত আগমসন্দর্ভ)। রেকারং গুহ্যদেশে চ ণিকারং বৃষণে ন্যসেৎ। য়ংকারং কটিদেশে চ ভকারং নাভিমণ্ডলে (গায়ত্রীতন্ত্র)।

এই গায়ত্রীকবচের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঋষি; ঋক্ সাম ও অথর্ব্ব—ছন্দঃ; পরব্রহ্মস্বরূপিণী শ্রীগায়ত্রী দেবতা; ওঁকার বীজ; ভর্গ শক্তি; ধিয়ঃ কীলক; আমার নিত্য আনন্দ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ প্রাপ্তি দ্বারা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যচিন্তাসিদ্ধির জন্য পাঠে প্রয়োগ হয়। ১।

'তৎ' বর্ণ আমার মস্তক রক্ষা করুন, 'স' কপাল রক্ষা করুন, 'বি' আমার চক্ষুর্দ্বয় রক্ষা করুন, 'তু' আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। ২। 'র্ব' আমার নাসা-পুটদ্বয় রক্ষা করুন, 'রে' আমার গণ্ডদ্বয় রক্ষা করুন, 'ণি' বর্ণ ওষ্ঠদেশে আমাকে রক্ষা করুন, এবং 'য়ং' বর্ণ আমাকে অধরে রক্ষা করুন (ণ্যং=ণিয়ং)। ৩। 'ভ' আমাকে মুখমধ্যে রক্ষা করুন, 'র্গো' আমার চিবুক (দাড়ি) রক্ষা করুন। ৪। 'দে' আমাকে কণ্ঠদেশে রক্ষা করুন, 'ব' আমাকে স্কন্ধদেশে রক্ষা করুন, 'স্য'

মকারো হৃদয়ং রক্ষেদ্ হিকারো জঠরং তথা।
ধিকারো নাভিদেশে তু যোকারস্ত কটিং মম ॥ ৬
গুহ্যং রক্ষতু যোকার ঊরূ রক্ষেন্নঃকারকঃ।
প্রকারো জানুনী রক্ষেজ্ জঙ্ঘে চোকারকস্তথা ॥ ৭
গুল্ফৌ রক্ষেদ্দকারস্তু যাৎকারঃ পাতু পাদকৌ।
ইত্যেতৎ কথিতং গুহ্যং বাধাশতনিবারণং।
জপারম্ভে চ হৃদয়ং জপান্তে কবচং পঠেৎ ॥৮
স্ত্রীগোব্রহ্মবধো যস্তু পঠিত্বা ক্ষীণপাতকঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৯
ওঁ। ইতি গায়ত্রীকবচং সমাপ্তং ॥

(অন্যান্যপ্রকার কবচ আছে, বাহুল্য-পরিহারার্থে একপ্রকারই দেওয়া হইল।

আমার দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করুন, 'ধী' আমার বামহস্ত রক্ষা করুন। ৫। 'ম' আমার হৃদয় রক্ষা করুন, 'হি' আমার জঠর রক্ষা করুন, 'ধি' আমাকে নাভিদেশে রক্ষা করুন, 'যো' আমার কটিদেশ রক্ষা করুন। ৬। 'যো' আমার গুহ্যদেশ রক্ষা করুন, 'ন' আমার ঊরুদ্বয় রক্ষা করুন, 'প্র' আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন, 'চো' আমার জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করুন। ৭। 'দ' আমার গুল্ফদ্বয় রক্ষা করুন, 'যাৎ' আমার পাদদ্বয় রক্ষা করুন।—এই গোপনীয় কবচ বলিলাম। ইহা দ্বারা শত শত বাধা নিবারিত হয়। ৮। গায়ত্রী-জপের আদিতে হৃদয়, এবং অন্তে কবচ পাঠ করিবে। তাহা হইলে যে স্ত্রীবধ, গোবধ ও ব্রহ্মবধ করিয়াছে, তাহারও পাপক্ষয় হইবে। সে ইহলোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গিয়া পূজিত হইয়া থাকে। ৯।

গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাসের মন্ত্র।

দুইবেলা অন্ন ভোজনের পূর্ব্বে উপনীত দ্বিজাতিকে সমন্ত্রক জলগণ্ডূষ পান ও পঞ্চপ্রাণাহুতি প্রদান করিতে হয়। যথা— [সমর্থ হইলে অগ্রে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে আচমনপূর্ব্বক অন্নকে প্রণাম করিয়া "ওঁ অস্মাকং নিত্যমস্ত্বেতৎ" (এরূপ অন্ন আমাদের প্রতিদিনই হউক) বলিয়া ভোজনপাত্র হইতে ব্যঞ্জন সহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া ওঁ ভুবঃপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভুবনপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভূতানাংপতয়ে স্বাহা বলিয়া ভূমিতে* ফেলিবে। তার পর ভূমির উপর অল্পপরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়া একগণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ কৃকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ"† —এই পাঁচ মন্ত্রে প্রত্যেক ভাগে এক একটু জল দিবে। তার পর] একগণ্ডূষ জল লইয়া

---

* ভুবঃপতয়ে, ভূতানাংপতয়ে ইত্যত্র অলুক্‌সমাসঃ।

† দেহের বহির্ভাগে নাগ কূর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য এই অন্ন দিতে হয়। সারমাতিলকের টীকায় আছে—উদ্গারে নাগ, উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুতে কৃকর, জৃম্ভণে দেবদত্ত, ঘোষে (শব্দোচ্চারণে) ধনঞ্জয়। পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা (ঋকারকে রফলার ন্যায় উচ্চারণ করেন, যথা কৃষ্ণ স্থলে ক্রষ্ণ, বৃক্ষ স্থলে ব্রক্ষ ইত্যাদি) শুনিয়া কোনও কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিত কৃকর স্থলে ক্রকর বলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিষ্ণুপুরাণে "নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরঃ" এইরূপ পাঠই আছে। মেদিনী কৃকারাদি শব্দের মধ্যে কৃকর ধরেন নাই বটে, কিন্তু ক্রকারাদি শব্দের মধ্যে ক্রকর ধরিয়া দীন ও ক্রকচ এইমাত্র বলিয়াছেন। বায়ু বুঝাইলে সে অর্থও অবশ্যই বলিতেন। যেমন ধনঞ্জয় শব্দের অন্যান্য অর্থের সঙ্গে দেহমারুত অর্থও লিখিয়াছেন।

"ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" (১) বলিয়া অর্দ্ধেক জল পান করিয়া অর্দ্ধেক জল ভূমিতে ফেলিবে। পরে প্রাণাহুতি মুদ্রা (৪৬ পৃঃ ২১ পং) দ্বারা অল্প অল্প অন্ন তুলিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" * বলিয়া পাঁচবার ভোজন করিবে, এবং প্রত্যেক বারে ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে ঐ জলের উপর ফেলিবে। পরে ভোজন সমাপ্ত হইলে, অন্নযুক্ত হস্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" (২) বলিয়া অর্দ্ধেক জল পান করিয়া অর্দ্ধেক ভূমিতে ফেলিবে। মাংস ভক্ষণ করিলে অগ্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, পরে অন্নযুক্ত জলগণ্ডূষ লইবে।

* দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু আছে। "প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ" এই অমরকোষের টীকায় ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন "হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥ অন্নপ্রবেশনং মূত্রাদ্যুৎসর্গোঽন্নবিপাচনম্। ভাষণাদি নিমেষাদি তদ্ব্যাপারাঃ ক্রমাদমী॥" অর্থাৎ প্রাণবায়ু হৃদয়ে থাকে, তাহার কার্য্য অন্নপ্রবেশন, এইরূপ গুহ্যদেশস্থ অপান বায়ুর কার্য্য মলমূত্র নিঃসারণ, নাভিস্থ সমান বায়ুর কার্য্য অন্ন পাচন, কণ্ঠস্থ উদান বায়ুর কার্য্য বাক্য উচ্চারণ, এবং সর্ব্বশরীরস্থ ব্যান বায়ুর কার্য্য ইন্দ্রিয় সঙ্কোচন। ভিন্ন ভিন্ন বেদে প্রাণাহুতির ভিন্ন ভিন্ন ক্রম আছে; রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উল্লিখিত ক্রমেই নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন "এষ ক্রমঃ পৌরাণিকত্বাৎ সাধারণঃ" (পুরাণে এইরূপ আছে বলিয়া সর্ব্ববেদীই এইরূপ করিতে পারেন)।

(হে জল), তুমি অন্নের উপস্তরণ (আস্তরণ—পাতাধার) হও। ১।

(হে জল), তুমি অন্নের অপিধান (আচ্ছাদন) হও। ২।

শালগ্রাম-শিলায়
বিষ্ণুপূজাবিধি।*

আচমন (৩১ পৃঃ), বিষ্ণুস্মরণ (৩৩ পৃঃ), এবং সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি (১০৪—১০৫ পৃঃ) করিয়া [সমর্থ হইলে পুষ্পশুদ্ধি ও ঘণ্টাপূজা করিবে; যথা—"হাং হ্রীং হ্রূং ফট্" বলিয়া, পুষ্প-নৈবিদ্যাদিতে অনিমিষ দৃষ্টিপাত করিবে। "ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহা। ১।" বলিয়া ঘণ্টাতে একটি সচন্দন পুষ্প দিবে] তাম্রকুণ্ডে বিষ্ণুকে বসাইয়া ঘণ্টাধ্বনি-সহকারে স্নান করাইবে।—

(স্নানমন্ত্র)

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥ ৩ †

* একত্রে দুইটি শিলা, এবং দুইটি শক্তিমূর্ত্তি রাখিয়াও (১০৮পৃঃ টীঃ) পূজা করিতে নাই, পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া পূজা করিবে। একত্রে বহুশিলা থাকিলে, পৃথক্ পূজা না করিয়া একটিরই পূজা করিবে, অন্যান্যগুলিকে কেবল স্নান করাইয়া পুষ্পাদি দ্বারা সাজাইয়া রাখিবে। শালগ্রামপূজায় দ্বিজাতিমাত্রের অধিকার সত্বেও ইদানীন্তন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যে তাহা করেন না, তাহার কারণ—মনু বলিয়াছেন "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।" এবং বিষ্ণুপুরাণে মহানন্দির উল্লেখ করিয়া তার পর বলা হইয়াছে "ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।" এই প্রমাণ তুলিয়া রঘুনন্দন লিখিয়াছেন "তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ।" এবঞ্চ ক্রিয়া-লোপাৎ বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি।" (১০৩ পৃঃ *টী)।

† পার্থিব শিবলিঙ্গ ব্যতীত সমস্ত পুংদেবতার (পাষাণাদি-নির্ম্মিত শিব-লিঙ্গেরও) স্নানমন্ত্র এই। স্ত্রীদেবতার স্নানমন্ত্র—ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ।

হে জয়ধ্বনিরূপ মন্ত্রের জননি, তোমাকে পূজা করি। ১।

☞ এখান হইতে সমস্ত মন্ত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা মৎসম্পাদিত "ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি"র প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

যে পরমপুরুষ (সর্ব্বভূতময় বলিয়া, তাহাদের মস্তকাদি দ্বারা) অসংখ্য-

(ঋগ্বেদী—'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে 'বিশ্বতো বৃত্বা' এবং যজুর্ব্বেদী —'স ভূমিং' স্থলে 'স ভূমিগুং' ও 'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে "সর্ব্বত স্পৃত্বা" বলিবেন।*)

এতৎ স্নানীয়জলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ (১ বার জল দিবে)। অন্যান্য দেবতা থাকিলে তাঁহাদিগকে ঐরূপ মন্ত্রে স্নান করাইবে।

তৎপরে সচন্দন তুলসীপত্র চিৎ করিয়া তদুপরি শিলা বসাইয়া, শিলার উপরেও সচন্দন তুলসীপত্র চিৎ করিয়া দিবে †। পরে পৈতা পরাইয়া, যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক, গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা করিয়া (১০৬ পৃঃ) গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবে (১০৬ পৃঃ)।

(ধ্যান)

কূর্ম্মমুদ্রায় (৪৫ পৃঃ ১৩ পং) পুষ্প লইয়া—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্দ্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ॥ ৪

* বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ। স্পৃত্বা—স্পর্শোত্তির্ব্যাপ্ত্যর্থঃ।

† পূজান্তে দেবতার গাত্রে নির্ম্মাল্য রাখিতে নাই, সেইজন্য এই তুলসী মন্ত্র (৩৫০ পৃঃ ৮পং) পড়িয়া অনেকে দেন না; কিন্তু নির্ম্মাল্য তুলসী দ্বারা যখন পুনর্ব্বার পূজা করিবার বিধি আছে, তখন দোষ হইতে পারে না (৬১ * পৃঃ টী)।

মস্তকবিশিষ্ট, অসংখ্যচক্ষুর্বিশিষ্ট, অসংখ্যচরণবিশিষ্ট, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া, দশ দিক্ অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অবস্থিত আছেন। ৩।

অনুবাদ।—১৩৫ পৃঃ। ৪।

[সমর্থ হইলে ঐ পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া হৃদয়ে হস্তদ্বয় স্থাপন-পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসপূজা করিবে (১১০ পৃঃ ণ টীকা)] তৎপরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে। যথা —এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে * নমঃ, ইদমর্ঘ্যং (ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী —এযোঽর্ঘঃ) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ স্নানীয়জলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদমাচনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা (৫) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদ-মাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং পানার্থজলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

তৎপরে "এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৬

এই মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য বা জলগণ্ডূষ (বিষ্ণুর নিম্নস্থ দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে) অর্পণ করিয়া, প্রণাম (১৩৬ পৃঃ ৮ পং) করিবে।

তৎপরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গরুড় ও আবরণ-দেবতাদিগের পঞ্চো-

* শালগ্রামশিলার লক্ষণানুসারে শ্রীধর, দামোদর, রঘুনাথ, লক্ষ্মীজনার্দ্দন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যে শিলার যে নাম, তাহাও উল্লেখ করিতে হয়। যথা—ওঁ শ্রীধরায় বিষ্ণবে নমঃ ইত্যাদি।

বহুরূপধারী পরমাত্মা বিষ্ণু তুমি, তোমাকে প্রণাম করি, এবং তোমাকে ইহা অর্পণ করি। ৫। অনুবাদ।—৮৪ পৃঃ। ৬।

পচারে পূজা করিবে। লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি থাকিলে তাহাতেই পূজা করিবে। মন্ত্র—ওঁ লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ (ধ্যান ও প্রণাম ১৩৮-১৩৯ পৃঃ), ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ (ধ্যান ও প্রণাম ১৩৯-১৪০ পৃঃ), ওঁ গরুড়ায় নমঃ, ওঁ আবরণ-দেবতাভ্যো নমঃ। [পরে সমর্থ হইলে, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত-দুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং তৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহং॥ ৭
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ৮

অন্যান্য দেবতা থাকিলে তাঁহাদেরও পূজা করিবে।

মেষসংক্রান্তি হইতে বৃষসংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রত্যহ পূজা ও ভোগের পর পুংদেবতার পাষাণময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তি ধারায় (ঝারায়) বসাইবে। এবং অপরাহ্ণে ধারা হইতে তুলিয়া বৈকালিক ফলমূলাদি নিবেদন করিবে।

কোনও দেবতার একদিন পূজা না হইলে পরদিন দুইবার, দুইদিন পূজা না হইলে চারিবার, ও তিন দিন পূজা না হইলে ছয় বার পূজা করিবে। তিন দিনের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজা না হইলে অষ্ট কলসের জলে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। ছয় মাসের পর সংস্কার (অর্থাৎ যথাবিধি প্রতিষ্ঠা) করিতে হইবে। ভগ্ন, স্ফুটিত (ফাটা), অঙ্গহীন, কুষ্ঠরোগীর স্পৃষ্ট অথবা দূষিত স্থানে

হে দেব, আমি যে কিছু পাপপুণ্য করিয়াছি, সমস্ত তোমাকে দিলাম। যেহেতু তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি তাহা করিয়াছি। ৭।

হে জনার্দ্দন, আমি যে মন্ত্রহীন, অনুষ্ঠানহীন ও ভক্তিহীন পূজা করিলাম, হে দেব, আমার তাহা পরিপূর্ণ হউক। ৮।

পতিত মূর্ত্তিকে পূজা করিবে না। বরাহপুরাণে আছে "শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রিকা। খণ্ডিতা স্ফুটিতা বাপি শালগ্রামশিলা শুভা॥" চক্র নষ্ট না হইলে শালগ্রামশিলা ভাঙ্গা, টুকরা ও ফাটা হইলেও পূজা করা চলে। ভগ্ন, স্ফুটিত ও অঙ্গহীন অন্য মূর্ত্তিকে জলে নিক্ষেপ করিবে, এবং স্পর্শ-দোষ ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইবে (পরে আছে); কিন্তু মহাপীঠে ও অনাদিলিঙ্গে স্পর্শ-দোষ হয় না।

ইতি বিষ্ণুপূজাবিধি সমাপ্ত।

ভোগ দেওয়া। *

"এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ"—৩ বার বলিয়া অন্নাদিতে ৩ বার জলের ছিটা দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প বা জল দিবে। পরে মূলমন্ত্র (ধ্যানমালায় আছে) ১০ বার জপ করিয়া "ইদং সোপকরণান্নং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া অন্নাদিতে ১বার জলের ছিটা দিবে। ["ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জল ফেলিবে, এবং বাম হস্ত চিৎ করিয়া গ্রাস তুলিবার আকারে ধরিয়া প্রাণাহুতি-মুদ্রা (৪৬ পৃঃ) প্রদর্শন করত পঞ্চগ্রাস-মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

---

* শূদ্রের গৃহেও ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত অন্ন দেবতাকে দেওয়া যায়, যথা—শূদ্রকর্ত্তৃক-বৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্বান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি। এবঞ্চ, আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ইতি স্বয়ংপাকবিষয়ম্।—দুর্গোৎসবতত্ত্ব।

পরে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জল ফেলিবে] এবং "ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদম্ আচমনীয়ম্ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বূলম্ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া ঐ ঐ দ্রব্যে জলের ছিটা দিবে।

দেবতাকে নৈবেদ্য, উপকরণ প্রভৃতি যে কোনও দ্রব্য নিবেদন করিবার এই নিয়ম। কেবল সোপকরণান্নের পরিবর্ত্তে সেই সেই দ্রব্যের উল্লেখ করিতে হয়; যেমন—নৈবেদ্য, উপকরণ, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, কৃসরান্ন (খিচড়ি) * ইত্যাদি। কোনও দ্রব্যের সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে 'নৈবেদ্য' বলিয়াই নিবেদন করিবে। জলপ্রোক্ষিত স্থানে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি নৈবেদ্যাদি রাখিবে।

পরিশিষ্ট।

যজ্ঞোপবীত-ধারণ।

পৈতাকে যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলে। ত্রিবৃৎগ্রন্থিতে (অর্থাৎ ৩ ফের সূতায় একটি গ্রন্থি দিলে) একটি যজ্ঞোপবীত হয়। ব্রহ্মচারী একটি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। সমাবর্ত্তনের পর একটি ধারণ করিতে নাই, দুইটি বা তদধিক ধারণ করিতে হয়। তৃতীয় যজ্ঞসূত্রে উত্তরীয়বস্ত্রের অভাব মোচন হইয়া

---

* "তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তাঃ সলিলৈঃ সিদ্ধাঃ কৃসরা কথিতা বুধৈঃ॥"—ভাবপ্রকাশ। কৃসরা=অপভ্রংশে খিচড়ী বা খিচড়ি)।

থাকে *। অপবিত্র, ছিন্ন ও ভোজনান্তে প্রস্তুত যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবে †। নূতন যজ্ঞোপবীত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ধারণ করিয়া, অব্যবহার্য্য যজ্ঞসূত্র (পদতল দিয়া গলাইয়া লইয়া) জলে নিক্ষেপ করিবে ‡। যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ—সামবেদীর কটি (পাছা) পর্য্যন্ত, § এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীর নাভি পর্য্যন্ত ¶। যজ্ঞোপবীত কণ্ঠচ্যুত করা (অর্থাৎ কোমরে গুঁজিয়া রাখা ইত্যাদি এবং মালার ন্যায় গলায় পরা নিষিদ্ধ। তবে মলমূত্র ত্যাগের সময় দক্ষিণ কর্ণে, অথবা দুই ভাঁজে মালার ন্যায় করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারা যায়। তৈলমর্দ্দন এবং স্নানকালে গাত্রের মলাপকর্ষণ-সময়ে কণ্ঠচ্যুত করিলে দোষ হয় না **।

* ব্রহ্মচারিণ একং স্যাৎ স্নাতস্য দ্বে বহূনি বা। তৃতীয়মুত্তরীয়ং বা বস্ত্রাভাবে তদিষ্যতে।—স্মৃতি।

† বিচ্ছিন্নং বাপ্যধোযাতং ভুক্ত্বা নির্ম্মিতমুৎসৃজেৎ।—স্মৃতি।

‡ মেখলামজিনং দণ্ড মুপবীতং কমণ্ডলুম্। অপ্সু প্রাস্যেদ্ বিনষ্টানি গৃহীত্বান্যানি মন্ত্রতঃ।—মনু ও গৃহ্যসংগ্রহ।

§ পৃষ্ঠবংশে চ নাভ্যাঞ্চ ধৃতং যদ্ বিন্দতে কটিম্। তদ্ধার্য্যমুপবীতং স্যান্নাতো লম্বং ন চোচ্ছ্রিতম্।—ছন্দোগপরিশিষ্ট।

¶ নাভেরূর্দ্ধমনায়ুষ্য-মধো নাভেস্তপঃক্ষয়ম্। তস্মান্নাভিসমং কার্য্য-মুপবীতং দ্বিজাতিভিঃ।—অগ্নিপুরাণ। সামান্যোক্তম্ অগ্নিপুরাণবচনং সামগেতরবিষয়ং বেদিতব্যম্। তস্য পরিশিষ্টকৃতা বিশেষাভিধানাৎ।—শ্রাদ্ধবিবেক-টীকা। "স্তনাদূর্দ্ধমধো নাভের্ন ধার্য্যং তৎ কথঞ্চন" এই বচনটিকে কেহ কেহ ঋগ্বেদীর যজ্ঞসূত্রপরিমাণ-বিষয়ক বলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা সর্ব্ববেদীরই ধারণবিষয়ক বচন। উহার অর্থ এই যে, যজ্ঞোপবীত নাভির নিম্নে (অর্থাৎ কোমরে গুঁজিয়া) রাখিবে না, এবং স্তনের উপরে (অর্থাৎ গলায় জড়াইয়া) রাখিবে না।

** মলাপকর্ষণস্নানে তৈলাভ্যঙ্গে তথৈব চ। যজ্ঞসূত্রং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ।—বিধানপারিজাত।

কার্য্যবিশেষ ব্যতীত সর্ব্বদা উপবীতরূপেই (৪৯ পৃঃ ১০ পং) যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয়। মলমূত্রত্যাগকালে ভ্রমবশতঃ কর্ণে বা পৃষ্ঠে না রাখিলে সে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে *।

(সামবেদীর গ্রন্থিবিধান)

প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া পূর্ব্বমুখে হাঁটু দুটি তুলিয়া এমন ভাবে বসিবে, যেন দুইটি হাঁটুর মধ্যে এক হাতমাত্র ফাঁক থাকে। পরে আচমন বা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া, "বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা (পরার্থে অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ) যজ্ঞোপবীতার্থ-যজ্ঞসূত্রগ্রন্থিমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)" বলিবে। পরে যজ্ঞসূত্রের এক খুঁট বামহস্তের তর্জ্জনীতে জড়াইয়া বাঁদিক্ দিয়া দুই হাঁটু বেড়িয়া ৩ ফের ঘুরাইয়া আনিবে। পরে দুই খুঁট একত্র করিয়া (দ্বিতীয় খুঁট একটু বেশী লম্বা থাকিবে), একটি পেঁচ দিয়া ঐ পেঁচের ডাইন দিকে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া দ্বিতীয় খুঁটটি ঐ অঙ্গুষ্ঠের উপর দিয়া টানিয়া ডাইন হাঁটুর কাছে গুঁজিবে। তার পর প্রথম খুঁটটি দিয়া, অঙ্গুষ্ঠের ডাইন দিকে ঐ ৪ তার সূতাকে, প্রবর-সংখ্যানুসারে † ৩ ফের বা ৫ ফের জড়াইবে, এবং

---

* মলমূত্রং ত্যজেদ্বিপ্রো বিস্মৃত্যৈবোপবীতিধৃক্। উপবীতং তদুৎসৃজ্য দধ্যাদন্যন্নবং তদা ॥—ভরদ্বাজ।

† আদিপুরুষকে গোত্র বলে, এবং গোত্রের ব্যাবর্ত্তক (ভেদবোধক) মুনিগণকে প্রবর কহে। প্রবর শব্দের নামান্তর আর্ষেয় অর্থাৎ ঋষির অপত্য। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র, এবং বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতির সূত্র দেখিয়া নিম্নে কতিপয় গোত্রের প্রবর লিখিত হইল।—

শাণ্ডিল্যগোত্রে—শাণ্ডিল্যাসিতদৈবল-প্রবর (শণ্ডিল + ষ্য = শাণ্ডিল্য, অসিত + ষ্ণ = আসিত, দেবল + ষ্ণ = দৈবল)

ঐ খুঁটটিকে দ্বিতীয় খুঁটের নিম্ন দিয়া ও যে কোনও তারের ভিতর দিয়া লইয়া, অঙ্গুষ্ঠটি বাহির করিয়া, সেই স্থানে পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করাইবে, এবং দ্বিতীয় খুঁটটি ধরিয়া টান দিবে; তাহা হইলেই গ্রন্থি পড়িবে। গ্রন্থি দিবার পর উহা ধরিয়া গায়ত্রী পড়িবে। পরে "এতৎ যজ্ঞোপবীতার্থ-যজ্ঞসূত্রং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিয়া ভূমিতে রাখিবে। ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীরা অন্যপ্রকার গ্রন্থি দিয়া থাকেন; তাহাকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারা যায় না, দেখিয়া শিখিতে হয়। অসমর্থ হইলে সকলেই উক্তরূপে গ্রন্থি দিতে পারেন, তাহাতে কোনও দোষ হয় না।

(ধারণমন্ত্র)

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি, যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি ॥ ১

কাশ্যপগোত্রে—কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রুব-প্রবর (কশ্যপ + ষ্ণ = কাশ্যপ, অবৎসার + ষ্ণ = আবৎসার, নিধ্রুবি + ষ্ণ = নৈধ্রুব)।

ভরদ্বাজগোত্রে—ভারদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্য-প্রবর (ভরদ্বাজ + ষ্ণ = ভারদ্বাজ, অঙ্গিরস্ + ষ্ণ = আঙ্গিরস, বৃহস্পতি + ষ্ণ্য = বার্হস্পত্য)।

বাৎস্য ও সাবর্ণগোত্রে—ঔর্ব্বচ্যাবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নবান-প্রবর (ঊর্ব্ব + ষ্ণ = ঔর্ব্ব, চ্যবন + ষ্ণ = চ্যাবন, ভৃগু + ষ্ণ = ভার্গব, জমদগ্নি + ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য, অপ্ন = অপত্য + মতু = অপ্নবান্ (সংজ্ঞা) + ষ্ণ = আপ্নবান)। ৩"ঘমপ্নবানো ভৃগবঃ" শু. যজুঃ ৩ অঃ ১৫।

যজ্ঞেতি। হে সূত্র, ত্বং যজ্ঞোপবীতম্ (যজ্ঞেন যজ্ঞকর্ম্মণা উপ অধিকং বেতি শোভতে যজ্ঞোপবীতম্—বী গতিপ্রজনকান্ত্যাদিষু কর্ত্তরি ক্তঃ)। ত্বা (ত্বাং) যজ্ঞস্য (যজ্ঞপুরুষস্য সম্বন্ধিনা) যজ্ঞোপবীতেন উপনহ্যামি (অধিকং বধ্নামি, একীভূতং করোমি)। অনুবাদ।—হে সূত্র, তুমি যজ্ঞোপবীত। তোমাকে যজ্ঞপুরুষের যজ্ঞোপবীতের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করি। ১

(ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং, প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতি মুঞ্চ শুভ্রং, যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥ ২)

(যজ্ঞোপবীত-মার্জ্জন)

কণ্ঠলম্বিত করিয়া * দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, পিষ্ট তণ্ডুল (পিটুলি), সর্ষপ-তৈল কিংবা বিল্বফলের নির্য্যাস (আটা) দ্বারা যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন করিবে। †

---

* নিবীতং কৃত্বা প্রক্ষালয়েৎ।—বিধান-পারিজাত।

† মার্জ্জয়েদ্দধিদুগ্ধেন ঘৃতেন বহুযত্নতঃ। ঘৃতাভাবে চার্ব্বঙ্গি মার্জ্জয়েৎ পিষ্টতণ্ডুলৈঃ। তদভাবে সার্ষপেণ তিলতৈলং পরিত্যজেৎ। বিল্বস্য ফলনির্য্যাসৈ-র্মার্জ্জয়েদ্দ্বিজসত্তমঃ॥—গায়ত্রীতন্ত্র। অন্য আটা দিতে নাই,—সমস্তই অশুদ্ধ। যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র যখন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি নিষ্কৃতি-লাভের আশায় ভূমি, জল, বৃক্ষ ও নারীকে ঐ পাপ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। দেবরাজের অনুরোধে তাহারা ঐ ব্রহ্মহত্যাকে চারি ভাগ করিয়া প্রত্যেকে এক এক ভাগ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারই চিহ্ন—ভূমিতে ঊষর (লোণা মাটি), জলে ফেন ও বুদ্বুদ, বৃক্ষে আটা, এবং নারীতে ঋতু।

– যজ্ঞোপবীতমিতি। হে মাণবক, যজ্ঞোপবীতং প্রতিমুঞ্চ (ধারয়,—প্রতি-পূর্ব্বো মুঞ্চতির্ধারণে বর্ত্ততে)। কিম্ভূতম্? আয়ুষ্যম্ (আয়ুর্বৃদ্ধিহেতুম্)। অগ্র্যম্ (শ্রেষ্ঠম্)। শুভ্রং (নির্ম্মলম্)। পরমং (পবিত্রম্)। যজ্ঞোপবীতং (যজ্ঞপুরুষস্য উপবীতভূতম্)। পুনঃ কিম্ভূতম্? পুরস্তাৎ (পূর্ব্বং) প্রজাপতেঃ সহজং (প্রজাপতিনা সহ একসময়ে জাতমিত্যর্থঃ)। কিমর্থমস্য ধারণমিত্যা-কাঙ্ক্ষায়ামাহ—বলং (সামর্থ্যম্) অস্তু, তেজঃ অস্তু (হে মাণবক, আয়ুর্ব্বল-তেজসাং লাভায় যজ্ঞোপবীতং ধারয় ইত্যর্থঃ)।০। অনুবাদ।—হে মাণবক, যে যজ্ঞসূত্র অত্যন্ত পবিত্র, যাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মার সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদক ও নির্ম্মল, যাহা যজ্ঞপুরুষেরই উপবীত, সেই যজ্ঞসূত্র তুমি ধারণ কর। তোমার শারীরিক সামর্থ্য ও ব্রহ্মতেজ হউক। ২।

বিশেষ বিবরণ—নব তন্তু অর্থাৎ 'ন থেই' সূত্রে ব্রাহ্মণী দ্বারা যজ্ঞোপবীত নির্ম্মাণ করাইতে হয়। গৃহ্যসংগ্রহে প্রত্যেক তন্তুর এক এক জন দেবতা উক্ত হইয়াছেন—১ম তন্তুর ওঁকার (ব্রহ্ম বা বেদ), ২য়—অগ্নি, ৩য়—নাগ (অনন্ত), ৪র্থ—চন্দ্র, ৫ম—পিতৃগণ, ৬ষ্ঠ—প্রজাপতি, ৭ম—বসু, ৮ম—যজ্ঞ, ৯ম—শিব। অতএব যজ্ঞোপবীত ধারণে নবগুণ (অর্থাৎ উক্ত ৯টি দেবতার ৯টি গুণ) ধারণ করা বুঝায়। যথাক্রমে নবগুণ যথা—ব্রহ্মজ্ঞান বা বেদজ্ঞান, তেজ, ধৈর্য্য, সর্ব্বপ্রিয়তা, স্নেহশীলতা, প্রজাপালন, স্বধর্ম্মে স্থিতি, ন্যায়-পরতা, বিষয়ে অনাসক্তি। "ত্রিবৃদূর্দ্ধবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতম্। ত্রিবৃতঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥"—কর্ম্মপ্রদীপ। প্রথমে তিনটি তন্তু লইয়া উপর দিকে পাক দিবে, তৎপরে তাহাকে তিন ভাঁজ করিয়া নীচের দিকে পাক দিবে, ইহাতে নবতন্তু হইবে। সেই নবতন্তুকে তিন তার করিয়া একটি গ্রন্থি দিবে (ঐ তিন তারকে ত্রিদণ্ডী বলে)। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই—যজ্ঞকর্ম্ম করিবার জন্যই যখন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়, তখন সেই কর্ম্মকে আয়ত্ত করা আবশ্যক। কর্ম্ম সূত্রস্বরূপ, এইজন্য "কর্ম্মসূত্র" বলিয়া একটি কথাও প্রচলিত আছে। অতএব যজ্ঞসূত্র ধারণে সেই কর্ম্মসূত্রে গ্রহণ করা হয়। কর্ম্ম তিনপ্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক; অথবা বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক। এইজন্য ঐ সূত্রকে তিন ভাঁজ করা হয়। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্॥"—গীতা (কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন, এবং বেদ পরমব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন)। পরমব্রহ্মের স্থান ঊর্দ্ধে, সুতরাং বেদের স্থানও ঊর্দ্ধে। যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে স্বভাবতঃ তদভিমুখই হইয়া থাকে; এইজন্য প্রথমতঃ উপর দিকে পাক দিতে হয়। উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম আবার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক

ভেদে ত্রিবিধ; এইজন্য ঐ তে-তার সূতাকে তিন ভাঁজ করিতে হয়, এবং উহাকে এই কর্ম্মভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য নীচের দিকে পাক দিতে হয়। তার পর তাহাকে ত্রিদণ্ডী করিয়া লইতে হয়। দণ্ড শব্দের অর্থ দমন অর্থাৎ সংযম; অতএব ত্রিদণ্ডী ধারণে বাগ্‌দণ্ড, কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড করা বুঝায়। "ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতম্। রুদ্রেণ তু কৃতো গ্রন্থিঃ সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্॥"—গৃহ্যাসংগ্রহ। (প্রথমতঃ ব্রহ্মা সূত্র প্রস্তুত করেন, বিষ্ণু তাহা ত্রিদণ্ডী করেন, রুদ্র গ্রন্থি দেন, এবং সাবিত্রী দেবী মন্ত্রপূত করেন)। "অতএব ইদানীং ব্রহ্ম জজ্ঞানম্ ইতি মন্ত্রেণ সূত্রোৎপাদনম্, ইদং বিষ্ণুঃ ইতি মন্ত্রেণ ত্রিগুণীকরণম্, আ বো রাজানম্ ইতি মন্ত্রেণ তত্র গ্রন্থিকরণং, তৎ সবিতুরিতি মন্ত্রেণ অভিমন্ত্রণং, ততো ধার্য্যম্।"—দীক্ষিতভাষ্য (অতএব এক্ষণে "ব্রহ্ম জজ্ঞানম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়া সূত্র নির্ম্মাণ বা গ্রহণ করিবে, "ইদং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া ত্রিদণ্ডী করিবে, "আ বো রাজানং" ইত্যাদি মন্ত্রে রুদ্রকে স্মরণ করিয়া গ্রন্থি দিবে, এবং "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, তার পর ধারণ করিবে) *। "ত্রিরাবেষ্ট্য দৃঢ়ং

---

* ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনি-মসতশ্চ বি বঃ॥১॥ ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে, ত্রেধা নি দধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুলে॥২॥ ওঁ আ বো রাজান-মধ্বরস্য রুদ্রং, হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তা,-দ্ধিরণ্যরূপ-মবসে কৃণুধ্বং॥৩

১ম ও ২য় মন্ত্রের ব্যাখ্যা "ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি"র ১ম খণ্ডে আছে। ৩য় মন্ত্রের ব্যাখ্যা—হে যজমান, অধ্বরস্য (যজ্ঞস্য) রাজানম্ (অধিপতিং) হোতারং (দেবানামাহ্বাতারং রুদ্রং) কীদৃশম্? রোদস্যোঃ (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) সত্যযজং (সত্যস্য অন্নস্য দাতারং) হিরণ্যরূপং (সুবর্ণপ্রভং) বঃ (যুষ্মাকম্)

বদ্ধা হরিব্রহ্মেশ্বরান্ নমন্। যজ্ঞোপবীতং পরম-মিতি মন্ত্রেণ ধারয়েৎ॥”—স্মৃতি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রকে প্রণাম করত তিন ফের করিয়া গ্রন্থি দিয়া “যজ্ঞোপবীতং পরমং” ইত্যাদি মন্ত্রে ধারণ করিবে)। এতাবতা সৃষ্টির প্রারম্ভেই যজ্ঞোপবীতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যজ্ঞোপবীত ধারণে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারি-শক্তিস্বরূপা সাবিত্রীদেবীকে ধারণ করা হইয়া থাকে, ইহাই বুঝা যাইতেছে। দ্বিজাতিদিগকে উপনয়নসংস্কারে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয়। দ্বিজাতিস্ত্রীকে যে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয় না, তাহার প্রমাণ—“বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥”—মনু (বিবাহই স্ত্রীলোকদিগের উপনয়নসংস্কার, পতিগৃহে থাকিয়া পতিসেবা করাই তাহাদের গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করা, এবং গৃহকার্য্যই তাহাদের সমিদ্হোম)। এইরূপে বিবাহকেই উপনয়নাদিরূপে বিধান করায় তাহাদের পৃথক্ উপনয়নসংস্কার নাই। “বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ” ইত্যাদি মনুবচনে এবং “বিবাহমাত্রং সংস্কারং” ইত্যাদি ব্রহ্মবচনে শূদ্রেরও বিবাহই উপনয়নস্থানীয় বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। ঐরূপ উপনয়ন সত্ত্বেও “সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি” ইত্যাদি নানা বচন দ্বারা তাহাদের বেদপাঠে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অবসে (রক্ষণায়) তনয়িত্নোঃ (তনয়িত্নু-রশনিঃ, তৎসদৃশাৎ) অচিত্তাৎ (ন বিদ্যতে চিত্তং যস্মিন্ তৎ অচিত্তং—চিত্তোপলক্ষিত-সর্ব্বেন্দ্রিয়োপসংহারঃ, মরণমিতি যাবৎ, তস্মাৎ মরণাৎ) পুরা (প্রাগেব) আ কৃণুধ্বং (যূয়ং সমন্তাৎ ভজধ্বম্)।

হরির লুট দেওয়া।

আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া, যাহার মানসিক, তাহার নামে সঙ্কল্প করিবে—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্র মাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীহরিপ্রীতিকামঃ মানসিক-হরি-পূজনমহং করিষ্যামি *।" পরে ভোগ দেওয়ার নিয়মে মিষ্টান্ন অর্চ্চনা ও নিবেদন করিবে, হরিধ্বনিপূর্ব্বক ৩ বার ছড়াইয়া দিবে, এবং "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি (১৩৬ পৃঃ) মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

স্বস্ত্যয়ন। †

(রোগাদির প্রতিকারার্থে করিতে হয়।)

তুলসী দেওয়া।

আচমন, বিষ্ণুস্মরণ এবং গন্ধাদির ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা (১০৬ পৃঃ) করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—কোশার জলে কুশ, তিল, হরীতকী দিয়া ঐ জল বামহস্ত-সংযুক্ত দক্ষিণহস্তের মধ্যমা দ্বারা (নখ বা ঠেকে) অথবা কুশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া, "বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ * শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপূর্ব্বক-সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামঃ নমস্তে বহু-

---

* নিজের জন্য কর্ত্তব্য হইলে "অমুকগোত্রস্য, শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" বলিতে হইবে না এবং "করিষ্যামি" স্থলে "করিষ্যে" বলিবে।

† স্বস্তি = মঙ্গল, অয়ন = প্রাপ্তি।

রূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতিমন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন অষ্টাবিংশতি-(অষ্টোত্তরশত)-সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যামি।”

পরে সামান্যার্ঘ্য (১০৬ পৃঃ), জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি (১০৫ পৃঃ) ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া (১০৬ পৃঃ) বিষ্ণুকে ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজা করিবে (৩৫০ পৃঃ)। তার পর তুলসীপত্রগুলি গণিয়া চন্দনে ডুবাইয়া একটি পাত্রে সাজাইয়া, অর্চ্চনা (১০৬ পৃঃ) করিয়া তত্ত্বমুদ্রা (৪৬ পৃঃ) দ্বারা এক একটি ধরিয়া “এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা” শালগ্রামের উপরে দিবে। (পূর্ব্বপ্রদত্ত তুলসী সরাইয়া হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক অপর তুলসী দিতে হয়)। তার পর মূলমন্ত্র জপ ও প্রণাম করিয়া, দক্ষিণা দিবে। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁকাঞ্চনমূল্যায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্যটি অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে (সঙ্কল্পের ন্যায়) জলস্পর্শপূর্ব্বক, “বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ......সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামনয়া কৃতৈতৎস্বস্ত্যয়নকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং (১) দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি” বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্যে জলপ্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া “কৃতৈতৎ-স্বস্ত্যয়নকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু” (২) বলিবে। পরে বৈগুণ্যসমাধান করিবে। যথা—সঙ্কল্পবৎ কোশার জল স্পর্শ করিয়া, বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্য... অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (নিজ নাম) কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং (৩) জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

সম্পূর্ণতার জন্য। ১।
এই স্বস্ত্যয়ন কর্ম্ম যাহা করা হইল, তাহা অচ্ছিদ্র (দোষশূন্য) হউক। ২।
বৈগুণ্য—ত্রুটি, অঙ্গহানি। ৩।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি (৩৩ পৃঃ) পাঠ করিয়া ১০ বার "ওঁ বিষ্ণুঃ" জপ করিবে। পরে একগণ্ডূষ জল লইয়া—

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ ৪

"এতৎ কর্ম্ম ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" (৫) বলিয়া জলগণ্ডূষ ভূমিতে ত্যাগ করিবে।

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন।

(সাংঘাতিক রোগাদি উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য।)

(১ম) ১০০০ তুলসীপত্রদান, (২য়) ১০০০ দুর্গানামজপ, (৩য়) ১০০০ মধুসূদন-নাম-জপ, (৪র্থ) ৪টি পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজা, (৫ম) ৫ রূপ চণ্ডীপাঠ—এই পাঁচপ্রকার কার্য্যকে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন বলে।

প্রথমে নারায়ণাদির অর্চ্চনা করিয়া স্বস্তিবাচন (প্রতিমাপূজায় দেখ) করিবে, যথা— ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়নকর্ম্মণি ইত্যাদি। পরে সঙ্কল্প—(১ম) বিষ্ণুরোঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ জীবদেতৎ-স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন-সর্ব্বরোগ-প্রশমনপূর্ব্বক-দীর্ঘায়ুষ্ট্বকামঃ * নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমা-

* জীবনবিশিষ্ট এই রক্তমাংসাদিনির্ম্মিত স্থূলদেহে অবস্থিত সমস্ত রোগের শান্তি-পূর্ব্বক দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি কামনা করিয়া। ত্রিপাৎ-পুষ্করদোষ শান্ত্যর্থে—অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকবারামুকনক্ষত্রাধিকরণক-(অমুকতিথ্যা-মুকনক্ষত্রাধিকরণক) মরণজন্য-সর্ব্বানিষ্ট-প্রশমনকামঃ। (বারে একপাদ্ দোষ—

১৮৭ পৃঃ। ৪। ৫।

অনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন সহস্রসংখ্যক-সচন্দন-তুলসী-পত্রাণামেকৈকেন হরিপূজন-মহং করিষ্যামি। (২য়)—সহস্রকৃত্বঃ দুর্গেতিদ্ব্যক্ষর-নামোচ্চারণ-মহং করিষ্যামি। (৩য়)—সহস্রকৃত্বঃ মধুসূদনেতি-পঞ্চাক্ষর-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি। (৪র্থ)—পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজনমহং করিষ্যামি *। (৫ম)—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিঃ সূর্য্য-তনয়-ইত্যাদি-সাবর্ণির্ভবিতা মনুরিত্যন্ত-দেবীমাহাত্ম্যস্য † পঞ্চকৃত্বঃ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা এবং উক্ত বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে। শিবপূজান্তে "মহিম্নঃস্তব" পাঠ কর্ত্তব্য ‡।

আপদুদ্ধার।

আপদুদ্ধারার্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক বটুকভৈরবস্তব *, দুর্গাষ্টক * ও সঙ্কটাস্তব * পাঠ করিয়া দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য।

---

* একটির সঙ্কল্পে ৪টির পূজা করিতে হয়।

† মৎসম্পাদিত চণ্ডী দ্রষ্টব্য। ‡ চতুর্থ খণ্ডে আছে।

—তজ্জন্য /১ ধান্য উৎসর্গ এবং ১০৮ তুলসীদান, তিথিতেও একপাদ্ দোষ—তজ্জন্য /১ তণ্ডুল উৎসর্গ ও ১০৮ তুলসীদান, নক্ষত্রে দ্বিপাদ্ দোষ—তজ্জন্য /১ ধান্য ও ১ রতি স্বর্ণ উৎসর্গ ও ১০৮ তুলসীদান, চতুষ্পাদ্ দোষে ত্রিপুষ্করশান্ত্যর্থ গ্রহপূজা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ ত্রিপাদ্ দোষেও গ্রহপূজার ব্যবস্থা দেন।

বিবাদে জয়লাভ।

মোকর্দ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বগলামুখীস্তব পাঠ কর্ত্তব্য। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মণি ইত্যাদি বলিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া, সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদন্ত··· অমুকদেবশর্ম্মা বিপক্ষেণ সহ বিবাদে জয়লাভকামঃ রুদ্রযাগ-লোক্ত-শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে। পরার্থে—অমুক-দেবশর্ম্মার পর "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" এবং করিষ্যে স্থলে "করিষ্যামি" বলিতে হইবে। পরে বগলামুখীর পূজা করিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক * দক্ষিণা দিবে। বগলামুখীর পূজায় পীতপুষ্প (হলদে ফুল) প্রশস্ত।

সূর্য্যার্ঘ্য।

কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভের কামনায় সূর্য্যার্ঘ্য দিবার বিধি আছে। উহা শুক্লপক্ষে, রবিবারে ও সপ্তমী তিথিতেই প্রশস্ত। অসংযোগে—কেবল রবিবারে বা কেবল সপ্তমীতেই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বদিন নিরামিষাশী থাকিয়া, কর্ম্মের দিন প্রাতঃস্নানাদি ও প্রাতঃ-সন্ধ্যান্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক, গণেশাদির অর্চ্চনা ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা (১০৬ পৃঃ) করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র (১১৪ পৃঃ) পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎ-সদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুকদেবশর্ম্মার পর "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ") গোচর-বিলগ্নাদি-যথাস্থানাবস্থিতাবলোকক-রব্যাদি-

---

* দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। ধ্যান ও প্রণাম তৎপূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

নবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণ--সর্ব্বাবিষ্ট-প্রশমনপূর্ব্বক-জীবদেতৎস্থূলশরীরাবচ্ছেদেনোৎপন্ন-সর্বরোগাণাং ঝটিতি প্রশমন-কামঃ * ওঁ হংসায় নমঃ ইত্যাদি-সপ্ততিমন্ত্রৈঃ শ্রীসূর্য্যার্ঘ্য-দান-মহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। তৎপরে সঙ্কল্পসূক্ত (প্রতিমা-পূজায় দেখ) পাঠ করিবে।

উঠানে, চতুর্দ্দিকে ও উর্দ্ধে একহস্তপরিমাণ একটি খাত করিয়া তাহার কিয়দংশ জলে পূর্ণ করিবে (ঐ খাত এরূপ স্থানে করিতে হইবে, তাহাতে যেন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে)। পরে সামান্যার্ঘ্য (১০৪ পৃঃ) হইতে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পর্য্যন্ত (১০৭ পৃঃ) করিয়া, ঐ খাতের জলে ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিবে। তৎপরে পঞ্চোপচারে অথবা কেবল গন্ধপুষ্পে নিম্নলিখিত হংসাদি প্রত্যেক নামে পূজা করিয়া, তাম্রপাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া, উহা অর্চ্চনা করিয়া (অর্চ্চনার সময়—এতৎসম্প্রদানায় ওঁ হংসায় নমঃ ইত্যাদি-ক্রমে প্রত্যেক বারে এক একটি নাম বলিতে হইবে), অর্ঘ্যপাত্রটি মস্তকের নিকট দুই হাতে ধরিয়া, খাত-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, পূর্ব্বমুখে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া, সূর্য্যের দিকে চাহিয়া, ইদমর্ঘ্যং (ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীর পক্ষে—এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ইত্যাদি মন্ত্র (২৮৯ পৃঃ) পাঠ করিয়া, "ওঁ হংসায় নমঃ" বলিয়া খাতে ঢালিয়া দিবে। পরে "ওঁ জবাকুসুম" ইত্যাদি মন্ত্রে (২৮৯ পৃঃ) প্রণাম করিবে। পুনর্ব্বার অর্ঘ্য সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় নামের উল্লেখে অর্চ্চনা, প্রদক্ষিণ, অর্ঘ্য প্রদান ও প্রণাম করিবে।

* গোচর লগ্ন প্রভৃতি স্থানে যাহাদের স্থিতি বা দৃষ্টি আছে এরূপ আদিত্যাদি নবগ্রহ হইতে যাহা যাহা ফলিয়াছে, ফলিতেছে ও ফলিবে, সেই সমস্ত অনিষ্টের শান্তিপূর্ব্বক জীবনবিশিষ্ট এই স্থূল শরীরাধারে যে সকল রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের শীঘ্র শান্তি কামনা করিয়া।

এইরূপে ৭০টি অর্ঘ্য দিতে হইবে। (অর্ঘ্যে জবা করবী প্রভৃতি রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল ও জল দিবে)। হংসাদি ৭০টি নাম যথা—

ওঁ হংসায় নমঃ। ১। ওঁ ভানবে নমঃ। ২। ওঁ সহস্রাংশবে নমঃ। ৩। ওঁ তপনায় নমঃ। ৪। ওঁ তাপনায় নমঃ। ৫। ওঁ রবয়ে নমঃ। ৬। ওঁ বিকর্ত্তনায় নমঃ। ৭। ওঁ বিবস্বতে নমঃ। ৮। ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ। ৯। ওঁ বিভাবসবে নমঃ। ১০। ওঁ বিশ্বমুখায় নমঃ। ১১। ওঁ বিশ্বকর্ত্রে নমঃ। ১২। ওঁ মার্ত্তণ্ডায় নমঃ। ১৩। ওঁ মিহিরায় নমঃ। ১৪। ওঁ অংশুমতে নমঃ। ১৫। ওঁ আদিত্যায় নমঃ। ১৬। ওঁ উষ্ণগবে নমঃ। ১৭। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ১৮। ওঁ অর্য্যমণে নমঃ। ১৯। ওঁ ব্রধ্নায় নমঃ। ২০। ওঁ দিবাকরায় নমঃ। ২১। ওঁ দ্বাদশাত্মনে নমঃ। ২২। ওঁ সপ্তহরয়ে নমঃ। ২৩। ওঁ ভাস্করায় নমঃ। ২৪। ওঁ অহস্করায় নমঃ। ২৫। ওঁ খগায় নমঃ। ২৬। ওঁ সূরায় নমঃ। ২৭। ওঁ প্রভাকরায় নমঃ। ২৮। ওঁ শ্রীমতে নমঃ। ২৯। ওঁ লোকচক্ষুষে নমঃ। ৩০। ওঁ গ্রহেশ্বরায় নমঃ। ৩১। ওঁ ত্রিলোকেশায় নমঃ। ৩২। ওঁ লোকসাক্ষিণে নমঃ। ৩৩। ওঁ তমোহরয়ে নমঃ। ৩৪। ওঁ শাশ্বতায় নমঃ। ৩৫। ওঁ শুচয়ে নমঃ। ৩৬। ওঁ গভস্তিহস্তায় নমঃ। ৩৭। ওঁ তীব্রাংশবে নমঃ। ৩৮। ওঁ তরণয়ে নমঃ। ৩৯। ওঁ সুমহোহরণয়ে নমঃ। ৪০। ওঁ দ্যুমণয়ে নমঃ। ৪১। ওঁ হরিদশ্বায় নমঃ। ৪২। ওঁ অর্কায় নমঃ। ৪৩। ওঁ ভানুমতে নমঃ। ৪৪। ওঁ ভয়নাশায় নমঃ। ৪৫। ওঁ ছন্দোহশ্বায় নমঃ। ৪৬। ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ। ৪৭। ওঁ ভাস্বতে নমঃ। ৪৮। ওঁ পূষ্ণে নমঃ। ৪৯। ওঁ বৃষাকপয়ে নমঃ। ৫০। ওঁ একচক্ররথায় নমঃ। ৫১। ওঁ মিত্রায় নমঃ। ৫২। ওঁ মান্দেহস্রায় নমঃ। ৫৩। ওঁ তমিস্রঘ্নে

নমঃ। ৫৪। ওঁ দৈত্যঘ্নায় নমঃ। ৫৫। ওঁ পাপহন্ত্রে নমঃ। ৫৬। ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। ৫৭। ওঁ ধর্ম্মপ্রকাশকায় নমঃ। ৫৮। ওঁ হেলিকায় নমঃ।৫৯। ওঁ চিত্রভানবে নমঃ। ৬০। ওঁ কলিঘ্নায় নমঃ। ৬১। ওঁ তার্ক্ষ্যবাহনায় নমঃ। ৬২। ওঁ দিক্পতয়ে নমঃ। ৩। ওঁ পদ্মিনীনাথায় নমঃ। ৬৪।০ ওঁ কুশেশয়করায় নমঃ। ৬৫। ওঁ হরয়ে নমঃ। ৬৬। ওঁ ঘর্ম্মরশ্ময়ে নমঃ। ৬৭। ওঁ দুর্নিরীক্ষ্যায় নমঃ। ৬৮। ওঁ চণ্ডাংশবে নমঃ। ৬৯। ওঁ কশ্যপাত্মজায় নমঃ। ৭০।

এই ৭০টি নামে ৭০টি অর্ঘ্য দেওয়া হইলে স্তবপাঠ, যথাশক্তি মূলমন্ত্র (ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ) জপ, জপসমর্পণ, দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে। এবং রোগীকে শান্তি-জল দিবে।

পঞ্চগব্য।

শালগ্রামশিলাদি পূজাধারে স্পর্শদোষ ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইতে হয়। এবং প্রথম-রজস্বলা স্ত্রীর গর্ভাধান-সংস্কার না হইলে তাহাকে পঞ্চগব্য পান করাইতে হয়। এইরূপ অনেক কার্য্যে পঞ্চগব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত—এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চগব্য বলে। গোমূত্র ৪ তোলা, গোময় ২ তোলা, দুগ্ধ ৪ তোলা, দধি এক কোষ, ঘৃত ৪ তোলা, অথবা সমস্তই সমভাগে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ধরিয়া এক একটি মন্ত্র পাঠ করিবে, তৎপরে তাহাতে কুশের জল দিয়া গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক পাত্রান্তরে সমস্ত দ্রব্য একত্র করিবে।

সামবেদীয় পঞ্চগব্য-শোধন মন্ত্র। *

(গোমূত্র) গায়ত্রী ॥ ১ ॥ (গোময়) ওঁ গাবশ্চিদ্ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ ২ ॥ (দুগ্ধ) ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরা,-শ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাং ॥৩॥ ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ৪ ॥ (ঘৃত) ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা. দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥ ৫ ॥ (কুশোদক) ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্লামি ॥ ৬ ॥ (একীকরণ) গায়ত্রী।

---

* অতঃপর সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের ভাষ্য মৎসম্পাদিত "ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি"র প্রথম খণ্ডে আছে বলিয়া, গ্রন্থবাহুল্যভয়ে ইহাতে আর দেওয়া হইল না। কেবল অনুবাদই দেওয়া গেল।

অনুবাদ।—হে সমানতেজা বায়ুগণ, গো সকলও তোমাদের সমানজাতীয় বলিয়া সমান বন্ধু হইয়া, পরস্পর দিক্ সকলকে চাটিতেছে (অর্থাৎ তোমরাও যেরূপ সকল দিকে বিচরণ কর, গো সকলও সেইরূপ সকল দিকে বিচরণ করিয়া থাকে)। ২।

অনুবাদ।—হে ইন্দ্র, তুমি পূর্ব্বে যেমন আমাদের গোলাভের ইচ্ছায় গরু দিতে, অশ্বলাভের ইচ্ছায় অশ্ব দিতে, রথলাভের ইচ্ছায় রথ দিতে, এবং ধন-লাভের ইচ্ছায় ধন দিতে, এখনও সেইরূপ প্রদান কর। ৩।

অনুবাদ।—আমরা সর্ব্বজয়ী সর্ব্বব্যাপী বেগবান্ অগ্নিদেবের স্তব করি। তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়কে সৎপথে প্রবৃত্ত করুন এবং আমাদের আয়ু প্রবর্দ্ধিত করুন। ৪।

অনুবাদ।—স্বর্গ ও পৃথিবী ঘৃতযুক্তা হউক, তাহারা সর্ব্বভূতের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, বিখ্যাতা মধুক্ষরণকারিণী, সুরূপা, বরুণের ধারণে পৃথক্‌রূপে ধারিতা, নিত্যা এবং বহুকার্য্যসম্পাদিনী। ৫।

অনুবাদ।—সূর্য্যদেবের আদেশে আমি তোমাকে অশ্বিনীকুমারের বাহু দ্বারা ও পূষা দেবের হস্ত দ্বারা গ্রহণ করি। ৬।

ঋগ্বেদীয় পঞ্চগব্য-শোধন মন্ত্র।

(গোমূত্র) গায়ত্রী ॥ ১ ॥ (গোময়) ওঁ গাবশ্চিদ্ঘা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ ২ ॥ (দুগ্ধ) ওঁ আপো অস্মান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি, তং মা সং সৃজ বর্চ্চসা ॥ ৩॥ (দধি) ওঁ উদ্ বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী,-মিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ ॥ ৪ ॥ (ঘৃত) ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষু-রমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানো,-ঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥ ৫ ॥ (কুশোদক) ওঁ যোগেযোগে তবস্তরং, বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৬ ॥ (একীকরণ) গায়ত্রী।

যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চগব্য-শোধন মন্ত্র।

(গোমূত্র) গায়ত্রী* ॥ ১ ॥ (গোময়) ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং, নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং, তামিহোপ হ্বয়ে শ্রিয়ং ॥ ২ ॥ (দুগ্ধ) ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম

অনুবাদ।—৩৬৯ পৃঃ। ২। অনুবাদ।—২৯৮ পৃঃ। ৩।

অনুবাদ।—তোমরা সকলে একমন, একপ্রাণ ও একত্রবাসী হইয়া অবগত হও এবং অগ্নিকে প্রদীপ্ত কর। আমি দধিক্রানামক দেবকে, অগ্নিকে এবং উষাদেবীকে ইন্দ্রের সহিত, তোমাদের রক্ষার জন্য, আহ্বান করি। ৪।

অনুবাদ:—আমি জন্ম দ্বারা অর্থাৎ জন্মলাভ করিয়াই অগ্নি হইয়াছি, অতএব আমি সর্ব্বজ্ঞ, ঘৃত আমার চক্ষু, আমার মুখে অমৃত আছে, আমি অর্চ্চনীয়, তিন বেদ আমার ধাতু, আমি জলের সৃষ্টিকর্ত্তা, ক্ষয়হীন, দীপ্তিশালী এবং আহুতিদানের দ্রব্য। ৫।

অনুবাদ।—আমরা ইন্দ্রের উপাসক। আমাদের রক্ষার জন্য, প্রতিকর্ম্মারম্ভে ও প্রতিসংগ্রামে অতি বলশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ৬।

অনুবাদ।—সৌরভ যাঁহার চিহ্ন, যাঁহাকে কেহ পরাভব করিতে পারে না,

বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ৩ ॥ (দধি) ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ৪ ॥ (ঘৃত) ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানা-মনাধৃষ্টং দেবযজনং ॥ ৫ ॥ (কুশোদক) ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে ॥ ৬ ॥ (একীকরণ) গায়ত্রী।

শূদ্রের কার্য্যে সর্ব্বত্রই যজুর্ব্বেদের মন্ত্র পাঠ্য।

গর্ভিণীর পঞ্চগব্য-প্রাশনের মন্ত্র।

ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা-বা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ১
(সামবেদীর—পুষ্করস্রজৌ)

পঞ্চামৃত।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি) এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চামৃত বলে। স্বস্ববেদোক্ত পঞ্চগব্যের মন্ত্রে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত সংশোধন করিবে। এবং মধু ও শর্করা ধরিয়া প্রত্যেকে "মধু বাতা" ইত্যাদি

---

*যিনি সর্ব্বদা শস্যসম্পত্তিশালিনী ও গবাশ্বাদি-বহুপশু-সমাকীর্ণা, এবং যিনি সর্ব্বপ্রাণীর অধিষ্ঠাত্রী, সেই লক্ষ্মীকে এই স্থানে আহ্বান করি। ২।

অনুবাদ।—হে সোম, তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তোমার তেজ তোমার সর্ব্বাংশে সম্মিলিত হউক। এবং তুমি আমাদের অন্নপ্রদ হও। ৩।

অনুবাদ।—৩৬৯ পৃঃ। ৪। অনুবাদ।—৩২৭ পৃঃ। ৫। অনুবাদ।—৩৬৯ পৃঃ। ৬।

হে সিনীবালি দেবি, ইহার গর্ভ কর, হে সরস্বতি দেবি, ইহার গর্ভ আধান কর। (হে বধূ) পদ্মমালী অশ্বিনীকুমার-নামক দুই দেব তোমার গর্ভ আধান করুন। (পুষ্করস্রজা—"সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা আকারঃ)।

তিনটি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক একীকৃত করিবে। ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ॥ ওঁ মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্ নো বনস্পতি,-র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ১

গর্ভবতীকে পঞ্চামৃত খাওয়াইবার মন্ত্র।

ওঁ পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতস্ত্বং গর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥ ২

সংক্ষেপ প্রতিমা-পূজাবিধি।

(দৃষ্টান্তস্বরূপ সরস্বতীপূজাই লিখিত হইল)

প্রতিমাপূজা দ্বিবিধ—পৌরাণিক ও তান্ত্রিক। শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি যাহা তন্ত্রমতে করিতে হয়, তাহা তান্ত্রিক পূজা; তদ্ভিন্ন সমুদায় পূজাই পৌরাণিক। পৌরাণিক পূজা বৈদিক ও পৌরাণিক বিধানে এবং তান্ত্রিক পূজা তান্ত্রিক বিধানে করিতে হয়। এখানে পৌরাণিক বিধানে প্রধানতঃ সরস্বতী পূজাই লিখিত হইল। অন্যান্য পূজাও প্রায় এইরূপ।

অনুবাদ।—বায়ু সকল যজমানের জন্য মধু ক্ষরণ করুক, নদী সকল বা সমুদ্র সকল মধু ক্ষরণ করুক, ওষধী সকল আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। রাত্রি সকল ও দিন সকল মধুময় হউক, পৃথিবী মধুযুক্ত হউক। আমাদের বৃষ্টিপ্রদানে পালনকর্ত্তা স্বর্গ মধুময় হউক। বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের পক্ষে মধুযুক্ত হউন, সূর্য্য মধুযুক্ত হউন, এবং ধেনু সকল আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। ১। ('মধু ক্ষরন্তু" প্রকৃত পাঠ নহে)।

হে দেবি, যে হেতু তুমি গর্ভধারিণী হইয়াছ, সেই হেতু এই পঞ্চামৃত পান কর। হে সাধুশীলে, তুমি দীর্ঘায়ুঃ ও বংশধর পুত্র প্রসব কর। ২।

প্রতিমাকে পশ্চিমমুখে বা দক্ষিণমুখে বসাইয়া তাহার চারি কোণে চারিটি তীর পুতিয়া সূত্র বেষ্টন করিবে। প্রতিমার সম্মুখে ঘটস্থাপন করিবে এবং ঘটের বাম দিকে কুণ্ডহাঁড়ী বসাইবে।

ঘট বসাইবার প্রণালী—পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা মণ্ডল * আঁকিয়া †

* শ্বেত—আতপতণ্ডুল চূর্ণ। পীত—হরিদ্রাচূর্ণ। রক্ত—কুসুম্ভ (কুসুম-ফুল)-চূর্ণ, বা আবির। হরিৎ অর্থাৎ সবুজ—বিল্বপত্রচূর্ণ। কৃষ্ণ—দগ্ধপুলাক অর্থাৎ শস্যহীন-ধান্য (চিটে)-চূর্ণ।

† প্রতিমার সম্মুখে হস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ স্থানের মধ্যে হরিদ্রাচূর্ণ দ্বারা গোলাকার কর্ণিকা (পদ্মের মধ্যভাগ) আঁকিয়া, তাহার আট দিকে শ্বেতবর্ণ দ্বারা প্রমাণ আটটি দল (পাবড়ি) আঁকিবে। প্রত্যেক দলের মূলে রক্তবর্ণ দ্বারা তিনটি বিতস্তি (বিঘৎ)-রেখা করিলে কেশর হইবে। দলগুলির পরস্পর মধ্যবর্ত্তি স্থান সবুজবর্ণ দিয়া পূর্ণ করিবে। মণ্ডলের অবশিষ্ট অংশ কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। তান্ত্রিক পূজায় "সাধারণ-যন্ত্র" আঁকিবে। যথা—চতুষ্কোণ-হস্তপ্রমাণ স্থানের মধ্যস্থলে একটি অধোমুখ ত্রিকোণ আঁকিয়া তাহার উপরে আর একটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ আঁকিবে। তাহাদের বাহিরে একটি বৃত্ত (গোলাকার) আঁকিয়া তাহার আট দিকে আটটি দল (পদ্মের পাবড়ি) আঁকিবে। তাহাদের বাহিরে একটি চতুষ্কোণ আঁকিয়া তাহার চারি দিকে চারিটি দ্বার আঁকিবে অর্থাৎ ঐ চতুষ্কোণের পূর্ব্বদিকের রেখার মধ্যস্থলে চারি আঙ্গুল ফাঁক রাখিয়া ঐ ফাঁকের উত্তর দিকে রেখার মুখ হইতে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুই আঙ্গুল পরিমাণে প্রথম রেখা টানিবে, তাহার মুখ হইতে উত্তরাগ্র করিয়া চারি আঙ্গুল পরিমাণে দ্বিতীয় রেখা টানিবে; তার পর সেই ফাঁকের দক্ষিণ দিকে রেখার মুখ হইতে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুই আঙ্গুল পরিমাণে চতুর্থ রেখা টানিয়া, তাহার মুখ হইতে দক্ষিণাগ্র করিয়া চারি আঙ্গুল পরিমাণে পঞ্চম রেখা টানিবে, এবং উহার মুখ হইতে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুই আঙ্গুল পরিমাণে ষষ্ঠ রেখা টানিবে; তৎপরে তৃতীয় রেখার মুখ হইতে ষষ্ঠ রেখার মুখ পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিবে। এইরূপ আকৃতিকেই দ্বার বলে। অন্য তিন দিকেও এইরূপ আকারে দ্বার করিতে হইবে। শাদা গুঁড়ি দিয়া যন্ত্রটি আঁকিয়া, দলের ও দ্বারের ভিতরে শাদা গুঁড়ি দিবে, এবং অন্যান্য স্থানে ইচ্ছামত গুঁড়ি দিয়া ঘরগুলি পূর্ণ করিবে।

তদুপরি মৃত্তিকা ও তদুপরি পঞ্চশস্য * দিয়া, তদুপরি জলপূর্ণ ঘট বসাইবে। ঘটের ভিতরে পঞ্চরত্ন † ও সর্ব্বৌষধী ‡ দিবে; ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব § (তদুপরি এক শরা আতপ-চাউল) দিয়া, তদুপরি বৃন্ত-সহিত নারিকেলাদি ফল দিবে। ফলের উপর সিন্দুর ও পুষ্প দিবে; ঘটের বক্ষঃস্থলে সিন্দুর দ্বারা পুত্তলিকা লিখিবে, এবং চতুর্দ্দিকে দধ্যক্ষত (দধি ও আতপতণ্ডুল) মাখাইবে; গলায় সূতা ¶ বাঁধিবে; এবং শুভ্র বস্ত্র (গামছা) দিয়া ঘটটিকে আচ্ছাদন করিবে।০। কুণ্ড হাঁড়ী বসাইবার প্রণালী—মৃত্তিকার উপর পঞ্চশস্য দিয়া তদুপরি হাঁড়ীটি রাখিবে; তাহার মুখে একটি তেকাঠা দিবে, তাহার উপর দর্পণ ও একখানি গামছা রাখিবে। দর্পণের মধ্যস্থলে সিন্দুর মাখাইয়া তাহাতে দেবতার বীজমন্ত্র লিখিয়া বিল্বপত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। প্রতিমার দক্ষিণে ঘৃত-প্রদীপ ও বামে তৈলপ্রদীপ রাখিবে।

পুরোহিত প্রতিমার সম্মুখে আসনে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণু-স্মরণ করিয়া গন্ধাদির অর্চ্চনা (১০৬পৃং) করিবেন। পরে যজমান উত্তরমুখে বসিয়া দুই হস্তের অনামিকায় কুশাঙ্গুরীয় (অথবা—দূর্ব্বা-ঙ্গুরীয়) পরিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও নারায়ণাদির অর্চ্চনা (১০৬পৃঃ)

---

* ধান্য, মাষকলাই, তিল, মুগকলাই, যব।

† চুনি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ।—অভাবে যব।

‡ মুরামাংসী, বচ, কুড়, শিলাজতু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক, (বেণের দোকানে পাওয়া যায়)—এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া বটিকাকার করিয়া শুষ্ক করিবে।—অভাবে যব।

§ আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞোডুম্বর (তান্ত্রিকে—কাঁটাল, আম্র, অশ্বত্থ, বট, বকুল)।

¶ শক্তি বিষয়ে তেতার লাল সূতা, অন্যবিষয়ে তেতার সাদা সূতা বাঁধিবে। তীরের সূতাও ঐরূপ।

করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে—এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী—ইদমর্ঘ্যং) (ওঁ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। পরে স্বস্তিবাচন করিবে—উত্তরমুখে বসিয়া, কুশীতে আতপচাউল লইয়া অঞ্জলির মধ্যে ধরিয়া—

(স্বস্তিবাচন্)

ওঁ কর্ত্তব্যোঽস্মিন্ শ্রীসরস্বতী-পূজনকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু * । ১। পুরোহিত—ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং।

ওঁ কর্ত্তব্যোঽস্মিন্ শ্রীসরস্বতী-পূজনকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু । ২। পুরোহিত—ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

ওঁ কর্ত্তব্যোঽস্মিন্ শ্রীসরস্বতী-পূজনকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ৩। পুরোহিত—ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং । ৪।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বস্তিবাচনে ও প্রতিবচনে "ওঁ" বলিতে হয় না।

(স্ত্রী ও শূদ্রের স্বস্তিবাচন)

নমঃ কর্ত্তব্যোঽস্মিন্ শ্রীসরস্বতী-পূজনকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

---

* এইরূপ বাক্য বলিবার প্রমাণ মৎসম্পাদিত ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতির প্রথম খণ্ডে ও ভবদেব পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

আমার কর্ত্তব্য এই পূজাকার্য্যে আপনারা পুণ্যাহ (শুভদিন) বলুন। ১।

আমার কর্ত্তব্য এই পূজাকার্য্যে আপনারা স্বস্তি (মঙ্গল) বলুন। ২।

আমার কর্ত্তব্য এই পূজাকার্য্যে আপনারা ঋদ্ধি (অভ্যুদয়) বলুন। ৩।

অভ্যুদয় হউক। ৪।

তৎপরে যজমান ও পুরোহিত ঘণ্টাধ্বনি-সহকারে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করত ঐ আতপতণ্ডুল ছড়াইয়া দিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রে মন্ত্রপাঠ না করিয়া "নমো নমঃ" বলিবেন।

(স্বস্তিসূক্ত)

[ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ৫
ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।]

যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবে। পৌরাণিক মন্ত্র বলিয়া স্ত্রী ও শূদ্রেরও ইহা পাঠ্য)।

(সাক্ষ্যমন্ত্র)

(ওঁ) সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমি-রাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসন-মাস্থায়, কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং ॥ ৬

(সঙ্কল্প)

দক্ষিণ জানু পাতিয়া উত্তরমুখে বসিয়া বাম হস্তে কোশা রাখিয়া তাহাতে তিল, তুলসী, ত্রিপত্র ও হরীতকী * দিয়া (সধবা —তিলের পরিবর্ত্তে যব, কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বার ত্রিপত্র দিয়া) দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোশাটি আচ্ছাদন করিয়া—

* সঙ্কল্পে সুপারি ব্যবহার করিবে না। সঙ্কল্পবিধি দেখ (৬৩ পৃঃ)।

অনুবাদ।—সর্ব্বজনস্তবনীয় ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন, সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্য আমাদের মঙ্গল করুন, অপ্রতিহতাস্ত্র গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। ৫। অনুবাদ।—১১৪ পৃঃ। ৬।

(বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সরস্বতী-প্রীতিকামঃ শ্রীসরস্বতীপূজন-

কর্ম্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—অমুকদেবশর্ম্মার পর "অমুকগোত্রস্থ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" এবং 'করিষ্যে' স্থলে "করিষ্যামি" বলিবে)।

কোশার জল ঈশান-কোণে ফেলিয়া, কোশাটি উপুড় করিয়া রাখিবে, এবং তদুপরি পুষ্প দিয়া ঘণ্টাধ্বনি-সহকারে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

(সামবেদি-সঙ্কল্পসূক্ত)

[ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচং। উদ্ বা সিঞ্চধ্ব-মুপ বা পৃণধ্ব,-মাদিদ্ বো দেব ওহতে ॥ ৭]

(ঋগ্বেদি-সঙ্কল্প সূক্ত)

[ওঁ যা গুংগূর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥ ৮]

(যজুর্ব্বেদি-সঙ্কল্পসূক্ত)

[ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদেতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্প-মস্তু ॥ ৯

অনুবাদ।—ধনদাতা অগ্নিদেব তোমাদের পূর্ণ আহুতি কামনা করেন। অতএব ঘৃত দ্বারা পাত্র পূর্ণ কর, এবং অগ্নিদেবকে তাহা প্রদান কর। তাহা হইলেই অগ্নিদেব তোমাদিগকে অভীষ্ট লাভ করাইবেন। ৭।

অনুবাদ।—যিনি কুহূ (অদৃশ্যচন্দ্রা) ও সিনীবালী (দৃশ্যচন্দ্রা) নামক দ্বিবিধ অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি সরস্বতী অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। আমার রক্ষার জন্য ইন্দ্রপত্নীকে আহ্বান করি, এবং আমার মঙ্গলের জন্য বরুণপত্নীকে আহ্বান করি। ৮।

অনুবাদ।—যাহা জাগরিত ব্যক্তির দূরে গমন করে, যাহা নিদ্রিত ব্যক্তির সেইরূপেই নিকটে আসে, যাহা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দূরগামি, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের একমাত্র প্রবর্ত্তক, সেই আমার মন ধর্ম্মচিন্তা-পরায়ণ হউক। ৯।

পরে, কৃতাঞ্জলি হইয়া—(ওঁ) সঙ্কল্পিতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সিদ্ধিরস্তু। (পুরোহিত—ওঁ অস্তু)। (ওঁ) অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।১০। (পুরোহিত—ওঁ ভবতু)।

(বরণ)

স্বয়ং পূজা করিলে অথবা পুরোহিত নিজেই যজমানের নামে সঙ্কল্প করিলে বরণ করিতে হয় না। যজমান স্বয়ং সঙ্কল্প করিয়া পুরোহিতের দ্বারা পূজা করাইলে তাঁহাকে বরণ করিবে; যথা—পুরোহিত আচমন করিয়া উত্তরমুখে বসিলে যজমান পূর্ব্বমুখে বসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পুরোহিতকে বলিবেন—(ওঁ) সাধু ভবানাস্তাং। পুরোহিত—ওঁ সাধ্বহমাসে। যজমান—(ওঁ) অর্চ্চয়িষ্যামো †ভবন্তং। পুরোহিত—ওঁ অর্চ্চয়।১১।

যজমান—"এতানি গন্ধাদীনি (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পুরোহিতকে গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞোপবীত, (সমর্থ হইলে বরণাঙ্গুরীয়) ও বস্ত্র দিবে।

পুরোহিতের দক্ষিণ জানুতে আতপ-তণ্ডুল দিয়া উপুড় হাতে ধরিয়া (দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বাম হস্ত থাকিবে)—

বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ (স্ত্রী ও শূদ্র—বিষ্ণুর্নমঃ) অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্র—...দাসঃ, স্ত্রী—...গোত্রা,...দেবী বা দাসী) মৎসঙ্কল্পিত-শ্রীসরস্বতী-

* গন্ধাদি দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিয়া কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করাকে বরণ বলে।

† সর্ব্বগৃহ্যৈঃ ঋত্বিগাদীনামর্চ্চনস্য বিধানাৎ ভার্য্যাপুত্রাদিসর্ব্বপরিবারাপেক্ষয়া বহুবচনম্।—হরিহরভাষ্য।

সঙ্কল্পিত এই কর্ম্মে সিদ্ধি হউক। এই কার্য্য মঙ্গলের নিমিত্ত হউক।১০।

আপনি ভাল করিয়া বসুন।—আমি ভাল করিয়া বসিলাম। আপনাকে আমরা পূজা করি?—তুমি পূজা কর।১১।

পূজনকর্ম্মণি পূজাদিকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্ (পুরোহিতের গোত্র ও নাম) অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। (হাত ছাড়িয়া দিবে)। পুরোহিত—ওঁ বৃতোঽস্মি। যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া—(ওঁ) যথাবিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু। পুরোহিত—ওঁ যথাজ্ঞানং * করবাণি)। ১২।

তৎপরে পুরোহিত আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

পরে পঞ্চগব্য শোধনপূর্ব্বক (৩৬৮ পৃঃ) তদ্দ্বারা পূজাস্থান প্রোক্ষণ করিয়া ঘটস্থাপনা করিবেন † (অর্থাৎ পূর্ব্বস্থাপিত ঘটের ভূমি প্রভৃতি এক একটি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া এক একটি মন্ত্র পাঠ করিবেন)।

সামবেদি-ঘটস্থাপন।

(ভূমি) ওঁ মাহি ত্রীণামবরস্তু, দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ১৩ ॥ (ধান্য) ওঁ ধানাবন্তঃ করম্ভিণ,-মপূপবন্তমুক্‌থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥ ১৪ ॥ (ঘট) ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো,

---

* জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানং শাস্ত্রম্।

† যজমান যে-বেদী, সেই-বেদীয় ঘটস্থাপনার মন্ত্র বলিবে; এবং তান্ত্রিক পূজায় তান্ত্রিক ঘটস্থাপনা করিবে।

পূজাদিকার্য্য করিবার জন্য আপনাকে পূজা করিয়া আমি বরণ করিলাম।—আমি বৃত হইলাম।—বৃত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম শাস্ত্রমতে করুন।—যথাশাস্ত্র করিব। ১২।

অনুবাদ।—হে ভূমি, মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ—এই তিন দেবতার রক্ষা প্রকাশ্যভাবে ও অবাধরূপে হউক (অর্থাৎ এই তিন দেবতা তোমাকে প্রকাশ্য ভাবে ও অবাধরূপে রক্ষা করুন)। ১৩।

অনুবাদ।—হে ইন্দ্র, প্রাতঃকালে আমাদের ভৃষ্টযবসংযুক্ত, দধিমিশ্র-সক্তু-সংযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও স্তুতিযুক্ত সোমযাগ উপভোগ কর। ১৪।

বিশ্বা অর্যমভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥ ১৫ ॥ (জল) ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা, ঘৃতৈর্গব্যূতি-মুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি স্বক্রতূ ॥ ১৬ ॥ (পল্লব) ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা স্যূয়তাং রয়িঃ ॥ ১৭ ॥ (ফল) ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজিতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ॥ ১৮ ॥ (পুষ্প) ওঁ শ্রীরসি, ময়ি রমস্ব ॥ ১৯ ॥ (সিন্দূর) ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত-মুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে ॥ ২০ ॥ (স্থিরীকরণ) ওঁ আবতঃ পুরুবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাং ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।—মন্ত্রপূত দীপ্তিযুক্ত সোম কলশে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিতে ইন্দ্রের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। ১৫।

অনুবাদ।—হে শোভন-কর্ম্মকারিন্ মিত্র ও বরুণদেব, তোমরা শুদ্ধ জল দ্বারা আমাদের সমস্ত যজ্ঞস্থান সিক্ত কর, এবং মধু দ্বারা সকল লোককে সিক্ত কর। ১৬।

অনুবাদ।—হে শাখে, তুমি বহুতেজঃসম্পন্ন উদুম্বর বৃক্ষের ন্যায় ফলশালিনী হও। হে বনস্পতে, তুমি স্বকীয় পত্র পুনঃপুনঃ সঞ্চলন করিয়া ধন প্রদান কর। ১৭।

অনুবাদ।—যখন যুদ্ধে জয়লাভার্থে তত্তৎকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হয়, তখন মনুষ্যেরা যে ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে, সেই বিক্রমশালী ও মনুষ্যগণের সংবিভাগকর্ত্তা ইন্দ্র তুমি, বলকামী হইয়া গোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া যাও। (ইন্দ্র বৃষ্টিকর্ত্তা, বৃষ্টিদ্বারা ফলশস্যাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া ফলে ইন্দ্রের উপাসনা করিতে হয়)। ১৮।

তুমি শ্রী অর্থাৎ শোভা। অতএব তুমি আমার শরীরে বিহার কর। ১৯।

অনুবাদ।—যিনি সমুদ্রের উদ্গমনে উত্থিত হন, এবং যিনি অমৃতসেচনকর্ত্তা, সেই জগৎপ্রকাশক চন্দ্রকে বিশুদ্ধিসাধনকর্ত্তা দেবতারা জলের মধ্যে গ্রহণ করেন (অর্থাৎ জলরূপে, কল্পনা করেন)। ২০।

অনুবাদ।—হে বহুধনশালিন্ কর্ম্মফলপ্রদ অশ্বগণের অধিষ্ঠাতঃ ইন্দ্র, আমরা তোমারই অধীন আছি। ২১।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্ব্বদেব-সমন্বিতং।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ * ॥ ২২

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন।

(ভূমি)-ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানা-মবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ২৩ ॥ (ধান্য) ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ,-মপূপবন্ত-মুক্থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥ ২৪ ॥ (ঘট) ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অ,-স্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি ॥ ২৫ ॥ (জল) ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদন-মসি। বরুণস্য ঋতসদন-মা সীদ ॥ ২৬ ॥ (ফল) ওঁ যাঃ ফলিনী-

* দেবপূজায়—তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ।

এই জল সর্ব্বতীর্থে উৎপন্ন এবং সর্ব্বদেবগণে মিলিত। হে দেবি (বা দেব), তুমি এই ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ গণের সহিত অবস্থান কর। ২২।

অনুবাদ।—যে স্বর্গ ও পৃথিবী বিস্তীর্ণ, দেবতা ও মনুষ্যগণের আধারভূত, মহৎ দেবতা ও মনুষ্যগণের তৃপ্তির জন্য বৃষ্টি ও শস্যের উৎপাদক, শোভনমূর্ত্তি, এবং জল ধারণ করিতেছে, তাহাদিগকে আহ্বান করি। হে স্বর্গ ও পৃথিবি, তোমরা আমাদিগকে মহৎ পাপ হইতে রক্ষা কর। ২৩।

অনুবাদ।—৩৭৯ পৃঃ। ২৪।

অনুবাদ।—হে যজমানদিগের স্তুতিশ্রবণকারিন্ কলশ, আমরা ধনদানকর্ত্তা ইন্দ্রের এই স্তুতি করি। হে যজমানগণ, সেই ইন্দ্র, এবং যাহা পান করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতেছি—এই সোমরস, ইঁহারা তোমাদেরই ধনদানকর্ত্তা হউন। ২৫।

অনুবাদ।—(সোমযাগে আসন্দী অর্থাৎ কাষ্ঠাসনের উপর কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তাহার উপর সোমরসপূর্ণ কলশ বস্ত্রাবৃত করিয়া বসাইতে হয়, পাছে কলস টলিয়া

অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতা,-স্তা নো মুঞ্চ-ন্ত্বংহসঃ ॥ ২৭ ॥ (স্থিরীকরণ) ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ,-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥ ২৮

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি ইত্যাদি (৩৮১ পৃঃ)।

যজুর্ব্বেদি-ঘটস্থাপন।

(ভূমি) ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ ॥ ২৯ ॥ (ধান্য) ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞ-পতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং ॥ ৩০ ॥ (ঘট) ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা

পড়ে, সেই জন্য দুই পাশে দুইটি কাষ্ঠিকা স্থাপন করিতে হয়, এবং রস ঘুঁটিবার জন্য কলসের মুখে একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিতে হয়)। (হে কাষ্ঠ) তুমি বস্ত্রাবৃত সোমের ফেনোদ্গমকারক। (হে কাষ্ঠিকাদ্বয়) তোমরা বস্ত্রাবৃত সোমের পতনবারক হইয়া আছ। (হে আসন্দি ও কৃষ্ণাজিন) তোমরা যজ্ঞার্থে সোমের উপবেশন করিবার আসন। (হে সোম) তুমি কৃষ্ণাজিনে উপবেশন কর। (এখানে ঘটস্থ জলকেই সোমরসরূপে কল্পনা করা হইতেছে)। ২৬।

অনুবাদ।—যে সকল ওষধী ফলশালিনী, যাহারা ফলবর্জ্জিতা, যাহারা পুষ্পহীনা, এবং পুষ্পশালিনী, তাহারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (অর্থাৎ ইন্দ্রের আদেশে) আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুক। ২৭।

অনুবাদ।—হে গমনশীল অর্থাৎ নশ্বর ঘট, তুমি দৃঢ়কায় হইয়া স্থির হও অর্থাৎ চিরস্থায়ী হও। নিবেদিতদ্রব্যভোক্তা হইয়া অন্নবান্ হও, এবং বিস্তীর্ণ ও পাংশুরূপমৃত্তিকা-বহনকারী হইয়া অগ্নির সুখাসন হও। ২৮।

অনুবাদ।—তুমি সুখদাত্রী, তুমি ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি জগতের পোষিকা ও সমগ্র জগতের ধারণকর্ত্রী। তুমি পৃথিবীকে সংযত কর, পৃথিবীকে দৃঢ় কর, এবং পৃথিবীকে হিংসা করিও না। ২৯।

অনুবাদ।—তুমি ধান্য, তুমি দেবতাদিগকে প্রীত কর, তুমি যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রীত কর, তুমি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে প্রীত কর, এবং আমি যজমান—আমাকেও প্রীত কর। ৩০।

স্বা বিশাস্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ ॥ ৩১ ॥ (জল) ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভন-মসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদন-মা সীদ ॥ ৩২ ॥ (পল্লব) ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ৩৩ ॥ (ফল) ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতা,-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৩৪ ॥ (স্থিরীকরণ) ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ,-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ॥ ৩৫ ॥ (সিন্দূর) ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্ব-মানঃ ॥ ৩৬ ॥ (পুষ্প) ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে,

---

অনুবাদ।—হে (গোরূপে) পৃথিবি, এই কলশ আঘ্রাণ কর, জল সকল তোমাতে প্রবেশ করুক। পরে দুগ্ধের সহিত আমার নিকট ফিরিয়া এস। সেই তুমি আমাকে অসংখ্য ধন দাও। দুগ্ধবতী বহুধারা (অর্থাৎ দুগ্ধের প্রচুর ধারা) আমাতে প্রবেশ করুক, তার পর ধনও আমাতে প্রবেশ করুক। ৩১।

অনুবাদ।—৩৮১ পৃঃ। ৩২।

অনুবাদ।—আমরা ধনু দ্বারা শত্রুর গাভী সকল জয় করি, ধনু দ্বারা উদ্ধত মদমত্ত শত্রুসেনাদিগকে জয় করি, ধনু শত্রুর কামনা ধ্বংস করুক, আমরা ধনু দ্বারা সর্ব্বদিকে অবস্থিত শত্রুদিগকে জয় করি। (এখানে পল্লবকেই ধনুরূপে কল্পনা করা হইতেছে। ৩৩। অনুবাদ।—৩৮২ পৃঃ। ৩৪।

অনুবাদ।—৩৮২ পৃঃ। ৩৫।

অনুবাদ।—নদীর শীঘ্রগতি বৃহৎ তরঙ্গ সকল যেমন বন্ধুরপ্রদেশে পতিত হয় অর্থাৎ গড়াইয়া যায়, এবং উৎকৃষ্টজাতীয় অশ্ব যেমন যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক্ ভেদ করিয়া ঘর্ম্মজলে ভূমিকে সিক্ত করত পতিত হয় অর্থাৎ ধাবমান হয়, সেইরূপ সিন্দূরাক্ত ঘৃতের ধারা পতিত হইতেছে। ৩৬।

নক্ষত্রাণি রূপ-মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ ॥ ৩৭ ॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি ইত্যাদি (৩৮১ পৃঃ)।

তান্ত্রিক-ঘটস্থাপন।

ক্লীং—প্রোক্ষণ (জলের ছিটা)। ঐং—শোধন (কুশ বুলাইয়া দেওয়া)। হ্রীং—স্থাপন (কুশ দ্বারা স্পর্শ)। "(ওঁ) গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ, সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ, স্বর্গ-পাতাল-ভূগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি, ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিং * ॥" —তীর্থন্যাস। শ্রীং—পল্লব। হুং—ফল। হ্রীং—স্থিরীকরণ (স্পর্শ)। রং—সিন্দূর। যং—পুষ্প। মূলমন্ত্রে—দূর্ব্বা। ওঁ—অভ্যুক্ষণ (জলের ছিটা)। হুং ফট্ স্বাহা—তাড়ন (উপদ্রবকারী ভূতাদিকে তাড়াইবার জন্য ঘটের চতুর্দ্দিকে কুশ সঞ্চলন)।

তৎপরে সামান্যার্ঘ্য বা জলশুদ্ধি (১০৪ পৃঃ) করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজাগৃহের দ্বারদেশে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিবে।

বিঘ্নাপসারণ।

মূলমন্ত্র (ধ্যানমালায়) উচ্চারণ করিয়া অনিমিষ নয়নে উর্দ্ধে অবলোকন করিবে (ইহাতে স্বর্গস্থ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়); "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে শূন্যে কুশের জল প্রোক্ষণ করিবে (ইহাতে অন্তরীক্ষস্থ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়); এবং ভূমিতে তিনবার বাম পদের গোড়ালির আঘাত করিবে (ইহাতে ভূমিস্থ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়)।

---

* গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত নদী, সরোবর, মেঘ, নদ, হ্রদ, এবং স্বর্গ, পাতাল ও ভূতলে অবস্থিত পবিত্র প্রস্রবণ (ঝরণা), এবং সমস্ত পবিত্র তীর্থ এই ঘটে অধিষ্ঠান করুন।

অনুবাদ। হে সূর্য্য, শোভা এবং সম্পত্তি তোমার পত্নীস্থানীয়, দিন ও

মাষভক্ত-বলি * ।

ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহাতে ভূতাদির আবাহন করিবে, যথা—ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত, ইহ সন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্ণীত। পরে তৎসম্মুখে বিল্বপত্র বা কদলীপত্রের উপর মাষভক্ত-বলি সাজাইয়া, অর্চনা করিবে—বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ (তিনবার জল প্রোক্ষণ), এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্ত-বলয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।

এষ মাষভক্তবলিঃ—

ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে।
তে গৃহ্ণন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ।†
পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ-র্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা।
দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাং॥ ৩৮

ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ (জল প্রোক্ষণ)। তৎপরে ৭ বার "ফট্" উচ্চারণ করিয়া শ্বেতসর্ষপ বা আতপ-তণ্ডুল লইয়া—

---

* সঘৃত মাষকলাই ও আতপ-তণ্ডুলে মাষভক্ত বলি হয়। (ভক্ত=অন্ন)।

† তে গৃহ্ণন্তু—এতং বলিমিতি শেষঃ।

রাত্রি তোমার পার্শ্বদ্বয়, নক্ষত্র সকল তোমার রূপ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য তোমার বিকাশিত মুখ। তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ঐহিক সুখ দাও, আমাকে পারত্রিক সুখ দাও, এবং আমাকে মুক্তি দাও। ৩৭।

যে সকল ভূত, প্রেত ও পিশাচ এই পৃথিবীতে বাস করিতেছে, তাহারা গ্রহণ করুক—আমি এই বলি সাজাইয়া দিয়াছি। এবং গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজিত ও বলি দ্বারা তৃপ্ত হইয়া, এই স্থান হইতে বাহিরে গিয়া মৎকৃত পূজা দর্শন করুক। ৩৮।

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তার-স্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ ৩৯

বলিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে "ফট্" বলিয়া দুই হস্তে গন্ধপুষ্প মর্দ্দন করিয়া, উপর্য্যুপরি তিনবার করতালী দিয়া, দশ দিকে ছোটিকা (তুড়ি) দিবে। *

ভূতশুদ্ধি * ।

"রং" এই বহ্নি-মন্ত্রে আপনার চতুর্দ্দিকে জলধারা দিয়া আপনাকে বহ্নি-প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী ভাবিয়া দুইটি নাসিকা টিপিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্ণাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। রং সঙ্কোচ-শরীরং দহ দহ স্বাহা। পরমশিব সুষুম্ণাপথেন মূলশৃঙ্গাট-মুল্লসোল্লস, জ্বল জ্বল, প্রজ্বল প্রজ্বল, হংসঃ সোহং স্বাহা ॥ ৪০

---

* ক্ষিতি অপ্‌, তেজ মরুৎ ব্যোম—এই যে পঞ্চভূত দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই পঞ্চভূতের শুদ্ধিবিধান। এখানে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধিই লিখিত হইল।

যে সকল ভূত পৃথিবীতে আছে, তাহারা সরিয়া যাউক। যে সকল ভূত পূজার বিঘ্নকারী হইবে, তাহারা শিবের আজ্ঞায় বিনষ্ট হউক। ৩৯।

সুষুম্ণা নাড়ী (২৫০ পৃঃ ১৮ পং) দিয়া (হৃৎপদ্মস্থ) জীবাত্মাকে (সহস্রদলপদ্মস্থ) পরমাত্মাতে যোগ করি, স্বাহা (অর্থাৎ সেই যোগ শুভকর হউক)। হে বায়ুবীজ "যং", আমার লিঙ্গশরীরকে (সূক্ষ্ম শরীরকে) শুষ্ক কর, শুষ্ক কর। হে বহ্নিবীজ "রং", সেই শুষ্ক শরীরকে দগ্ধ কর, দগ্ধ কর। হে পরমাত্মন্, সুষুম্ণা নাড়ীর ভিতর দিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া তুমি প্রকাশ পাও, জ্বলিতে থাক, জ্বলিতে থাক; প্রজ্বলিত হও, প্রজ্বলিত হও; আমি (ভেদবুদ্ধিবশতঃ বিলোমক্রমে) হংসঃ ছিলাম, এখন (অভেদবুদ্ধিবশতঃ অনুলোমে) সোহং হইলাম (অর্থাৎ আমিই সেই পরব্রহ্ম—ইহা বুঝিতে পারিলাম)। স্বাহা (অর্থাৎ এই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি

মাতৃকান্যাস। *

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষি-র্গায়ত্রী চ্ছন্দো, মাতৃকা-সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ (শিরঃস্পর্শ), ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ (মুখ), ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ (হৃদয়), ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ (গুহ্য), ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ (পদদ্বয়)। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (উভয় তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ), ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা (উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জ্জনী), উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌ (উভয় মধ্যমা), এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং (উভয় অনামিকা), ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌ (উভয় কনিষ্ঠা), অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌ (করতলে করতলে ও করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠে স্পর্শপূর্ব্বক তলাঘাত)। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ (হৃদয়স্পর্শ), ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা (মস্তক), উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্‌ (শিখা), এং তং থং দং ধং নং ঐং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ (নেত্রত্রয়), ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কবচায় হুং (সর্ব্বাঙ্গ), অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌ (করতলে করতলে ও করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠে স্পর্শপূর্ব্বক তলাঘাত)।

---

* মাতৃকা—বর্ণমালা, ন্যাস—স্থাপন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বর্ণমালা স্থাপন করা। ভূতশুদ্ধিতে যোগবলে দেহ দগ্ধ করিবার প্রক্রিয়া আছে। তৎপরে অকারাদি বর্ণ দ্বারা নূতন দেহ গঠন করিতে হয়।

সুখকর হউক)।—'সোহং' (সঃ + অহং — সঃহং) ইহার বিলোমে 'হংসঃ' হয় (এই মন্ত্র পাঠ করিলেই ভূতশুদ্ধি হইয়া থাকে, ভূতশুদ্ধির অন্যপ্রকার প্রক্রিয়া —ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতির ১ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য)। ৩০

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলা-মাপীন-তুঙ্গস্তনীং।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতা-মাশ্রয়ে॥ ৪১

অং নমঃ (পুষ্প দ্বারা ললাট স্পর্শ), আং নমঃ (মুখগহ্বর), ইং নমঃ (দক্ষিণ নেত্র), ঈং নমঃ (বাম নেত্র), উং নমঃ (দক্ষিণ কর্ণ), ঊং নমঃ (বামকর্ণ), ঋং নমঃ (দক্ষিণ নাসা), ৠং নমঃ (বাম নাসা), ঌং নমঃ (দক্ষিণ গণ্ড), ৡং নমঃ (বাম গণ্ড), এং নমঃ (ওষ্ঠ), ঐং নমঃ (অধর), ওং নমঃ (ঊৰ্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তি), ঔং নমঃ (অধোদন্তপঙ্‌ক্তি), অং নমঃ (মস্তক), অঃ নমঃ (মুখমণ্ডল)। কং নমঃ (দক্ষিণ বাহুমূল), খং নমঃ (কূর্পর অর্থাৎ কনুই), গং নমঃ (মণিবন্ধ অর্থাৎ কব্জি), ঘং নমঃ (অঙ্গুলীমূল), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্র)। চং নমঃ (বাম বাহুমূল), ছং নমঃ (কূর্পর), জং নমঃ (মণিবন্ধ), ঝং নমঃ (অঙ্গুলীমূল), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্র)। টং নমঃ (দক্ষিণ ঊরুমূল), ঠং নমঃ (জানু), ডং নমঃ (গুল্‌ফ), ঢং নমঃ (অঙ্গুলীমূল), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্র)। তং নমঃ (বাম ঊরুমূল), থং নমঃ (জানু), দং নমঃ (গুল্‌ফ), ধং নমঃ (অঙ্গুলী-মূল), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্র)। পং নমঃ (দক্ষিণ পার্শ্ব), ফং নমঃ (বাম পার্শ্ব), বং নমঃ (পৃষ্ঠ), ভং নমঃ (নাভি), মং নমঃ (উদর),

---

পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা যাঁহার মুখ, বাহু, পদ, কটি ও বক্ষঃস্থল বিভক্ত; যাঁহার মস্তকে চন্দ্রখণ্ড আবদ্ধ হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, যাঁহার স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত; যিনি চারিটি করকমলে মুদ্রা (ক্ষাদিত বর্ণমালা), অক্ষসূত্র (জপমালা), সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন, যিনি শ্বেতবর্ণা ও ত্রিনয়না, সেই বাগ্দেবীকে ভজনা (ধ্যান) করি। ৪১। 'ক্ষ" বর্ণটি বর্ণমালার মেরুস্বরূপ বলিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া ৫০ বর্ণ ধরা হইয়া থাকে। 'হ'এর পরবর্ত্তী 'ল'এর উচ্চারণ ড়)।

ষং নমঃ (হৃদয়), রং নমঃ (দক্ষিণ স্কন্ধ), লং নমঃ (ককুদ অর্থাৎ ঘাড়), বং নমঃ (বাম স্কন্ধ), শং নমঃ (হৃদয় হইতে দক্ষিণ করাগ্র পর্য্যন্ত), ষং নমঃ (হৃদয় হইতে বাম করাগ্র পর্য্যন্ত), সং নমঃ (হৃদয় হইতে দক্ষিণ পদাগ্র পর্য্যন্ত), হং নমঃ (হৃদয় হইতে বাম পদাগ্র পর্য্যন্ত), লং নমঃ (হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত), ক্ষং নমঃ (হৃদয় হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত)।

তৎপরে বীজমন্ত্রে তিনবার প্রাণায়াম (৩৯ পৃঃ) করিবে।

(পীঠন্যাস) *

(হৃদয়ে হস্ত দিয়া) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (দক্ষিণ বাহুমূলে) ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, (বাম বাহুমূলে) ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, (বাম উরুমূলে) ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, (দক্ষিণ উরুমূলে) ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, (মুখে) ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, (বাম-পার্শ্বে) ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, (নাভিতে) ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, (দক্ষিণ পার্শ্বে) ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। (হৃদয়ে) ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ, সং সত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। তৎপরে প্রদক্ষিণক্রমে হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে ও মধ্যে সরস্বতীর অষ্টপীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবে †। যথা—ওঁ মেধায়ৈ নমঃ,

---

* পীঠ— দেবতার আসন। পীঠন্যাসে দেবতার আসন রচনা করা হয়।

† অন্যান্য দেবতার পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র ক্রিঃ ক্রিঃ কাঃ পঃ ১ম খণ্ডে আছে।

ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ, ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যেশ্বর্য্যৈ নমঃ, (তদুপরি) ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস। *

সরস্বতীর পক্ষে—(মস্তকে) ওঁ কণ্বায় ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ বিরাড়্‌গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে শ্রীসরস্বতীপূজনে বিনিয়োগঃ।

ইহার পর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস—আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি (৩৯-৪০ পৃঃ) করিবে।

ব্যাপকন্যাস †।

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত দুই করতল প্রসারিত করিয়া তদ্দ্বারা নিজ মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত, এবং পুনর্ব্বার মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে (এরূপ করিলে ৩ বার ব্যাপক ন্যাস করা হইল; সমর্থ হইলে ঐরূপ নিয়মে ৫ বার, ৭ বার অথবা ৯ বার করিতে পারা যায়)।

তৎপরে সরস্বতীর ধ্যান (১৩৯ পৃঃ) করিয়া, মানস পূজা করিবে (১১০ পৃঃ ‡ টীকা)।

তাহা জানা থাকিলে হৃৎপদ্মের মধ্যস্থলে ধরিয়া "ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পীঠমনবে নমঃ" বলিবে।

* যে দেবতার পূজা করিতে হয়, পূজান্তে তাঁহার মূলমন্ত্র জপ করিতে হয় বলিয়া, ঐ মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জান আবশ্যক। অন্যান্য মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস ক্রিঃ ক্রিঃ কাঃ পূঃ ১ম খণ্ডে আছে। তাহা জানা না থাকিলে, ওঁ যথাসম্ভবঋষয়ে নমঃ, ওঁ যথাসম্ভবচ্ছন্দসে নমঃ, ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি বলিবে।

† তন্ময় হইবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া দেবতার মূলমন্ত্র ন্যাস করিতে হয়। মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন।

বিশেষার্ঘ্যস্থাপন *।

স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তদুপরি আধার (অর্থাৎ ত্রিপদিকার উপর) শঙ্খ রাখিয়া, বিলোম মাতৃকা উচ্চারণ করত তাহাতে জল দিবে,—ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং। মূলমন্ত্র তিনবার বলিয়া ও ৩ বার জল দিবে। 'নমঃ' বলিয়া শঙ্খের অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইবে। মং দশকলাব্যাপ্ত-বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ (ত্রিপদিকায় গন্ধপুষ্প দিবে), অং দ্বাদশকলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ (শঙ্খে), উং ষোড়শকলাব্যাপ্ত-চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ (জলে)। ত্রিপত্র দ্বারা শঙ্খজল স্পর্শ করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি (১০৫ পৃঃ) বলিয়া তীর্থাবাহন এবং "আং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি (৪০ পৃঃ) অঙ্গন্যাস-মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই-জলকে দেবতারূপ ভাবিয়া, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা (৪৫ পৃঃ) আচ্ছাদনপূর্ব্বক, মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া, ধেনুমুদ্রা (৪৬ পৃঃ) দেখাইবে। তৎপরে অর্ঘ্যপাত্রের কিছু জল কোশাতে ঢালিয়া সেই জল আপন মস্তকে ও পূজার দ্রব্যে প্রক্ষেপ করিবে, পুনর্ব্বার ধ্যান (১৬৯ পৃঃ) করিয়া প্রতিমায় ও ঘটে—

আবাহন।

আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা (৪৫ পৃঃ) প্রদর্শন করত—ওঁ সরস্বতি দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ; ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ; ইহ সন্নিধেহি; ইহ সন্নিরুধ্যস্ব; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

চক্ষুর্দ্দান।

কুশপত্র দ্বারা কজ্জল লইয়া, তাহা চক্ষের তারায় স্পর্শ করাইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে (পুংদেবতার অগ্রে দক্ষিণ চক্ষুঃ, স্ত্রীদেবতার

* বিশেষার্ঘ্যটি পূজার শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে হয়।

অগ্রে বাম চক্ষুঃ, এবং ত্রিনেত্র-দেবতার সর্ব্বাগ্রে ঊর্দ্ধ চক্ষুঃ। সরস্বতী ত্রিনেত্রা। ঘটে চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই)।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা। *

প্রতিমার চরণ স্পর্শ করিয়া—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ শ্রীসরস্বত্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ; ওঁ আং হ্রীং...শ্রীসরস্বত্যাঃ জীব ইহ স্থিতঃ, ওঁ আং হ্রীং...শ্রীসরস্বত্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি; ওঁ আং হ্রীং...শ্রীসরস্বত্যাঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ৪২॥ †

তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া—

ওঁ মনো জুতিজুর্ষতামাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোঁ প্র তিষ্ঠ॥ ৪৩॥

ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বমসংখ্যায়ৈ স্বাহা ‡॥ ৪৪॥

পরে প্রতিমার অঙ্গে অঙ্গন্যাস (৪০ পৃঃ) করিবে।

---

* মৃন্ময়াদি মূর্ত্তিতে প্রাণের সঞ্চার করাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলে।

† ক্রৌং হৌং নহে, ক্রোং হোং (ক্রিঃ ক্রিঃ কাঃ পঃ ১ম খণ্ড)। শিব ও শক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র, বা গণ্ডদ্বয়, বিষ্ণুর হৃদয়, এবং অন্য দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

‡ পুংদেবতা হইলে 'অস্যৈ' স্থানে "অস্য" বলিবে।

সরস্বতী দেবতার প্রাণ আসিয়া ইহাতে (প্রতিমায়) প্রাণ হইয়া থাকুক। সরস্বতী দেবতার জীবাত্মা ইহাতে অবস্থিত হউক। সরস্বতী দেবতার সকল ইন্দ্রিয় ইহাতে থাকুক। সরস্বতী দেবতার বাক্য, মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও প্রাণ (বল) ইহাতে আসিয়া স্বচ্ছন্দে দীর্ঘকাল অবস্থান করুক।৪২।

অনুবাদ—(হে দেবতে) তোমার শীঘ্রগামি মন ঘৃত সেবা করুক অর্থাৎ নৈবেদনীয় দ্রব্যে নিবিষ্ট হউক। ইন্দ্র এই পূজাকে বিস্তার করুন, এবং এই পূজাকে বিঘ্নরহিত করুন। সমস্ত দেবতারা এই পূজায় তৃপ্ত হউন, এবং "তথাস্তু, পূজা করিতে প্রবৃত্ত হও" বলিয়া আমাকে অনুমতি করুন। ৪৩।

প্রাণবায়ু সকল ইহাতে (অর্থাৎ এই প্রতিমাতে) উত্তমরূপে অবস্থিত হউক,

অধিবাস * ।

(সঙ্কল্প) দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোশার জলে ত্রিপত্র ও হরীতকী ধরিয়া তদুপরি বামহস্ত অধোমুখে স্থাপন করিয়া—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (বা দাসস্য ইত্যাদি) শ্রীসর-স্বতীপ্রীতিকামঃ সঙ্কল্পিতসরস্বতীপূজাঙ্গভূতং শ্রীসরস্বত্যাঃ অধি-বাসনকর্ম্মাহং করিষ্যামি। পরে বরণডালাস্থিত মহী প্রভৃতি দ্রব্য † স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী ‡ পাঠ করিবে, এবং যথাক্রমে এক একটি দ্রব্য লইয়া বাক্যপাঠপূর্ব্বক ঘটে ও প্রতিমায় স্পর্শ করাইয়া বরণডালাতেই রাখিবে। বাক্য যথা ওঁ অনয়া মহ্যা (গঙ্গামৃত্তিকা) অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু (পুংদেবতা হইলে 'অস্যাঃ' স্থলে 'অস্য' বলিতে হয়); অনেন গন্ধেন··· অনয়া শিলয়া (নুড়ি)···; অনেন ধান্যেন···; অনয়া দূর্ব্বয়া···; অনেন পুষ্পেণ···; অনেন ফলেন···; অনেন দধ্না···, অনেন ঘৃতেন···; অনেন স্বস্তিকেন (পিটুলি দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ)···; অনেন সিন্দূরেণ···, অনেন শঙ্খেন···;

---

* গন্ধাদি দ্বারা সংস্কারকে অধিবাস বলে। পূর্ব্বদিনেই অধিবাস করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে অগ্রে প্রতিমার আবাহন-প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করা আবশ্যক, নতুবা মৃৎপিণ্ডের অধিবাসই করা হয়; দেবতার অধিবাস হয় না। দুর্গাপূজাদি বৃহৎ পূজায় সেইরূপ ব্যবস্থাই আছে, সংক্ষেপ পূজায় সদাঃই করা হইয়া থাকে।

† মহী-গন্ধ-শিলা-ধান্য-দূর্ব্বা পুষ্প-ফলং দধি। ঘৃত স্বস্তিক-সিন্দূর-শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ। সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্র-চামর-দর্পণম্। দীপং প্রশস্তিপাত্রঞ্চ বন্দয়েৎ শুভকর্ম্মসু॥—অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকার্য্যের অধিবাসে অগ্রে তৈল-হরিদ্রা, গন্ধ ও পুষ্প, তৎপরে মহী প্রভৃতি।

‡ বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও আছে (ক্রিঃ ক্রিঃ কাঃ পঃ ১ম খণ্ডে দেখুন)।

প্রাণবায়ু সকল ইহাতে প্রবাহিত হউক। দেবতারূপে গণ্য হইবার জন্য ইহ'কে প্রাণদান করিলাম ॥৪৪।

অনেন কজ্জলেন; অনয়া রোচনয়া (বাটা হলুদ)...; অনেন সিদ্ধার্থেন (শ্বেতসর্ষপ)...; অনেন কাঞ্চনেন...; অনেন রৌপ্যেণ...; অনেন তাম্রেণ...; অনেন চামরেণ...; অনেন দর্পণেন;...অনেন দীপেন (তাপ দিতে হয়)...; অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ...(উক্ত সর্ব্ব-দ্রব্য-সহিত বরণডালা)। (আইভাঁড়) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ...। (শ্রী) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ...। (দূর্ব্বাযুক্ত হরিদ্রাক্ত সূত্র) অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ...বামহস্তের (পুংদেবতার দক্ষিণ হস্তের) মণিবন্ধে ঐ সূত্র বাঁধিয়া দিবে *। স্ত্রী দেবতার কপালে সিন্দূরও দিবে।

তৎপরে পুষ্পশুদ্ধি (৩৪৮ পৃঃ ৫ পং), ঘণ্টাপূজা (৩৪৮ পৃঃ ৬ পং), গণেশাদি পঞ্চদেবতা হইতে সর্ব্বদেবী পর্য্যন্ত (১০৬ পৃঃ) পূজা, এবং পীঠান্যাসোক্ত মন্ত্রে (৩৮৯ পৃঃ) পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া, সরস্বতীর ষোড়শোপচারে (৫৫ ও ৫৮ পৃঃ) পূজা করিবে। অতঃপর নিবেদনীয় সমস্ত দ্রব্য উৎসর্গ করিবে।

আবরণপূজা—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) "ওঁ সরস্বতি দেবি আবরণং তে পূজয়িষ্যামি" বলিয়া পঞ্চোপচারে বা কেবল গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে—ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা নমঃ, ওঁ ঊং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ, ওঁ ঐং কবচায় হুং নমঃ, ওঁ ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ, ওঁ অঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ; ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, এইরূপ সত্যায়ৈ, বিমলায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, বুদ্ধ্যৈ, স্মৃত্যৈ, মেধায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ, ব্রাহ্ম্যৈ, নারায়ণ্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ †। তৎপরে যথাশক্ত্যুপচারে বিষ্ণু

* প্রতিমা না করিয়া কেবল ঘটেও পূজা করা যায়, তখন ঘটেই ঐ সূত্র বন্ধন করিতে হয়। দূর্ব্বা ৫ গাছা বা ৭ গাছা বাঁধিবে।

† অন্যান্য দেবতার আবরণপূজা ক্রিঃ ক্রিঃ কাঃ পঃ ১ম খণ্ডে আছে। তাহা জানা না থাকিলে "ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া, পঞ্চোপচারে ওঁ মস্যাধারায় নমঃ (দোয়াত), ওঁ লেখন্যৈ নমঃ (কলম), ওঁ পুস্তকেভ্যো নমঃ, ওঁ বাদ্যযন্ত্রেভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি (১৪১ পৃঃ) দিয়া, মূলমন্ত্র (১৩৯) যথাশক্তি জপ করিয়া জপসমর্পণ ("গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি ১০২ পৃঃ মন্ত্রে) করিবে। তৎপরে পঞ্চোপচারে দশদিক্‌পালের পূজা করিবে, যথা—ওঁ ইন্দ্রায় সবজ্রায় (বা—সায়ুধায়) সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ, এইরূপ—অগ্নয়ে সশক্তয়ে…, যমায় সদণ্ডায়…, নৈঋর্তায় সখড়্গায়…, বরুণায় সপাশায়…, বায়বে সাঙ্কুশায়… কুবেরায় (বা—সোমায়) সগদায়…, ঈশানায় সশূলায়…, ব্রহ্মণে সপদ্মায়…, অনন্তায় সচক্রায়…। তৎপরে (বলিদান কর্ত্তব্য হইলে তাহা করিয়া—পরে আছে) আরতি (৬১ পৃঃ), প্রদক্ষিণ, ও প্রণাম করিয়া ভোগ দিবে (৩৫২ পৃঃ)। •

সংক্ষেপ হোম। *

কুশণ্ডিকা—পূর্ব্বমুখে † বসিয়া চারিদিকে হস্ত-প্রমাণ ‡ স্থান গোময়ে লিপ্ত করিয়া তদুপরি বালুকা দিবে (ইহাকে স্থণ্ডিল

• তান্ত্রিক পূজায় ষোড়শোপচারের মধ্যে পুষ্পনিবেদনের পর পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণ পূজা করিয়া, তৎপরে ধূপাদি নিবেদন করিতে হয়।

* হোম—দেবতার তৃপ্তির জন্য অগ্নিতে ঘৃতাদি প্রদান। তান্ত্রিক পূজায় তান্ত্রিক হোম করিতে হয়, তাহা পরে আছে। হোম তিন ভাগে বিভক্ত,—কুশণ্ডিকা, প্রকৃত কর্ম্ম ও উদীচ্য কর্ম্ম। কুশ, ধাতুর অর্থ—যোগ, তাহার উত্তর অণ্ডচ্ প্রত্যয়=কুশণ্ড, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=কুশণ্ডী, স্বার্থে ক ও আপ্=কুশণ্ডিকা —হোমার্থে সমস্ত দ্রব্য যোগ (আয়োজন) করা। প্রকৃত কর্ম্ম—প্রধান কর্ম্ম। উদীচ্য কর্ম্ম—পরবর্ত্তি কর্ম্ম।

† কি দিনে, কি রাত্রে, হোম সর্ব্বকালেই পূর্ব্বমুখে করিতে হয়।

‡ সর্ব্বত্র যজমানেরই হস্তাদির পরিমাণ লইতে হয়।

বলে)। ঐ স্থণ্ডিলের উপর রেখা করিবে *। পরে স্থণ্ডিলে জল প্রোক্ষণ করিয়া, অগ্নি † লইয়া—

প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদ-মগ্নিং প্র হিণোমি দূরং, যমরাজ্যং ‡ গচ্ছতু রিপ্র-বাহঃ॥ ৪৫

বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নি দক্ষিণদিকে ফেলিয়া দিয়া, অপর অগ্নি লইয়া—

প্রজাপতিঋষির্বৃহতী ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়-মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥ ৪৬

---

* সামবেদীর রেখা—স্থণ্ডিলের দক্ষিণ প্রান্তে ১ আঙ্গুল বাদ দিয়া ১টি পূর্ব্বাগ্র দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ, তাহার মূল হইতে স্থণ্ডিলের পশ্চিম প্রান্তে ২ আঙ্গুল বাদ দিয়া ১টি উত্তরাগ্র একবিংশত্যঙ্গুলপ্রমাণ, দ্বাদশাঙ্গুল রেখার মূল হইতে ৭ অঙ্গুলি উত্তরে ১টি পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশপ্রমাণ, তাহা হইতে ৭ অঙ্গুলি উত্তরে আর ১টি পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশপ্রমাণ এবং তাহা হইতে ৭ অঙ্গুলি উত্তরে অপর ১টি পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশপ্রমাণ। (অগ্রে ঐরূপে কুশ মাপিয়া যথাস্থানে রাখিয়া তাহার গায়ে গায়ে অন্য কুশ দ্বারা রেখা করিতে হয়)। যজুর্ব্বেদীর—স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে, মধ্যে ও উত্তরপ্রান্তে যথাক্রমে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত তিনটি। ঋগ্বেদীর—স্থণ্ডিলের পশ্চিমপ্রান্তে মধ্যস্থলে প্রাদেশপ্রমাণ উত্তরাগ্র একটি, তাহার দুই পার্শ্বে প্রাদেশপ্রমাণ পূর্ব্বাগ্র দুইটি, উহাদের মধ্যে (দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত) প্রাদেশপ্রমাণ পূর্ব্বাগ্র তিনটি।

† দীপাগ্নি অগ্রাহ্য।

‡ ঋগ্বেদী—"যমরাজ্ঞো" বলিবেন। অর্থ—যমরাজের অধিকৃত স্থানসমূহে।

ক্রব্যাদ (অর্থাৎ শবদেহাদিরূপ-মাংসভোজী) অগ্নিকে দূরে প্রেরণ করি। তিনি আমাদের পাপনাশক হইয়া যমরাজ্যে গমন করুন। ৪৫।

এখানে এই অপর অগ্নি স্থাপিত হইয়া, আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম জানিয়া আহুতগুলি দেবতাদিগের নিকট লইয়া যাউন। ৪৬।

বলিয়া স্থণ্ডিলমধ্যে স্থাপন করিবে ও কাষ্ঠ দ্বারা জ্বালিয়া দিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ সর্ব্বতঃপাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ৪৭

পরে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাগ্র জলধারা দিয়া, তদুপরি পূর্ব্বাগ্র কতিপয় কুশ পাতিয়া "ওঁ ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্য তাং॥ ৪৮॥" বলিয়া নারায়ণকেই ব্রহ্মস্বরূপে তদুপরি উত্তরমুখে বসাইবে। এবং "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে প্রাদেশ-প্রমাণ কয়েকগাছি কুশ লইয়া অগ্নির ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত চারিদিকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া বিছাইবে। পরে দুইগাছি সাগ্র কুশ (পবিত্র) লইয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ॥ ৪৯॥" বলিয়া অগ্র হইতে প্রাদেশপ্রমাণ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ (নখ ব্যতিরেকে) ছেদন করিয়া, "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ॥ ৫০॥" বলিয়া জলে ডুবাইয়া আজ্যস্থলীতে † উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে, ও তদুপরি ঘৃত ঢালিয়া, বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূল, এবং

---

* খদির ও পলাশ কাষ্ঠই প্রশস্ত। তদভাবে অন্য কাষ্ঠ। কিন্তু কদম্ব, কয়েত বেল, শিমুল, তেঁতুল, আম ও নিম নিষিদ্ধ।

† আজ্য—গালিত ঘৃত। আজ্যস্থালী—যে পাত্রে ঐ ঘৃত রাখিয়া হোম করিতে হয়। আজ্যপাত্র তৈজস বা নূতন মৃন্ময়। কুম্ভকারের চক্রে নির্ম্মিত-মৃন্ময় পাত্র অগ্রাহ্য।

সকল দিকেই যাঁহার হস্ত ও পদ আছে, সকল দিকেই যাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ আছে, সেই মহিমশালী সর্ব্বস্বরূপ অগ্নি সকল কর্ম্মে স্থাপিত হইয়া থাকেন।৪৭

হে ব্রহ্মন্, আপনি এইখানে বসুন। ৪৮।

হে পবিত্রদ্বয়, তোমরা বৈষ্ণবী (অর্থাৎ বিষ্ণুই তোমাদের দেবতা)। ৪৯।

তোমরা বিষ্ণুর মন (অর্থাৎ চন্দ্র) দ্বারা পবিত্র (অর্থাৎ চন্দ্র-কিরণে তোমরা জীবিত আছ বলিয়া, তদ্দ্বারা পবিত্রও হইয়া রহিয়াছ)। ৫০।

বামহস্তের উপর দিয়া দক্ষিণহস্ত বাড়াইয়া তাহার অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের অগ্র ধরিয়া, পবিত্রগাছটি তুলিয়া উহার মধ্য-ভাগ দ্বারা ঘৃত লইয়া—

সামবেদী—প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রী চ্ছন্দ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎ-পবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎ পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥ ৫১

যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী—ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎ পুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥ ৫২

বলিয়া ঐ ঘৃত একবার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, এবং আর দুই বার অমন্ত্রকও নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ পবিত্রে জল-প্রোক্ষণ করিয়া উহা অগ্নিতে দিয়া, আজ্যপাত্র অগ্নিতে তাতাইয়া উত্তরদিকে নামাইয়া জলপ্রোক্ষণ করিবে। এইরূপ আরও দুইবার করিবে। তৎপরে কুশী লইয়া, কুশ দিয়া মাজিয়া, ঐরূপে তিনবার অগ্নিতে তাতাইয়া উত্তরদিকে রাখিয়া জলপ্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর কোলের কাছে উত্তরাগ্র কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া, তদুপরি আজ্য-স্থালী রাখিয়া কুশী করিয়া ঘৃত লইয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" মনে মনে বলিয়া অগ্নির উত্তর দিকে পূর্ব্বাগ্র ঘৃতধারা দিবে *। "ওঁ

* সর্ব্বত্রই মন্ত্রপাঠের পরে আহুতি দিতে হয় (মন্ত্র পড়িতে পড়িতে দিবে না। যজুর্ব্বেদী সর্ব্বত্রই দেবতোদ্দেশ করিবেন, অর্থাৎ যে দেবতার হোম করিবেন, হোমান্তে সেই দেবতার চতুর্থ্যন্ত নাম বলিবেন। যথা—ইদং প্রজাপতয়ে, ইদম্ ইন্দ্রায়, ইদম্ অগ্নয়ে, ইদং সোমায়, ইদং সরস্বত্যৈ ইত্যাদি। এবং

হে ঘৃত, সবিতা দেব অচ্ছিদ্র (নির্দ্দোষ) পবিত্র দ্বারা, এবং জগন্নিবাসভূত সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা তোমাকে শোধন করুন। ৫১। (উৎপবন—ভস্মাদি উৎক্ষেপ-পূর্ব্বক শোধন)।

হে ঘৃত, সবিতা দেবের অনুমতিতে অচ্ছিদ্র পবিত্র দ্বারা ও সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা তোমাকে শোধন করি। ৫২।

ইন্দ্রায় স্বাহা” মনে মনে বলিয়া অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাগ্র ঘৃত-ধারা দিবে। পরে “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা” বলিয়া অগ্নির মধ্যস্থলে পূর্ব্ব-দিক্ ঘেঁসিয়া উত্তরদিকে (অর্থাৎ অগ্নির দক্ষিণনেত্রে) ঘৃত দিবে। এবং “ওঁ সোমায় স্বাহা” বলিয়া উহার দক্ষিণদিকে (অর্থাৎ অগ্নির বামনেত্রে) ঘৃত দিবে। • •

প্রকৃত কর্ম্ম—(সঙ্কল্প) বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীসরস্বতীপ্রীতিকামঃ বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহেতি মন্ত্রেণ * প্রত্যেকপঠিতেন অষ্টাবিংশতিসংখ্যক-সাজ্যকুন্দপুষ্প-সমিদ্ভিঃ † সরস্বতীহোমমহং করিষ্যামি।

ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামাসি ‡ (নামকরণ করিয়া), ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ (আবাহন করিয়া), এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ··, এষ ধূপঃ···, এষ দীপঃ···, এতৎ আজ্যনৈবেদ্যং···নমঃ § (পূজা করিয়া) প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত

সর্ব্ববেদীই আহুতির শেষ (“হাত ঝাড়া’ অর্থাৎ হোমের পর হাতে বা কুশীতে যে ঘৃত লাগিয়া থাকে তাহা) পাত্রান্তরে রাখিবেন। উহা যজমানকে ভক্ষণ করিতে হয়।

* অন্য দেবতার পূজায়, তাঁহারই মূলমন্ত্র বলিতে হইবে।

† ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন সমিধ্ আছে। যথা—বিষ্ণুর উড়ুম্বর, শিব ও শক্তির বিল্বপত্র ইত্যাদি (উড়ুম্বর সমিধে সকলেরই হোম হইতে পারে)। সমিধের অভাবে কেবল আজ্যেও হোম করা যায়, তখন সঙ্কল্পবাক্যে “অষ্টা-বিংশতিসংখ্যকাজ্যাহুতিভিঃ” বলিতে হইবে।

‡ কর্ম্মবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে (ত্রিঃ ক্রিঃ কাঃ পঃ ১ম খণ্ড)। পূজাকার্য্যে ঐ নাম।

§ অগ্নিতে জল দিতে নাই। অতএব ধূপ দীপের পরিবর্ত্তে জলের ছিটা

সমিধ্ (কুশ) অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, মহাব্যাহৃতিহোম * করিবে। যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা। তৎপরে সমিধ্গুলি অর্চ্চনা করিবে—যথা এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক-সাজ্যকুন্দপুষ্পসমিদ্ভ্যো নমঃ (জলপ্রোক্ষণ), এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতিসংখ্যক-সাজ্যকুন্দপুষ্পসমিদ্ভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-সম্প্রদানায় ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। পরে এক একটি পুষ্প লইয়া ঘৃতে ডুবাইয়া, "ওঁ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা" এই মন্ত্রে চিৎ হাতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম ও প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া উদীচ্যকর্ম্ম করিবে। যথা—

প্রায়শ্চিত্তহোম।—(সঙ্কল্প) বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য…শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা † কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।

পূর্ব্ববৎ সমিধ্ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া, ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি (নামকরণ), ওঁ বিধ্বগ্নে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি (আবাহন), এষ গন্ধঃ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ ইত্যাদি (পূজা—৩৯৯ পৃঃ ১২ পং) করিয়া—

দিতে হইলে ভূমিতে দিবে, নচেৎ জলের পরিবর্ত্তে ঘৃতের ছিটা দিবে। নির্ব্বাণ অগ্নিতে হোম করিতে নাই। আগুন নিবিয়া গেলে ফু দিয়া জ্বালিবে। পাখা, কুলা, বস্ত্র বা অন্য কোনও বস্তু দ্বারা বাতাস দিবে না। মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি বলিয়া হোমের অগ্নি ফু দিয়াই জ্বালিতে হয়; কিন্তু অন্য অগ্নিতে ফু দিতে নাই। সংস্কৃত আজ্যপাত্রে অন্য ঘৃত ঢালিলেও তাহা সংস্কৃত হয়।

* মহাব্যাহৃতি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (অব্যয় শব্দ চতুর্থ্যন্ত)। দেবতোদ্দেশে (যথাক্রমে)—ইদমগ্নয়ে, ইদং বায়বে, ইদং সূর্য্যায়।

† হোতার নিজের ত্রুটি মার্জ্জনার জন্য এই হোম করিতে হয় বলিয়া, ইহার সঙ্কল্পবাক্যে যজমানের নাম বলিতে হয় না।

প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রী চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতিভিঃ * প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋর্ষি-রুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ † প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋর্ষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋর্ষির্বৃহতী চ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।

ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বদেবতাভ্যঃ স্বাহা, তৎপরে পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম (৪০০ পৃঃ ২ পং) ও সমিৎপ্রক্ষেপ করিবে।

পূর্ণহোম।—ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি (নামকরণ), ওঁ মৃড়াগ্নে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি (আবাহন), এষ গন্ধ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ ইত্যাদি (পূজা) করিয়া "এতৎ সঘৃতফলতাম্বূলং † ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, ঘৃতপূর্ণ স্রুবী লইয়া দাঁড়াইবে (এই সময়ে যজমানও দাঁড়াইয়া হোতাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন ‡)।

সামবেদী—প্রজাপতিঋর্ষির্বিরাড্‌গায়ত্রী চ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা॥ ৫৩

---

* ব্যস্ত—পৃথক্ পৃথক্। সমস্ত—মিলিত। এই হোমের নামই "ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম"। † বস্ত্র থাকিলে—সঘৃতসবস্ত্রফলতাম্বূলং।

‡ স্ত্রী ও শূদ্র (হোমে অধিকার নাই বলিয়া) আহুতি দিবার সময় হোতাকে ত্যাগ করিবেন।

যশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে—যশস্কাম ব্যক্তির বহুদিনসাধ্য যজ্ঞকার্য্যে। যশের

যজুর্ব্বেদী—ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা,^ বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিং। কবিগুং সম্রাজ-মতিথিং জনানা-, মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা॥ ৫৪

ঋগ্বেদী—বামদেব ঋষিরগ্নির্দেবতা জগতী ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধামন্ তে, বিশ্বং ভুবন-মধিশ্রিত,-মন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ু্ষি। অপা-মনীকে সমিথে য আভৃত,-স্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্ম্মিং স্বাহা॥ ৫৫

বলিয়া অগ্নিতে ঐ ঘৃত আহুতি দিয়া, পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিবে *। যথা—এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে অর্চ্চনা করিয়া, বিষ্ণুর্ন্নোঁ তৎসদদ্য...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (বা—দাসস্য ইত্যাদি) শ্রীসরস্বতী-প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসরস্বতীপূজাঙ্গহোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণে দদানি (জলপ্রোক্ষণ)।

* যদ্দ্বারা বহুভোক্তার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়, তৎপরিমাণ অন্নাদিকে পূর্ণপাত্র বলে। ২৫৬ মুষ্টিতেও পূর্ণপাত্র হয়। উহার কম হইলে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্য বলিতে হয়।

জন্য আমি পূর্ণহোম সম্পাদন করিতেছি। যে এই যশের জন্য হোম করে, যশ তাহাকে অভিমত বর দিয়া থাকে। অতএব আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আমি যশের দ্বারা যেন লোকে প্রকাশ পাই। ৫৩।

স্বর্গের শিরঃস্বরূপ, পৃথিবীর অধিপতি, সকল লোকের আরাধ্য, অতীতদর্শী, সম্যক্ শোভমান, যজমানদিগের অতিথিস্বরূপ, দেবতাদিগের মুখস্বরূপ, রক্ষাকর্ত্তা অগ্নিকে ঋত্বিকেরা যজ্ঞের নিমিত্ত অরণিকাষ্ঠ হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। ৫৪।

হে অগ্নে, তোমার তেজে সমস্ত জগৎ অধিষ্ঠিত আছে। তোমার যে তেজ সমুদ্রের মধ্যে (বাড়বানলরূপে), সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে (বৈশ্বানররূপে), অন্নে (আহার্য্যরূপে), উদকসমূহে (বৈদ্যুতাগ্নিরূপে), ও যুদ্ধে (শৌর্য্যাগ্নিরূপে)

পরে অগ্নির ঈশান-কোণে ঘৃত দিয়া, সেইখান হইতে ভস্ম লইয়া, ঘৃতে গুলিয়া অনামিকা দ্বারা গ্রহণ করিয়া, অগ্রে অগ্নিকে ও দেবতাদিগকে তিলক দিয়া, পরে যজমানকে তিলক দিবে—

ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং (ললাটে), জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং (কণ্ঠে), যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং (দক্ষিণবাহুমূলে *), তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং (হৃদয়ে) ॥৫৬

ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ (অগ্নিতে জল প্রোক্ষণ), ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব (দধি নিক্ষেপ)॥ ৫৭

দক্ষিণা।

(অগ্রে পূজকের দক্ষিণা) যজমান—'ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' বলিয়া রজতমুদ্রাদি অর্চ্চনা করিয়া, বামহস্তে (উপুড়হাতে) ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ত্রিপত্র সহ হরীতকী ধরিয়া, (বিষ্ণুরোঁতৎসৎ) অদ্য...শ্রীসরস্বতীপ্রীতিকামনয়া মৎসঙ্কল্পিতশ্রীসরস্বতীপূজনকর্ম্মণি কৃতৈতৎপূজাদিকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণে (পুরোহিতের গোত্র ও নাম) পূজকায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে (জলপ্রোক্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান)। পুরোহিত—গ্রহণ করিয়া "ওঁ স্বস্তি" বলিবেন। (মূলদক্ষিণা) অর্চ্চনা করিয়া, বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য শ্রীসরস্বতীপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসরস্বতীপূজনকর্ম্মণঃ

* বাম বাহুমূলে দিতে হয় না; যথা—'ত্র্যায়ুষাণি করোতি ভস্মনা ললাটে গ্রীবায়াং দক্ষিণেহংসে হৃদি চ ত্র্যায়ুষমিতি প্রতিমন্ত্রম্।'—পারস্কর।

অবস্থান করিতেছে, সেই তেজে যুগ্যদাণ যে রস সঞ্চিত আছে, তোমার সেই মধুময় রস আমরা উপভোগ করি। ৫৫।

ত্র্যায়ুষ—বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যরূপ অবস্থা। কশ্যপের যে ত্র্যায়ুষ, জমদগ্নির যে ত্র্যায়ুষ, দেবতাদিগের যে ত্র্যায়ুষ, সেই ত্র্যায়ুষ আমার হউক (৪০৯ পৃঃ * টী)। ৫৬

হে অগ্নে, তুমি সমুদ্রে যাও। হে পৃথিবি, তুমি শীতলা হও। ৫৭।

সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে শ্রীসরস্বত্যৈ তুভ্যং সম্প্রদদে (জলপ্রোক্ষণ)। পুরোহিত উহা ঘটে স্পর্শ করাইবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—ওঁ কৃতৈতৎসরস্বতীপূজনকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন।

বৈগুণ্যসমাধান।

(ইহা পুরোহিত নিজেই করিবেন) বামহস্তস যুক্ত দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র সহ হরিতকী জলে ধরিয়া—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য…দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ পূজাকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি (৩৩ পৃঃ) মন্ত্র পাঠ করিয়া ১০ বার 'ওঁ বিষ্ণুঃ' জপ করিবে। পরে যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া—

(ওঁ) অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্ বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥ ৫৮
(ওঁ) যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ৫৯

শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ। একগণ্ডূষ জল লইয়া—(ওঁ) প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ ইত্যাদি (১৮৭ পৃঃ ৩৭-৩৮ মন্ত্র) বলিয়া ভূমিতে ত্যাগ করিবে।

অজ্ঞান বশতঃ অথবা মোহ-বশতঃ পূজায় যাহা স্খলিত হয় (অর্থাৎ যে ত্রুটি ঘটে), তাহা বিষ্ণুর স্মরণমাত্রেই পূর্ণ হয়, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। ৫৮।

জানিয়া অথবা না জানিয়া যে কার্য্য অসম্পূর্ণরূপে করা হইয়াছে, সে সমস্ত শ্রীহরির নামোচ্চারণে সম্পূর্ণ হউক। ৫৯।

সায়ং আরতি। *

সন্ধ্যার পর ৪ দণ্ডের মধ্যেই আরতি করিয়া পরে শীতল দিবে।

বিসর্জ্জন।

পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চোপচারে পূজা, দইকড়মা (দধি-করম্ব †) নিবেদন ও আরতি করিয়া "ওঁ সরস্বতি দেবি ক্ষমস্ব।৬০।" বলিয়া ঘটে জলপ্রোক্ষণ করিয়া, ঘট ও প্রতিমা নাড়িয়া দিবে। পরে সংহারমুদ্রা (৪৬০পৃঃ) দ্বারা একটি নির্ম্মাল্য (নিবেদিত পুষ্প) লইয়া আঘ্রাণ করত তেজোময়ী দেবতা অন্তরে প্রবেশ করিলেন ভাবিয়া, হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কুণ্ডহাঁড়ীর মুখ হইতে দর্পণ লইয়া, তাহাতে দেবতার প্রতিবিম্ব ধরিয়া—

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরং ॥ ৬১

---

* আরতির সংস্কৃত নাম আরাত্রিক অর্থাৎ যাহা রাত্রিতে কর্ত্তব্য নহে। রাত্রির প্রথম ৪ দণ্ড দিবসের মধ্যে গণ্য। শ্যামাপূজা প্রভৃতি যে সকল পূজা রাত্রিতে করিতে হয়, তাহাতেই কেবল পূজার অনুরোধে রাত্রে আরতি করা হইতে পারে। আরতির নিয়ম ৬১ পৃঃ।

† দধিকরম্ব—দধিমিশ্র (দই চিড়া প্রভৃতি)। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ দধিকরম্বায় নমঃ, এতৎ দধিকরম্বং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

ক্ষমা কর (অর্থাৎ তুমি বিরাড়্মূর্ত্তি, কিন্তু আমি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনুরূপ তোমার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি করিয়াছি; তুমি পূর্ণকাম, কিন্তু আমি আমার তুচ্ছ কামনার অনুরূপ তোমাকে তুচ্ছ বস্তু দিয়া পূজা করিয়াছি; এবং তোমারই বস্তু আমার বলিয়া তোমাকে দিয়াছি;—আমার এই সকল অপরাধ ক্ষমা কর)।৬০

হে দেবি, ভূমিতে (এই দেহক্ষেত্রে) যে পর্ব্বত (পর্ব্বযুক্ত সুষুম্না নাড়ী) আছে, তাহার উৎকৃষ্ট শিখরে (সর্ব্বোপরিভাগে অর্থাৎ শিরস্থ সহস্রদলকমলে) তুমি বাস করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি আমার অন্তরে গমন কর। ৬১।

ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ * ॥ ৬২

বলিয়া ঘণ্টাদিবাদ্য-সহকারে দর্পণখানি জলে † ডুবাইয়া দিবে। পরে ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ ‡ বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর নির্ম্মাল্য রাখিবে। ঘট ও প্রতিমাকে যথাসময়ে নৃত্য-গীত-বাদ্য-সহকারে নদী প্রভৃতি প্রশস্ত জলাশয়ে নিমগ্ন করিবে। ঘটটি জলপূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে আনিবে।

শান্তি।

যজমান সবান্ধবে পূর্ব্বমুখে বসিলে, পুরোহিত পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া কুশ বা চূতপল্লবাদি দ্বারা ঐ ঘটের জল সকলের মস্তকে প্রোক্ষণ করত পাঠ করিবেন—

ওঁ সুরাস্ত্বা-মভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথ-স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। ৬৩

---

* পুংদেবতা হইলে ৬১ সংখ্যক মন্ত্র বলিতে হয় না, এবং ৬২ সংখ্যক মন্ত্রে 'পরমেশ্বরি' স্থলে "পরমেশ্বর" বলিতে হয়।

† একটি পাত্রে হলুদ-জল রাখিয়া, তাহাতেই দর্পণ ডুবাইতে হয়। এবং ঐ জলপাত্রটি এরূপে রাখিতে হয়, যাহাতে জলমধ্যে দেবতার পাদপদ্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ সূর্য্যে—তেজশ্চণ্ডায় নমঃ, গণেশে—উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ, শিবে—চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, বিষ্ণুতে—বিষ্বক্সেনায় নমঃ, শক্তিতে—শেষিকায়ৈ নমঃ (শ্যামায়—উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ)। সামান্যতঃ পুংদেবতাপক্ষে—নির্ম্মাল্যবাসিনে নমঃ, স্ত্রীদেবতাপক্ষে—নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।

হে পরমেশ্বরি, তোমার স্বকীয় বাসস্থান যে উৎকৃষ্ট স্থান, সেইখানে গমন কর। বৎসর গত হইলে আবার আসিবার জন্য গমন কর। ৬২।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। জগৎপতি

ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋ'তিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা ॥৬৪
ওঁ কীর্ত্তিলক্ষ্মীধৃ'তির্মে'ধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমামতিঃ।
বুদ্ধির্ল'জ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুসংযুতাঃ ॥ ৬৫
ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বা-মভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥ ৬৬
ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধরা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা-স্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৭

শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেব, এবং কামদেব ও অনিরুদ্ধ তোমার বিজয়ের কারণ হউন। ৬৩।

ভগবান্ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ'ত, বরুণ, পবন, কুবের, ঈশান এবং ব্রহ্মার সহিত অনন্ত—এই দিক্‌পালগণ সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।৬৪।

কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্ষমামতি (তিতিক্ষা), বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ (মূর্ত্তি), কান্তি, শান্তি, তুষ্টি—এই ধর্ম্মপত্নী মাতৃগণ সম্মিলিতা হইয়া তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৬৫।

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৬৬।

ঋষিরা, মুনিরা, গাভীরা, দেবমাতারা, পৃথিবী, দিঙ্‌নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরোগণ, অস্ত্র সকল, শস্ত্র সকল, রাজারা, তাঁহাদের বাহনেরা, ঔষধ সকল, রত্ন সকল

কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য ঋক্‌ত্রয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। *

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুব,-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া

* প্রায় সকলেই "মহাবামদেব্য ঋষিঃ বিরাড়্ গায়ত্রী ছন্দঃ" বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। মহাবামদেব্য নামে কোনও ঋষি নাই, এবং ঐরূপ নাম হইতেও পারে না। বেদের ভাষ্য, আর্ষানুক্রমণী প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ তিনটি ঋক্ "বামদেবদৃষ্ট" বলিয়া উল্লিখিত আছে। বামদেব কর্ত্তৃক দৃষ্ট বলিয়া ঐ ঋক্‌ত্রয়কে "বামদেব্য" বলে, এবং গান করিবার যোগ্য বলিয়া উহাদিগকে 'গান'ও কহে। এইজন্য মহর্ষি গোভিল "অপবৃত্তে কর্ম্মণি বামদেব্যগানং" বলিয়াছেন, এবং তজ্জন্য ভবদেবভট্টও স্বীয় পদ্ধতিতে "বামদেব্যগানান্তম্ উদীচ্যং কর্ম্ম" লিখিয়া গিয়াছেন। বেদগানের রীতি স্বতন্ত্র, উহা গুরুর নিকট শিখিতে হয় (*মৎপ্রচারিত "ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি"র প্রথম খণ্ডে গানের প্রণালী* প্রদর্শিত আছে); সুতরাং গানে সকলে সমর্থ নহে বলিয়া গানাশক্তিতে ৩ বার পাঠ করিবার ব্যবস্থা আছে। গানের প্রকারভেদে প্রথমে "কয়া নশ্চিত্র" এই একটি মন্ত্র, তৎপরে 'কয়া নশ্চিত্র"—"কস্ত্বা সত্যো" ও—"অভী ষু ণঃ' এই তিনটি মন্ত্র, এবং তার পর আবার ঐ তিনটি মন্ত্র গান করিলে বামদেব্য গানকেই "মহাবামদেব্য" গান বলে। এই কারণেই লোকে "মহাবামদেব্য ঋষিঃ" পাঠ করিয়া লইয়াছেন। তার পর ছন্দের কথা—প্রথম মন্ত্রটির গায়ত্রী ছন্দঃ, দ্বিতীয় *মন্ত্রটির নিচৃৎ গায়ত্রী ছন্দঃ, এবং তৃতীয় মন্ত্রটির বিরাট্ গায়ত্রী ছন্দঃ;* সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ ঋষি ছন্দঃ বলিতে হইলে তৃতীয় মন্ত্রটিরই 'বিরাড়্ গায়ত্রী ছন্দঃ" বলা উচিত; তিনটি ঋকেরই "বিরাড়্ গায়ত্রী ছন্দঃ" বলা উচিত নহে। কিন্তু "গায়ত্রী ছন্দঃ" বলিলে কোনও দোষ হয় না (যে মন্ত্রের যে গায়ত্রীই হউক, তাহাই বুঝাইবে)।

এবং (ক্ষণ মুহূর্ত্ত প্রভৃতি) কালের যে সকল অংশ আছে তাঁহারা, নদী সকল, সাগর সকল, পর্ব্বত সকল, তীর্থ সকল, মেঘ সকল, নদ সকল, এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্প সকল—ইঁহারা ধর্ম্ম অর্থ ও কামের সিদ্ধির জন্য তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ৬৭।

বৃতা॥ ওঁ কস্থা সত্যো মদানাং, মংহিষ্ঠো মৎস-দন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদা-রুজে বসু॥ ওঁ অভী ষু ণঃ সখীনা,-মবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাস্যূতয়ে॥ ৬৮॥ (ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী—'ভবাস্যূতিভিঃ'. বলিবেন)।—এই তিনটি মন্ত্র ৩ বার পড়িয়া, ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি (২৯৬ পৃঃ) মন্ত্র ৩বার পাঠ করিবে। ইহার পর যজুর্ব্বেদীর বিশেষ মন্ত্র যথা—

ওঁ দ্যৌঃ শান্তি-রন্তরিক্ষগুং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তি-রাপঃ শান্তি-রোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ, সর্ব্বগুং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তি-রেধি *॥ ৬৯

---

* প্রতিনিধি কর্ম্ম করিলে, মন্ত্র দ্বারা তিনি "আমার" ইত্যাদি বলিয়া যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা যজমানেরই (যাঁহার প্রতিনিধি তাঁহারই) হইবে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষ-মাশাসতে যজমানস্যৈব সা" (পুরোহিতেরা আমার বলিয়া যে কিছু বর প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানেরই হয়)। বৃহস্পতিও বলিয়াছেন—"ঋত্বিগ্‌ বাদে নিযুক্তশ্চ সমৌ সম্পরিকীর্ত্তিতৌ। যজ্ঞে স্বাম্যাপ্নুয়াৎ পুণ্যং হানিং বাদেঽথবা জয়ম্‌॥" (পুরোহিত ও উকিল উভয়েই সমান। পুরোহিত 'আমার' বলিয়া পূজাদি কার্য্য করিলেও তাহার ফল যজমান প্রাপ্ত হয়। এবং উকিল 'আমার' বলিয়া মকর্দ্দমা চালাইলেও জয়-পরাজয় মক্কেলেরই হইয়া থাক)।

সর্ব্বদা বর্দ্ধমান ও পূজনীয় ইন্দ্র কিপ্রকার তর্পণ দ্বারা আমাদের অভিমুখ হইবেন? এবং যথাজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কোন্‌ কার্য্য দ্বারা আমাদের মিত্রস্বরূপ হইবেন? (তাহা বলিয়া দিলে, আমরা সেইরূপ করিব)। হে ইন্দ্র, সত্যরূপ এবং মাদকসমূহের মধ্যে অতিপ্রশস্ত কিপ্রকার সোমরস, শত্রুদিগের ধন কঠিন হইলেও তাহা সম্যগ্‌রূপে ভঙ্গ করিবার জন্য, তোমাকে মত্ত করিবে (অর্থাৎ তুমি কিপ্রকার সোমরস পান করিলে মত্ত হইয়া শত্রুদিগের ধনক্ষয় করিতে পার, তাহা বলিয়া দিলে আমরা সেইরূপ রস প্রস্তুত করিব)। হে ইন্দ্র, তুমি মিত্রস্বরূপ স্তুতিকর্ত্তাদিগের রক্ষাকর্ত্তা। তুমি আমাদের বহুপ্রকারে রক্ষার জন্য আমাদের সম্মুখীন হও। ৬৮।

স্বর্গে যে শান্তি, অন্তরীক্ষে যে শান্তি, পৃথিবীতে যে শান্তি, জলে যে শান্তি, ওষধিতে যে শান্তি, বনস্পতিতে যে শান্তি, বিশ্বদেবগণে যে শান্তি ও সর্ব্বজগতে যে শান্তি আছে, এবং যাহা স্বরূপতঃই শান্তি, সেই শান্তি আমার হউক। ৬৯।

সাধারণের পক্ষে—ওঁ সর্ব্বারোগশান্তিঃ। ওঁ সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ। ওঁ যত্র এবাগতং পাপং, তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ৭০॥

তান্ত্রিক সংক্ষেপ হোম।

বালুকা দ্বারা হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল করিয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা একগাছি কুশ ধরিয়া, তাহার মূল দিয়া স্থণ্ডিলের মধ্যভাগে সাধারণ যন্ত্র (৩৭৩ পৃঃ ১৩ পং) আঁকিবে। ঐ যন্ত্রের মধ্যস্থলে যোনি (অর্থাৎ পুংদেবতা হইলে উর্দ্ধমুখ, ও স্ত্রীদেবতা হইলে অধোমুখ ত্রিকোণ) আঁকিবে। তৎপরে স্থণ্ডিলের পশ্চিম-প্রান্তে (দুই দিকের কতকটা স্থান ছাড়িয়া দিয়া, দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত) প্রাদেশপ্রমাণ পূর্ব্বাগ্র তিনটি রেখা করিবে। স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তেও (দুই দিকের কতকটা স্থান ছাড়িয়া দিয়া, পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) প্রাদেশপ্রমাণ উত্তরাগ্র তিনটি রেখা করিবে। তৎপরে কুশটি ত্যাগ করিয়া, মূলমন্ত্রে ঐ স্থণ্ডিলটি নিরীক্ষণ করিয়া, "ফট্" মন্ত্রে ত্রিপত্র দ্বারা তাড়ন করিবে (অর্থাৎ স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিকে শূন্যে ঐ ত্রিপত্র সঞ্চলন করিয়া বিঘ্নাপসারণ করিবে। তৎপরে "ফট্" মন্ত্রে ও "হুং" মন্ত্রে দুইবার জলের ছিটা দিয়া, পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয়ে যথাক্রমে (অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুরন্দরায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে যথাক্রমে (অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) এতে

সকল রোগের শান্তি হউক। সকল আপদের শান্তি হউক। যে স্থান হইতে পাপ আসিয়াছে, সেইখানেই তাহা ফিরিয়া যাউক। ৭০।

গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দবে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। "ওঁ" মন্ত্রে সমস্ত দ্রব্যে জলের ছিটা দিয়া, মূলমন্ত্রে দেবতাকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে স্থণ্ডিলের মধ্যস্থলে পূজা করিবে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ, এইরূপ ওঁ রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ, মূলমন্ত্রান্তে ওঁ অমুকদেবতাস্থণ্ডিলায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। তৎপরে অগ্নি আনিয়া মূলমন্ত্রের পর 'বৌষট্' উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি নিরীক্ষণ করিয়া, "ফট্" মন্ত্রে ত্রিপত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ তাড়ন করিয়া, "ফট্" ও "হুং" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া, "রং" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া, মূলমন্ত্রের পর "ওঁ হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া নৈঋর্তকোণে (দক্ষিণপশ্চিম কোণে) নিক্ষেপ করিয়া, "ওঁ" "রং" "হুং" এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুই হাতে ধরিয়া, স্থণ্ডিলের উপর দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার ঘুরাইয়া, হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া, "ওঁ" বলিয়া আত্মাভিমুখে যোনির উপর স্থাপন করিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া, ওঁ রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ" বলিয়া, "ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা (১)" বলিয়া ফুঁ দিয়া জ্বালিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে, জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণ-মমলং, সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং (২)॥ ওঁ অগ্নে ত্বং অমুকদেবতানামাসি (অর্থাৎ দক্ষিণাকালিকানামাসি ইত্যাদি)। ওঁ অমুকাগ্নে (অর্থাৎ দক্ষিণাকালিকাগ্নে ইত্যাদি) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ,

---

হে চিৎ (চৈতন্যময়), হে পিঙ্গলবর্ণ অগ্নি, তুমি সর্ব্ববিঘ্ন নাশ কর, দগ্ধ কর, জীর্ণ কর। হে সর্ব্বজ্ঞ, হোমকার্য্যে আমাকে আজ্ঞা কর। ১।

প্রজ্বলিত, জাতবেদ (সর্ব্বজ্ঞ), হুতাশন (হোম করা দ্রব্য যিনি ভক্ষণ করেন), সুবর্ণবর্ণ, নির্ম্মল, সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত), (বিশ্বতোমুখ (সকল দিকেই যাঁহার মুখ আছে) অগ্নিকে প্রণাম করি। ২।

ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব. অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ বলিয়া আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে; যথা—ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা (৩) এষ গন্ধঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ ইত্যাদি। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদি-সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ, এইরূপ…অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ, অগ্নেরষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ, ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যো নমঃ, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে কুশীটিকে অধোমুখে তাতাইয়া, বহুকুশ দ্বারা অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মাজিয়া, জলের ছিটা দিয়া, আবার তাতাইয়া, কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, নিজের দক্ষিণ ভাগে কুশের উপর কুশীটিকে রাখিবে। "ফট্" মন্ত্রে আজ্যস্থালীতে জলের ছিটা দিয়া, তাহাতে আজ্য (গলা ঘৃত) ঢালিয়া, মূলমন্ত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, ত্রিপত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ তাড়ন করিয়া, "ফট্" ও "হুং" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া, উহার মধ্যভাগে পূর্ব্বাগ্র করিয়া পবিত্র (অর্থাৎ প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্রকুশদ্বয়) রাখিয়া, উত্তর ভাগ হইতে কুশী করিয়া আজ্য লইয়া, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা বলিয়া অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে (অর্থাৎ উত্তরভাগে) হোম করিবে। দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য লইয়া, ওঁ সোমায় স্বাহা বলিয়া অগ্নির বাম নেত্রে অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগে হোম করিবে। মধ্যভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা বলিয়া অগ্নির 'ললাটনেত্রে (অর্থাৎ পূর্ব্বভাগে হোম করিবে। পুনর্ব্বার "নমঃ' মন্ত্রে উত্তর ভাগ হইতে আজ্য লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা (৪) বলিয়া

হে জাতবেদ (সর্ব্বজ্ঞ) বৈশ্বানর (অগ্নি), ইহ আবহ (এখানে এস)। হে লোহিতাক্ষ (আরক্তনয়ন), সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ কর। ৩।

সু-ইষ্ট-কৃৎ—স্বিষ্টকৃৎ—যৎ পূর্ব্বম্ ইষ্টং (যজ্‌+ক্ত) তৎ সর্ব্বং সুষ্ঠু

অগ্নির মুখে (অর্থাৎ পশ্চিমভাগে) হোম করিবে। তার পর মহাব্যাহৃতিহোম করিবে; যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা—তিনবার বলিয়া তিনবার হোম করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া অগ্নিতে পূজা করিয়া, এষ গন্ধঃ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ (অর্থাৎ দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ) ইত্যাদি বলিয়া পঞ্চোপচারে অগ্নিতে পূজা করিয়া, মূলমন্ত্রান্তে স্বাহা উচ্চারণ করিয়া পঁচিশ-বার হোম করিবে। পরে ঐ মূলমন্ত্রে এগার বার হোম করিবে। তার পর ওঁ মূলমন্ত্রস্য অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ মূলমন্ত্রস্য আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা বলিয়া এক একবার হোম করিবে। তৎপরে প্রকৃতহোমের সঙ্কল্প করিবে—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (সৌরমাস) অমুকরাশিস্থে ভাস্করে… অমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ অমুকমন্ত্রেণ (মূলমন্ত্র) অষ্টাবিংশতিসংখ্যক-সাজ্য-অমুকসমিদ্ভিঃ (বিল্বপত্রসমিদ্ভিঃ ইত্যাদি; সমিধের অভাবে—অষ্টাবিংশতিসংখ্যকাজ্যাহুতিভিঃ) অমুকদেবতাহোম-মহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা বলিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া, "নমঃ" মন্ত্রে প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ (বা কুশ) অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, হোমের সমিধ্ গুলিকে অর্চ্চনা করিবে (এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতিসংখ্যক-সাজ্য-অমুকসমিদ্ভ্যো নমঃ ইত্যাদি)। তৎপরে মূলমন্ত্রে এক একটি সমিধ্ (চিৎ হাতে) ধরিয়া উত্তরাগ্র করিয়া হোম করিবে। সংস্রব (হোমাবশেষ ঘৃত—"হাত ঝাড়া") পাত্রান্তরে রাখিবে। তার পর মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে (তান্ত্রিক হোমে

কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে ইতি স্বিষ্টকৃৎ (পূর্ব্বে যে যে হোম করা হইয়াছে, তৎসমুদায়কে যিনি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন করেন, তাঁহাকে স্বিষ্টকৃৎ বলে। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে তৃপ্ত করি। ॥।

দেবতোদ্দেশ নাই, এবং পূর্ণপাত্র দক্ষিণাও দিতে হয় না)। অগ্নির ঈশানকোণে (পূর্ব্বোত্তর কোণে) দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া, কুশী দ্বারা ঐ স্থান হইতে ভস্ম লইয়া পূর্ব্ববৎ (৪০৩ পৃঃ ৪ পং) তিলকদানাদি কার্য্য করিবে।
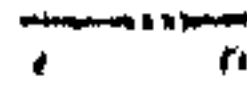
সংক্ষেপ বলিদান *।

বলিকে স্নান করাইয়া, দেবতার সম্মুখে পূর্ব্বমুখে রাখিয়া, স্বয়ং উত্তরমুখে বসিয়া, বামহস্তে ধরিয়া, অর্ঘপ্রোক্ষণ করিয়া, কপালে সিন্দুর দিয়া, "ওঁ ছাগপশবে নমঃ" † এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।
প্রণমামি ততঃ শর্ব্ব-রূপিণং ছাগরূপিণং ‡ ॥ ১

ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥ ২

পরে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ" এই মন্ত্রে পশুকে শিবরূপী চিন্তা করিয়া তাহার মস্তকে পুষ্প দিবে। তৎপরে মহাবাক্য করিবে—বিষ্ণুরোঁ। তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ

* বলি—পূজোপহার। পশুভিন্ন উপহারকেও বলি বলে (যথা—কুষ্মাণ্ডবলি ইত্যাদি)। দশ মহাবিদ্যা, একান্ন পীঠদেবতা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, চণ্ডী, গঙ্গা, শীতলা, মনসা, এবং পঞ্চানন (প্রমথবিশেষ), ভৈরব ও ক্ষেত্রপাল ভিন্ন আর কোনও দেবতার নিকট বলিদান নিষিদ্ধ।

† মেষপক্ষে—ওঁ মেষপশবে নমঃ বলিতে হয়।

‡ মেষপক্ষে—ছাগ স্থানে "মেষ" বলিতে হয়।

১ হে ছাগ, তুমি আমার সৌভাগ্যক্রমে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি ছাগরূপী মহাদেব, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। ১।

ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞের জন্য পশুদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তোমাকে আজি বধ করিব। সেইহেতু-যজ্ঞে যে বধ করা, তাহা বধই নহে। ২।

শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীঅমুকদেবতা-প্রীতিকামঃ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং * শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ তুভ্য-মহং ঘাতয়িষ্যামি †"—এই বলিয়া পশুর মস্তকে জল দিবে। পরে খড়্গটিকে অগ্নিতে তাতাইয়া আপনার ডাইন দিকে আত্মাভিমুখে রাখিয়া, তাহার নেত্রস্থানে সিন্দুর দিয়া, "ওঁ খড়্গায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া—

ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গ-স্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোহস্তু তে ॥ ৩

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, "আং হ্রীং ফট্" এই মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া, পশুর স্কন্ধে স্পর্শ করাইবে। "ওঁ স্তম্ভায় নমঃ" এই মন্ত্রে স্তম্ভ (হাড়িকাঠ) পূজা করিবে। ছেদক দেবতাভিমুখে (পূর্ব্ব-মুখে বা উত্তরমুখে) বসিবে, এবং বলিকে তদনুসারে উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিয়া এক আঘাতেই ছেদন করিবে। পরে মৃন্ময়াদিপাত্রে রুধির ধরিয়া, তাহাতে জল, সৈন্ধব লবণ, রম্ভা, চিনি ও মধু দিয়া দেবতার বামদিকে ‡ রাখিয়া—বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য··· শ্রীঅমুকদেবতাপ্রীতিকামনয়া এষ রুধিরবলিঃ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ

---

* মেষপক্ষে—মেষপশুং বরুণদৈবতম্।

† স্বার্থে—ঘাতয়িষ্যে। তন্ত্রমতে—পরার্থে দদানি, ও স্বার্থে সম্প্রদদে বলিতে হয়। তুভ্যং ঘাতয়িষ্যামি—তোমার প্রীত্যর্থে বধ করি (তুমর্থে চতুর্থী—ত্বাং প্রীণয়িতুম্)।

‡ মেষের রুধির সম্মুখে রাখিবে। যে পশুর রুধির যে দিকে রাখিতে হয়, তাহার শীর্ষবলিও সেইদিকে রাখিতে হইবে।

যে খড়্গ ক্ষেপণ করা যায়, যাহা দ্বারা বধ করা যায়, যাহার ধার তীক্ষ্ণ, যাহা দুঃসহ, যাহার অভ্যন্তরে সম্পদ্ অবস্থান করে (অর্থাৎ যাহার সাহায্যে সম্পদ্ পাওয়া যায়), এবং যাহা জয়লাভের হেতু, হে ধর্ম্মপাল! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার। ৩।

নমঃ—বলিয়া নিবেদন করিবে, * এবং "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং অমুক-দেবতে রুধিরেণাপ্যায়স্তাং" বলিবে। পরে বলির মস্তকে জলন্ত সলিতা দিয়া "এষ সপ্রদীপচ্ছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বলি স্থলে ওঁ কুষ্মাণ্ডবলয়ে নমঃ, (শশা) ওঁ ত্রপুষফলবলয়ে নমঃ, (কলা) ওঁ কদলীফলবলয়ে নমঃ, (সুপারি) ওঁ গুবাকফলবলয়ে নমঃ, (বাতাবি লেবু) ওঁ জম্বীরফলবলয়ে নমঃ, (আক) ওঁ ইক্ষুদণ্ডবলয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া পূর্ব্ববৎ মহাবাক্য করিবে। ছেদনের পর আর কিছু করিতে হইবে না। যার পর যে বলি উৎসর্গ করিবে, তার পর তাহা ছেদন করিবে। ইক্ষুবলি সর্ব্বশেষে দিতে হয়। ফলের বৃন্ত ও ইক্ষুদণ্ডের অগ্রভাগই মুখস্বরূপ।

তান্ত্রিক বলিদান।

সুলক্ষণ পশুকে স্নান করাইয়া সম্মুখে স্থাপন করিয়া, "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা, যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তার,-স্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥" (১) বলিয়া শ্বেতসর্ষপ ছড়াইবে। মূলমন্ত্রে অর্ঘ্যোদক দ্বারা সাতবার পশুকে প্রোক্ষণ করিবে। "ফট্" ও "হুং" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া,এষ গন্ধঃ ওঁ ছাগপশবে নমঃ (বা—মেষপশবে নমঃ) ইত্যাদি বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। বামহস্তে

---

*. ছাগপশুর (অন্য পশুর নহে) রুধিরের সহিত মাংস দেওয়া তান্ত্রিক বলিদানেই বিহিত; কিন্তু যে পশুর মাংস রন্ধন করিয়া দেবতাকে ভোগ দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহার মাংস রুধিরের সহিত দিবে না। রুধিরের সহিত মাংস দিলে "সমাংসরুধিরবলিঃ" বলিতে হয়। বুক চিরিয়া রক্ত দেওয়া এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্যামাপূজায় মদ্য বা তৎপ্রতিনিধি দ্রব্য দেওয়াও কলিযুগে নিষিদ্ধ।

অনুবাদ—৩৮৬ পৃঃ। ১।

পশুর কাণ ধরিয়া "ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে, বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি। তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ" (২) এই পশুগায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে খড়্গ স্পর্শ করিয়া "ওঁ হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ" (৩) বলিয়া, খড়্গের অগ্রভাগে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুং বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নমঃ," মধ্যভাগে "...ওঁ হুং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ," মূলে "...ওঁ হুং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ," এবং সর্ব্বত্র "...ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া, খড়্গকে প্রণাম করিবে—

ওঁ খড়্গায় খরনাশায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপর।
পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোহস্তু তে॥ ৪

মহাবাক্য—বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি (সৌরমাস), অমুকরাশিস্থে ভাস্করে...শ্রীঅমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ ইমম্ অমুকপশুং শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)। "ওঁ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতং" বলিয়া পশুটিকে দেবতার অভিমুখে তুলিয়া ধরিয়া ভূমিতে রাখিবে। তৎপরে এষ গন্ধঃ ওঁ স্তম্ভায় নমঃ ইত্যাদি বলিয়া পঞ্চোপচারে স্তম্ভের পূজা করিয়া, পশুকে ছেদন করিবে। রুধিরবলি (প্রথমতঃ দুইভাগ করিয়া)—মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "এষ সমাংসরুধিরবলিঃ (ছাগপশু না হইলে মাংস দিতে নাই, তখন—এষ রুধিরবলিঃ) ওঁ অমুক-

---

পশুপাশ (জীবাত্মার কর্ম্মবন্ধন—'পশুঃ সংসারিণামাত্মা' ইতি ধরণিঃ) যেন জানিতে পারি, বিশ্বকর্ম্মাকে (পরমেশ্বরকে) যেন চিন্তা করিতে পারি। জীবাত্মা আমাদিগকে সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে প্রেরণ করুন। ২।

হে কালি, হে বজ্রেশ্বরি (শক্তিরূপে বজ্রের অধিষ্ঠাত্রি), তুমি এই লৌহদণ্ডরূপিণী (অর্থাৎ খড়্গরূপা), তোমাকে প্রণাম করি। ৩।

তুমি খড়্গ, তোমার নাশ (অর্থাৎ যাহা দ্বারা নাশ করা যায়—ধার) প্রখর, তুমি শক্তির কার্য্য-সাধনার্থে তৎপর। তুমি শীঘ্র পশুকে ছেদন কর। হে খড়্গনাথ, তোমাকে প্রণাম। ৪। (পাঠান্তরে—খরধারায়)।

দেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া এক ভাগ উৎসর্গ করিবে। অবশিষ্ট রুধিরকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া “এষ মাংসরুধিরবলিঃ (বা রুধিরবলিঃ) ওঁ হ্রং বাং বটুকায় নমঃ” বলিয়া (বায়ুকোণে) বলি নিবেদন করিবে। এইরূপ, (ঈশানে) ওঁ হ্রং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ; (নৈঋর্তে) ওঁ হ্রং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ; (অগ্নিকোণে) ওঁ হ্রং গাং গণপতয়ে নমঃ। ছাগশীর্ষবলি—মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “এষ সপ্রদীপচ্ছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ”।

কুমারীপূজা *।

স্বয়ং পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া এবং কুমারীকে সম্মুখে বসাইয়া, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া “সূর্য্যঃ সোমঃ” (১১৪ পৃঃ) ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া, সঙ্কল্প করিবে—

বিষ্ণুরোঁ। তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি † অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিতপূজাদিকর্ম্মণঃ পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামঃ কুমারীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।

---

* অনূঢ়া (অর্থাৎ যাহার বিবাহ হয় নাই) অথচ অনাগতার্ত্তবা (অর্থাৎ যাহার ঋতু হয় নাই) এরূপ কন্যাকে কুমারী বলে। বয়োভেদে কুমারীর বিশেষ বিশেষ নাম যথা—একবর্ষা—সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষা—সরস্বতী, ত্রিবর্ষা—ত্রিধামূর্ত্তি, চতুর্ব্বর্ষা—কালিকা, পঞ্চবর্ষা—সুভগা, ষড়্‌বর্ষা—উমা, সপ্তবর্ষা—মালিনী, অষ্টবর্ষা—কুব্জিকা, নববর্ষা—কালসন্দর্ভা, দশবর্ষা অপরাজিতা, একাদশবর্ষা—রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা—ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষা—মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষা—পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষা—ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষা—অম্বিকা। পূজার সময় বয়ঃক্রম অনুসারে সন্ধ্যাকুমারী, সরস্বতীকুমারী ইত্যাদিরূপ বলিতে হয়। অথবা কেবল কুমারী বলাও চলে। কুমারীপূজা করিলে পূজাদিকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অতএব উহা হোমের পর করা উচিত।

† প্রধান পূজায় যেরূপ মাস (সৌর, মুখ্যচান্দ্র বা গৌণচান্দ্র), তাহার অঙ্গভূত কুমারীপূজাতেও সেইরূপ মাস উল্লেখ করিবে।

পূজা—ঐঁং এতজ্জলং ওঁ কুমার্যৈ নমঃ, এইরূপ—হ্রীং এতৎ পাদ্যং, শ্রীং ইদমর্ঘ্যং (সামবেদিভিন্নপক্ষে—এষোঽর্ঘঃ), হৃং এষ গন্ধঃ, ঐং এতৎ পুষ্পং, হ্সৌঃ এষঃ ধূপঃ, হ্সৌঃ এষ দীপঃ (এই পর্য্যন্ত)। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং হ্সৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। এইরূপ—হৈং হৈং হৈং শ্রীং হ্রীং ঐং স্বাহা শিরসে স্বাহা নমঃ। ঐং হ্রীং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ, ঐং বাগীশ্বরি কবচায় হুং নমঃ, ঐং কুলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ, হ্রীং অস্ত্রায় ফট্ নমঃ। ঐং সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ, ঐং জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ, ঐং কালিকে দক্ষবক্ত্রায় নমঃ।

পরে কুমারীকে বস্ত্র পরাইয়া, ভোজন করাইয়া, তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া, দক্ষিণা দিবে।—এতস্মৈ রজতায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণা-দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া, বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য… সঙ্কল্পিতপূজাদিকর্ম্মণঃ পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তিকামনয়া কৃতৈতত্‌কুমারী-পূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-মূল্যং রজতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকগোত্রায়ৈ শ্রীঅমুকদেব্যৈ কুমার্য্যৈ তুভ্যং দদানি।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—ওঁ কৃতৈতত্‌কুমারীপূজনকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত।

আষাঢ়ী শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত, অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, কিংবা কর্কট সংক্রান্তি হইতে বৃশ্চিকসংক্রান্ত পর্য্যন্ত চারি মাস করিতে হয়। ইহাতে গুড় পরিত্যাগ করিলে মধুরস্বর, তৈলত্যাগে সৌন্দর্য্য, অম্ল-ত্যাগে দীর্ঘজীবী সন্তান, মধুমাংসবর্জ্জনে অরোগিতা ও বিষ্ণুভক্তি, এক দিন অন্তর উপবাসে বিষ্ণুলোক, নখলোমধারণে প্রত্যহ গঙ্গা-স্নানজন্য ফল, "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই বিষ্ণুমন্ত্র জপে উপবাসফল, বিষ্ণুপ্রণামে গোদানজন্য ফল, এবং মাংসবর্জ্জনে কীর্ত্তি আয়ুঃ যশ ও বল লাভ হয়। এই ব্রতে প্রত্যহ প্রাতঃস্নানও করিতে হয়।

আরম্ভের দিন প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া "সূর্য্যঃ সোমঃ ইত্যাদি মন্ত্র (১১৪ পৃঃ) পাঠ করিয়া, সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ (অথবা—পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ, কিংবা অমুকতিথৌ দক্ষিণায়নসংক্রান্ত্যাং) আরভ্য চতুর্ম্মাসং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কীর্ত্ত্যায়ুর্যশোফলাবাপ্তিকামঃ (অথবা মধুরস্বরকামঃ ইত্যাদি, কিংবা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ) চাতুর্ম্মাস্যব্রতমহং করিষ্যে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব কেশব ॥ ১
(ওঁ) গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ম্রিয়েঽহং ম্রিয়ে।
তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ২

শেষদিনে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব তব প্রীত্যৈ কৃতং বিভো।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩

পরে দক্ষিণাদান * ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত অকালেও করিতে পারা যায়। এই চারি মাস শ্বেত শিম্বী, রাজমাষ (বর্ব্বটী), পটোলফল, কলম্বীশাক, ডুমুর, কতবেল ও লেবু খাইতে নাই।

---

* নিত্য প্রাতঃস্নানে ঘৃত ও শক্তু (ছাতু), আমিষ ত্যাগে সবৎসা ধেনু (অথবা তন্মূল্য ৫০), একদিন অন্তর ভোজনে অন্ন (বা তন্মূল্য ৵০), ফলাহারে ধান্য, শাকাহারে রজতপাত্রে করিয়া ঘৃত দক্ষিণা দিতে হয়, অথবা সর্ব্বত্রই কাঞ্চন বা তন্মূল্য দিবে।

হে দেব, তোমার সম্মুখে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম। হে কেশব, তোমার প্রসাদে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিলাভ করুক। ১।

হে দেব, আমি যে ব্রত গ্রহণ করিলাম, ইহা সম্পূর্ণ না হইলে যদি আমি মৃত্যুলাভ করি, তাহা হইলে হে জনার্দ্দন, তোমার প্রসাদে তাহা যেন সম্পূর্ণ হয়। ২।

হে দেব, হে বিভো, তোমার প্রীত্যর্থে আমি এই ব্রত করিলাম, ইহাতে ত্রুটি ঘটিলেও, হে জনার্দ্দন, তোমার প্রসাদে ইহা সম্পূর্ণ হউক। ৩।

আহ্নিক-সংগ্রহ

অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে অবশ্যকর্ত্তব্য কয়েকটি বিষয়ের ক্রম।

ব্রাহ্মণের পক্ষে

মলত্যাগ ৭৪। দন্তধাবন ৭৪। তৈলমর্দ্দন ও স্নান ৭৭। পিতৃহীনের তর্পণ ৮৭। বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যা—সামবেদীর ২৬৫; ঋগ্বেদীর ২৯০; যজুর্ব্বেদীর ৩১৯। দীক্ষিতের তান্ত্রিক প্রাতঃসন্ধ্যা ৯৭। সময় থাকিলে শিবপূজা ১০৮। আবশ্যক হইলে বিষ্ণুপূজা ৩৪৮। সময় থাকিলে দীক্ষিতের ইষ্টপূজা ১২৫। ইষ্টমন্ত্র জপ। বৈদিক মধ্যাহ্নসন্ধ্যা। দীক্ষিতের তান্ত্রিক মধ্যাহ্নসন্ধ্যা। আবশ্যক হইলে ভোগ দেওয়া ৩৫২। গণ্ডূষ ৩৪৬। ভোজন ১২৮। বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা। দীক্ষিতের তান্ত্রিক সায়ংসন্ধ্যা। আবশ্যক হইলে—আরতি ৬১; হরির লুট ৩৬১। শয়ন ১৩০।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে

মলত্যাগ ৭৪। দন্তধাবন ৭৪। তৈলমর্দ্দন ও স্নান ৭৭। পিতৃহীনের তর্পণ ৮৭। বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যা ৩১৯। দীক্ষিতের তান্ত্রিক প্রাতঃসন্ধ্যা ৯৭। সময় থাকিলে—শিবপূজা ১০৮; দীক্ষিতের ইষ্টপূজা ১২৫। ইষ্টমন্ত্র জপ। বৈদিক মধ্যাহ্নসন্ধ্যা। দীক্ষিতের তান্ত্রিক মধ্যাহ্নসন্ধ্যা। গণ্ডূষ ৩৪৬। ভোজন ১২৮। বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা। দীক্ষিতের তান্ত্রিক সায়ংসন্ধ্যা। শয়ন ১৩০।

সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীলোকের পক্ষে

মলত্যাগ ৭৪। দন্তধাবন ৭৪। স্নান ৭৭। দীক্ষিতার তান্ত্রিক প্রাতঃসন্ধ্যা ৯৭। সময় থাকিলে শিবপূজা ১০৮; দীক্ষিতার— ইষ্টপূজা ১২৫; ইষ্টমন্ত্রজপ; তান্ত্রিক মধ্যাহ্নসন্ধ্যা; তান্ত্রিক সায়ংসন্ধ্যা। শয়ন ১৩০।

দ্রষ্টব্য—কোনও দিন সময়াভাবে সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অসমর্থ হইলে—আচমন করিয়া কেবল গায়ত্রী জপ করিবে, এবং সম্পূর্ণ তর্পণে অসমর্থ হইলে আচমন করিয়া কেবল লক্ষ্মণতর্পণ (৯৬) করিবে।

বালক-বালিকাদিগের পক্ষে।

মলত্যাগ ৭৪। দন্তধাবন ৭৪। স্নান, তদভাবে রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রমার্জ্জন। গুরুজনদিগকে প্রণাম। সদাচার ১৭৫।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	১৭	এইরূপ চিহ্ন	[ ] এইরূপ চিহ্ন
১৪১	১০	মনসাদেব্যৈ নযঃ	মনসাদেব্যৈ নমঃ

এইরূপ ছাপার ভুল কোথাও দৃষ্টিগোচর হইলে সংশোধন করিয়া লইবেন।

৮৫ পৃঃ ১৬ ও ১৭ পঙ্‌ক্তি এবং ৮৬ পৃঃ ১—৬ পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বসাইতে হইবে—

তর্পণ করিতে পারেন। স্নানাঙ্গ তর্পণ স্নানান্তেই কর্ত্তব্য; কিন্তু সন্ধ্যা কর্ত্তব্য হইলে সামবেদীরা সূর্য্যোপস্থানের পর (অর্থাৎ "উদু ত্যং" হইতে "উপজায়তে" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠের পর) এবং অন্যবেদীরা সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে করিবেন। প্রধান তর্পণও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় ঐ ঐ স্থলেই করিতে হয় *।

---

* যদ্যপি স্নানাঙ্গং তর্পণং তৎপ্রয়োগান্তর্গতং ভবিতুমর্হতি, তথাপি তস্য সন্ধ্যানুষ্ঠানসত্ত্বে সন্ধ্যোত্তরত্বং বাচনিকম্। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণাদৌ চ সন্ধ্যানুষ্ঠানা-ভাবাৎ স্নানপ্রয়োগান্তর্গতত্বমেব। প্রাতঃস্নানস্যাপি "যথাহনী"ত্যনেনাহঃ-স্নানধর্ম্মাতিদেশাৎ তদঙ্গতর্পণস্যাপি সন্ধ্যোত্তরতা।...স্নানানন্তরং সন্ধ্যাকালে আগতে তর্পণমকৃত্বৈব সন্ধ্যানুষ্ঠানং যুক্তমিতি বিদ্যাকরঃ। "ব্রহ্মযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যামাধ্যাত্মিকীং জপেৎ। জপ্ত্বাথ প্রণবং বাপি ততস্তর্পণমাচরেৎ।" এতচ্চ তর্পণং ব্রহ্মযজ্ঞানন্তরং ছন্দোগেতরপরং, তেষান্তু "বৈশ্রবণায় চোপজায়তে"-ত্যন্তসূর্য্যোপস্থানানন্তরং গোভিলেন তর্পণাভিধানাৎ।—আহ্নিকতত্ত্ব।

সমালোচনা ও পত্র।

"আহ্নিককৃত্যম্"—শ্রীশ্যামাচরণ-কবিরত্নেন সঙ্কলিতম্। কবি-রত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত ও কৃতিব্যক্তি। ইনি ভ্রষ্টাচার হিন্দুসন্তান-দিগের উপকারার্থ নিত্যকর্ম্ম ও মন্ত্রাদি—ব্যাখ্যা সহ বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন। * * * কবিরত্ন মহাশয়ের যত্নে পুস্তকখানির যেরূপ সংগ্রহ, অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কন হই-য়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে মনে হয়। হিতবাদী, ২৩শে বৈশাখ, ১৩০৬।

"আহ্নিককৃত্যম্"—বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম। * * পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় "আহ্নিককৃত্যে"র সঙ্কলন করিয়াছেন, সরল সাধু অনুবাদ দিয়াছেন। * * গ্রন্থের গুণবত্তা পক্ষে আরও পরিচয় দিতে হইবে কি? * * লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। হিন্দু-সন্তানকে স্বধর্ম্মের নিত্যকৃত্যে অনুরক্ত এবং অভ্যস্ত করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নহে, হিন্দু মাত্রেরই এখানি অবশ্য পাঠ্য।—বঙ্গবাসী, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

"আহ্নিককৃত্যম্" * * পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। আমরা কবিরত্ন মহোদয়ের পরম যত্নে সম্পাদিত এই বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম গ্রন্থখানির চারিদিকেই আদর যত্ন দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। * * এ গ্রন্থে ব্রাহ্মণাদির নিত্য-প্রয়োজনীয় সন্ধ্যা, তর্পণ, স্তব, কবচ এবং ধ্যান, প্রণামাদি ত আছেই; অধিকন্তু এক একটি শব্দ ধরিয়া সুন্দর বঙ্গানুবাদ বিন্যস্ত থাকায় গ্রন্থখানি প্রকৃত আদরের সামগ্রী হইয়াছে। গ্রন্থের মূল্যও যৎসামান্য। * * আমরা কবিরত্ন মহাশয়ের কথাতেই সকলকে বলিতে পারি যে,—"যে হিন্দুসন্তান সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া এই পুস্তক গ্রহণপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইবেন, তিনি ঐহিক

পরম সুখ—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক সহায়—ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া পরম লাভবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই। বসুমতী, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬।

(রাজসাহি) তালন্দ-নিবাসী পরম ভক্তিভাজন মহানুভব অধ্যাপকপ্রবর শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ১ম পত্র—আপনার "আহ্নিককৃত্য" ও "ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি" হিন্দু ধর্ম্মজগতে যে যুগান্তরের অবতারণা করিয়াছে, তাহা সত্যই। পরন্তু আমি নিজে ঋগ্বেদী এবং আমাদের দেশে ঋগ্বেদীর সংখ্যাই অধিক। আমাদের দেশে প্রচলিত হস্তলিখিত সন্ধ্যাপদ্ধতির মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। দেশ হইতে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া এবং আমাদের অন্য শাস্ত্রে যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা থাকিলেও বেদে কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া আমরা উপনয়নের পর হইতে "যথাদৃষ্টং" করিয়া যে সন্ধ্যার মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলাম, তাহাই বহুকাল চলিয়া আসিতেছিল। তার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় যখন "ঋগ্বেদি-সন্ধ্যাপ্রয়োগ" মুদ্রিত করিলেন, তখন দেখিলাম যে, আমরা যে সন্ধ্যা করি তাহা কিছুই নহে, সমস্তই ভুল। তখন তাঁহার সেই প্রয়োগপুস্তক দেখিয়া সন্ধ্যার মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলাম এবং তদনুসারেই এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছি। তার পর এখন আপনার "আহ্নিককৃত্য"। সেই "ঋগ্বেদি-সন্ধ্যাপ্রয়োগে" আর এই "আহ্নিককৃত্যে" বিষম পার্থক্য, মহৎ বৈষম্য। ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার কথা ছাড়িয়া দিই; মন্ত্রমধ্যস্থ পদ লইয়াও মহা-বৈষম্য। সমস্ত বৈষম্য দেখাইতে গেলে পৃথক্ একখানি পুস্তিকা লিখিতে হয়। সুতরাং সে পথ ত্যাগ করিয়া কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। * * এখন কোন্ পথে যাই? কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব

রক্ষা করি? প্রত্যুত্তরের জন্য ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলাম। ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১৬।

২য় পত্র—* * আপনার উত্তর পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার "আহ্নিককৃত্য" দেখিয়াই সন্ধ্যার মন্ত্র আবার অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু আমার শেষের দিন অতি নিকটবর্ত্তী। বয়ঃক্রম প্রায় ৭০ বৎসর। আপনার দ্বারা ধর্ম্মজগতে যুগান্তরের পূর্ণতা দেখিয়া যাইতে পারিব না, এই দুঃখ। * * ইতি ২৭শে বৈশাখ, ১৩১৬।

বঙ্গবাসী, ৬ই ভাদ্র, ১৩১৫।—* * (১) যদি বিশুদ্ধভাবে ও অর্থ-বোধ সহকারে সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি যাবতীয় নিত্যকর্ম্ম শিখিতে ইচ্ছা করেন, তবে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের "আহ্নিককৃত্য" দেখিয়া মন্ত্রাদি মুখস্থ করুন। (২) যদি বিশুদ্ধরূপে চণ্ডী পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের "চণ্ডী" আবৃত্তি করুন। (৩) যদি বাস্তবিক বিশুদ্ধভাবে ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার "ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি" গ্রহণ করুন।

পরম সাধু মহাত্মা শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসী মহোদয়ের পত্র—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় সমীপেষু। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনেকেই আচারভ্রষ্ট হইয়া সবিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, তথাপি তাঁহাদের চৈতন্য নাই। অনেক দিন হই-তেই আমার ইচ্ছা ছিল যে, উপযুক্ত গ্রন্থ পাইলে উৎসাহযোগে আমি তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ ও সদাচাররত করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থের অভাবে এতদিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরি-ণত করিতে পারি নাই বলিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। সম্প্রতি একজন ভদ্রলোকের নিকট আপনার আহ্নিককৃত্য, চণ্ডী প্রভৃতি কয়েক-খানি পুস্তক দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া পরম প্রীতিলাভ করি-

লাম। আহ্নিককৃত্যে যে যে বিষয়ের অভাব আছে,* তাহা পরে লিখিব; পুনঃসংস্করণে সেই সকল বিষয় বিন্যস্ত করিলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। আপাততঃ ২৫ খানি আহ্নিককৃত্য ও ২৫ খানি চণ্ডী ভী পী ডাকে সত্বর পাঠাইবেন। পরে যখন যেরূপ আবশ্যক হইবে লিখিয়া পাঠাইব।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, স্বধর্ম্মনিরত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, মহোদয়ের পত্র—নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন। আপনার আহ্নিককৃত্যের সাহায্যে আমার নব উপনীত পুত্রটীকে ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা-আহ্নিক শিক্ষা দিতেছি। ঐ পুস্তক আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। উহা অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। সন্ধ্যা-আহ্নিক ও অন্যান্য বৈদিক ক্রিয়া প্রায়ই বিশুদ্ধভাবে হয় না। তাহার কারণ—সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে অসমর্থ, বিশেষতঃ মন্ত্রের অর্থবোধও নাই বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে দৈবভাবের উদয় একেবারেই হয় না। আপনার পুস্তকখানি ঐ উভয় দোষের নিরাকরণ করিয়াছে। আপনি বিশুদ্ধ মন্ত্র বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সরল অর্থ দিয়াছেন। আমি স্বয়ং বৈদিক ক্রিয়ার বিশেষ পক্ষপাতী। আপনার পুস্তকে সেই বৈদিক ক্রিয়া বিশুদ্ধভাবে দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং তাহার সাহায্যে সকলেরই বৈদিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আশা করি, আপনার আহ্নিককৃত্য প্রতি আর্য্যগৃহে সাদরে গৃহীত হইবে। নিবেদন ইতি।—২রা চৈত্র, ১৩০৭।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্ এ, মহোদয়ের পত্রে—সন্ধ্যা করিবার আবশ্যকতা, সন্ধ্যামন্ত্রের অর্থ প্রভৃতি না জানায় আমরা এতকাল উহা করি নাই, করিতে প্রবৃত্তিও হয় নাই। সম্প্রতি আপনার আহ্নিককৃত্য দেখিয়া সন্ধ্যার অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও সমুদায় মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে আমরা কয়েক জন বন্ধু নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। * * *

স্থানাভাবে সকল প্রশংসাপত্র ও সমালোচনা দেওয়া হইল না।

কবিরত্ন মহাশয়ের ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী।

১। আহ্নিককৃত্য—১ম ভাগ

(১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)

১২শ সংস্করণ। মূল্য ॥৵০ আনা।

২। আহ্নিককৃত্য—২য় ভাগ

(৪র্থ ও ৫ম খণ্ড)

ইহাতে মহিম্নস্তব (হর ও হরি-পক্ষে ব্যাখ্যা সহ), কালীর কর্পূরাদি স্তোত্র (আগম ও নিগম-মতে ব্যাখ্যা সহ), রামকবচ, গুরুকবচ প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত স্তব-কবচ, দীক্ষা প্রয়োগ, সূতিকাষষ্ঠীপূজা, বিদ্যারম্ভ, ত্রিবেদীয়—সাংবৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বিবাহ ও গর্ভাধান আছে। মূল্য ১।০

৩। ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি।

সটীক ১ম খণ্ড—সামান্যকাণ্ড। মূল্য ১৲

৪। ভবদেবপদ্ধতি।

টীকা, টিপ্পনী ও অনুবাদসহ পুথির আকারে মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ টাকা।

৫। চণ্ডী (মূল)।

পুঁথির আকারে গোপাল চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ টীকা সহ মুদ্রিত।

৬ষ্ঠ সংস্করণ। মূল্য ॥৵০

৬। বাঙ্গালা চণ্ডী।

মূল চণ্ডীর অবিকল পদ্যানুবাদ। অনেক স্ত্রীলোকেও আগ্রহ-সহকারে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবীর একটি সুন্দর হাফটোন্ চিত্র আছে। ৬ষ্ঠ সংস্করণ। মূল্য ।৵০

৭। সত্যনারায়ণ ও শুভচনীর কথা।

ইহাতে সত্যনারায়ণের স্কন্দপুরাণোক্ত সংস্কৃত কথা (অনুবাদ সহ), রামেশ্বরী ও শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত বাঙ্গালা কথা (দুরূহ শব্দের অর্থ সহ) এবং শুভচনীর একটি সুন্দর কথা প্রদত্ত হইয়াছে। পূজাবিধিও আছে। ৩য় সংস্করণ। মূল্য ।/০

৮। হরিভক্তি।

হরিভক্তিসঞ্চারিণী প্রবন্ধাবলী। বহু বিজ্ঞজনের প্রশংসিত। অতি উপাদেয় বোধে অনেক সংবাদপত্রে ইহার অনেক প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ। মূল্য ॥/০

৯। পদাঙ্কদূতম্।

প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। অন্বয়, টীকা, অনুবাদ ও ভাবার্থ সহিত। মূল্য ।/০ আনা।

১০। শ্রীরামলীলা।

সংস্কৃত গীতিকাব্য। অনুবাদ সহ। ২য় সংস্করণ। মূল্য ।০

১১। বৈদিক-ব্যাকরণম্।

ব্যাখ্যা সহিত। মূল্য ৷৵০ উত্তম বাঁধাই ১৲।

ভিক্টোরিয়া প্রেসের ম্যানেজারের নামে ৵১০ পয়সার টিকিট পাঠাইলে বিশেষ বিবরণ সহ সমস্ত পুস্তকের তালিকা পাঠান যায়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনলিনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা।
অথবা—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।